বামাবোধিনী পত্রিকা
১২৭৮

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৩ সংখ্যা। | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৮। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

নববর্ষ।

নববর্ষ আগমনে নূতন জীবন
ধরিয়া ধরণী শোভে নয়নরঞ্জন।
পুরাতন পাপ তাপ করি বিসর্জ্জন,
নরগণ! নিজ কার্য্যে কর প্রাণপণ।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের জগতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান থাকিয়া নূতন জীবন, শোভা ও আনন্দ নিয়ত বর্ষণ করিতেছেন। এই নববর্ষের আগমনে আমরা তাঁহার সৃষ্টির নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত না মোহিত হইতেছি! কিন্তু তিনি সৃষ্টিকে যেমন পুরাতন হইতে নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত করিতেছেন, সেই সঙ্গে আমাদিগের জীবনকেও নব উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ করিবার জন্য উৎসাহ দান করিতেছেন। এখন আইস সকলে জগতে ও জীবনে সেই আনন্দময়ের নূতন আবির্ভাব দেখিয়া পুরাতন বৎসরের দুঃখ, শোক, পাপ ও আলস্য এককালে পরিত্যাগ করি এবং নূতন আশা, যত্ন ও সাধুভাবে পূর্ণ হইয়া নব জীবনের পথে অগ্রসর হই।

নববর্ষে বামাবোধিনীর বিষয়ে নূতন কিছু কিছু বলিবার প্রথা আছে, আমরা এবারেও সে প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। গতবর্ষে

আমরা পত্রিকার কলেবর এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছিলাম। আমাদিগের আশঙ্কা ছিল ইহাতে গ্রাহক সংখ্যার অনেক হ্রাস হইবে কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, আমাদিগকে সে জন্য বড় ক্ষতি সহ্য করিতে হয় নাই। প্রত্যুত অন্যান্য বৎসরের ন্যায় অনেক নূতন গ্রাহকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে এবং অধিকাংশ পুরাতন গ্রাহক আমাদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন। আমরাও পত্রিকা যাহাতে গ্রাহকগণের সন্তোষকর ও উপকার জনক হয় তজ্জন্য সাধ্যমত ত্রুটি করি নাই। তাঁহাদিগের উৎসাহের উপর নির্ভর করিয়া পত্রিকা ৪ ফরমা স্থলে ৪।। ফরমা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি। বস্তুতঃ বামাবোধিনীর আয় বৃদ্ধি হইলে ইহার উন্নতি সাধনে তাহা নিয়োগ করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। কিন্তু দুঃখের সহিত একটী বিষয় নিবেদন করিয়া অদ্যাপিও পাঠকগণকে দুঃখিত করিতে হইতেছে। আমাদিগের মফঃস্বলের অনেক গ্রাহক মহাশয় পত্রিকা গ্রহণ করিয়া যেরূপ আমাদিগকে উৎসাহ দান করেন, ইহার মূল্য প্রদানে শৈথিল্য ও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া সেইরূপ নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন। আমরা এতকাল ডাকমাসুল সমেত পত্রিকা অনেকের নিকট প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, বারংবার তাঁহাদিগের আশ্বাস বাক্য শুনিয়া এবং পুরাতন বৎসরের প্রাপ্য আদায়ের লোভ পরতন্ত্র হইয়া প্রতি বৎসর নূতন ক্ষতি সহ্য করিতেছি। কিন্তু এ প্রকার ভদ্রতায় লাভ অপেক্ষা ক্ষতির পরিমাণ অধিক দেখিয়া আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইতে হইতেছে। এই কারণে এ বৎসর আমরা একটী নূতন নিয়ম অবলম্বন করিলাম "মফঃস্বল হইতে অগ্রিম মূল্য না পাইলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না।" যাঁহারা বামাবোধিনীর প্রতি স্নেহ-পরায়ণ এবং ইহার উন্নতি দর্শনে সমুৎসুক, তাঁহারা আমাদিগের এই কঠোরতার জন্য অপরাধ গ্রহণ করিবেন কখনই বোধ হয় না। যাঁহাদিগকে এতকাল আমরা আত্মীয় ভাবিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইব না এই আশায় পত্রিকা পাঠাইলাম, তাঁহারা যদি নিষ্ঠুর হইয়া বামাবোধিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন আমরা নিরুপায়। আমাদিগের পুরাতন গ্রাহক মহাশয়গণের প্রতি বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা এই

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৩ সংখ্যা। | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৮। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

নববর্ষ।

নববর্ষ আগমনে নূতন জীবন
ধরিয়া ধরণী শোভে নয়নরঞ্জন।
পুরাতন পাপ তাপ করি বিসর্জ্জন,
নরগণ! নিজ কার্য্যে কর প্রাণপণ।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের জগতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান থাকিয়া নূতন জীবন, শোভা ও আনন্দ নিয়ত বর্ষণ করিতেছেন। এই নববর্ষের আগমনে আমরা তাঁহার সৃষ্টির নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত না মোহিত হইতেছি! কিন্তু তিনি সৃষ্টিকে যেমন পুরাতন হইতে নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত করিতেছেন, সেই সঙ্গে আমাদিগের জীবনকেও নব উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ করিবার জন্য উৎসাহ দান করিতেছেন। এখন আইস সকলে জগতে ও জীবনে সেই আনন্দময়ের নূতন আবির্ভাব দেখিয়া পুরাতন বৎসরের দুঃখ, শোক, পাপ ও আলস্য এককালে পরিত্যাগ করি এবং নূতন আশা, যত্ন ও সাধুভাবে পূর্ণ হইয়া নব জীবনের পথে অগ্রসর হই।

নববর্ষে বামাবোধিনীর বিষয়ে নূতন কিছু কিছু বলিবার প্রথা আছে, আমরা এবারেও সে প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। গতবর্ষে

হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন যে ধর্ম্মই পৃথিবীতে সার ও সত্য পদার্থ। জগতে ধর্ম্ম ভিন্ন সুখ শান্তির বস্তু আর কিছুই নাই। প্রেমময় ঈশ্বরের করুণার কি নিগূঢ় ভাব! তিনি নারীজাতির কোমল হৃদয়ের নিভৃত স্থানে বসিয়া জীবনের প্রকৃত তত্ত্ব সকল প্রদর্শন করেন। লোকে বহুবিধ তর্ক ও আলোচনা করিয়াও যে সকল বিষয়ের রসাস্বাদনে বঞ্চিত, মুমুক্ষু সাধু জনেরা ঈশ্বরের কৃপায় সেই সমস্ত ব্যাপার আত্মার মধ্যে আস্বাদন করিয়া শান্তিরসে অভিষিক্ত হন।

যৎকালে মীরা পিত্রালয় হইতে শ্বশুরালয়ে গমন করেন, তখন তাঁহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা। তাঁহার স্বামী ও অন্যান্য পৌরজনবর্গ প্রগাঢ় শাক্ত ছিলেন, সুতরাং পতিগৃহে তাঁহার আর সুখস্বচ্ছন্দতার আশা কিরূপে করা যাইতে পারে? তিনি পতির নিকট আসিয়া অতিশয় কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহার সহিত দিবানিশি বিবাদ বিসম্বাদ করিত, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পারিত না—এমন যে প্রিয়তম পতি তিনিও ভিন্ন ধর্ম্মের জন্য তাঁহাকে তাদৃশ ভাল বাসিতেন না। মীরা ক্রমশঃ শ্বশুরালয়ে সকলেরই বিষনয়নে পতিত হইলেন ও দিন দিন প্রত্যেকেরই বিরাগভাজন হইতে লাগিলেন। যদিও সভ্যতম প্রদেশে নারীদিগের ধর্ম্ম বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভারতবর্ষীয় রমণীরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, একথা বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। পাঠিকাগণ ক্ষুন্ন হইও না। ভগ্নীগণ! তোমাদের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই নির্জ্জনে অশ্রুপাত হয়। অদ্যাপি তোমরা আপনার জীবনের পবিত্র, গুরুত্ব এবং মহৎ আদর্শ বুঝিতে পারিলে না। বঙ্গবাসিনী ভগিনীগণের ধর্ম্ম বিষয়ে এক বিন্দু স্বাধীনতা দৃষ্ট হয় না ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়! পতির মতেই তাঁহাদের মত, পতির ধর্ম্মই তাঁহাদের ধর্ম্ম। একবার মীরার জীবন দেখ, কি আশ্চর্য্য তাঁহার বীরত্ব! গৃহে বিবিধ অত্যাচার ও আঘাত পাইয়া মীরার ধর্ম্মভাব সমধিক উত্তেজিত হইল। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ভক্তি অনুরাগ দিন দিন অধিক পরিমাণে বাড়িতে লাগিল। একদা তাঁহার শ্বশ্রূ বড় বাড়াবাড়ি দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৩ সংখ্যা। | বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭৮। | ৬ষ্ঠ ভাগ।

নববর্ষ।

নববর্ষ আগমনে নূতন জীবন
ধরিয়া ধরণী শোভে নয়নরঞ্জন।
পুরাতন পাপ তাপ করি বিসর্জ্জন,
নরগণ! নিজ কার্য্যে কর প্রাণপণ।

মঙ্গলময় ঈশ্বরের জগতে কিছুই পুরাতন থাকিতে পারে না। তিনি ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান থাকিয়া নূতন জীবন, শোভা ও আনন্দ নিয়ত বর্ষণ করিতেছেন। এই নববর্ষের আগমনে আমরা তাঁহার সৃষ্টির নূতন সৌন্দর্য্য দেখিয়া কত না মোহিত হইতেছি! কিন্তু তিনি সৃষ্টিকে যেমন পুরাতন হইতে নূতন ভাবে অনুরঞ্জিত করিতেছেন, সেই সঙ্গে আমাদিগের জীবনকেও নব উৎসাহ উদ্যমে পূর্ণ করিবার জন্য উৎসাহ দান করিতেছেন। এখন আইস সকলে জগতে ও জীবনে সেই আনন্দময়ের নূতন আবির্ভাব দেখিয়া পুরাতন বৎসরের দুঃখ, শোক, পাপ ও আলস্য এককালে পরিত্যাগ করি এবং নূতন আশা, যত্ন ও সাধুভাবে পূর্ণ হইয়া নব জীবনের পথে অগ্রসর হই।

নববর্ষে বামাবোধিনীর বিষয়ে নূতন কিছু কিছু বলিবার প্রথা আছে, আমরা এবারেও সে প্রথা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। গতবর্ষে

বিশুদ্ধ তান লয় সহকারে ঈশ্বর-প্রেম-সূচক স্বরচিত সঙ্গীত গান করিতেন, তখন কেহই মোহিত ও মূর্চ্ছিত না হইয়া থাকিতে পারিত না। বস্তুতঃ তৎকালে তাঁহাকে মানবী বলিয়া আর বিশ্বাস হইত না; নাভাজিউ প্রভৃতি তাঁহার জীবন লেখকেরা বলেন যে তিনি কোন স্বর্গস্থ নারী প্রেম-রূপে মর্ত্তালোকে অবতীর্ণ হইয়া রমণীকুলের পবিত্র সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতে আসিয়াছেন ইহা যথার্থই বটে। ফলতঃ তাঁহার সঙ্গীতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যাইত। তাঁহার জীবন-লেখকেরা বলেন যে যৎকালে তিনি প্রসিদ্ধ গায়িকা ও পরম ধার্ম্মিকা বলিয়া ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তৎকালে আক্‌বর সা দিল্লীর সম্রাট্ ছিলেন। সকলেই জানেন যে রাজা অতিশয় সঙ্গীতপ্রিয় ও হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী। তিনি মীরার বৃত্তান্ত শ্রবণে কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে সুবিখ্যাত গায়ক তান্‌সেন কে সঙ্গে করিয়া তথায় গমন করেন। রাণীর আদেশে বিষ্ণুভক্তদিগের অন্দরে যাইবার আর কোন বাধা ছিল না, সুতরাং তাঁহারা সেইরূপ পরিচয় দিয়া গৃহমধ্যে অবাধে প্রবেশ করিলেন। রাণী বৈষ্ণব জানিয়া তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহা-দের ভজন শুনিবার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তিনি যখন স্থাপিত প্রতি-মূর্ত্তির সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সঙ্গীত করিতে লাগিলেন, তখন আক্‌বর আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না, মোহিত হইয়া গেলেন, তান্‌সেন অধোবদনে বিনিন্দিত হইয়া রহিলেন। তাঁহারা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার পরেই সম্রাটের আগমন বার্ত্তা প্রচার হইয়া পড়িল; তদবধি অন্তঃপুরে বৈষ্ণব আসা একেবারে নিষিদ্ধ হইল এবং রাণা পত্নীর ঈদৃশ ব্যবহারে ক্রোধান্ধ হইয়া তলোয়ার লইয়া তাঁহাকে কাটিতে গেলেন, গৃহশুদ্ধ সকলেই তাঁহার প্রতি কলঙ্কারোপ করিল। এই কারণে তাঁহার উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ হইল, এমন কি তাঁহার পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অসহনীয় হইয়া উঠিল। বিষম অত্যাচারের জন্য অব-শেষে তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইল। তিনি পর্য্যটকের বেশে দ্বারকা ও বৃন্দাবন প্রভৃতি অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন। যখন তিনি দ্বারকায় যান, তখন তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিতে রাজা বিশেষ চেষ্টা করেন

ও অনেক লোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠান, কিন্তু তিনি কিছুতেই ফিরিলেন না। ঐ সময়ে তাঁহার স্বামী স্বীয় অধিকারস্থ বৈষ্ণবদিগের প্রতি বিষম অত্যাচার করেন। মীরা বৃন্দাবনে গমন করিয়া চৈতন্যের প্রিয়শিষ্য রূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপ করেন। এইরূপে ধর্ম্ম লইয়াই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন ও ধর্ম্মের জন্যই তাঁহার মৃত্যু হয়। কোন্ সময় তিনি মানব দেহ পরিত্যাগ করেন তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একটি কল্পিত অলৌকিক ঘটনা লিখিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে যে যখন তিনি কোন সময়ে অন্যত্র ভ্রমণ মানসে রণ ছোড় কৃষ্ণ মূর্ত্তির ভজনা করিয়া বিদায় লন, তখন ঐ মূর্ত্তি দ্বিখণ্ড হওয়াতে তিনি তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অদ্যাপি উদয় পুরে তাঁহাদের উভয়ের একত্র পূজা হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ঐ স্থান অদ্যাপি বিশেষ তীর্থ বলিয়া তদ্দেশবাসী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সমাদৃত হইতেছে। মীরা অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল ও স্বভাব অতি বিনম্র। তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণতর ও জ্ঞানও সমুন্নত ছিল। প্রেমভক্তি তাঁহার জীবনের বিশেষ অলঙ্কার। তিনি ক্ষমাও সহিষ্ণুতা বিলক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন, দুঃখ ক্লেশ অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারিতেন। তিনি বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধায়িনী ছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি পূজা, অবতার স্বীকার প্রভৃতি কুসংস্কারের হস্ত হইতে তিনি মুক্ত হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু এক চৈতন্য স্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার সংস্কৃত নির্ম্মল জ্ঞান দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বড় পুণ্যবতী ও জিতেন্দ্রিয়া ছিলেন। হায়! ধর্ম্মের জন্য তিনি সাংসারিক ও স্বামি-সহবাস জনিত সুখের মুখাবলোকন করিতে পান নাই। তিনি দুর্দ্দান্ত যৌবনাবস্থায় কেবল ঈশ্বরে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইলেন ও স্বর্গীয় অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পাঠিকাগণ! মনে কর তাঁহার শেষে কি ক্লেশই হইয়াছিল, ঐশ্বর্য্য গেল, পতি গেল, সুখ গেল, গৃহ পর্য্যন্ত গেল, আবার তাহার উপর লোকাপবাদ, কেবল ঈশ্বরের মুখ চাহিয়া তিনি জীবিত ছিলেন। তোমরা কবে এমন করিয়া ঈশ্বরকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল

করিবে? দুঃখিনী মীরার আত্মার স্বাধীনতা ও বীরত্বের ভাব কতদূর প্রবল ছিল তাহা বলা যায় না। সঙ্গীত বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার রচিত এক ঈশ্বরের বিষয়ে অতি সুন্দর ভজন সকল অদ্যাপি কবীর পন্থী ও নানক পন্থী ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিশেষে গীত হইয়া থাকে। আমরা তাঁহার দুই একটি ভজন অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

(১)। হে দেব! দ্বারকায় আমাকে স্থান দেও এবং তোমার শঙ্খ চক্র গদা পদ্মদ্বারা যম ভয় নিবারণ কর। তোমার পবিত্র মন্দিরে নিত্য শান্তি বিরাজ করিতেছে এবং তোমার শঙ্খ ও করতাল ধ্বনিতে পরম আনন্দ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি-প্রেম এ সকলই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইতে আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ কর।

(২)। তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক তবে গ্রহণ কর; তোমা ভিন্ন আমাকে দয়া করে এমন আর কেহই নাই; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরাপতি! হে প্রিয় গিরিধর! মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কদাপি আমার বিয়োগ না হয়।

(৩)। গিরিধর গোপালই আমার; দ্বিতীয় কেহ নাই। যাঁহার মস্তকে ময়ূর মুকুট তিনিই আমার পতি। তাঁহার গলায় কৌস্তুভ মণি ও বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদ চিহ্ন দেখা যায়। তিনি শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ও কণ্ঠমালায় সুশোভিত। আমিত ভক্তি জানিয়া আসিয়াছি, যুক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অশ্রুজল সেচন করিয়া প্রেম বীজ বপন করিয়াছি। সাধুগণের সহিত উপবেশন করিয়া লোক লজ্জা ক্ষয় করিয়াছি। এখন ত কথা প্রচার হইয়াছে, সকল লোকেই জানে। প্রেমরূপ মন্থন দণ্ডদ্বারা যুক্তি পূর্ব্বক মন্থন করিয়া আমি মাখন ঘৃত বাহির করিয়া লইতেছি, যে খায় ঘোল থাক্। রাজগৃহে জন্ম গ্রহণ করাতে আমার সকল সুখ সম্ভোগই হইতে পারিত; কিন্তু প্রভুর প্রতি মীরার প্রেমানুরাগ হইয়াছে, ইহাতে যাহা হইবার তাহাই হউক।

উপরি উক্ত ভজন গুলির পৌত্তলিক অংশ সকল তাঁহার কুসংস্কার-

জমিত বলিয়া অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু এই সকলের মধ্যে যে পায় অলৌকিক ভক্তি, বিশ্বাস ও ধর্ম্মের উন্নত ভাব প্রকাশ পাই-তেছে তাহা সকলেরই আদরণীয় ও শিক্ষণীয়।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সহৃদয়তা।

হেন গুণবতী রাজ্ঞী যাহার ভূষণ
ধন্য সেই দেশ, সেই জাতি, প্রজাজন।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত সম্রাট ৪র্থ উইলিয়মের পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার বিধবা মহিষী নৃপতির মৃত্যু সংবাদ তাঁহার উত্তরা-ধিকারিণী রাজকুমারী আলেকজাণ্ড্রা ভিক্টোরিয়ার সমীপে প্রেরণ করেন। রাজকুমারী পত্র পাঠ করিয়া শোকার্ত্ত মহিষীকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত তদুপযুক্ত এক খানি প্রত্যুত্তর পত্র লিখিয়া তাহার শিরো-নামে "ইংলণ্ডেশ্বরী সমীপেষু"—এই বাক্যটী লিখিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী পরিচারিকা শিরোনামে ইংলণ্ডেশ্বরী শব্দটী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, রাজ্ঞি! আপনি এখন ইংলণ্ডেশ্বরী, অতএব ঐ শব্দ আর দ্বিতীয় ব্যক্তিতে প্রয়োগ হইতে পারে না। রাজ্ঞী তাহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন আমি তাহা অবগত আছি, কিন্তু আমি স্বয়ং ও সর্ব্বাগ্রে এই বিষয় বিধবা রাজ্ঞীর শ্রুতি গোচর করিতে ইচ্ছা করি না।

ইংলণ্ডের উইণ্ডসর নগরের রাজপ্রাসাদ মধ্যে দ্বিপ্রহর রজনীতে সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ম পরলোক গমন করেন। সেই নিশীথ সময়ে মৃত্যুর অব্যবহিত পরক্ষণে প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ সত্বর হইয়া কেনসিংটনের রাজবাটীতে গমন করেন এবং সেই রজনীতেই রাজবালা ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎকার লাভের প্রার্থনা করেন। রাজনন্দিনী এই সংবাদ শ্রবণে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষ প্রথমতঃ রাজকুমারীকে রাজার মৃত্যু সংবাদ শুনাইয়া যথারীতি বলিলেন "ইংলণ্ডের রাজ নিয়মানুসারে

আপনি মৃত নরপতির সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ইংরেজ জাতির শিরোভূষণ অদ্য হইতে এক অষ্টাদশ বর্ষীয়া রাজবালার চরণতলে প্রণত হইল”।

সুকুমারমতি নৃপতনয়া এই বাক্য শ্রবণ মাত্র মহোচ্চ পদবীর গুরু চিন্তা ও আনন্দে কিয়ৎক্ষণ ব্যাকুলচিত্ত হইলেন এবং মৃদুস্বরে প্রথম এই বাক্য বলিলেন “আপনি আমার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন”। অতঃপর উভয়ে জানু পাতিয়া সেই স্থানে একত্র উপবিষ্ট হইলেন এবং সেই বিশ্ব রাজ্যেশ্বরের নিকট রাজ্য শাসনের উপযুক্ত হৃদয় ও সামর্থ্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। এই প্রকারে আমাদিগের পুণ্যবতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাধিপতির শরণ লইয়া রাজ সিংহাসনে পদার্পণ করেন।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার পিতা ডিউক অভ কেন্ট একদা স্পেন রাজ্যের জিব্রলটার নগরে সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া অবস্থিতি করেন। কোন কারণ বশতঃ তাঁহার অধীনে সৈনিকগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তথায় বিদ্রোহী হইয়া উঠে। কেবল হিলমান নামক এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা না করিয়া তাঁহার অনুগত হইয়া ছিল। তন্নিমিত্ত ডিউক যৎকালে জিব্রলটার হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করেন, সেই বিশ্বাসী ভৃত্যটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং কেনসিংটন রাজপ্রাসাদের নিকট তাহার বসতির নিমিত্ত এক খানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর যাহাতে ভৃত্যের ও তাহার পরিবারের কোন কষ্ট না হয়, তজ্জন্য তিনি স্বীয় পত্নীকে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিতে বলিয়াছিলেন। অল্প দিন পরে, ডিউকের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্নী স্বামীর আদেশ অনুসারে সেই দুঃখী ভৃত্য ও তাঁহার পরিবারের প্রতি স্নেহ প্রকাশ এবং সময়ে সময়ে স্বীয় তনয়া ভিক্টোরিয়াকে সঙ্গে লইয়া উহাদিগের গৃহে গিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। কিছু দিন পরে হিলমান লোকান্তর গমন করিল এবং তাহার একটী পুত্র ও একটী মাত্র কন্যা রহিল। তাহারা উভয়েই পীড়ায় সাতিশয় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়ার যেমন ক্রমশঃ জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল তাহাদিগের প্রতি তিনি তেমনই

অধিক স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং যতদিন বালকটী রোগগ্রস্ত হইয়া জীবিত ছিল ততদিন স্বয়ং তাহাকে দেখিতে যাইতেন। বালিকাটীও যখন উৎকট রোগে শয্যাগত হয় তিনি সর্ব্বদা তাহার তত্ত্ব গ্রহণ করিতেন। সময় ক্রমে যখন এই গুণবতী রাজকুমারী ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসন আরোহণ করিলেন তখন কেনসিংটন নগরের পিত্রালয় এবং রোগার্ত্ত বালিকাটীকে পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন নগরে গমন করিতে হইল। তথায় গিয়া দুই দিবস পরে তিনি ঐ দুঃখিনী বালিকাটীকে আপনার এক জন সহচরী দ্বারা এক খানি ধর্ম্মগীতা পুস্তক ও এই সংবাদটী পাঠাইয়া দিলেন:—"আমি এক্ষণে ইংলণ্ডের রাজ্ঞী হইয়াছি এবং কেনসিংটন নগর পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি বটে কিন্তু তোমাকে ভুলিয়া যাই নাই"। সেই স্থানের ধর্ম্মযাজক পক্ষান্তে এক দিন করিয়া ঐ পীড়িতা বালিকাটীর নিকট আসিতেন। যে দিবস রাজ্ঞীর নিকট হইতে পুস্তক ও সংবাদ আসিল, সেই দিবস ধর্ম্মযাজক ঐ রোগীর গৃহে আগমন করেন। অন্যান্য দিন ধর্ম্মযাজক রোগীকে যেরূপ দেখেন সে দিন তাহা অপেক্ষা তাহার প্রফুল্লচিত্ত ও প্রসন্ন মুখ দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহার এরূপ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালি-কাটী তৎক্ষণাৎ বালিসের নীচে হাত দিয়া পুস্তক খানি বাহির করিয়া বলিল "দেখুন, মহাশয়। আমাদিগের নূতন রাজ্ঞী আজ তাঁহার এক জন সহচরী দ্বারা আমার নিকট কি পাঠাইয়াছেন। মহিলাটী বলিয়া গিয়াছেন ঐ পুস্তক খানি রাজ্ঞী স্বয়ং পাঠ করিতেন এবং উহার পত্রের পার্শ্বে তাঁহার স্বীয় হস্তাক্ষর সকল রহিয়াছে।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বালি-কাটী আর আনন্দ সম্বরণ করিতে পারিল না, অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বড় হইলে অনেকে অহঙ্কারী হইয়া রাজভোলা হন, কিন্তু দুঃখীদিগের প্রতি এই রূপ স্নেহ দ্বারাই বড় লোকের যথার্থ মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা প্রকাশ পায়।

কারা-কুসুমিকা।

(৩৪৫ পৃষ্ঠার পর)

চার্নি পুনঃ পুনঃ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিলেন, দিবসের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাঁহার বৃক্ষটী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গন্ধ নির্গত হয়। প্রথমে বোধ হইল, ইহা তাঁহার কল্পনার খেলা মাত্র; কিন্তু অনেকবার পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা সপ্রমাণ হইল। অবশেষে বৃক্ষের আঘ্রাণ লইয়া দিনের ভিন্ন ভিন্ন ঘন্টা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারিতেন। পিসিওলা এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে মুকুলশোভিত হইল। লুডোবিককে ধন্য-বাদ! তিনি উঠানে একটী বসিবার স্থান প্রস্তুত করিতে দুর্ভাগ্য কয়েদীকে সাহায্যদান করিলেন, চার্নি তথায় বসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রিয় তরুর সহবাস উপভোগ করিতে লাগিলেন। কখন কখন অপরাহ্নকালে তিনি এক প্রকার দিবাস্বপ্ন বা কল্পনার ক্রীড়ায় অভিভূত হইতেন—তখন তাঁহার চিন্তাশক্তি বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইয়া দূরবর্ত্তী বিচিত্র ঘটনার মধ্যে প্রবেশ করিত। একদিন তিনি ভাবিলেন তিনি তাঁহার পুরাতন গৃহে রহিয়াছেন; ভোজের রাত্রি; শত শত যানের ঘর্ঘর শব্দ তাঁহার কর্ণে বাজিতেছে এবং মশালের আলোক তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে জলি-তেছে। একতান বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল—নৃত্য আরম্ভ হইল। বর্ত্তিকা-লোকের স্রোতে নৃত্যশালা ভাসমান, এবং রত্নালঙ্কার দামে সুন্দরীদিগের শরীর শোভমান হইল। গর্ব্বিতা টালীন, রূপবতী রিকামির তথায় উপস্থিত এবং রাজ্যাধিপতির পত্নী জোজেফাইন শালীনতা ও সৌন্দর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মানা হইলেন। অন্যান্য রমণীগণ সুরুচি ও মহার্ঘ্য পরিচ্ছদ দ্বারা রূপ যৌবন যত মোহনীয় করা যায় তৎপক্ষে ত্রুটী করেন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে কাহাকেও দেখিয়া চার্নির মন মোহিত হইল না। তিনি সামান্য শুভ্রবস্ত্র-পরিহিতা একটী বালিকাকে দর্শন করি-লেন; তাঁহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও সস্মিত বদন তাঁহার একমাত্র অল-ঙ্কার; মুগ্ধ [illegible] সেই মূর্ত্তির প্রতি চার্নি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, [illegible]

অন্যান্য আকৃতি অদৃশ্য হইতে লাগিল। এখন তাঁহারা উভয়ে নির্জ্জনে আছেন বোধ হইল এবং কল্পনাপথে যতই তিনি রমণীর নিকটতর হইলেন, তাঁহার নিবিড় কেশপাশ একটী কুসুমে শোভিত বোধ হইল—ইহা তাঁহার কারাগৃহেরই কুসুম! তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তিনি অজ্ঞাতসারে বাহু প্রসারণ করিলেন অমনি সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল—কুসুম ও বালিকা পরস্পরে যেন পরস্পরের মধ্যে লুক্কায়িত হইল। তাঁহার গৃহ প্রাচীর অন্ধকারপ্রায় হইল; একে একে আলোক সকল নির্ব্বাণ হইয়া গেল; অবশেষে চৈতন্য কল্পনাকে বিদায় করিয়া তাঁহার নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া দিল! কি আশ্চর্য্য! কেহ কোথায় নাই। তিনি চৌকীর উপর উপবিষ্ট, সূর্য্য অস্তপ্রায় এবং পিসিওলা তাঁহার সম্মুখে শোভমান।

তিনি অনেক সময় এইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন দেখিতেন; কিন্তু কুসুম ভূষিতা বালিকা মূর্ত্তিমতী পিসিওলা এই মোহন চিন্তার প্রধান লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইত। ইহা যে গত কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয় তাহা তিনি জানিতেন, তবে কি ইহা কোন ভবিষ্যৎ সূচনা? এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করা তিনি আবশ্যক বোধ করিতেন না; সেই মনোহর প্রতিমাটী ভাবিতে সুখ হয় ইহাই কেবল অনুভব করিতেন। তিনি যেমন চিন্তার, সেইরূপ হৃদয়েরও, একটী বস্তু পাইলেন; জীবিত এক ব্যক্তি তাঁহার মনের ভাব বুঝে, তাঁহার সঙ্গে হাস্য করে এবং তাঁহাকে ভাল বাসে,—তাঁহার প্রীতির পূর্ণপাত্র, তাঁহার জীবনে জীবিত। তিনি কল্পনায় তাঁহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য চক্ষু মুদিত করিতেন। যেন দুইজনে এক-হৃদয় মাত্র—এক প্রাণ দুই দেহে অবস্থিত!

ফিনেষ্ট্রেল দুর্গের বন্দী কঠোর জ্ঞানানুশীলনের পর এই অক্ষয় সুখরসের আস্বাদ লইতেন; পুষ্পের গর্ভ হইতে মধুমক্ষিকাগণ যেমন সুগন্ধ ও মধু আহরণ করিয়া আনে, সেইরূপ কবিকল্পনা রাজ্যে ভাবুকগণ গভীররূপে প্রবিষ্ট হইয়া কত সুখই সংগ্রহ করিয়া থাকেন! তাঁহার জীবন এখন দ্বিবিধ, একটী বাস্তবিক ও অপরটী কাল্পনিক; একটী অপরটীর অর্দ্ধাংশমাত্র; ইহার অভ্যন্তরী [illegible] করিলে [illegible] বহিত [illegible]

সুখের কেবল অর্দ্ধমাত্রা সম্ভোগ করেন। পিসিওলা কুসুম ও পিসিওলা রূপসী বালা এক্ষণে তাঁহার সময় দুই অংশে বিভক্ত করিয়া লইল। তিনি চিন্তা ও পরিশ্রমের পর আনন্দ ও প্রণয় সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

গিরহার্দ্দী গবাক্ষ হইতে হস্ত সঞ্চালন করিয়া চারনির সহিত সম্ভাষণ করিতেন। একদিন প্রাতে ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহাকে যতদূর সাধ্য নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন এবং পাছে কেহ শুনিতে পায় এই ভয়ে যেন অস্ফুটস্বরে বলিলেন "মহাশয়! আপনাকে কিছু সুসংবাদ দিব।" চারনি উত্তর করিলেন "অনুগ্রহ পুর্ব্বক আমাকে যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রটীর সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমিও কৃতজ্ঞতা দান করিব।" বোধ হয় চারনি ইতিপূর্ব্বে আর কখন কাহার নিকটে এতদূর উপকার অনুভব করেন নাই।

গিরহার্দ্দী বলিলেন "আমাকে কৃতজ্ঞতা দান করিবেন না; এ কার্য্য আমার কন্যা টেরিসার অভিপ্রায়েই হইয়াছে।"

"আপনার তবে একটী কন্যা আছেন; আপনি কি তাহাকে দেখিবার অনুমতি পান?"

জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি তাহাকে দেখিবার অনুমতি পাই। আহা! আমার দুঃখিনী কন্যা অশেষ গুণের আধার। মহাশয় আপনি জানেন, সে আপনার কত কল্যাণ চিন্তা করে? প্রথমে যখন আপনি পীড়িত হন এবং তৎপরে পুষ্পের প্রতি যে অবধি আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিতেছেন, আপনার জন্য তাহাকে সর্ব্বক্ষণ ভাবিত দেখিতে পাই। আপনি জানালার ধারে অবশ্যই কখন না কখন তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন?

"এ কি সত্য; তিনি আপনার কন্যা"?

"হাঁ নিঃসন্দেহ; কিন্তু তার বিষয় বলিতে গিয়া আমি আপনাকে যে সংবাদ দিতে আসিলাম, তাহা ভুলিয়া যাইতেছি। সম্রাট্ মিলান নগরে যাইতেছেন, তথায় ইটালীর রাজমুকুট ধারণ করিবেন।"

"কোন্ সম্রাট্?"

"কেন, সেনাপতি বোনাপার্টি? আপনি কি জানেন না, ফ্রান্সের

সর্ব্বাধ্যক্ষ সম্রাট্ উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার নাম সম্রাট্ নেপোলিয়ন—এবং তিনি ইটালী জয় করিয়া সেই দেশের রাজপদে অভিষিক্ত হইবার জন্য মিলানে যাইতেছেন ?”

চারনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, “ইটালীর রাজা ! তাহাতে কি ? তিনি আপনার ও আমার উপরে অধিক প্রভুত্ব লাভ করিবেন”। চারনি এই বৃহৎ ঘটনার ফল কি হইবে জানিতেন না এবং ইহা অপেক্ষা কারা কুসুমিকার জন্য অধিক চিন্তিত ছিলেন। তিনি বলিলেন “আমি লজ্জিত হইতেছি, আপনার অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী অনেকদিন ধরিয়া রাখিয়াছি ; ইহা না পাইয়া আপনার ক্ষতি হইতেছে। ভবিষ্যতে আর একবার আমাকে দেখিতে দিবেন প্রার্থনা।”

দয়ালু বৃদ্ধ চারনির কথার ভাবে বুঝিতে পারিলেন, তিনি যন্ত্রটী ফিরাইয়া দিতে বড় ইচ্ছুক নন। অতএব বলিলেন “ইহা না পাইলেও আমার চলিবে, আমার আরও অনেক অণুবীক্ষণ আছে। আপনার দুর্ভাগ্য সহবন্দী যে আপনার কল্যাণ কামনা করে, তৎস্মরণার্থ উহা আপনার নিকট রাখিয়া দিউন্।

চারনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গিরহার্দ্দী তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন “আমি আপনাকে যাহা বলিতে আসিয়াছি, অগ্রে তাহা শেষ করি। লোকে বলে আগামী অভিষেকের সময় অনেক অপরাধীকে ক্ষমা করা হইবে। আপনার স্বপক্ষতা করিতে পারেন এমন কি কোন বন্ধু আছেন ?”

চারনি বিমর্ষ ভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিলেন “আমার কোন বন্ধু নাই !”

“কোন বন্ধু নাই” বৃদ্ধ দয়ার্দ্র হইয়া এই বাক্যের প্রতিধ্বনি করিলেন। “তবে কি আপনি স্বজাতির প্রতি সন্দেহ করিতেন ? বন্ধুত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বন্ধুত্ব লাভ করিয়া থাকেন। ভাল ভাল, যদি আপনার বন্ধু না থাকে, আমার এমন বন্ধুগণ আছেন, তাঁহারা বিপদ্কালেও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইবার নহেন। তাঁহারা

আমার জন্য চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন বটে, কিন্তু হয়ত আপনার জন্য কৃতকার্য্য হইতে পারেন।"

কাউন্ট দারুণ ঘৃণা ও দ্বেষসূচক বাক্যে উত্তর করিলেন, "সেনাপতি বোনাপার্টির নিকট আমি কিছুরই জন্য প্রার্থনা করিব না।" "চুপ চুপ, আস্তে বলুন আমি বোধ করি কে এক জন আসিতেছে—না;" বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া পিতা যেমন পুত্রকে স্নেহপূর্ব্বক ভৎর্সনা করে সেই রূপে বলিতে লাগিলেন:—"প্রিয়বন্ধু! তোমার এখনও রাগ দূর হয় নাই, কিন্তু আমি বিবেচনা করি, কয়েক মাসাবধি তুমি যে প্রকার বিষয় অধ্যয়ন করিতেছ, তাহাতে তোমার মনে ঈশ্বরনিষিদ্ধ এবং পৃথিবীর মহানিষ্টকারী বিদ্বেষ ভাব নির্ব্বাণ হওয়া উচিত ছিল। তোমার পুষ্পের সুগন্ধ হইতে তুমিও কেন সদ্ভাব শিক্ষা না কর। দেখ, বোনাপার্টি হইতে তোমা অপেক্ষা আমার অধিক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহার জন্য আমার পুত্রের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

ইংরাজদিগের ভারতবর্ষে আগমন ও অধিকার বিস্তার।

১৬৮৮ খৃঃ অব্দে অরেংজীব বাদসাহের কোপে পড়িয়া বঙ্গদেশ হইতে ইংরেজদিগের বাস উঠিয়া যায় এবং তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। তখন সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে বোম্বাই ও মান্দ্রাজ ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন অধিকার রহিল না। তাঁহারা কিছু দিন এই দুরবস্থা সহ্য করিলেন। পরে বাদসাহ যখন দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জয় করিতে যান, তখন বোম্বাইয়ের ইংরেজেরা পুনরায় তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। সম্রাট জানিতেন, ইংরেজেরা বৎসরে দেড় কোটীরও অধিক টাকার বাণিজ্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার রাজ্যের সমূহ উপকার হয়; অন্যদিকে বড় বড় জাহাজ থাকাতে সমুদ্রের উপর তাঁহাদিগের প্রবল ক্ষমতা, তাঁহারা মনে করিলে অনায়াসে মক্কার তীর্থযাত্রীদিগের পথ রোধ করিতে পারেন। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া

ইংরেজদিগকে পুনঃ স্থাপন করিবার নিমিত্ত তিনি বাঙ্গলার নবাবের প্রতি আদেশ করিলেন।

এই সময়ে আলী মর্দ্দন বাঙ্গলার নূতন নবাব। তিনি ইংরাজদিগের স্বপক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার অধিকার মধ্যে সুখে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত চার্ণক সাহেবকে আহ্বান করিলেন। তিনি আরও লুণ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষতি পূরণার্থ কোম্পানিকে ৮০ হাজার টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। চার্ণক ১৬৯০ অব্দের ২৪ এ আগষ্ট হুগলী নদীতটে উপনীত হইলেন এবং কলিকাতা নগর পত্তন করিলেন। যে কলিকাতা এখন সমগ্র ভারতবর্ষের রাজধানী, যাহার শোভা সৌন্দর্য্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়, ২০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নিতান্ত সামান্য স্থান ছিল। কোম্পানী ১৬ হাজার টাকায় কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রাম নবাবের নিকট ক্রয় করিয়া বর্ত্তমান নগরটী সংরচন করিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার সংস্থাপক চার্ণক সাহেবের স্মরণার্থ বারাকপুর নামক স্থান চার্ণক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ইংরেজদিগের ঘোর বিপদের সময় মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগর দুর্গের বলে রক্ষা পাইয়াছিল, এই জন্য বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতাকে গড়বন্দী করিতে মানস করিলেন। কিন্তু এক্ষণে ইব্রাহিম খাঁ নূতন নবাব হইয়াছিলেন এবং বিজাতীয় লোকেরা দেশে বদ্ধমূল হইয়া বসে সম্রাটের এরূপ ইচ্ছা ছিল না, এই জন্য সে মানস সফল হইল না। যাহা হউক, ইংরেজেরা ৫০ হাজার টাকা নবাবকে ঘুষ স্বীকার করিয়াও যাহা করিতে পারিলেন না, ৫ বৎসর পরে একটী আকস্মিক ঘটনাদ্বারা তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইল। বর্দ্ধমানের রাজা শোভা সিংহ নবাবের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন এবং রহিম খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ আফগান সেনাপতির সহিত মিলিত হইলেন। ইহাঁরা একত্র হইয়া হুগলী নগর লুট ও অধিকার করিলেন। এই সময়ে কলিকাতার ইংরেজ, চন্দন নগরের ফরাসী এবং চুচুঁড়ার ওলন্দাজ বণিকগণ স্ব স্ব বাণিজ্য স্থান রক্ষার্থ নবাবের নিকট প্রার্থনা করিলেন; অস্থিরচিত্ত নবাব তাহাদের সকলকেই আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিতে বলি-

লেন। ইংরেজেরা তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া দিবারাত্রি পরিশ্রম পূর্ব্বক আপনাদিগের দুর্গটী নির্ম্মাণ করিলেন এবং তৎকালীন ইংলণ্ডাধিপতি ৪র্থ উইলিয়মের সম্মানার্থ ইহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখিলেন সে পুরাতন দুর্গ ভাঙ্গিয়া এক্ষণকার নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু মান্দ্রাজের চূণের গাঁথনীতে সে দুর্গ এত শক্ত হইয়াছিল যে তাহা গঠন অপেক্ষা ভগ্ন করিতে অধিক ব্যয় হয়। এক্ষণে ইংরেজেরা এক প্রকার নিরাপদ অবস্থায় বঙ্গদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইনস্পেকট্রেস নিয়োগের আবশ্যকতা।

বৎসর বৎসর শিক্ষাবিভাগের যে বিবরণ পুস্তক মুদ্রিত হয়, তাহাতে ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টরগণ আক্ষেপ করিয়া থাকেন 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষার কিছুই উন্নতি হইতেছে না, বালিকাবিদ্যালয় সকল কেবল ছেলে খেলা করিবার স্থান মাত্র।' বরাবর এ আক্ষেপ শুনা ভাল লাগে না। বঙ্গদেশে বালকদিগের ন্যায় বালিকাদের উন্নতি না হয় কেন? বালিকারা যে বুদ্ধি ও মেধায় বালকদিগের অপেক্ষা হীন ইহা অগ্রাহ্য কথা, বরং অনেক স্থলে পরীক্ষা দ্বারা আমরা ইহার বিপরীত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। আমাদিগের ইন্স্পেক্টরগণ বালিকাদিগের অনুন্নতির কারণস্থলে তাহাদিগের অল্পবয়সে বিবাহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহা একটী প্রবল প্রতিবন্ধক সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা এক মাত্র প্রতিবন্ধক নহে এবং ইহা সত্ত্বেও অন্যান্য সদুপায় গ্রহণ করিতে পারিলে অবশ্যই উন্নতির পথ বিস্তারিত হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় উপযুক্ত ইন্স্পেক্ট্রেস অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়িকার অভাব ইহার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। পুরুষজাতির ন্যায় স্ত্রীজাতি গবর্ণমেণ্টের অর্দ্ধেক প্রজা, তাহাদের উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টেরও কোন বিশেষ চেষ্টা অদ্যাপি দেখা যাইতেছে না। স্থানে স্থানে যেমন গবর্ণমেণ্ট বালকবিদ্যালয় আছে, বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করাও কি উচিত নয়? বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রারম্ভে পারিতোষিক, বৃত্তি প্রভৃতি যে সকল উৎসাহ দান করা হইত, বালিকারাও কি তাহার যোগ্য

পাত্র নহে? কিন্তু এ সকল বিষয় ভাবে কে, বলে কে, শুনেই বা কে? গবর্ণমেণ্ট বালিকাবিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয় স্বীকার করা দূরে থাকুক, অনেক স্থলে অর্দ্ধ সাহায্যদানেও কুণ্ঠিত হন এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার যে সকল ইন্স্পেক্টরের হস্তে রাখিয়া দিয়াছেন তাঁহারাও যে বালিকাদি-গের উন্নতি জন্য বিশেষ চিন্তা বা দায়িত্ব অনুভব করেন আমাদিগেরত বোধ হয় না। তাঁহাদের দোষ কি, তাঁহারা কত বিষয় দেখিবেন ও কত বিষয় ভাবিবেন? কাজে কাজেই "গলায় পড়ে বজায় সিদ্ধি" করিয়া কার্য্য সমাধা করেন।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে ইন্স্পেক্ট্রেস্ নামে এক নূতন কর্ম্ম-চারী হইয়া স্ত্রীলোকদের শিক্ষার আর কি বেশী সাহায্য করিবে? সেই বালিকা সকল, সেই পুস্তক, সেই শিক্ষকত থাকিবে? আমরা বলিতেছি সকল উপকরণ থাকিলেও এক উপযুক্ত অধ্যক্ষের অভাবে কত কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। তত্ত্বাবধানের ভাল উপায় না থাকায় যে রাজ্য বিশৃঙ্খল, যে সেনাদল অকর্ম্মণ্য, যে কার্য্য প্রতিবন্ধকপূর্ণ থাকে, তত্ত্বাবধানের ভাল উপায় হইলে আবার সেই সকলের অবস্থান্তর উপস্থিত হয় এবং সুফল প্রত্যক্ষ করা যায়। স্ত্রীশিক্ষার যদি বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন চেষ্টা হইবে, তাহার সকল দিকের উপায় অপায় তিনি বিশেষ রূপে অবধারণ করিতে পারিবেন এবং সুতরাং অচিরাৎ বিশেষ উন্নতিও প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন।

আমরা সকল বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও স্ত্রীশিক্ষানুরাগী মহোদয়-গণকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা সমবেত হইয়া এই বিষয়ের কর্ত্তব্যতা স্থির করুন এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট তত্ত্বাবধারিকা অথবা কেবল স্ত্রীশি-ক্ষার তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগের আবেদন করুন। দেখিতে পাইবেন ইহা-দ্বারা ক্রমশঃ স্ত্রীশিক্ষার সমুদায় অভাব পূর্ণ হইবে এবং যেখানে তৃণ জন্মিত না, সেখানে সোনা ফলিবে।

বামাহিতৈষিণী সভা।

গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে একটী স্ত্রীসমাজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদনুসারে কলিকাতায় কয়েকবার স্ত্রীলোকদিগের একটী সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার অধ্যক্ষতা করেন। আমরা পাঠকগণকে অবগত করিয়াছি, এই সভা পরে ভারত সংস্কার সভার অধীনে বিদ্যালয় আকারে পরিণত হয় এবং তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তুত হইয়াছে। এই সকল উন্নতি দেখিয়া আমরা অনেক আশা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য আপাততঃ সাধিত হইতেছে না দেখিয়া আমরা তজ্জনিত আনন্দে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে যার পর নাই মহোল্লাসের বিষয় বলিতে হইবে যে সেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় হইতে আবার নারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের কার্য্য যেমন চলিতেছে চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটী সভাদ্বারা স্ত্রীজাতির সর্ব্ববিধায় উন্নতি সাধনের উপায় অবলম্বিত হইবে ইহা অপেক্ষা সুসংবাদ আর কি আছে ?

ভারত সংস্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে এবং শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের উৎসাহে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম বামাহিতৈষিণী সভা। বামাগণের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুইবার হইবে। সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাক্রান্ত মহিলাগণ এই সভার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য। সভাস্থলে স্ত্রীজাতির হিতজনক রচনা পাঠ, বক্তৃতা ও কথোপকথন হইবে। এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩০ জন ভদ্র হিন্দুমহিলা উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের পত্নী বিবী ফিয়ার দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন সভা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রথমতঃ বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী স্ত্রীজাতির প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং তাহাতে তাহাদের শরীর মন ও আত্মা এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্যা ও ধর্ম্ম সাধন

না হইলে পূর্ণ উন্নতি সাধন হইবে না সুন্দর রূপে প্রদর্শন করেন। পরে তাঁহার চারিটী ছাত্রী সেই বিষয়ে রচনা পাঠ করিলেন। কেশব বাবু বিবী কিয়ারকে এই সকল বিষয় ইংরাজীতে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্যশ্রেণী মধ্যে তাঁহার নাম সংভুক্ত করিতে বলিলেন। কুমারী পিগট, বারিষ্টার বাবু মনোমোহন ঘোষ ও বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং উকীল বাবু দুর্গামোহন দাসের পত্নীগণ ও উপস্থিত অন্যান্য মহিলাগণ সভার সভ্য হইলেন। নারীগণের এই শুভ সম্মিলন দ্বারা সকলেরই আশা ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঈশ্বর এই সভাকে চিরস্থায়িনী করিয়া দেশের একটী নূতন উন্নতির পথ প্রসারিত করুন।

ভারত-কামিনী।

(১)

প্রিয়তমা ভগ্নীগণ, ধর প্রিয় আভরণ,
পর, পর, পর সবে বিদ্যা অলঙ্কার ;
ছাড় বাদ বিসম্বাদ, কর এই উচ্চ সাধ,
বিদ্যালোকে উজলুক হৃদয় আগার।

(২)

কত দিন রবে আর, মূর্খতা করিয়ে সার ?
স্বার্থপর পুরুষের রবে দাসী মত !
তাই বলি শুন সবে, প্রাধান্য লভিবে ভবে,
বিদ্যাধন উপার্জ্জন কর অবিরত।

(৩)

ওগো বিধের মনোরমে ! কবে তব শুভাগমে,
ভারতের মুখশশী হইবে উজ্জ্বল ?
কবে তব কন্যাগণ, করিবে গো প্রাণপণ,
তব কৃপা লভিবারে আজি অবিরল ?

(৪)

অভাগী ভগিনী সবে ! পিঞ্জরে আবদ্ধা রবে,
কতকাল বল আর পশুর মতন ?
এই কি করেছ মনে, লভিবে না এ জীবনে,
স্বাধীনতা, সত্যরত্ন পরমার্থ ধন ?

(৫)

হায় তোমাদের তরে, কত ভ্রাতা অকাতরে,
ধন প্রাণ সুখ মান দেন বিসর্জ্জন ;
তোমরা পীড়ন কত, সহ্য কর অবিরত,
তথাপি কি করিবে না জ্ঞান উপার্জ্জন !!!

(৬)

অপার জলধি পার, কর দৃষ্টি একবার,
সমাকৃতি কত ভগ্নী দেবাঙ্গনা প্রায় ;
সুশিক্ষা বিজ্ঞান বলে, কুসংস্কারে পদে দলে,
শ্রেষ্ঠতা লভিছে, সুখে জীবন কাটায়।

(৭)

সুদূর ইংলণ্ড স্থিত, শিক্ষিতা ভগিনী কত,
ভারতের তরে সদা বিষণ্ণ হৃদয় !
হেথা তোমরা সকলে, গৃহে বসি কুতূহলে,
অমূল্য সময় বৃথা করিতেছ ক্ষয় !!

(৮)

তোমাদের বন্ধু যাঁরা, কত কষ্ট সহি তাঁরা,
তথাপিও একবার হতাশ্বাস নন ;
অবুঝে বুঝান দায়, বুঝিতে পার না হায় !
তোমাদের শত্রু আর মিত্র কোন জন ?

(৯)

আমেরিক বামা যত, ইংরাজ কামিনী কত,
প্রতিষ্ঠা লভিছে বিদ্যা বিমল প্রভায়,

বিজ্ঞান চিকিৎসা আদি,　　ওকালতি ব্রহ্মবাদী,
শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সবে পুরুষের প্রায় ॥

(১০)

তোমাদের হিত চাই,　　সবিনয়ে বলি তাই,
থেক না থেক না আর আলস্য শয্যায়।
সভ্যতার কোলাহলে,　　জ্ঞানের প্রখরানলে,
দগ্ধ কর অজ্ঞানতা ভ্রম নীচতায় ॥

(১১)

হা বঙ্গবাসিনীগণ,　　বিদ্যাতে হয়ে শোভন,
তুচ্ছ মান বহুমূল্য বসন ভূষণ ;
জীবন সার্থক হবে,　　চির সুখ শান্তি পাবে,
উজলিবে ভারতের বিষণ্ন বদন ॥

গ্রন্থ সমালোচনা।

মাতৃশিক্ষা।

সুযোগ্য ডাক্তর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা ১২ পেজী ফরমার প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা। ইহার মুদ্রাঙ্কণ ও বাঁধান এত সুন্দর যে ইহার সহিত বাঙ্গলা অন্য পুস্তকের তুলনাই হয় না। ইহার মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। আমরা এই পুস্তক খানি দেখিয়া যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছি বলিতে পারি না। একে ইহা স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থে প্রস্তুত, তাহাতে এমন সুন্দর রূপে মুদ্রিত, আবার ইহা সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। প্রত্যেক শিক্ষিতা রমণীর হস্ত ইহা দ্বারা শোভিত দেখিলে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হই।

গঙ্গাপ্রসাদ বাবু পুস্তক খানিকে ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম ভাগে গর্ভাবস্থা ও সূতিকাগৃহ সম্বন্ধে নারীগণের যে যে নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক, তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বলিয়াছেন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও

চতুর্থ ভাগে ক্রমান্বয়ে শৈশব, কৌমার ও বাল্য অবস্থায় সন্তানদিগকে যে প্রকারে পালন করিতে হয় তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন। পঞ্চম ভাগে শৈশব, কৌমার ও বাল্য অবস্থায় সন্তানদিগের যে সকল পীড়া ও দুর্ঘটনা হয় তাহার প্রতীকারের সহজ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুস্তকের লেখা সরল ও সুন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানি এত সুন্দর বলিয়া ইহার স্থানের স্থানে বর্ণাশুদ্ধি ও ভাষাগত অল্প অল্প ত্রুটিপাঠকগণের লক্ষ্য স্থলে পতিত হয়, কিন্তু গুণাধিক্যে সামান্য দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

এই পুস্তকে বাল্যবিবাহ বিষয়ে যে প্রস্তাবটী লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। বারান্তরে আর কোন কোন বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

"বাল্যবিবাহ দ্বারা যে কেবল স্ত্রী পুরুষেরই শারীরিক দুর্ব্বলতা ও নানাপ্রকার কষ্ট হইতে দেখা যায় এমত নহে, এই কারণ বশতঃ উহাদের সন্তান সন্ততিদিগেরও নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পীড়া জন্মে। এজন্য এস্থলে, বাল্য বিবাহের দোষে মাতা, পিতা, এবং সন্তানাদি, এই তিনের কতদূর পর্য্যন্ত অপকার হয়, তাহা পৃথক রূপে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

২৯৪। বিবাহের উপযুক্ত সময় কি তাহা প্রথমতঃ অবগত হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বস্থানের এবং সকল অবস্থার লোকেরই যে এক বয়সে দেহ সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হয় এমত নহে। অবস্থা, জলবায়ু, পিতা মাতার দোষ গুণ এবং শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তার উপর যে অনেক স্থলে ইহা নির্ভর করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। সম্পন্ন লোকদিগের পুত্র কন্যা প্রচুর পুষ্টিকর আহার প্রাপ্ত হয় ও উত্তম স্থানে বাস করিতে পায় বলিয়া, নীরোগ হইলে, হীনাবস্থার বালক বালিকাদিগের অপেক্ষা যে শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধমান হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? শীতপ্রধান দেশের স্ত্রীলোক অপেক্ষা উষ্ণপ্রধান দেশের স্ত্রীলোকেরা যে শীঘ্র যৌবন প্রাপ্ত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। পিতা মাতার কোন পীড়া না থাকিলে, শরীর সবল হইলে, স্বাভাবিক যৌবনাবস্থার পর সন্তানাদি

হইলে, ঐ সকল সন্তানকে যেরূপ উপযুক্ত সময়ে যৌবন প্রাপ্ত হইতে দেখা যায়, রুগ্নাবস্থায় বা অল্প বয়সে সন্তান হইলে তাহাদের তদ্রূপ দেখা যায় না। সর্ব্বদা বিবাহের কথা, অশ্লীল বাক্যাদি শ্রবণ, অধিক আমোদ প্রমোদ, ইত্যাদি কারণে অনেকস্থলে স্ত্রীলোকেরা শীঘ্র যৌবন প্রাপ্ত হয়।

২৯৫। যাহা হউক এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক, যে শীতপ্রধান দেশে পূর্ব্বে স্ত্রীধর্ম্ম হইলেও ১৯। ২০ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে স্ত্রীলোকের দেহ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত হয় না। উষ্ণ প্রধান অর্থাৎ এতদ্দেশে ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে সচরাচর স্ত্রীলোক ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রথম স্ত্রীধর্ম্ম হইবার অন্ততঃ দুই বৎসর পরে স্ত্রীলোকের সন্তান না হইলে অল্প বয়সে সন্তান হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে। এজন্য প্রথম স্ত্রীধর্ম্ম হইবার দুই বৎসর পরে বিবাহ দিতে পারিলেই উত্তম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এতদ্দেশে এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকে হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবেন। দেশাচারের প্রভাবে বহুকালাবধি যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে তাহাই যে সঙ্গত এমত নহে। অবিবাহিতা কন্যার স্ত্রীধর্ম্ম হইলে মহাপাপগ্রস্ত হইতে হয়, যাঁহাদের এই বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের নিকট বাল্যবিবাহের দোষ উল্লেখ করায় কোন ফলদায়ক নাই। কেবল দেশাচারের ভয়ে যাঁহারা এই কুপ্রথা উল্লঙ্ঘন করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতেছে। কিন্তু যে কারণে হউক অল্প বয়সে কন্যা বা পুত্রের বিবাহ দিতে বাধ্য হইলে, যে পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষে উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, সে অবধি উহাদের একত্র রাখিবার প্রয়োজন নাই। অন্ততঃ এইরূপ ব্যবহার করিলে ধর্ম্মেও পতিত হইতে হয় না এবং উপহসনীয় দেশাচারেরও বিপরীতাচরণ করিতে হয় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক স্থলে পিতা মাতা বাল্যবিবাহের দোষের বিষয় অবগত না হইয়া অতি অল্প বয়স হইতেই কন্যা ও জামাতা এবং পুত্র ও বধূকে, একত্র রাখিতে অভিলাষী হয়েন। বিশেষতঃ যাহাদের কেবল পুত্র আছে, কন্যা নাই অথবা কেবল কন্যা আছে, পুত্র নাই, তাহারা শীঘ্র শীঘ্র উহাদের বিবাহ দিয়া জামাতা দ্বারা পুত্রের এবং বধূ দ্বারা কন্যার সাধ মিঠাইতে চাহেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, যে

অভিপ্রায়ে তাঁহারা এইরূপ কার্য্য করেন সচরাচর তাহার বিপরীত ফল ঘটিয়া উঠে এবং অবশেষে প্রায় অনেক স্থলে অনুশোচনা করিতে হয়। পুত্র অভাবে কন্যার প্রতি সাতিশয় স্নেহ পরবশ হইয়া অতি অল্প বয়সে উহার বিবাহ দেওয়াতে স্বাভাবিক যৌবনাবস্থার পূর্ব্বে সন্তান হইয়া হয়ত উহার মৃত্যু হইতে পারে। সেইরূপ পুত্রকে সুখী করিব বলিয়া, বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিয়া, বিদ্যোপার্জ্জনের ব্যাঘাত বশতঃ হয়ত চিরকালের জন্য উহাকে নির্ব্বোধ ও দুশ্চরিত্র করা হয়।

২৯৬। এতদ্দেশে লোকের কোন্ বয়সে বিবাহ হয়, তাহার কোন নিদর্শন নাই বলিয়া, স্ত্রীপুরুষের গড়ে কত বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু অনুমান করিয়া দেখিলে স্ত্রীলোকের ৭। ৮ ও পুরুষের ১৪। ১৫ বৎসরে বিবাহ হয় বলিলেও বলা যায়। ইউরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে গণনা করিয়া এবিষয় নিশ্চয় করা হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং ওএল্‌সে পুরুষের প্রায় গড়ে ২৬ বৎসর এবং স্ত্রীলোকের প্রায় গড়ে ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ হয়। ইং ১৮৫৫ সালে এই গণনা করা হইয়াছিল। ১৮৫১—৫৬ সালে বেল্‌জিয়াম দেশে যত লোকের বিবাহ হয়, তাহার অর্দ্ধেকের বয়ঃক্রম ২৫ হইতে ৩৫ বৎসর ছিল। জার্ম্মণি, সুইজার্লণ্ড এবং হলণ্ডে, ইংলণ্ড অপেক্ষাও অধিক বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। প্রুসিয়া রাজ্যে গড়ে ৩৫ বৎসর বয়ঃক্রমে লোকের বিবাহ হয়। অধিক বয়সে বিবাহ হইলেই যে লোকে দুশ্চরিত্র হইবে এবং দেশে অধিক জারজ সন্তান জন্মিবে তাহার কোন নিশ্চয় নাই, কারণ যদিচ ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা প্রুসিয়ার লোকের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, তথাপি অপর স্থান অপেক্ষা ঐ রাজ্যের জারজ সন্তানের সংখ্যা অল্প, এবং ঐ রাজ্যের লোক অপর দেশের লোক অপেক্ষা অধিক বলবান ও বুদ্ধিমান বলিলেও বলা যায়।

এক্ষণে বাল্যবিবাহ বশতঃ স্ত্রী, পুরুষ ও উহাদের সন্তানাদির কতদূর অপকার হয়, তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।

২৯৭। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে। স্ত্রীলোকের অতি অল্প বয়সে বিবাহ দিলে যে কেবল খর্ব্বকায় ও শরীর দুর্ব্বল হয়, এমত নহে, মানসিক বৃত্তি সকলও

যথাযোগ্য রূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে পায় না। ৮।৯ বৎসর বয়ঃক্রমে বিবাহ হইলে অনেক স্থলে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বর্দ্ধিত হইবার পূর্ব্বে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎপরে ৭।৮ বৎসরের মধ্যে বিশেষতঃ সন্তানাদি হইলে, ক্রমে শরীর ভগ্ন হইয়া প্রায় ৩০ বৎসর বয়ঃ-ক্রমের পরেই বৃদ্ধাবস্থার লক্ষণাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। কিন্তু এরূপ অনিয়ম না করিলে ও স্বাভাবিক রূপে শরীর বর্দ্ধিত হইলে ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমের পর দেহের তেজঃ হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। অল্প বয়স হইতে সন্তানাদি হইতে আরম্ভ হইলে যে দেহ খর্ব্ব, শীর্ণ, দুর্ব্বল, ও স্বাভাবিক লাবণ্য দূরীভূত হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন।

যৌবনাবস্থার প্রথমে গর্ভবতী হইলে গর্ভিণীর স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধে নানা প্রকার অপকার দর্শিতে পারে। প্রথমতঃ তাঁহার দেহ সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত না হওয়াতে, গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর দ্রব্যাদি ভোজন করিলেও শরীর রক্ষার্থেই তাহা প্রায় শেষ হয়, এজন্য গর্ভস্থ সন্তানের সম্যক্ পরি-পোষণ না হইলে যে অনেক স্থলেই গর্ভস্রাব হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং ইহা যে স্ত্রীলোকের শারীরিক ও মানসিক অসুখের এক মুখ্য কারণ তাহা এই পুস্তক পাঠে জানিতে পারিবেন। গর্ভস্রাব না হইয়া যদ্যপি যথাসময়ে প্রসব বেদনা হয়, কিন্তু সহজে সন্তান ভূমিষ্ঠ না হইয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রসব বেদনা ও তৎকালীন নানা প্রকার কষ্ট হয়, অথবা প্রসব জন্য চিকিৎসকের সাহায্য আবশ্যক করে, তাহা হইলে অনেক স্থলেই বালিকা-প্রসূতির প্রাণ সংশয় হইয়া উঠে, এবং কখন কখন ঐ সময় হইতেই শরীর এক কালে ভগ্ন হইয়া পড়ে। নিতান্ত বালিকা বলিয়াই যে এই সময়ে এইরূপ কারণে কখন কখন প্রসূতির মৃত্যু হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে। শরীর সম্পূর্ণ রূপে বর্দ্ধিত ও সবল হইলে যে এইরূপ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইতেন, তাহা বিলক্ষণ সম্ভাবনীয় বলিয়া বোধ হয়।

বিনা ক্লেশে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেও উপযুক্ত পরিমাণে স্তনদুগ্ধের অভাবে উহার শরীর খর্ব্ব ও শীর্ণ হইতে থাকে, আর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া উহাকে স্তনদুগ্ধ পান করাইতে মাতার শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতি

শৈশবাবস্থায় সন্তানকে লালন পালন করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। শারীরিক পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা, নানা বিষয়ে আত্ম ত্যাগ, রাত্রি জাগরণ, আহারের অনিয়ম এই সকল কি বালিকার শরীরে সহ্য হয়? প্রৌঢ়াবস্থায় সবল স্ত্রীলোকদের পক্ষেও এইরূপ ব্যবহার কষ্টকর হইয়া উঠে। অপত্য স্নেহপ্রযুক্ত মাতা সর্ব্ব প্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্তানের মঙ্গল চিন্তা করেন বটে, কিন্তু কখন কখন তাঁহার এই রূপ চেষ্টা সত্ত্বেও শিশু অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনা হইলে তাঁহার মন এরূপ ব্যাকুলিত হইয়া উঠে, যে শরীর ধারণ জন্য অতি প্রয়োজনীয় আহার নিদ্রা প্রভৃতিও বর্জ্জিত হয়। এই রূপ কারণে যৌবনাবস্থা অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই যে বৃদ্ধাবস্থার লক্ষণাদি প্রকাশিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? যে মাতা আপনার কন্যাকে নীরোগী, সুশ্রী, দীর্ঘজীবী, ও সুখী করিতে অভিলাষ করেন, তিনি যেন কদাপি বাল্যাবস্থায় তাহার বিবাহ না দেন।

সচরাচর এতদ্দেশে যে বয়সে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তৎকালে স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, শিক্ষা দিলেও তাহা তাহাদের বোধগম্য হয় না। উপযুক্ত বয়সে মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত না হইলে স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য ও সংসার নির্ব্বাহের নিয়মাদি অবগত হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থলে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও এই সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকাতে সামান্য কারণে স্ত্রীপুরুষে কলহ উপস্থিত ও উভয়কেই সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

এ স্থলে স্ত্রীলোকের বাল্য বিবাহের যে সকল দোষ উল্লিখিত হইল, নিম্নলিখিত ভয়ানক ব্যাপারটি পাঠ করিলে ঐ সকলকে দোষ বলিয়াই বোধ হইবে না। কোন কোন ভদ্রলোকের বাটীতে যৌবনাবস্থার পূর্ব্বে বালিকা স্বামী সহবাস করিতে বাধ্য হওয়াতে, এমন কি তাহার প্রাণ সংশয় হইয়াছে। এই ভয়ানক দৃষ্টান্তেতেও যদ্যপি মাতা পিতার চক্ষু উন্মীলিত না হয়, দারুণ দেশাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা না জন্মে ও অমূলক লোক নিন্দা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহারা সাহসী হইতে না পারেন, তাহা হইলে বাগ্‌দেবী স্বয়ং উপদেশ প্রদান করিলেও তাঁহাদের বোধ জন্মিবার সম্ভাবনা কি?

নূতন সংবাদ।

১। প্রুসিয়াদিগের সহিত ফরাসীদিগের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, কিন্তু ফ্রান্সের বিপদ্ এখনও শান্তি হয় নাই। ফরাসীরা গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের একদল লোক প্রুসিয়ার সহিত অপমানজনক সন্ধি হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহী হইয়াছে এবং পারিসনগর অধিকার করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। ইহাদের নাম "কমিউনিষ্ট" ইহারা আপনাদিগকে দেশহিতৈষী বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু ইহাদের মত অত্যন্ত ভয়ানক, ইহারা ঈশ্বর মানে না, কোন বিশেষ শাসন প্রণালী মানিতে চায় না।

২। সম্প্রতি ফ্রান্সের পদচ্যুত সম্রাট নেপোলিয়ান ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, এবং যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩। আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স রাজ্যের রাজ প্রতিনিধি সভায় একজন স্ত্রীলোক সভাপতিপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকার ন্যায় আর কোন্ দেশে নারীজাতির অধিকার স্বীকার করা হয় না এবং উন্নতিও দৃষ্ট হয় না।

৫। গ্রাম বর্ত্তা প্রকাশিকা বলেন "মেহেরপুর সবডিভিজনের নিকটবর্ত্তী মুড়াগাছা গ্রামে অষ্টাদশ বর্ষীয় পরমসুন্দরী একটী কুলীন কন্যা স্বেচ্ছাক্রমে পিত্রালয় হইতে বাহির হইয়া মুড়াগাছার জমীদারদিগের বাটীতে তিন মাস অবস্থিতি করেন। অনন্তর একটী কুলীন সন্তানের সহিত তিনি স্বয়ম্বরা হইয়াছেন। এদেশের কি কুপ্রথা, দেশের লোকের কি খলস্বভাব! সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া স্ত্রীলোকটীর নানা প্রকার অপবাদ দিয়া কুলীন পুত্রকে এক ঘরিয়া করিয়াছে। দম্পাতির মিথ্যাপবাদে আমরা অত্যন্ত ব্যথা পাইয়াছি।"

৫। গত ১৮ই চৈত্র পাবনায় ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে একটী বিধবাবিবাহ হইয়াছে। বর কন্যা উভয়েই ব্রাহ্মণ জাতীয়। তাঁহাদিগের নাম গোপালচন্দ্র মজুমদার ও স্বর্ণময়ী দেবী। বরের বয়স ১৮ ও কন্যার ১৩ বৎসর। নয় বৎসর বয়সে কন্যা বিধবা হন।

৬। বরাহনগর ও কোন্নগর বালিকাবিদ্যালয়দ্বয়ের পারিতোষিক

বিতরণ সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। শেষোক্ত স্থানে ইনস্পেক্টর উড্রো সাহেব স্বয়ং গিয়া উৎসাহ দান করেন।

৭। উত্তর পাড়া হিতকরী সভা হইতে এ বৎসর দুই জন ছাত্রী মাসিক ৩৲ টাকা, ছয় জন ২৲ টাকা এবং চৌদ্দ জন ছাত্রী ১৲ টাকা করিয়া ছাত্রীবৃত্তি পাইয়াছেন। এইরূপ পুরস্কার দ্বারা নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের স্ত্রীশিক্ষার অনেক সাহায্য হইতেছে। অন্যান্য স্থানে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিলে আমরা সুখী হই।

বামাগণের রচনা।

দয়া।

পরম করুণাময় পরমেশ্বর মানব হৃদয়ে দয়াবৃত্তি নিহিত করিয়া জগতের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আহা! এই দয়াবৃত্তি না থাকিলে, মনুষ্য, মনুষ্য নামেরই বাচ্য হইত না। কিন্তু হায়! কেন আমরা তাঁহার আদেশ না শুনিয়া, নীচ স্বার্থপরতারই অধীন হইতেছি? যদি আমরা দুর্লভ মানব জন্ম ধারণ করিয়া, যদি উৎকৃষ্ট দয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, জঘন্য স্বার্থপরতারই অধীন থাকিব, তবে আর এছার জীবনে কি প্রয়োজন? যদিও আমাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বার্থ ভাব থাকা ঈশ্বরের অভিপ্রেত, তথাপি আমরা যাহাতে তাহাকে সম্পূর্ণরূপ অধীনে রাখিতে পারি, ইহাই তাঁহার বাসনা। কারণ স্বার্থপরতা যথোচিত পরিমাণে চালিত না হইলেই, মনকে নিতান্ত হীন করিয়া ফেলে, ফলতঃ এরূপ স্থলে দয়া কোন মতে স্থান পাইতে পারে না। যে ব্যক্তি দয়াশীল, তিনি যে কোন প্রকারে স্বার্থের অধীন নহেন, ইহা কোন ব্যক্তি না অবগত আছেন? দয়াবান ব্যক্তি নিজের সহস্র ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পরের মঙ্গল সাধন করেন। তিনি যদি কোন শীতার্ত্ত ব্যক্তিকে দর্শন করেন, তাহা হইলে তাহাকে আপনার বসনার্দ্ধ প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হন না। যদি কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়াও প্রফুল্ল মনে তাহাকে আপনার খাদ্য প্রদান করেন। কোন পাপী ব্যক্তির সহিত যদি

তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তিনি তাহাকে ঘৃণা করা দূরে থাকুক, বরং অধিক দয়া করেন, এবং সাধ্যমতে সদুপদেশ প্রদান করিতে কখনই অবহেলা করেন না। কারণ তিনি জানেন যে ইহা অপেক্ষা কৃপার পাত্র আর কেহই নাই। কোন পিতৃহীন ও নির্ধন বালকের ক্রন্দন ধ্বনি যদি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, এবং যদিও তিনি অর্থবান না হয়েন, তথাপি তিনি নিজের ক্লেশ স্বীকার করিয়াও তাহার দুঃখ অগ্রে মোচন করেন। তাঁহার নিতান্ত শত্রুও যদ্যপি পীড়িত হয়, তিনি প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা ও সেবা করিতে ত্রুটি করেন না। যে হেতু শত্রুভাব যে কি তাহা তিনি মনেও অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহার নিকট সকলেই এক পিতার সন্তান, সকলেই আত্মীয়। আহা! সেই ব্যক্তিই ধন্য! যিনি আপনার মনকে এপ্রকার উন্নত করিয়াছেন।

কুমারী ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল ও মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার এবিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। নাইটিঙ্গেল অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও ভোগ বিলাসে কিছুমাত্র আসক্ত ছিলেন না এবং আপনি কি পর্য্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়া, পরের দুঃখ মোচন করিয়াছিলেন। আহা! এমন স্ত্রী যে, দেশের অলঙ্কার স্বরূপ, তাহাকে না স্বীকার করিবেন। ধন্য সেই দেশ! যে দেশে এমন রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ধন্য সেই জননী! যিনি এমন কন্যারত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার এদেশের লোকের উন্নতির নিমিত্ত যেরূপ দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে কাহার না হৃদয় ভক্তিরসে প্লাবিত হয়? পূর্ব্বে এদেশীয় অধিকাংশ লোকেই প্রায় বিদ্যারসে বঞ্চিত ও কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন, কিন্তু কেবল তাঁহারই যত্নে এদেশীয় লোকের ইংরাজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল; এবং সেই শিক্ষার দ্বারা ও তাঁহার উপদেশ দ্বারা, যে কত লোকে বিদ্যাবান ও সচ্চরিত্র হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কি প্রকারে এদেশের লোকের মঙ্গল হইবে উক্ত মহোদয়ের ইহাই প্রধান চিন্তা ছিল এবং সেই নিমিত্ত তিনি আপনার সমুদয় সুখ আনন্দের সহিত বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। হায়! কবে আমাদের বঙ্গীয় ভ্রাতা ভগ্নীগণ দয়া ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়া পরের দুঃখ মোচনে জীবন ক্ষেপণ করিবেন! দয়াবান্ ব্যক্তি যদি সহস্র ক্লেশে পতিত হয়েন, পরের মঙ্গলের নিমিত্ত যদি তাঁহার প্রাণও দিতে হয়, তথাপি তিনি কাতর হয়েন না।

কারণ তাঁহার মন আত্মপ্রসাদ রূপ স্বর্গীয় আনন্দে সর্ব্বদা ভাসমান, অতএব কেন তিনি অনিত্য পার্থিব দুঃখে কাতর হইবেন?

কিন্তু হায়! নির্দ্দয় ব্যক্তির মন কি ভয়ানক! সে নিজের সুখের নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যস্ত, পরের দুঃখে তাহার পাষাণ মন কিছুমাত্র দ্রব হয় না। সে কোন প্রকারে স্বার্থ সাধন করিতে পারিলেই, আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করে। হা! নির্দ্দয় ব্যক্তির দ্বারা কোন্ পাপ না কৃত হয়! সে দুর্জ্জয় অর্জ্জন স্পৃহার বশীভূত হইয়া, কোন পিতৃহীন বালকেরও সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারে। সে ক্রোধান্ধ হইয়া কোন ব্যক্তির প্রাণ পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারে। সে নিজে লক্ষপতি হইলেও দরিদ্রের অন্নাভাবে মৃত্যু পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া তাহার দয়ার সঞ্চার না হইতে পারে। হায়! এমন ব্যক্তি কি কখন মনুষ্য নামের বাচ্য হইতে পারে? কখনই না। তাহাকে নরাধম পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল প্রকার দয়ার পাত্রের মধ্যে পাপী, মূর্খ, ও পীড়িত ব্যক্তি অধিক কৃপার্হ। অতএব পাপী ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া তাহার মনকে পবিত্র করা, মূর্খ ব্যক্তিকে বিদ্যা দান দ্বারা তাহার অজ্ঞানান্ধতা দূর করা, ও পীড়িত জনকে ঔষধ পথ্য প্রদান করিয়া রোগ হইতে মুক্ত করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর কিছুই নাই।

মনুষ্য যতই কেন দয়ালু হউক না, তথাপি তাহার দয়ার সীমা আছে, কিন্তু পরম পিতা পরমেশ্বরের যে দয়া তাহার কিছুমাত্র সীমা নাই। তাঁহার দয়া অনন্ত! তাঁহার দয়া অপার! হা! তাঁহার করুণা ভাবিতে গেলে বুদ্ধি তাহার পার পায় না, বাক্য তাহা বর্ণন করিতে সক্ষম হয় না। আহা! তাঁহার করুণাই পাপীর এক মাত্র গতি। তাঁহার করুণা যদ্যপি না থাকিত, তাহা হইলে পাপীর দশা কি হইত! আমরা তাঁহার নিকট কত সহস্র সহস্র অপরাধ করিতেছি, তথাপি তাঁহার করুণার কিছুমাত্র হ্রাস নাই। আহা! আমাদের প্রতি যে তিনি কত প্রকারে কৃপা বিতরণ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কি গর্ভ মধ্যে, কি বাল্যাবস্থায়, কি যৌবন কালে, কি বৃদ্ধাবস্থায়, সকল অবস্থাতেই তাঁহার অপার করুণা জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে এবং পরলোকেও যে তিনি আমাদিগের অশেষ মঙ্গল সাধন করিবেন তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

হে অশেষ কৃপাময় পবিত্র পরম দেবতা! ধন্য তোমার করুণা! ধন্য তোমার প্রেম! পিতঃ! তোমার নিকট এক্ষণে আমার এই প্রার্থনা, যেন আমরা তোমারই ভক্ত হইয়া যাবজ্জীবন যাপন করি, এবং যেন নীচ স্বার্থপরতার বশীভূত না হইয়া, দয়া ধর্ম্মে ভূষিত হইয়া মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করি।

শ্রীরমাসুন্দরী ঘোষ।

Printed at J. G. Chatterjea & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৪ সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭৮। { ৭ম ভাগ।

স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি।

ভালই হউক আর মন্দই হউক, "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্যং বিধীয়তে" যে দেশের যে আচার বরাবর তাহা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে এ বাক্য কে না কুসংস্কার পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিবেন? কিন্তু ইহার তুল্য অনিষ্টকারী সভ্য কালোচিত আর একটী কুসংস্কার আছে "প্রাচীন আচার ব্যবহারের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া এককালে বিদেশীয় বা নূতন প্রথা প্রচলিত করিতে হইবে।" সমাজের যখন পরিবর্ত্তনের অবস্থা উপস্থিত হয়, তখন এই শেষোক্ত সংস্কারটী লোকদিগকে উন্মত্ত করিয়া তুলে এবং তুফানের জল যেমন বাঁধ না মানিয়া দেশকে প্লাবিত করিয়া দেয়, তাহাদের কার্য্য-স্রোত সেইরূপ সমাজ বিপ্লাবন উপস্থিত করে। ইহাদ্বারা উপকার নাই তাহা আমরা বলিতেছি না, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর অপকারও সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ যে সকল সামাজিক ব্যবহারের সহিত ধর্ম্ম-নীতির গাঢ়যোগ, তাহার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ঘোরতর পাপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তনের ভাব তাহাতে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রকেই বিশেষ চিন্তিত হইতে হইতেছে। একদিকে পুরাতন কুসংস্কার পরিত্যাগ, অন্যদিকে [illegible] [illegible] পরিহার করা আবশ্যক। বামাদিগের [illegible] শিক্ষা ও ধর্ম্মবলে দৃঢ়

তাহারা এসময়ে যথার্থ কল্যাণপথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি যেরূপ আমোদপ্রিয়, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য এবং ধর্ম্মভাব বিবর্জ্জিত, তাহাতে তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতাদ্বারা এমন অনিষ্ট নাই যে ঘটিতে পারে না। ইহাঁরা জাতিভেদ অনায়াসে অস্বীকার করিতে পারেন কিন্তু লোকের সহিত দলাদলী করিতে সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত; বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী হইতে পারেন, কিন্তু বিধবাদিগকে বিপথগামী করিতেও কুণ্ঠিত নহেন; হিন্দুধর্ম্মের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া পদতলে দলিতে পারেন, কিন্তু সুরাপান ও বেশ্যাসেবায় লজ্জিত হয়েন না; পিতামাতাদিগের ক্রন্দন অগ্রাহ্য করা তাঁহাদিগের সহজ কার্য্য, কিন্তু কুসঙ্গীদিগের পাপ অনুরোধ অতিক্রম করা অসাধ্য। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া কি সতর্ক হওয়া উচিত নয় এবং যাহাতে নূতন ধর্ম্মবন্ধনের আয়োজন না করিয়া পুরাতন বন্ধন কেহ ছেদন না করেন ইহা কি প্রার্থনীয় নয়? সামাজিক যে সকল নিয়ম পদ্ধতি আছে, তাহা পরিত্যাগ করা এক মুহূর্ত্তের কার্য্য। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সুনিয়ম অবলম্বন করিয়া চলা বহুবিবেচনা ও ধীরতাসাপেক্ষ।

বর্ত্তমান সময়ে এদেশের সাধারণ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নারী সমাজেরও পরিবর্ত্তনকাল উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়ে বিবেচনা পূর্ব্বক প্রাচীন সুনীতি পদ্ধতি সকল সংরক্ষণ ও নূতন উন্নতির উপযোগী উপায় সকল অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। পুরুষ সমাজে যেমন একদল উচ্ছৃঙ্খল যুবক হইয়াছে, নারী সমাজে যদি সেইরূপ একদল যুবতী হয় নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইরূপ হইবার কয়েকটী কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। একদিকে স্ত্রীলোকেরা অল্প অল্প বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, দ্বিতীয় স্বেচ্ছাচারী যুবকদিগের প্রবর্ত্তনা ও দৃষ্টান্ত এবং তৃতীয় সভ্য ইংরাজ জাতির রীতি নীতি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা। অল্প বিদ্যাদ্বারা গর্ব্বিত হইয়া যাঁহারা কোন বৃহৎ কার্য্য করিতে যান, তাহাদিগের দ্বারা নানা অনিষ্ট সংঘটন হয়, কেননা তাঁহারা সকল দিক্ দেখিয়া বিচার করিতে পারেন না। স্বেচ্ছাচারী যুবকেরা কোন প্রকার ধর্ম্মশাসন মানিতে চায় না, সুখেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া যে দিকে প্রবৃত্তি যায় সেই দিকেই ধাবমান হয়, দুঃসাহস পরায়ণ হয়, সুতরাং তাহাদের দ্বারা [illegible]

কোন কার্য্য কিরূপে সম্ভবে? সভ্যজাতির অনুকরণ একটী বিষম সংক্রামক রোগ। কোন জাতির আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ দূষ্য বা সম্পূর্ণ দোষশূন্য নহে। কিন্তু অপর জাতির নকল করিতে গেলে তাহার অসার ও দূষ্য আচার সকলই সহজে গৃহীত হইয়া থাকে। আমাদের ইংরেজ অনুকরণকারী পুরুষগণ পেন্‌টুলন পরিধান, সুরাপান, গোমাংস ভক্ষণ ও পিতামাতার প্রতি হতশ্রদ্ধা যেরূপ শিক্ষা করিয়াছেন, ইংরাজদের সাহস, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, উদারতা প্রভৃতি সদ্গুণ সেরূপ শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এইজন্য আমাদের বড় আশঙ্কা, আমাদের নারীগণ বিবী অনুকরণকারী হইলে গাউন পরিধান, যথেচ্ছা বিহার, বিলাসস্পৃহা, পতিভক্তি পরিত্যাগ, সন্তানগণের প্রতি নির্ম্মমতা, চাটুবাদ শ্রবণেচ্ছা, এবং বাগাড়ম্বর প্রদর্শন এই সকল অগ্রে শিক্ষা করিবেন। ইহাতে বিবীদিগের দোষ নাই, কিন্তু অনুকরণ স্বভাবের গতি এইরূপ।

এক্ষণে যাঁহারা নারীজাতির প্রকৃত হিত সাধনের অভিলাষী, তাঁহারা আর নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। বামাগণের অভাবের সময় উপস্থিত। ক্ষুধার সময় ভাল আহার না পাইলে কাজে কাজেই মন্দ আহার দ্বারা উদর পূর্ণ করিতে হয়। অভাবের সময় ভাল উপায় না পাইলে অনেক স্থলে অসদুপায় অবলম্বনের সম্ভাবনা। নারীগণের প্রকৃত অভাব কি, যাঁহারা বুঝিতে চান, তাঁহারা নারীজাতির বর্ত্তমান অবস্থার কেবল একদেশ দেখিবেন না, সকল দিক্ ভালরূপে পরিদর্শন করিবেন। তাঁহাদিগের জানা কর্ত্তব্য, হিন্দু-সমাজে যখন যে রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার কিছুই নিরর্থক হয় নাই, সে সকল দ্বারা এক সময়ে সমাজের পবিত্রতা ও শান্তি রক্ষা হইয়াছে। বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, প্রভৃতি ভয়ঙ্কর প্রথাও এক সময় শুভ সাধন করিয়াছে। যাহাহউক এক্ষণে কালের পরিবর্ত্তনে পূর্ব্বের রীতি নীতি সম্পূর্ণ সংলগ্ন হওয়া অসম্ভব। বালিকার আভরণ বয়স্কা রমণীর পরিতে যাওয়া উপহাসকর মাত্র এবং তাহাতে কেবল ক্লেশ স্বীকার সার হয়। কিন্তু কোন্ রীতি নীতি সংলগ্ন বা অসংলগ্ন তাহা সম্যক্ বিবেচনা ব্যতীত অবধারিত হইতে পারে না। অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখাও আবশ্যক।

বিবেচনাস্থলে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, এখন কোন্ কোন্ প্রথা অনাবশ্যক ও অহিতকর এবং তৎপরিবর্ত্তে আমরা যে আচার অবলম্বন করিব তাহাতে কোন আপদের আশঙ্কা আছে কি না? অনাবশ্যক ও অহিতকর আচার বুঝিবার জন্য কোন বিজাতীয়দিগের মত গ্রহণ করিবার প্রয়োজন নাই এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনারও বশবর্ত্তী হওয়া উচিত নহে। নিজ সমাজের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া বিচার করিলে আর কোন সংশয় থাকিবার বিষয় নাই। এক প্রথার পরিবর্ত্তে যখন অন্য প্রথা অবধারণ করিব, তখন যতদূর সম্ভব তাহার আপদ্ সম্ভাবনা অনুধাবন করিয়া দেখা বিধেয় এবং যখন তাহা অবলম্বন করিব তখন তাহার আপদ্ নিবারণের উপায় সকলও যেন সঙ্গে রাখিতে পারি। রোগে পড়িয়া ঔষধ সেবন দ্বারা আরোগ্য হইব এরূপ ব্যবস্থা না করিয়া রোগ যাহাতে না আসিতে পারে সেই উপায় গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

এদেশীয় স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে তাহাদিগের সকল প্রকার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে হয়। তাহাদের বাসস্থান, তাহাদিগের পরিধেয়, তাহাদের ভরণ পোষণের উপায়, তাহাদিগের বাল্যশিক্ষা, তাহাদিগের বিবাহ, তাহাদিগের সাংসারিক কার্য্যপ্রণালী, পুরুষজাতির সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ও আচার ব্যবহার, তাহাদিগের ধর্ম্মসাধন প্রণালী এ সকলই বিবেচনাস্থলে আসিতে পারে। আমরা সংস্কারোপযোগী এক একটী বিষয় ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিব এবং তদ্বিষয়ের বিহিত উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিব। এবিষয়ে যিনি আমাদিগকে যে সাহায্য দান করিবেন আমরা তাঁহার নিকট তজ্জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

নারী-চরিত।

আবিয়ার।

আমরা গত সংখ্যায় ধর্ম্ম পরায়ণা মীরা বাইর উপাখ্যান বর্ণন করিয়াছি, এবারে আবিয়ার নাম্নী আর একটী ভারত কামিনীর আখ্যায়িকা প্রকটন করিতেছি। দাক্ষিণাত্যে তামল জাতির মধ্যে চারি জন বিদ্যা-

বতী রমণীর নাম শ্রবণ করা যায়, তন্মধ্যে আবিয়ার সর্ব্বপ্রধান। ইনি ভগবান্ নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যা। ইহাঁর জন্মবৃত্তান্ত ও জীবন চরিত অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন ইনি শাপ-ভ্রষ্টা ব্রহ্মার পত্নী এবং সেই জন্য যাবজ্জীবন অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন। এই অসামান্যা নারী অনেক বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁহার বিলক্ষণ কবিত্ব শক্তি ছিল এবং শিল্প ও বিজ্ঞানে তাঁহার ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি জ্যোতিষ, ভূগোল ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ে অনর্গল লিখিয়া গিয়াছেন। রসায়ন বিদ্যাতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রচিত নীতিগ্রন্থ সকল যেমন সুপ্রসিদ্ধ, এমন আর কিছুই নহে। আমাদের দেশে পাঠশালাতে যেমন চাণক্যের শ্লোক পঠিত হয়, তেমনি দাক্ষিণাত্যে তামল বিদ্যালয় সকলে আবিয়ারের নীতিগ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। তাহার রচিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট নীতি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। নিত্য সুখ অন্বেষণ কর।
২। ঈশ্বর চিন্তায় রত থাকিবে।
৩। যেখানে শান্তি সেখানে গমন করিবে।
৪। শান্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিবে।
৫। যাহা উত্তম দৃঢ়তা সহকারে তাহা রক্ষা করিবে।
৬। যাহা নীচ তাহা পরিহার কর।
৭। যাহা দুর্ম্মূল্য তাহাতে যত্ন করিবে।
৮। ইন্দ্রিয়াসক্ত হইও না।
৯। অসৎ প্রসঙ্গ করিও না।
১০। পরের হিত চিন্তা যেন তোমার আমোদজনক হয়।
১১। কাহার কৃত উপকার ভুলিবে না।
১২। দানের সময় কৃপণ হইও না।
১৩। অন্যের হিতেচ্ছার ব্যাঘাত করিও না।
১৪। অগ্রে অন্যকে দিয়া আপনি ভোজন কর।
১৫। অন্যের অপরাধ ক্ষমা কর।
১৬। অন্যকে রক্ষা করাই মহত্ত্ব।
১৭। পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে।
১৮। পিতৃপুরুষদিগকে সম্মান কর।
১৯। কাহাকেও ক্লেশ দিও না।
২০। কাহার ক্ষতি হয়, এমন বিষয়ে হস্তার্পণ করিও না।
২১। প্রিয় বাক্য বলিবে।

২২। তোষামোদ করিও না।

২৩। কুটিলতা সহকারে কথা কহিও না।

২৪। সকল প্রকার ভান পরিহার কর।

২৫। কাহাকেও উপহাস করিওনা।

২৬। তোমার কথাতে যেন কাহাকেও লজ্জা পাইতে না হয়।

২৭। অধিক কথা কহিও না।

২৮। গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না।

২৯। যাহা দেখিয়াছ তাহাই বলিবে তদতিরিক্ত কিছু বলিও না।

৩০। স্পষ্ট করিয়া কথা কহিবে যে তুমি যাহা বল লোকে বুঝিতে পারে।

৩১। লোকের চরিত্র অগ্রে জানিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিবে।

৩২। প্রকৃত বন্ধুকে পরিত্যাগ করিও না।

৩৩। খলের সহিত ক্রীড়া করিওনা।

৩৪। সময়ে শস্য বপন করিবে।

৩৫। যুবা বয়সে শিক্ষা করিবে।

৩৬। শ্রবণ কর ও আত্মোন্নতি সাধন কর।

৩৭। জ্ঞানের উন্নতি করিতে কথনই বিরত হইও না।

৩৮। যখন কোথাও যাইবে বিবেচনা কর কোথা তুমি যাইতেছ।

৩৯। চরের ন্যায় ভ্রমণ করিও না।

৪০। ভিক্ষাবৃত্তি লজ্জাকর।

৪১। অন্নের মূল্য বৃদ্ধি করিও না।

৪২। শ্রম করিয়া যে জীবিকা লাভ কর, তাহাই সর্ব্বোত্তম।

৪৩। যাহা করিবে ভাল রূপে করিবে।

৪৪। ক্রোধপ্রিয় হইও না।

৪৫। কোন কার্য্যে আলস্য করিও না।

৪৬। সাহস পরিত্যাগ করিও না।

৪৭। শরীরের পক্ষে যাহা মঙ্গলকর তাহা ভুলিও না।

৪৮। আপনাকে রোগগ্রস্ত করিবে না।

৪৯। সর্ব্বদা পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিবে।

৫০। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থায়িরূপে বাস করিতে চেষ্টা করিবে।

কারা-কুসুমিকা।

(৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

চারনি প্রত্যুত্তর করিলেন "আপনি পুত্রের প্রাণবধের প্রতিশোধ লইবার জন্য বোনাপার্টির প্রাণবধের না ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন?"

বৃদ্ধ ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টিক্ষেপ পূর্ব্বক ঈশ্বর সাক্ষী করিয়াই যেন বলিলেন "আমি দেখিতেছি, তুমিও সেই মিথ্যা অপবাদে বিশ্বাস করিয়াছ। সত্য বটে, যখন আমার শোকের প্রথম আবেগকাল, তখন নেপোলিয়নের জয়ধ্বনিতে গগন ফাটিয়া যাইতে দেখিয়া এক একবার আমি রোষ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি ধৃত হই, দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিকট একখানি ছুরিকা পাওয়া যায়। যে সকল গুপ্তচর মিথ্যা-ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা আমাকে বোনাপার্টীর প্রাণনাশেচ্ছু বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইল; হা! পুত্রহীন শোকার্ত্ত পিতাকে তাহারা হত্যাকারী বলিয়া নির্যাতন করিতে লাগিল। সম্রাট প্রতারিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই; যদি তিনি তাদৃশ মন্দ লোক হইতেন, আমাদের উভয়েরই শিরশ্ছেদ করিতে পারিতেন। তিনি যদি এখন আমাকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন তাহা হইলে আমি তাঁহার দয়ার জন্য ধন্যবাদ দিব, কিন্তু তিনি পূর্ব্বকৃত একটী ভ্রম সংশোধন করিবেন মাত্র। আমার নিজের জন্য আমি ভাবি না, ঈশ্বরের দয়ার উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং তাঁহার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া কারা-যন্ত্রণা আমি বহন করিতে পারি; কিন্তু আমার দুঃখে টেরিসার দুঃসহ দুঃখ হয়—একত্রে থাকায় উভয়ের কষ্ট লাঘব হয় বটে কিন্তু তাহার জন্যই আমার কারাগার হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা হয়। তোমাকে ভালবাসে এবং তোমার সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হয় এমন কোন আত্মীয় অবশ্যই আছেন এবং তোমাকে বলি আপনার জন্য না হউক এইরূপ আত্মীয়ের সুখের জন্য বৃথা গর্ব্ব পরিত্যাগ কর। আমার বন্ধুগণ তোমার জন্য যে সাহায্য করিতে পারেন তাহার প্রতিবন্ধক হইও না।"

চারনি কাষ্ঠহাস্য করিলেন। তিনি বলিলেন "স্ত্রী, কন্যা বা বন্ধু আমার কাঁদিবার কেহ নাই। আমি এখন আর অর্থদান করিতে পারি না, অতএব আমার পুনরাগমন জন্য কেহ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার নাই। আমি সংসারে এখনকার অপেক্ষা অধিক সুখী ছিলাম না, অতএব তথায় গিয়া কি হইবে? কিন্তু সংসারে যদি আমার বন্ধু বা সুখের আশা থাকিত অথবা সৌভাগ্য পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিতাম তথা-

পিও যে নেপোলিয়নের ক্ষমতার বিনাশার্থ আমি প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলাম, তাহার পদানত কখনই হইতাম না, সহস্রবার তাহার প্রতিবাদ করিতাম।"

"পুনর্ব্বার বিবেচনা কর।"

"যে আমার সমকক্ষ ছিল, তাহাকে কখনই সম্রাট্ বলিয়া সম্বোধন করিব না।"

"আমি বিনয় পূর্ব্বক বলিতেছি, এই বৃথাগর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার সমুদায় ভবিষ্যতের আশা বিনষ্ট করিও না। ইহা স্বদেশহিতৈষিতা নহে, প্রগল্‌ভতা মাত্র। কিন্তু ঐ শুন এবার কে একজন যথার্থ আসিতেছে—বিদায় হই।" এই কথা বলিয়া গিরহার্দ্দী গবাক্ষদ্বার হইতে সরিয়া গেলেন।

তিনি সম্পূর্ণরূপ চক্ষুর অন্তরাল না হইতে হইতে চার্নি বলিলেন "অণুবীক্ষণ যন্ত্রের জন্য নমস্কার নমস্কার।"

তৎক্ষণাৎ দ্বারের ঘর্ঘর শব্দ হইল এবং লুডোবিক উঠানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দৈনিক আহার আনিলেন, কিন্তু চার্নিকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখিয়া কিছু বলিলেন না। কেবল আহার প্রস্তুত জানাইবার জন্য রেকাবগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। আর তিনি কাউন্ট ও বৃক্ষকে কর্ত্তা ও কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাদিগকে নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া চলিলেন।

চার্নি ভাবিতে লাগিলেন "অনুবীক্ষণ যন্ত্রটীত এখন আমার হইল, কিন্তু কিরূপে আমি এই দয়ালু বিদেশীর দয়ার পাত্র হইলাম?" তৎপরে লুডোবিককে উঠান দিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন "এ ব্যক্তিও আমার কৃতজ্ঞতার আস্পদ; এই কর্কশ চর্ম্মের মধ্যে কেমন সাধু ও কোমল হৃদয় অবস্থান করিতেছে!" কিন্তু যখন তিনি এইরূপে চিন্তা করিতেছেন তখন শুনিতে পাইলেন যেন কোথা হইতে একটী বাক্য আসিল 'দুঃখই তোমাকে এই দয়া অনুভব করিতে শিক্ষা দিল। এ দুই ব্যক্তি কি করিয়াছে? এক ব্যক্তি তোমার অজ্ঞাতসারে তোমার বৃক্ষে জলসেচন করিয়াছে; আর এক ব্যক্তি ইহা

সুস্পষ্টরূপে দর্শন করিবার যন্ত্র যোগাইয়া দিয়াছে।" চার্নি তখনও মনো মধ্যে বিতণ্ডা করিতে করিতে বলিলেন "কিন্তু বুদ্ধির বাক্য অপেক্ষা হৃদয়ের বাক্য অধিক সত্য; আমার হৃদয় বলিতেছে তাহাদের দয়া সামান্য নহে।" সেই বাক্য উত্তর দিল "হাঁ, এই দয়া তোমার প্রতি প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া তুমি ইহা স্বীকার করিতেছ। কারা-কুসুমিকা যদি না থাকিত, তুমি এ দুই ব্যক্তিকেও ঘৃণা করিতে। একজনকে তুমি অতি হেয় ক্রীড়াসক্ত নির্বোধ বৃদ্ধ বলিয়া দেখিতে, আর একজনকে নিষ্ঠুর ইতর লোক বলিয়া অবজ্ঞা করিতে। আপনার স্বার্থপরতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বে কাহাকে ভাল বাস নাই, এখন পিসিওলাকে ভাল বাসিয়াছ বলিয়া অন্যের ভালবাসা বুঝিতে পারিতেছ; রক্ষকদ্বারাই তুমি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছ!"

চার্নি একবার কুসুমিকার ও একবার অনুবীক্ষণের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন, ফ্রান্সের সম্রাট, ইটালির রাজা। এই ভয়ানক উপাধির প্রথমার্দ্ধ ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ভয়ানক চক্রান্তে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহার গরিমা ক্ষণমাত্রও তাঁহার মনে স্থান পাইল না। একটী পতঙ্গকে গুণ গুণ শব্দ করিয়া তাঁহার পুষ্পের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া তিনি যত চিন্তান্বিত, সম্রাট ও রাজার জয় সংবাদে তত চিন্তিত হইলেন না!

চার্নি নিজের অণুবীক্ষণ পাইয়া আগ্রহ সহকারে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আমরা যদি গল্প না লিখিয়া একখানি উদ্ভিদ শাস্ত্র লিখিতাম, তাহা হইলে এক এক করিয়া তাঁহার সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া বর্ণন করিতাম। যদিও সত্য বর্ণন আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহার সবিস্তর বর্ণনা কখনই হইতে পারে না। এক জন যেমন অন্ধকারের মধ্যে চলিতে চলিতে পদস্খলিত হইলে পুনরায় ফিরিয়া চলিতে আরম্ভ করে, চার্নির মনে সেইরূপ একটী যুক্তি নিরস্ত হইয়া আর একটী উদয় হইতে লাগিল। যাহা হউক স্বভাব তাঁহার শিক্ষক—সেই বৃক্ষ, পক্ষী এবং মধুমক্ষিকা; সূর্য্য, বায়ু এবং বৃষ্টি তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিল। জ্ঞানলাভার্থ বর্দ্ধমান প্রবল ইচ্ছায় তাঁহার পূর্ব্ব অজ্ঞানতার পূরণ হইল। যদিও

লিনিয়সের* প্রণালী কিছু কিছু তাঁহার স্মরণ ছিল, কিন্তু স্বয়ং সতর্কতা ও আহ্লাদ সহকারে পরীক্ষা করিয়া পুষ্প সকলের মধ্যে একটী অপূর্ব্ব শিল্প কৌশল অবলোকন করিলেন এবং তাহাতেই যে নিগূঢ় বন্ধনে সমুদায় বিশ্ব দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে তিনি প্রথমতঃ তাহা অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি অশ্রুপূর্ণ হইল, অণুবীক্ষণ যন্ত্রটী দূরে স্থাপন করিলেন এবং ভাবে গদ গদ হইয়া কাষ্ঠাসনোপরি হতচেতনের ন্যায় হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, "পিসিওলা! এক সময়ে আমি ভ্রমণ করিবার জন্য সমুদয় পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; আমার অসংখ্য বন্ধু ছিল অথবা অনেকে ঐ নাম ধারণ করিয়াছিল; আর আমি প্রত্যেক বিজ্ঞান বিভাগের পণ্ডিতগণ দ্বারা বেষ্টিত ছিলাম; কিন্তু ইহাদের কেহই তোমার ন্যায় আমাকে শিক্ষা দিতে পারে নাই এবং তোমার নিকট হইতে আমি যে উপকার লাভ করিয়াছি উপযাচক বন্ধুগণ হইতে কখন তাহা পাই নাই; এই সঙ্কীর্ণ প্রাঙ্গণে কেবল তোমাকে অধ্যয়ন করিয়া যেরূপ ভাবিয়াছি, দেখিয়াছি ও বুঝিয়াছি, জীবনে এরূপ আর কোথায় কখন হয় নাই। তুমি আমার অন্ধকারের আলোক হইয়াছ, নির্জ্জন স্থানের সহচর হইয়া চিত্তবিনোদন করিয়াছ, এবং সকল গ্রন্থ অপেক্ষা আশ্চর্য্য গ্রন্থের কার্য্য করিয়াছ—তুমি আমাকে আমার অজ্ঞানতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছ এবং আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছ; তুমি শিক্ষা দিয়াছ যে ধর্ম্মের ন্যায় বিজ্ঞানশাস্ত্রও বিনয় দ্বারা শিক্ষা করিতে হয় এবং উচ্চে উঠিতে হইলে প্রথমে নীচে নামিতে হইবে; তুমি দেখাইয়াছ যে এই বৃহৎ সরণির প্রথম সোপান পৃথিবীতে নিহিত এবং তদ্দ্বারা ইহা আরোহণ করিতে হইবে। এই পুস্তকের প্রত্যেক শব্দ অচিন্ত্য অক্ষরে লিখিত, কিন্তু ইহার ভাষা এরূপ আশ্চর্য্য যে প্রত্যেক শব্দ যেমন আমাদিগকে ভয় ও আশ্চর্য্যে নিমগ্ন করে, সেইরূপ হৃদয়ে সান্ত্বনা আনিয়া দেয়। তুমি আমার নিকটে চিন্তার জগৎ প্রকাশ করিয়াছ—অর্থাৎ স্বর্গ জগতের নূতন রাস্তা দেখাইয়াছ। প্রীতির নিয়মে সমুদায় জগৎ

---

* লিনিয়স্ নামে এক পণ্ডিত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বৃক্ষাদি সকল পরীক্ষা করিয়া নানা শ্রেণী বিভাগ করেন।

শাসিত; ইহাই একটী পরমাণুর আকর্ষণ এবং গ্রহগণের ভ্রমণপথ নিয়মিত করিতেছে; ইহাই একটী পুষ্পকে নক্ষত্রমালার সহিত গ্রথিত করিতেছে এবং ভূগর্ভশায়ী পতঙ্গের সহিত গর্ব্বোন্নতশীর্ষ গগনপ্রেক্ষী—ঈশ্বরানুসন্ধায়ী মনুষ্যকে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেছে।" যতই হৃদয়ে চিন্তাস্রোত প্রবল হইল ততই চারনির মন ঘোর আন্দোলনে আন্দোলিত হইতে লাগিল; তিনি অস্ফুটস্বরে আবার বলিলেন, "হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কুসংস্কারে আমার বুদ্ধিকে মলিন করিয়াছে এবং তার্কিকতায় আমার হৃদয় কঠিন হইয়াছে! আমি এখনও তোমার বাক্য শুনিতে পাই না, কিন্তু তথাপি তোমাকে ডাকিব; আমি তোমাকে দেখিতে পাই না, কিন্তু তথাপি তোমার অন্বেষণ করিব!"

কুটীরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন প্রাচীরে লিখিত রহিয়াছে "ঈশ্বর একটী শব্দ মাত্র।" তিনি তাহার পার্শ্বে লিখিলেন, "কিন্তু কেবল এই শব্দে কি সৃষ্টি প্রহেলিকার মীমাংসা হইতেছে না?"

হা! এখনও এ বাক্যে সন্দেহ! কিন্তু চারনির যেরূপ কঠিন গর্ব্বিত মন তাহাতে এ সন্দেহ দ্বারাও আপনাকে তিনি অর্দ্ধ পরাজিত স্বীকার করিলেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা ও ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস লাভের জন্য পিসিওলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি গ্রন্থের যে পত্র তাঁহার চক্ষুর সমক্ষে প্রকাশিত, তাহার চিন্তা ও অধ্যয়ন করিতে করিতে তাঁহার সময় শীঘ্র শীঘ্র অতিবাহিত হইতে লাগিল। যখন গভীর চিন্তায় পরিশ্রান্ত হইতেন, তখন পূর্ব্বোক্ত দিবাস্বপ্নে আমোদ অনুভব করিতেন—সেই সুন্দরী বালিকা আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহার প্রিয় পিসিওলার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার চক্ষুর নিকটে দৃশ্যমান হইত। তিনি একখণ্ড বস্ত্রে কেবল বৃক্ষের পরিবর্ত্তন ও উন্নতি এই বাহ্য ঘটনার বিবরণ লিখিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না—গভীর কাব্য ভাবপূর্ণ তাঁহার দিবাস্বপ্নও তাহাতে চিত্রিত করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা সমুদায় মানসিক ভাব লিপিবদ্ধ করেন, কিন্তু ভাব কি কখন কথাদ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়?

একদা তাঁহার স্বপ্নদর্শন কষ্টকর হইল; হঠাৎ সেই বালিকা যেন মৃত্যুর করস্পর্শে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চারনির দিকে আর্ত্ত প্রসারিত করিল

কিন্তু তিনি সেখানে যেন শৃঙ্খলবদ্ধ; অদৃশ্য প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল এবং তিনি পরিত্রাহি চীৎকার করিয়া স্বপ্ন হইতে জাগরিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! বাস্তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চীৎকারের প্রতিধ্বনি হইল। সৌভাগ্যের বিষয়! তিনি দেখিলেন, সে কষ্ট কেবল স্বপ্ন মাত্র, নিজে কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট এবং তাঁহার সম্মুখে পিসিওলা বিকসিত কুসুমে সজ্জিত রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি তিনি অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইতে লাগিলেন। লুডোবিক অমনি সেখানে দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও কাউন্ট! পুনরায় আপনি পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন দেখিতেছি; যাহা হউক ভয় নাই পিসিওলা ঠাকুরাণী এবং আমি আপনাকে আরোগ্য করিব।"

চারনি তখনও কম্পান্বিতশরীরে বলিলেন "আমি পীড়িত হই নাই। কে তোমাকে পীড়ার কথা বলিল?"

"কেন? মক্ষিকাধৃতকারীর কন্যা টেরিসা বলিলেন; তিনি আপনাকে গবাক্ষদ্বার হইতে দেখিয়াছেন, আপনার চীৎকার শুনিয়াছেন এবং আপনার সাহায্যার্থ আমাকে পাঠাইলেন।"

চারনির হৃদয় আর্দ্র হইল; বিদেশীয় বালিকা তাঁহার পীড়ায় এত চিন্তিত এবং বহুমুল্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রটীর সাহায্য করিয়াছেন এই বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। কৃতজ্ঞতারসে তাঁহার হৃদয় এককালে অভিভূত হইল, এবং গবাক্ষদ্বারে দুই তিন বার যে মুর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, তাহার সহিত কল্পনার প্রতিমা তুলনা করিয়া দেখিলেন, আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য, কেবল প্রথমটীর কবরীতে কুসুমাভরণ নাই। মনোমধ্যে একটু দ্বিধা ও গ্লানি সংবরণ করিয়া তিনি কারাকুসুমিকার একটী পুষ্প তুলিয়া লইলেন। মনে মনে করিতে লাগিলেন "পুর্ব্বে আমি অক্ষুণ্ণ মনে জঘন্য রমণীগণ ও কপট বন্ধুসকলকে রাশি রাশি স্বর্ণ ও মণিমুক্তা বিতরণ করিয়াছি; কিন্তু দাতার হৃদয় দেখিয়া যদি দানের মুল্য স্থির হয় তাহা হইলে হে পিসিওলা! তোমার নিকট হইতে যে পুষ্পটী হরণ করিলাম এতদপেক্ষা মুল্যবান পদার্থ আমি কাহাকে কখন দিই নাই।" পরে পুষ্পটী লুডোবিকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন "আমার এই ক্ষুদ্র প্রত্যুপকার স্বরূপ, ..."

তাঁহাকে বলিও যে তিনি যে আমার এত কল্যাণ প্রার্থনা করেন তজ্জন্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছি এবং দুঃখী কারাবদ্ধ কাউন্ট ডি চার্নি এতদপেক্ষা মূল্যবান কোন পদার্থ তাঁহাকে দিতে সমর্থ হইলেন না।”

স্ত্রীজাতির বিভাগ।*

ধরা ধামে সতী নারী সর্ব্ব সুখ সার,
কুভার্য্যা সমান দুঃখ কিছু নাহি আর॥

প্রসিদ্ধ ট্রয় নগর ধ্বংসের ৪০০ বৎসর পরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ২৬০০ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস দেশের প্রাচীন কবি সাইমোনাইডিস স্ত্রীজাতির দোষ গুণ উল্লেখ করিয়া একটী পরিহাস পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার লেখায় প্রাচীনকালের সরলতা ও অসভ্যতা বিলক্ষণ পরিদৃশ্যমান হয়। ইহাতে তৎকালীন গ্রীস দেশীয় স্ত্রীজাতির প্রকৃতি অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, ইহার অধিকাংশস্থলে বর্ত্তমান কালের বামাগণেরও প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের পাঠিকাগণ যে সকল নারীর সহিত পরিচিত তাঁহারা কে কোন ধাতুর লোক ইহা দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু আমাদিগের অনুরোধ, সকলেই যেন শেষোক্ত আদর্শটীর অনুকরণ করেন।

“সৃষ্টির প্রারম্ভে জগদীশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মূল উপকরণে স্ত্রীজাতির প্রকৃতি ও মন নির্ম্মাণ করিলেন।

১। যে সকল উপকরণে শূকরজাতি সৃষ্ট হইয়াছে, এক জাতীয় স্ত্রীলোক তদ্দ্বারা নির্ম্মিত। ইহারা অতি কদাচারী ও উদরসর্ব্বস্ব। ইহাদিগের শরীর অপরিষ্কার, বেশ অপরিচ্ছন্ন এবং বাসস্থান যেন দুর্গন্ধময় গোশালা হইয়া থাকে।

২। শৃগালের উপকরণে কতকগুলি স্ত্রীলোক সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা বিলক্ষণ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও ধূর্ত্ত। ভাল, মন্দ সকল বিষয়ই ইহারা তলাইয়া বুঝিতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে সৎ ও অসৎ উভয়ই পাওয়া যায়।

---

* ইংরাজী স্পেক্টেটর হইতে সংগৃহীত।

৩। এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক কুক্কুর জাতীয়। ইহাদিগের ডাক হাঁকে বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার। ইহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কেহ নিকটে গেলেই চীৎকার করিয়া উঠে। ইহাদের সহবাসে কেবল কলহ।

৪। মৃত্তিকার উপাদানে স্ত্রীজাতিবিশেষ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহারা জড়ের ন্যায় সমস্ত দিন আলস্যে কাটায় এবং নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে। শীতকালে কেবল রৌদ্র পোহায়, গ্রীষ্মকালে নিদ্রা যায়। ভোজন ভিন্ন আর কোন কাজ করিতেই চাহে না। ইহারা চিরকাল অকর্ম্মণ্য ও অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া থাকে।

৫। সমুদ্রের ন্যায় কতকগুলি স্ত্রীলোকের প্রকৃতি। ইহাদিগের মেজাজের ঠিক নাই সর্ব্বদাই পরিবর্ত্ত হইতেছে। এক সময়ে ইহারা ঝড়ের ন্যায় চঞ্চল ও উন্মত্ত। সময় বিশেষে স্থির, যেন নির্ম্মল জলে রৌদ্র পড়িয়াছে। সুস্থির সময়ে কোন নূতন লোক ইহাদিগকে হঠাৎ দেখিলে কহিবে, 'এরূপ আশ্চর্য্য ধীরস্বভাব স্ত্রীলোক কখন দেখি নাই।' কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই বাতান্দোলিত সমুদ্রের ন্যায় তাহারা উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সমস্ত বাটী তোলপাড় করে এবং তর্জ্জন গর্জ্জনে মেদিনী কাঁপাইয়া দেয়।

৬। ভারবাহী বাগভের প্রকৃতি কোন কোন স্ত্রীলোকে লক্ষিত হয়। ইহারা স্বভাবতঃ অলস, কিন্তু স্বামী যখন রাগে ও প্রভুত্ব খাটায়, তখন ইহারা ভালরূপ অন্ন না পাইলেও কায়ক্লেশে কাজকর্ম্ম করিয়া তাহাকে পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা করে। ইহারা ইন্দ্রিয় সুখের পরতন্ত্র, সর্ব্বদা পুরুষ সঙ্গ ভালবাসে।

৭। সপ্তম জাতীয় বামাকুল ওতুগুণ বিশিষ্ট। বিড়ালের ন্যায় ইহারা পুরুষ সঙ্গে বিরক্ত, সর্ব্বদাই বিষন্ন, অবাধ্য, এবং অপ্রিয় স্বভাব। ইহারা অবসর পাইলে চুরি ও প্রবঞ্চনা করিতে ত্রুটি করে না।

৮। যে তুরঙ্গিণীর লম্বিত কেশরদাম মানব হস্তে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই, যে অদ্যাপি মানবের দাসত্ব বল্গায় শাসিত ও শ্রমনিযুক্ত হয় নাই, সেই সুন্দরাকৃতি বন্য তুরঙ্গিণীর সহিত কোন কোন ললনার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদের পতি-অনুরাগ যৎসামান্য। ইহারা সমস্ত দিন বেশবিন্যাস,

গাত্রমার্জ্জন, ও সুগন্ধীলেপনে অতিবাহিত করে। বহুল কেশ পাশ বিন্যস্ত ও কুসুমশোভিত করিতেই ইহাদের সময় গত হয়। অপরিচিত জনের চক্ষে এ প্রকার একটী কামিনী আপাততঃ স্ত্রীরত্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সহবাসে জানা যায় তিনি গৃহস্থের গৃহে কোন কার্য্যে আসিবার নন। কোন বিলাসী রাজকুমারের যদি এরূপ খেলনায় অভিরুচি হয়, তবেই তিনি রাজগৃহে একদিন শোভা পাইতে পারেন।

৯। বানরের প্রকৃতি বীজ নবম জাতীয় স্ত্রীলোকে রোপিত আছে। ইহারা অতি কুৎসিত ও কুস্বভাব। ইহারা নিজে বিশ্রী, সর্ব্বদা পরের অনিষ্ট চেষ্টা করে, আবার পরছিদ্রে পরিহাস করিতে বড় তৎপর।

১০। মধুমক্ষিকার বীজে দশম বর্গের স্ত্রীজাতি সৃষ্ট হইয়াছে। যিনি এই বর্গীয় একটী স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সৌভাগ্যবান্। তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ, স্বভাব নিষ্কলঙ্ক। যে গৃহে তাঁহার বাস তথায় লক্ষ্মীর শ্রী। তাঁহার পতির প্রতি দৃঢ় অনুরাগ, পরিজনবর্গ ও দাস দাসীর প্রতি দয়া বাৎসল্য। তিনি সর্ব্বদাই শ্রমশীলা ও সকলেরই প্রীতি-ভাজন। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ সুশীল, সুন্দর ও ধর্ম্মানুরাগী। কামিনীকুলের মধ্যে তাঁহার যশঃসৌরভ সুবিস্তৃত হয়। কুলোকের সহিত তাঁহার আলাপ নাই, কুকাজে তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। কুচরিত্র ভগিনী-গণের সহিত তিনি একদাও কুকথার আলোচনা করেন না। তিনি ধর্ম্ম-শীলা ও বুদ্ধিমতী। তাহার অপেক্ষা আর উত্তমা স্ত্রী মানুষের ভাগ্যে ঘটে না।

এই দশ বিভাগে সাইমনাইডিসের পরিহাস রচনা সমাপ্ত। প্রাচীন-কালের পণ্ডিত গ্রন্থকারগণ যেরূপ স্ত্রী জাতির কেবল নিন্দাবাদ প্রকটন করিয়াছেন, সাইমনাইডিস সেরূপ নহেন। তাহার প্রবন্ধে স্ত্রীজাতির দোষ গুণ উভয়ই বিবেচিত হইয়াছে, এজন্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁহার শ্রেণীবিভাগ সভ্যকালের উপযুক্ত নহে। সর্ব্বকালেই পুরুষ-জাতির ন্যায় স্ত্রীজাতির মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গর্দ্দভ, শূকর, কুক্কুর যেমন অন্য কোন

উৎকৃষ্ট জীব হইতে পারে না, মানুষের পক্ষে যে প্রকার বলা অন্যায়। শিক্ষা, সংসর্গ এবং সদনুষ্ঠানদ্বারা অতি নীচ প্রকৃতির লোকও দেবতুল্য হইতেছে। স্ত্রীগণের মধ্যে সেইরূপ যিনি যে অবস্থায় থাকুন না কেন, যত্ন চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট হইতে পারেনই পারেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা সর্ব্বগুণান্বিতা আদর্শ রমণীর দৃষ্টান্ত প্রত্যেক রমণীর জীবনে দেখিতে চাই। এইরূপ নারীর সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে ততই পরিবারের কল্যাণ ও মানব সমাজের মুখোজ্জ্বল হইবে। অসৎ প্রকৃতির স্ত্রীলোক অপেক্ষা দূষিত পদার্থ আর কিছুই নাই, তাহার সংসর্গে পরিবার, কুল ও জাতি দগ্ধ হইয়া যায়।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

আমেরিকা খণ্ডে গোপাদপ (১) বৃক্ষ হইতে অতি সুস্বাদু দুগ্ধ পাওয়া যায়, ইহার বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। মরুভূমিতে যেখানে অত্যন্ত জলকষ্ট, সেখানে পথিকদিগের তৃষ্ণা নিবারণার্থ কতক প্রকার বৃক্ষ আছে তাহাদিগের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে মঙ্গলময় জগদীশ্বরের ব্যবস্থার শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। এই সকল বৃক্ষ পত্রসকলের মধ্যে অতি যত্নে জল পূরিয়া রাখে এবং তদ্দ্বারা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগের প্রাণরক্ষা করিয়া থাকে।

আফ্রিকার মাদাগাস্কার দ্বীপে রাভানালা বা পথিকদিগের বৃক্ষ নামে এক জাতীয় বৃক্ষ দেখা যায়। উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা ইহাকে কদলী বৃক্ষের শ্রেণী মধ্যে গণনা করেন। বাক হাউস নামে এক সাহেব আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ইহার এইরূপ বিবরণ লিখিয়াছেনঃ—এই বৃক্ষের এক মূল হইতে অনেক গুলি শাখা উৎপন্ন হয় এবং এই বৃক্ষরাশি দেশের চারিদিকে দেখা যায়। ইহার গুঁড়ি অথবা সংযুক্ত শাখারাশির বে দুই হাত হইবে এবং তাহা ২০ হাত উচ্চ হইয়া উঠে। বৃক্ষ ছোটই হউক আর বড়ই হউক, ইহার পত্র সকল লম্বে প্রায় দেড় হাত এবং আ

(১) বা, বো, ২০ সং—২৪৮ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রায় এক হাত হয়, চিরুণির মত তাহার অগ্রভাগ সকল দন্ত বিশিষ্ট। বৃক্ষের মাথাটী তালবৃন্ত অর্থাৎ পাখার ন্যায় এবং পুষ্প সকল তাদৃশ সুন্দর না হউক, প্রশস্ত ও বৃহৎ খাপের ভিতর হইতে বহির্গত হয়। পত্রের বোঁটা সকল পত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খাঁট, তাহার ধার কাটিলে অথবা একত্র করিয়া টিপিলে পথিকদিগের শান্তিকর, অতি সুস্বাদু, নির্ম্মল জল নিঃসৃত হয়, মধ্যের বোঁটা সকল হইতে অধিক জল পাওয়া যায়। শিকড়ের বোঁটা নরম ও ফাঁপা। ইহার ফল ছোট ছোট কলার ন্যায়, শুষ্ক এবং বিস্বাদ। মরুভূমিতে কোথায়ও জল নাই, গাছের পাতায় এত জল কোথা হইতে আইসে? শিশির সকল একত্র হইয়া জমে এবং পাতার যেরূপ আকৃতি, তাহাতে তন্মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিয়া রক্ষিত হয়!!

সিংহল ও কোন কোন পূর্ব্বাঞ্চলস্থ দেশে কলস বৃক্ষ নামে এক প্রকার জলাধার বৃক্ষ আছে, তাহার রচনা প্রণালী আরও আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত। বারো সাহেব কোচিন চাইনা দেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বলেন এই বৃক্ষ যেরূপ নীরস ও প্রস্তরময় স্থানে পাওয়া যায় তাহাতে এইরূপ জলের উপায় না হইলে ইহা বাঁচিতে পারিত না। প্রত্যেক পত্রের নিম্নে বোঁটার নিকট কলসের ন্যায় একটী করিয়া থলিয়া থাকে। ইহার বর্ণ ও উপাদান প্রথমে নবীন পত্রের ন্যায় থাকে, কিন্তু ইহা পাকিলে পাটল বর্ণ হয়। ইহা চতুর্দ্দিকে একটী বক্র সূত্রদ্বারা বেষ্টিত এবং একখানি ঢাকনী দ্বারা ঠিক করিয়া ঢাকা। এই ঢাকনী একটী হাঁসকল বা শক্ত সূত্রদ্বারা নড়িতে চড়িতে পারে, সেই সূত্র আবার পত্র ও কলসকে সংযুক্ত করিয়া রাখে। যখন বৃষ্টি হয় বা শিশির পড়ে, তখন সূত্রটী সঙ্কুচিত হইয়া বা কুঁকড়িয়া ঢাকনী খুলিয়া দেয়। শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুদ্বারা এই সঙ্কোচ কার্য্য হয়, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ইহা যেরূপে সম্পন্ন হয়, অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। জলীয় পদার্থ পড়িয়া পাত্রটী যত পরিপূর্ণ হয়, তাহা ততই প্রশস্ত হইতে থাকে। পাত্র জলে পূর্ণ হইলে ঢাকনী এমন দৃঢ়রূপে আঁটিয়া যায় যে তাহা হইতে আর জল উড়িয়া শুকাইয়া যাইতে পারে না। এই জল বোঁটা দিয়া ক্রমে ক্রমে প্রবাহিত হইয়া পত্র এবং সমুদায় বৃক্ষটীকে পোষণ করিতে থাকে। জল ফুরাইয়া গেলেই পাত্রের ঢাকনী

আবার খুলিয়া যায় এবং যে কিছু বৃষ্টি বা শিশির পাত হয় তাহা গ্রহণ করে। বৃক্ষের বীজোৎপত্তি হইলে ও গ্রীষ্ম প্রচণ্ড হইলে জল শুকাইয়া যায় এবং কলসের ঢাকনী সর্ব্বদা খোলা থাকে। আবার জলে পূর্ণ হইলে তাহা ঢাকিয়া যায়। কত সময় মরুভূমিতে পথিকগণ এই জলপান করিয়া প্রাণরক্ষা করে।

জ্ঞানময় ঈশ্বর যেখানে যে অভাব, কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে তাহা পূর্ণ করিতেছেন!

পরিপাক ক্রিয়া।

আহার দ্বারা আমাদিগের প্রাণ ধারণ 'হইয়া থাকে', কিন্তু কিরূপে যে এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হয় আমরা তাহার কি জানি? আমরা কেবল খাদ্য হাতে করিয়া মুখে তুলিয়া দি এই পর্য্যন্ত, তার পর কত রকম কৌশলে তাহা পরিপাক হইয়া রক্ত হয় এবং সেই রক্ত হইতে অস্থি, মাংস, শিরা প্রভৃতি শরীরের সকল অংশ গঠন ও পোষণ হইয়া থাকে। তাহার জন্য আমাদিগকে কোন পরিশ্রম করিতে হয় না। করুণাময় ঈশ্বর এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য অতি আশ্চর্য্য যন্ত্র সকল শরীরের মধ্যে তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছেন এবং স্বয়ং সেই কল চালাইয়া আমাদিগের প্রাণরক্ষা করিতেছেন। সুলভ সমাচার পত্রে অতি সহজে পাকযন্ত্রের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে আমরা তাহা আদর পূর্ব্বক এস্থলে গ্রহণ করিলাম। ইহা পাঠ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি কর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি ও মঙ্গলভাব যেন সকলের হৃদয়ে প্রকটিত হয়।

পাক যন্ত্র।
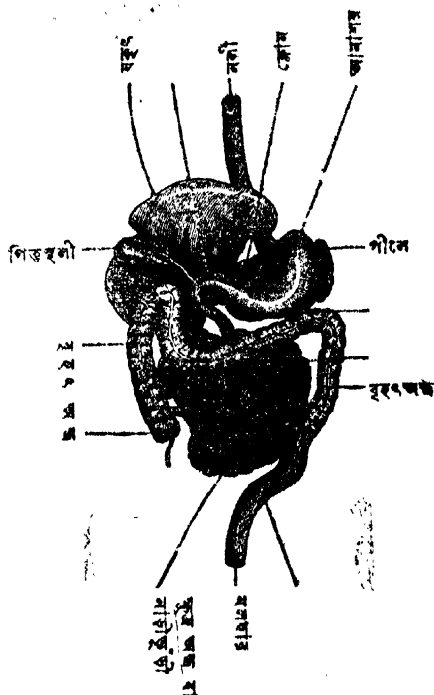
"আমরা যাহা আহার করি তাহা মুখে দন্ত দ্বারা চর্ব্বিত হইয়া ও থুথুতে গলিত হইয়া গলার ভিতরে একটী নলী আছে তাহার মধ্য দিয়া উদরের বাম দিকে একটী থলির মধ্যে প্রবেশ করে। এই নলীর ঠিক সম্মুখ দিকে নিশ্বাসের নলী আছে, তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের বায়ু ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। যাই আহারের বস্তু প্রথমোক্ত নলীতে যায় অমনি শেষোক্ত নলীর দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং এক সময় আহার ও নিশ্বাস দুই হইতে পারে না। যদি আহারের সময় অন্যমনস্ক হওয়াতে

কোন খাদ্য দ্রব্য নিশ্বাসের নলীতে হঠাৎ প্রবেশ করে তাহা হইলে আমাদের বিষম লাগে। ক্রমাগত কাশিতে কাশিতে ঐ দ্রব্যটী স্বস্থানে আসিলে তবে আরাম বোধ হয়। যদি কোন বড় সামগ্রী সেখানে আটকাইয়া যায় তাহা হইলে ডাক্তারেরা শীঘ্র টুঁটি কাটিয়া নিশ্বাসের পথ পরিষ্কার করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। সহজ অবস্থায় যাহা কিছু খাওয়া যায় তাহা আহারের মোটা নলী যাহা উপরে চিত্রিত আছে তাহার ভিতর দিয়া এক এক করিয়া নীচে একটী থলির মধ্যে আসিয়া জমা হয়। ঐ থলির নাম "আমাশয়"। আহারের দ্রব্য উহাতে আসিবা মাত্র এক প্রকার টক রস নির্গত হইয়া উহার সঙ্গে মিশ্রিত হয়, এবং ঐ থলির ভিতরে ঐ দ্রব্য গুলি ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতে থাকে এবং ওলট পালট হয়। এই রূপে উহা ক্রমে কাদার ন্যায় হইয়া যায়। ছেলেরা দুধ তুলিলে দেখা যায় যে সেই দুধ দধির ন্যায় হইয়াছে; ইহার কারণ এই যে ঐ দুধ আমাশয়ের টক রসের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। পরে সেই কাদার মত দ্রব্য আমাশয়ের দক্ষিণ দিকে একটী খুব লম্বা নাড়ীতে প্রবেশ করে; এখানে ক্রমে ক্রমে আর তিন প্রকার রসের সঙ্গে যোগ হয়। যকৃৎ হইতে পিত্ত রস বাহির হয়, তাহা আহারের বস্তু হইতে পুষ্টিকর অংশ ও মল পৃথক্ করে। দ্বিতীয় প্রকার রস আমাশয়ের নীচে "ক্লোম" নামে যে যন্ত্র আছে তাহা হইতে বাহির হইয়া আহারীয় দ্রব্যের ঘৃত এবং তৈল ভাগকে পরিপাক করে। যে লম্বা নাড়ীর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার গা হইতে তৃতীয় প্রকার রস উৎপন্ন হয়। এই সমুদয় রস দ্বারা যতই খাদ্য দ্রব্য মিশ্রিত হয় ততই উহার সার ভাগ দুধের মত সাদা এক প্রকার পদার্থে পরিণত হয়, এবং ছোট ছোট শির দিয়া উপরে উঠিয়া যে দিন যে রক্তাধারের কথা বলা হইয়াছে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই রূপে আমরা যাহা কিছু খাই, তাহার ভাল অংশ রক্ত হইয়া বুকের ভিতর রক্তাধারে জমা হয়, এবং তথা হইতে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পুষ্টি সাধন করে। অসার ভাগ লম্বা নাড়ীর মধ্য হইতে যাহাকে নাড়ীভুঁড়ী বলে তাহার ভিতর দিয়া "বৃহৎ অন্ত্র" নামে প্রকাণ্ড নলের ভিতর দিয়া অবশেষে মল রূপে নির্গত হইয়া যায়।"

কোথা অবিশ্বাসী নর হের একবার,
কোন্ দেবতার হস্তে জীবন তোমার,
সতত রক্ষিত হয় অতি সুযতনে,
না দেখিতে পাও তাঁরে ভ্রমান্ধ নয়নে!
ক্ষুধার উদ্রেক হয়, অন্নকর গ্রাস,
বলবীর্য্য পাও দেহে, হৃদয়ে উল্লাস।
সে ক্ষুধার কে আধার ভাব কি তা মনে,
অন্নের সংযোগ কেবা করেন যতনে,
কে দিল এ হাত যাহে খাদ্যতোল মুখে,
কে গড়িল দন্তপাঁতি চর্ব্বিবারে সুখে,
রসনারে নানা রস করিতে গ্রহণ,
মুখের সম্মুখে কেবা করিলা স্থাপন?
তার মূলে রসভাণ্ড বিবিধ প্রকার,
অবিরত সুধামৃত করয় সঞ্চার।
চর্ব্বণ লেহন করি গিলিলে আহার,
কোথা গেল বলিতে কি পার সমাচার?
উদর শীতল হল জানিল উদর,
আপন কার্য্যেতে আছে সতত তৎপর।
কণ্ঠনালী পার যাহা হয় একবার,
উদর পেটক মধ্যে প্রবেশ তাহার,
করিতে তণ্ডুল পাক কত আয়োজন।
আগুণ সলিল কাষ্ঠ যত প্রয়োজন!
উদরে খাদ্যের পাক অদ্ভুত কৌশল,
শিল্পকর বসি তথা ঘুরাইছে কল।
আহার উদর যত করয় পেষণ,
অনর্গল রস তাহে হয় উদগীরণ,
রসাক্ত আহার পরে বহির্দ্বার দিয়া
শ্লেষ্ম পিত্তরস সহ যায় মিশাইয়া,
জারক পাচক রস আপনি যোগায়,
সুতন্ত্র পাকের যন্ত্রে খাদ্য লয়ে যায়।
উদর গর্ত্তের মধ্যে বিঘত প্রমাণ,
তিরিশ চল্লিশ হাত নলের সংস্থান।
অর্দ্ধচন্দ্রাকার তার মাঝে থাক থাক,
চাপিয়া চাপিয়া অন্ন করে পরিপাক।

অধোতে নামিল যাহা চলে অধোদেশে,
উপরের পথরুদ্ধ যেন রাজ্যদেশে।
পুনঃ পুনঃ পুনঃ পুনঃ পেষণে পেষণে,
সুজীর্ণ হইলে অন্ন জঠর ঘর্ষণে,
অসার কেবল ভাগ মোটা নাড়ী দিয়া,
মলরূপে দেহ হতে যায় বাহিরিয়া।
সারভাগ দুগ্ধবৎ হইয়া তরল,
রক্ত প্রবাহের সহ মিশে অবিরল।
মেদ মাংস অস্থি চর্ম্ম যতেক প্রকার,
আশ্চর্য্য কৌশলে হয় তাহাতে তৈয়ার।
ধন্য জগদীশ ধন্য তোমার করুণা,
এত যত্নে পালিতেছ কিছুই জানি না।

রাজকন্যা লুইসের শুভবিবাহ। (১)

গত চৈত্র মাসে আমাদিগের মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার চতুর্থ কন্যা লুইসের সহিত ডিউক অব আর্গাইলের পুত্র লর্ড লরণের শুভবিবাহ কার্য্য যার পর নাই আনন্দ ও সমারোহ পুর্ব্বক সম্পন্ন হইয়াছে। রাজ্ঞীর কোন কন্যার বিবাহে এত ধুমধাম হয় নাই। ইহার কারণ এই এতকাল রাজ-

(১) আমাদিগের রাজপরিবারের জন্মদিন :

	মহারাণী আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া ভিকটোরিয়া ...	১৮১৮	সালের	২৪এ মে
১	রাজকুমারী রয়েল (ইনি প্রুসিয়া রাজার পুত্রবধূ)	১৮৪০	,,	২১এ নবেম্বর
২	প্রিন্স অফ ওয়েল্স (ইনি মহারাজ্ঞীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন)	১৮৪১	,,	৯ই ,,
৩	রাজকুমারী আলিস্	১৮৪৩	,,	২৫এ এপ্রেল
৪	আলফ্রেড আর্ণেষ্ট আলবর্ট (ইনি ভারতবর্ষে আসেন)	১৮৪৪	,,	৬ই আগষ্ট
৫	রাজকুমারী হেলেনা	১৮৪৬	,,	২৫এ মে
৬	,, লুইসা (ইহার বিবাহ হইল) ...	১৮৪৮	,,	১৮ই মার্চ
৭	আর্থর উইলিয়ম প্যাট্রিক আলবর্ট ...	১৮৫০	,,	১লা মে
৮	লর্ড লিওপোল্ড ডনক্যান ,, ...	১৮৫৩	,,	৭ই এপ্রেল
৯	রাজকুমারী বিট্রিস	১৮৫৭	,,	১৪ই ,,

কন্যাগণকে বিদেশীয় রাজপুত্রগণের সহিত বিবাহ দেওয়া হইত, তাহাতে রাজপরিবারের সম্মান রক্ষা হইত বটে, কিন্তু ইংরেজেরা বিদেশীয়দিগের প্রতি বিরাগী বলিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেন না। রাজ্ঞী আত্ম অভিমান খর্ব্ব করিয়া একজন প্রজাকে কন্যাদান করিলেন, প্রজারা রাজবংশ হইতে আপনাদিগের উৎপত্তির গর্ব্ব করিতে পারিবে এবং উত্তরকালে ধনী ও গুণসম্পন্ন প্রজাদিগের রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের পথ হইল এই সকল চিন্তায় ইংলণ্ডবাসী সর্ব্ব-সাধারণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং শতমুখে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রশংসাগান করিতেছে। বস্তুতঃ রাজ্ঞীর যে সহৃদয়তার দৃষ্টান্ত আমরা বারংবার প্রদর্শন করিয়াছি, এই কার্য্যে তাহা অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু যে প্রজার সহিত বিবাহ হইয়াছে, তিনি রূপে গুণে ও মর্য্যাদায় রাজকন্যার যোগ্য বর তাহার সন্দেহ নাই। ইহাঁরই পিতা ডিউক অব আর্গাইল ভারতবর্ষের ষ্টেট্‌-সেক্রেটোরী অর্থাৎ সর্ব্বময় কর্ত্তা, গবর্ণর জেনারল তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন। পাত্রের বয়স ২৪। ২৫ বৎসর। পাত্রীর বয়স ২২।২৩ বৎসর। তিনি অতি সুশীলা, গুণবতী ও পরমা-সুন্দরী। আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু যখন বিলাতে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, রাজকন্যা তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন এবং এদেশীয় নারীগণের অবস্থা বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন। ইনি যথার্থ প্রণয়ের অনুরাগিণী হইয়া মনোমত পতিকে বরণ করিয়াছেন।

উইণ্ডসর নগরে এই বিবাহোৎসব হয়। সমুদায় নগরটী অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছিল এবং নানাস্থান হইতে 'বড় বড় লোক, প্রধান কর্ম্মচারী ও রাজদূতগণ স্বর্ণ হীরক মণিমুক্তা জড়িত বিচিত্র পরিচ্ছদে বিবাহ সভাকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।' ইংরেজদিগের বিবাহ দিবা দুই প্রহরে গির্জার মধ্যে হইয়া থাকে। যথা সময়ে পাত্রের পিতা মাতা বরযাত্র ও বর ধর্ম্মালয়ে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে কন্যাযাত্রীয়েরা আসিলেন—কন্যার একদিকে স্বয়ং মহারাণী ও অন্যাদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র যুবরাজ আলবার্ট। চারিদিকে লোকারণ্য, ইংরাজী বাদ্যের ঘোর

ঘটা। রাজ্ঞী স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিলেন, পুরোহিত বৈবাহিক সমুদায় কার্য্য যথানিয়মে নির্ব্বাহ করিয়া পাত্র ও পাত্রীকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন এবং উভয়ের কর্ত্তব্য বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পরে রাজ্ঞী স্নেহভরে বিবাহিতা দুহিতার মুখচুম্বন করিলেন এবং জামাতা অবনত মস্তকে তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলেন।

বিবাহান্তে বরকন্যা রাজবাটীতে গমন করিলেন। তথায় বৃহৎ ভোজের ব্যাপার। বেলা দুইটার সময় রাজ-পরিবারের প্রায় ৬০ জন লোক একত্রে প্রীতিভোজন করিলেন, অপর লোক অন্য অন্যস্থানে আহার করিতে লাগিল। ৩টার সময় বরকন্যা বিদায় লইয়া চারিটী শ্বেতাশ্বশোভিত যানে আরোহণ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন। আমাদের দেশে বরকে লইয়া অসভ্য পরিহাস করা হয় বটে, কিন্তু সভ্য ইংরেজদের কাছে আমাদিগকে হারি মানিতে হয়। সেখানে বর যখন বিবাহের পর কন্যাকে লইয়া গৃহাভিমুখে যান, চারিদিক্ হইতে তাঁহার উপরে পাদুকা বৃষ্টি হয়, তিনি সেই পাদুকা ছুড়িলে যাহার গায় পড়ে তাহার নাকি বড় সৌভাগ্য—শীঘ্র বিবাহ হয়!। রাজ জামাতাকে রাজবাটীর বালক বালিকারা পাদুকা এবং নূতন ঝাঁটা ছুড়িয়া সম্মান করিয়াছিলেন। অনন্তর অপরাহ্ণ ৬টার সময় পাত্রের এক বাটীতে বাজীপোড়ান ও আহারের ধুমধাম হইয়াছিল। শুভবিবাহ ক্রিয়া এইরূপে সমাধা হইল। আমরা এই নববিবাহিত দম্পতিকে কি উপহার দিব? জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ইহাঁদের সর্ব্ব বিষয়ে কল্যাণ বর্দ্ধন করুন্।

হিন্দু শাস্ত্র।

স্ত্রীধনের অধিকারী নির্ণয়।

১। অবিবাহিতার ধন।

"অপ্রজায়াং মৃতায়াং কন্যায়া গৃহ্নীয়ুঃ সোদরাঃ স্বয়ং।
তদভাবে ভবেন্মাতুস্তদভাবে ভবেৎ পিতুঃ॥"

দায় ক্রম সংগ্রহ।

অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের ধনে প্রথমে সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে মাতা এবং তদভাবে পিতা অধিকারী। কন্যার বরদত্ত ভিন্ন অন্য ধনে এই বিধি।

বরের নিজস্ব ধনে বর অধিকারী।

" অথাগচ্ছেৎ সমূঢ়ায়াং দত্তং পূর্ব্ববরোহরেৎ।

মৃতায়াং পুনরাদদ্যাৎ, পরিশুদ্ধোভয় ব্যয়ং॥ "

দায় ক্রম সংহিতা।

বিবাহিতার পূর্ব্ববর আসিলে নিজদত্ত ধন লইবে, সে কন্যা মরিয়া গেলে উভয়ের কৃত ব্যয় পরিশোধ করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তাহা বর ফিরিয়া পাইবে।

২। বিবাহিতার ধন।

বিবাহিতা স্ত্রীর ধন দুই প্রকার—যৌতক ও অযৌতক। (১) যৌতক ধনের অধিকার নির্ণয় করা যাইতেছে ঃ—

" মাতুশ্চ যৌতকং যৎস্যাৎ কুমারী ভাগ এব সঃ। " মনুঃ।

মাতার যৌতক যে কিছু ধন তাহাতে কুমারী দুহিতার অধিকার। কুমারীর অভাবে বাগদত্তা, তদভাবে পুত্রবতী বা যাহার পুত্র হইবার সম্ভাবনা, তদভাবে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যারা তুল্য অধিকারিণী।

কুমারী বা বাগদত্তা অধিকারিণী হইয়া পরে যদি বিবাহিত হয় এবং পশ্চাৎ যদি বন্ধ্যা হয় অথবা পুত্র প্রসব না করিয়া বিধবা হয়, তবে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার ধনে তাহার পুত্রবতী বা সম্ভাবিতপুত্রা ভগিনীরা, ইহাদের অভাবে বন্ধ্যা বিধবারাও অধিকারিণী, তাহার স্বামী অধিকারী নয়।

" দুহিতৃণামভাবেতু রিক্থং পুত্রেষু তদ্ভবেৎ।,, কাত্যায়নঃ।

সকল প্রকার দুহিতার অভাবে পুত্রের অধিকার।

" মাতুর্দুহিতরঃ শেষ মৃণাৎ তাভ্য ঋতেঽন্বয়ঃ। " যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

মাতার ঋণ শোধান্তে দুহিতারা অধিকারিণী। তাহাদের অভাবে পুত্র।

পুত্রাভাবে দৌহিত্র অধিকারী। দৌহিত্রাভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র। তদভাবে সপত্নীপুত্র অধিকারী।

কাহার কাহার মতে পুত্রের অধিকার বলাতেই সেই সঙ্গে দত্তক পুত্র ও সপত্নীপুত্রও বুঝিতে হইবে। দৌহিত্রের পূর্ব্বে তাহাদের ও সপত্নী কন্যারও অধিকার।

সপত্নীর পুত্রাভাবে সপত্নীর পৌত্র, তদভাবে সপত্নীর প্রপৌত্র অধিকারী।

ইহার পর অপ্রজা স্ত্রীধনে যেরূপ অধিকার, সেইরূপ।

(২) বিবাহিতার অযৌতক ধন।

বিবাহের পূর্ব্বে বা পরে লব্ধ (পিতৃদত্ত ভিন্ন) অযৌতক ধনে প্রথমে কন্যা পুত্রে এককালে অধিকারী।

সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং স্ত্রিয়াং।
অপ্রজায়াং হরেৎ ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাপি বা॥

মৃতা স্ত্রীর পুত্রকন্যা সাধারণ রূপে স্ত্রীধন অধিকার করিবে। সন্ততিহীনার ভর্ত্তা, মাতা, ভ্রাতা বা পিতা ধন লইবে। এস্থলে কন্যা অর্থ কুমারী দুহিতা।

তাহাদের একের অভাবে অন্যের অধিকার। তাহাদের উভয়ের অভাবে বিবাহিতা দুহিতার অর্থাৎ "পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রার তুল্যাধিকার।

ইহাদের উভয়ের অভাবে পৌত্রের অধিকার।

পৌত্রের অভাবে দৌহিত্রের অধিকার।

দৌহিত্রাভাবে প্রপৌত্র অধিকারী।

তদভাবে সপত্নীর পুত্র, তদভাবে সপত্নীর পৌত্র, তদভাবে সপত্নীর প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারী।

অনন্তর বন্ধ্যা বিধবা দুহিতারা একত্র অধিকারিণী।

(৩) পিতৃদত্ত অযৌতক ধন।

বিবাহকালে, তৎপূর্ব্বে বা পরে কোন নারীকে পিতা যে ধন দেন, তাহাতে প্রথমে অবিবাহিতা দুহিতার অধিকার।

"স্ত্রিয়াস্তু যদ্ভবেদ্বিত্তং পিত্রাদত্তং কথঞ্চন।
ব্রাহ্মণী তদ্ধরেৎ কন্যা তদপত্যস্য বা ভবেৎ॥" মনুঃ।

নারীর যে কোন রূপ পিতৃদত্ত ধন ব্রাহ্মণীকন্যা গ্রহণ করিবে বা তাহার সন্তানের হইবে। ব্রাহ্মণী কন্যা কেবল কুমারী বোধক।

তৎপরে পুত্র অধিকারী। অনন্তর পুত্রবতী ও সম্ভাবিতপুত্রা দুহিতারা অধিকারিণী।

তদনন্তর দৌহিত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারী।

অনন্তর সপত্নীর পুত্র, সপত্নীর পৌত্র ও প্রপৌত্র ক্রমে অধিকারী।

তৎপরে বন্ধ্যা ও বিধবা কন্যা এককালে অধিকারিণী।

মাতৃশিক্ষা হইতে উদ্ধৃত।

১১৮। ক্রন্দন দ্বারা শিশুর কি কি অসুখ জানা যাইতে পারে—সদ্যপ্রসূত সন্তানের ক্রন্দন দ্বারাই উহার জীবিতাবস্থা জানা যায় এবং যত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, ততই উহাকে সবল ও সুস্থ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু কয়েক ঘন্টা পরে শরীর সুস্থ থাকিলে ইহা প্রায় আর অধিক ক্রন্দন করে না। যন্ত্রণা, বেদনা এবং ক্ষুধার জন্য প্রায় পরে ক্রন্দন করিয়া থাকে। ক্ষুধার জন্য ক্রন্দন করিলে প্রায় চক্ষুর জল পড়ে না ও উহা এক প্রকার বিলাপের ন্যায় বোধ হয়। দন্তোদ্ভেদের উপক্রমে কখন কখন শিশু অস্থির হইয়া ক্রন্দন করে। কাণ কামড়ানির ক্রন্দন স্বল্পস্থায়ী, প্রখর ও চিৎকার ধ্বনী এবং ইহাতে শিশু প্রায় মস্তক নাড়ে এবং আক্রান্ত কর্ণের উপর হাত দেয়। পেট্‌কামড়ানির ক্রন্দনে উপরি-উক্ত চিৎকার ধ্বনী হয় না, ইহাতে মধ্যে মধ্যে বিরাম আছে, কাঁদিবার সময়ে কোঁত দেয় এবং উদরের উপরে জানুদ্বয় তুলিয়া থাকে। কাশাবশতঃ ক্রন্দন করিলে স্বর ভার বোধ হয়। ফুস্‌ফুসের প্রদাহ জনিত ক্রন্দন গোঁগানির ন্যায়। ক্রুপ নামে এক প্রকার কাশী আছে তাহাতে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বর ভঙ্গ হয় ও ধাতু দ্রব্যে ঘা দিবার ন্যায় খন্ খন্ করে। মস্তিষ্কাবরক প্রদাহ জন্য ক্রন্দনে শিশু মধ্যে মধ্যে প্রাণপণে চিৎকার করিয়া

উঠে ও ঐ চিৎকার স্বর শ্রবণেই বিজ্ঞ চিকিৎসক পীড়ার স্বভাব জানিতে পারেন। কোন দুরূহ পীড়ার উপক্রম হইলে ক্রন্দন কালীন স্বভাব অতি চঞ্চল এবং একগুঁয়ে হয়, মধ্যে মধ্যে ঝগড়া করিবার ন্যায় ও কোন কারণ ব্যতীত চিৎকার করিয়া উঠে এবং এই ক্রন্দনের সহিত প্রায় চক্ষুতে জল আইসে। দুরূহ পীড়া কালীন অশ্রুজল পতিত হইলেই উহার উপশম বিবেচনা করিতে হইবে। এরূপ পীড়া থাকিতে প্রায় কখনই শিশুর চক্ষে জল দেখা যায় না। অন্ধকার গৃহে আলোর জন্যেও শিশু ক্রন্দন করে।

মাতার পক্ষে এই সকল ক্রন্দনের কারণ এবং স্বভাব অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। শিশু ক্রন্দন করিলেই যে উহাকে আহার দিতে হইবে, এমন বিবেচনা করা উচিত নহে।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার দক্ষিণে একটী পল্লীগ্রামে কোন ভদ্র হিন্দুমহিলা এককালে তিনটী সন্তান প্রসব করেন, তিনটীই সদ্য মৃত হয়।

২। কোন্নগরে একটী গোয়ালার গাভীর তিনটী বাছুর এককালে প্রসব হইয়াছে। তিনটীই বাঁচিয়া আছে।

৩। মহীসুরের কৃষি-সমাজ চীন দেশ হইতে এক প্রকার শশার বীজ পাইয়াছেন। এই ফল লম্বে ৪।৫ হাত। ইহার বেড় প্রায় এক হাত। ইহার স্বাদ ঠিক এদেশের শশার ন্যায়।

৪। মহারাণীর চতুর্থা কন্যা লুইসার বিবাহোপলক্ষে কলিকাতার জনৈক ভদ্রমহিলা একটী বালিশ উপঢৌকন পাঠাইয়াছেন। মহারাণীর সেক্রেটারী উহা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাসূচক একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

৫। গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি প্রায় ২॥ টার সময় জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত এড়িয়াদহ থানার অধীন বনহুগলী গ্রামে একটী ভয়ানক ডাকাইতি হইয়া গিয়াছে।

৬। সোমপ্রকাশে এক ব্যক্তি কুলীন কন্যাদিগের বিবাহ বিষয়ে একখানি কৌতুকজনক পত্র পাঠাইয়াছেন। ফুলিয়া বেলগড়িয়া নামক গ্রামের কোন কুলীন ব্রাহ্মণ চারিটী ভ্রাতৃকন্যার বিবাহ দিবার নিমিত্ত

৬০০ টাকা পণ স্বীকার করিয়া যশোহর জেলা হইতে একটী পাত্র আনেন, পাত্রের বয়স প্রায় ১৪।১৫ বৎসর। কন্যাকর্ত্তার দুইটী অবিবাহিতা ভগিনী ছিল তাহাদের একটীর বয়স ৪০ ও অপরের ৩০ বৎসরেরও অধিক। তাহাদিগকে পার করাই তাঁহার গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বিবাহের দিন স্থির, এদিকে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ পাত্রকে জলযোগ করাইবার ছলে কন্যাকর্ত্তা বৃদ্ধা ভগিনীর বিবাহোদ্যোগ করিয়া আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। পাত্রের সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, আপত্তি করাতে তাঁহাকে মারিয়া ধরিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইল। বর ক্রন্দন করিতে লাগিল, পুরোহিত মন্ত্র পড়িলেন এবং ৪১ বৎসরের বালিকা ঘোমটার ভিতর হইতে "ওরে আজি আমার বাপের কুল বজায় হইল" বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন—বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। পর দিবস ৩টী ভ্রাতৃকন্যাকেও বরকে সম্প্রদান করা হইল। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

৭। ইংলণ্ডে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় স্ত্রীলোকেরা সভ্য হইয়া স্ব স্ব মত দিতে পারিবেন বলিয়া যে কথা হইতেছিল, অধিকাংশের অমত হওয়াতে তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। ইংরেজেরা স্ত্রীগণকে স্বাধীনতা দান করিতে অদ্যাপি সাহসী নহেন। এবিষয়ে আমেরিকাকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

৮। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় গ্রীষ্ম উপলক্ষে তিন সপ্তাহ বন্ধ ছিল, পুনরায় তাহার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে।

বামাগণের রচনা।

আমরা এবারে একটী ভগিনীর নূতন ভাবের রচনা সমাদর পূর্ব্বক পত্রস্থ করিলাম। শিক্ষিতা অবলাগণ তোতা পাখীর ন্যায় পাঠাভ্যাস করিয়া এবং পুরাতন কথার নাড়া চাড়া করিয়া দিনপাত করিবেন ইহা দেখিয়া আমরা বড় সন্তুষ্ট হইতে পারি না। একটু একটু তাঁহারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করেন, ও আপনাদিগের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার উন্নতিসাধনে চেষ্টা করেন ইহা দেখিলে যার পর নাই আনন্দ হয়। স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয় পুরুষসমাজে আলোচিত হওয়া যত আবশ্যক, স্ত্রীগণের মধ্যে তদপেক্ষা অধিক। কিন্তু এবিষয়

সম্বন্ধে আমাদিগের স্নেহাস্পদ ভগিনীগণকে দুএকটী কথা বলিয়া রাখি। তাঁহাদিগের স্বাধীনতা তাঁহাদিগের নিজের হস্তে, তাঁহারা যে পরিমাণে স্বাধীনতা গ্রহণ ও সংরক্ষণ করিতে পারিবেন, সে পরিমাণে তাঁহারা আপনা হইতে তাহা পাইবেন। তাঁহাদিগের ঈশ্বরদত্ত ন্যায্য অধিকার হইতে কে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারে? তাঁহারা যদি ভাবেন যে পুরুষেরা তাহাদিগের স্বাধীনতা হরন করিয়াছে ও তাহারা একদিন অনুগ্রহ করিয়া তাহা ফিরাইয়া দিবে ইহা একটী ভ্রম। অন্যের উপরে যে স্বাধীনতার নির্ভর, তাহা পরাধীনতার নামান্তর মাত্র এবং বস্তুত অনেক স্থলে বাহ্য স্বাধীনতা পরাধীনতাই হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ কি জানেন না, তাঁহাদিগের নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভাব আছে কি না? আজি কালি অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন এ দেশের স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের যত অধীন না হউক, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের অধীনস্থ ও আজ্ঞাবহ। যাহা হউক অবলাগণ আপনাদিগের যথার্থ হিতপথ বুঝিতে পারিলে স্বাধীনতার কিছুমাত্র অভাব হইবে না। [illegible] স্বাধীনতা লাভে সর্ব্বাগ্রে সমধিক যত্নবতী হউন, বাহ্য স্বাধীনতা আপনা আপনি সম্পন্ন হইবে।

বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের স্বাধীনতার বিষয়।

অস্মদ্‌দেশীয় মহিলারা স্বাধীনতা অভাবে যে এক প্রকার জড় পদার্থের ন্যায় দিনাতিবাহিত করেন, তাহা বিজ্ঞ মহাত্মারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। তাঁহারা সদাসর্ব্বদা এক প্রকার স্থানে বাস ও এক প্রকার লোক দর্শন ভিন্ন আর কখনই কোন সৎ লোকের সহিত আলাপ ও উত্তম স্থান দর্শন করিতে পারেন না। এমন স্থান আছে যে সেখানে গমন করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয় মঙ্গলই সাধিত হয়, এমন লোক আছেন যে তাঁহাদের সহিত আলাপাদি করিলে নানা প্রকার সদুপদেশ পাওয়া যায় তাঁহারা ইহার কিছুরই নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন না। তবে দেখুন দেখি স্ত্রীলোকেরা এক স্বাধীনতার অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট সুখে কি প্রকার বঞ্চিত।

এখনকার মহোদয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও অনেকে বলিয়া থাকেন যে পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের

এখনও ভ্রাতৃভাব হয় নাই, তবে কেমন করিয়া তাহারা বাটীর বাহির হইয়া স্বাধীনতা ভোগ করিবে? তাঁহাদের এই বাক্যাবলী আমার নিকট যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না, কেন না স্ত্রীলোকেরা পরমাত্মীয় স্বামীর সহিত ও আর আর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সহিত ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিবে ইহাতে কোন প্রকারেই মর্য্যাদার হানি হইতে পারে না। দেখুন অঙ্গনাগণ ব্রাহ্ম সমাজে গমন করিয়া আত্মীয়দিগের সহিত পরব্রহ্মের উপাসনা ও গুণানুকীর্ত্তনে সমর্থা নহেন, এবং বিদ্যালয়ে গমন করিয়া নিয়মিত রূপে বিদ্যাধ্যয়ন করতঃ বিদ্যারসে অভিষিক্ত হইয়া জ্ঞানের প্রধান সোপানে পদার্পণ করিতে পারেন না, কেবল পিঞ্জরবদ্ধ কোকিলের ন্যায় এপাশ ওপাশ ঘুরিয়াই কালযাপন করেন, ইহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি বৃত্তি সকল একবারে সঙ্কোচ হইয়া অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় অবস্থিতি করিতে থাকে। পূর্ব্বকালে সাবিত্রী, রুক্মিণী, দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজমহিষীরা কেমন ধর্ম্মশীলা, পতিব্রতা ও বিদ্যাবতী ছিলেন। তাঁহারা স্বাধীনতা সহকারে রথারোহণ করিয়া ইচ্ছামত নানা স্থানে গমনাগমন করিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের উপকার বই কিছুই অনুপকার [illegible] নাই, কেন হইবে? বাটীর বাহির হইলেই কি চরিত্র দূষিত হয়? তবে তো ইউরোপীয় বিবিগণ সকলেই অসচ্চরিত্রা হইতেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই যে প্রকার নানা গুণালঙ্কারে ভূষিতা, সাধ্বী, ধর্ম্ম পরায়ণা ও বিদ্যাবতী তাহা অস্মদ্ দেশের মহিলাগণের স্বপ্নের অগোচর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে সকল মহামান্যা বিবিদের জীবন চরিত্র লিখিত আছে তাহা পাঠ করিলে কাহার মন না আর্দ্র হইয়া যায়? তবে এখন বিচার করিতে হইবে যে কি উপায়ে তাঁহারা নারীকুলের ভূষণস্বরূপা হইলেন, আর আমাদের বঙ্গদেশবাসিনী ভগিনীরাই বা চিরকাল কেন এত হীনাবস্থায় রহিলেন। এক একজন বিবির গুণের শতাংশের একাংশও এতদ্দেশীয় যোষাগণ ধারণ করেন না। ইহাতে স্পষ্টই জ্ঞান হইতে পারে যে কেবল স্বাধীনতা না থাকা হেতু এই প্রকার শোচনীয় দশায় পতিত হইয়া বঙ্গাঙ্গনাগণ জন্মাবধি পর্য্যন্ত মৃত্যু পশুপক্ষীদিগের ন্যায় পিঞ্জরে বাস করেন। হায় কত দিনে ললনাগণের অধীনতারূপ ঘোর তমসাচ্ছন্ন দিনে স্বাধীনতারূপ সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়াকাশকে আলোকিত করিবে! এখনকার সভ্য শ্রেণীভুক্ত কৃতবিদ্য জ্ঞানবান্ মহা[illegible]দিগের মধ্যে যদিও কাহার নিজ [illegible] পরিবারদিগকে স্বাধীনতা দিবার [illegible] মানস আছে, কিন্তু সামাজিক [illegible]য়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের [illegible]নের আশা [illegible] মিলিত হইয়া যায়। [illegible] চিরকাল অন্তঃপুরে

রুদ্ধ থাকিতে থাকিতে এ প্রকার ভীরু স্বাভাবাপন্ন হইয়া যায়, যে কস্মিন্‌কালেও তাঁহারা বাটীর বাহিরে যাইতে হইলে অথবা কোন আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত কথোপকথন করিতে হইলে মৃত্যু সদৃশ ভয়ঙ্কর জ্ঞান করেন।

স্ত্রীলোকদিগের উপর পুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব। তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবেন কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাহাতে কিছুই আপত্তি করিতে পারিবেন না। কি আশ্চর্য্য! মহিলারা বিদ্যাভূষণে ভূষিতা হইয়া স্বাধীনতা সহকারে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে যত্নশীলা হইবে, দেশ বিদেশীয় সকল লোকের নিকট আদরের পাত্রী হইবে ইহা অপেক্ষা পুরুষদিগের আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে?

যিনি আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা পিতা, তিনি সকলকেই সমভাবে সৃষ্টি করিয়া কি পুরুষ জাতি, কি স্ত্রীজাতি সকলের উপরই সমান করুণা কটাক্ষপাত করেন। আমাদের দেশীয় অঙ্গনাগণ যে প্রকার প্রগাঢ় অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছেন তাহা হইতে যে কোন্ দিন উদ্ধার হইবেন তাহা বলা যায় না। মনে করিয়াছিলাম বিদ্যাবান্ উদার চরিত্র মহাশয়দিগের দ্বারাই বঙ্গ ভগিনীদিগের দুঃখান্ধকার দূরীভূত হইবে তাঁহারাই বুঝি উক্ত ললনাগণের দুঃখ শান্তি করিয়া স্বাধীনতারূপ হিরণ্ময় সোপানে তাহাদিগকে আরোহণ করাইবেন। কিন্তু আমার এই আশালতা এখন পর্য্যন্তও ফলবতী হইল না এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না এবিষয়েও সন্দেহ রহিল।

হে সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বর! আর কত দিন তোমার কন্যাগণ অসহ্য কারাগার যন্ত্রণা ভোগ করিবে, তুমি তোমার দুর্ব্বল কন্যাগণকে আর কতকাল পশুর ন্যায় রাখিবে। হে করুণানিধান পরম পিতঃ! করুণা করিয়া অস্মদ্দেশবাসিনী ভগিনীদিগের দুরবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, তুমি তাঁহাদিগের পিতা ও সহায় থাকিতে তাঁহারা আর কাহার নিকট আত্মোন্নতির নিমিত্তে প্রার্থনা করিবে, এখন তোমারই নিকটে রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, তুমিই আমাদিগের একমাত্র সহায়, তুমিই আমাদিগের পিতা, আমরা নিদাঘের চাতকের ন্যায় তোমার কৃপা প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি, তুমি আমাদিগের দেশীয় মহাত্মাদিগের ভ্রমান্ধকার দূর কর আমার এই প্রার্থনা।

বোয়ালিয়াস্থ কোন ভদ্রমহিলা।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
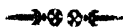
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৫ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭৮। | ৭ম ভাগ।

উন্নতি ও স্বাধীনতা।—(১)

জীবন বিশিষ্ট পদার্থ মাত্রেই উন্নতিশীল। এই উন্নতি উদ্ভিদ্ রাজ্যে ও প্রাণি জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। বৃক্ষলতা প্রভৃতি জড় পদার্থের উন্নতি স্বাভাবিক নিয়মে সম্পন্ন হয়, তাহাতে বৃক্ষলতাদির কিছুমাত্র কর্তৃত্ব নাই।

প্রাণি জগৎ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মনুষ্য ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রাণীদিগের মধ্যেই উন্নতি ও কর্তৃত্ব একত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। কীট পতঙ্গের উন্নতির সহিত উদ্ভিদ্ জগতের অনেক সাদৃশ্য আছে, তথাপি তাহারা কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন বলিতে হইবে। পিপীলিকা, প্রজাপতি, মশক, এবং কীটাণুসকল অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়াও নিজে নিজে আহার অন্বেষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। স্বাধীন ভাবে আহার না করিলে তাহাদের প্রাণ বিয়োগ হয়। পশুপক্ষিগণও স্বাধীন ভাবে আহার বিহার করিয়া সুখে জীবন ধারণ করে। শরীর ধারণ পক্ষে তাহাদের যতটুকু স্বাধীনতার প্রয়োজন, পরমেশ্বর ততটুকু স্বাধীনতা তাহাদিগকে দান করিয়াছেন। তাহাদের সেই অল্পমাত্র স্বাধীনতাকেও তাহারা অন্যের হস্তে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করে না এবং কেহ বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিলে তাহাদের

(১) শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কলিকাতা বামাহিতৈষিণী সভায় এই বক্তৃতাটী করেন।

অসুখের সীমা পরিসীমা থাকে না। প্রজাপতিকে ধরিতে যাও উড়িয়া পলায়ন করিবে, পশুপক্ষীকে অতি যত্নে স্বর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিয়া সুখাদ্য প্রদান পুর্ব্বক পালন কর তাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট হইবে না—অবকাশ পাইলেই পিঞ্জর হইতে পলায়ন করিয়া স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে ব্যগ্র হইবে। পশুপক্ষী প্রভৃতির এই স্বাধীনতা শরীরগত স্বাধীনতা বলিতে হয়। এজন্য পশুপক্ষ্যাদির অবস্থা এক ভাবে চিরকাল রহিয়াছে। মধুমক্ষিকার মধুক্রম, বাবুই পক্ষীর বাসা নির্ম্মাণ কৌশল, হস্তি অশ্ব কুক্কুর বানর প্রভৃতির বুদ্ধি কৌশল সৃষ্টিকাল হইতে একই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মনুষ্যের এই ত্রিবিধ উন্নতি সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীনতাও ত্রিবিধ। মনুষ্য স্বাধীন ভাবে আহারপান না করিলে শরীর রক্ষা হয় না। স্বাধীন ভাবে শরীর চালনা করাও শরীর রক্ষার পক্ষে প্রধান উপায়। আহার পান না করিলে যেমন শরীর ধ্বংস হয় তদ্রূপ শরীর চালনা না করিলেও শরীর ধ্বংস হয়। এই জন্য শরীর সম্বন্ধে মনুষ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কেহ মনুষ্যকে গৃহে রুদ্ধ রাখিলে মনুষ্য অসুখী হয়, অথচ আপন ইচ্ছাতে আজীবন গৃহে থাকিয়া কালযাপন করিতে পারে। এই শারীরিক স্বাধীনতা শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যাহারা মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অলস হইয়া সমস্ত কার্য্য ভৃত্য দ্বারা সম্পন্ন করে আমার মতে তাহারা শারীরিক স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া পদে পদে অসুখী হয়। এক বাবু শীতকালে গঙ্গাতে প্রাতঃস্নান করিয়া গাত্রমার্জ্জনার জন্য ভৃত্যের অপেক্ষা করিয়া শীতে কষ্ট পাইতেছেন। এইরূপ হস্ত ধৌত করিবার জন্য, বস্ত্র পরিধান করিবার জন্য, এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্য্যে ভৃত্যের প্রতি নির্ভর করিয়া অনেকে শারীরিক স্বাধীনতাকে বিনাশ করিতেছেন। তথাপি অলসগণ কারাবাসে পরম সুখে কালযাপন করিতেও অভিলাষ করিবে না। মনুষ্যের যদি কেবল এই শারীরিক স্বাধীনতাই সর্ব্বস্ব হইত তাহা হইলে পশুতে মনুষ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না।

মনের উন্নতির জন্য মনুষ্যের মানসিক স্বাধীনতা আছে। জ্ঞানের

উন্নতি দ্বারা জনসমাজের উন্নতি করাই মানসিক স্বাধীনতার কার্য্য। আমরা যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেই আর্য্য মহর্ষিগণ অতি পূর্ব্বে অন্যান্য জাতির ন্যায় অসভ্য ছিলেন, পর্ব্বত গহ্বরে বৃক্ষতলায় বাস করিতেন, আধুনিক কুকি জাতির ন্যায় বিবস্ত্র থাকিয়া পশু হিংসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কালে সেই আর্য্যজাতি বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, যুদ্ধবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়া মানবসমাজে সভ্যতা আনয়ন করেন। যদি মানসিক স্বাধীনতা না থাকিত তবে আমরাও পশুপক্ষীর ন্যায় এক ভাবেই জীবন যাপন করিতাম, মানব সমাজের উন্নতি লক্ষিত হইত না। যাহারা জ্ঞানের আলোচনা না করে তাহারা শরীর সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইলেও পশু তুল্য সন্দেহ নাই। অভাব মোচন করাই স্বাধীনতার কার্য্য, অভাব দেখিয়া স্বাধীনতা স্থির থাকিতে পারে না। এই জন্য মনুষ্য অজ্ঞান অন্ধকারে বদ্ধ থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি মনুষ্যকে মূর্খ রাখিতে চায়, সে মনুষ্যের মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট করে সন্দেহ নাই।

কেবল মনের উন্নতি করিয়া মনুষ্য সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। আত্মার উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। এজন্য আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা মনুষ্যের প্রাণ। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যেমন মূর্খতা হইতে ক্রমে সভ্যতা লাভ করিয়াছেন, তেমনি প্রথমে জড় বস্তুর পূজা করিয়া এক ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ করেন। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ধর্ম্ম রাজ্যের সমস্ত অভাব মোচন করিয়া মনুষ্যকে মুক্তির সোপানে লইয়া যায়। মনুষ্য ধর্ম্মের উন্নতি না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এজন্য পিতা মাতা জ্ঞাতিবন্ধু বিরোধী হইলেও, রাজদণ্ডে শরীর খণ্ড খণ্ড হইলেও, স্বাধীন মনুষ্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সত্যের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যই করেন না। অনেকে শরীর সম্বন্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছেন, মানসিক স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মহাজ্ঞানী পণ্ডিত হইয়াছেন, অথচ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার অভাবে একটী দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকারও মোহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়া মানব সমাজকে কলঙ্কিত করিতেছেন। যিনি যে বিষয়ের স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন, তিনি সেই বিষয়ের উন্নতি লাভ করিবেন।

এই ত্রিবিধ স্বাধীনতা পরমেশ্বরের সহিত অভেদ্য সুত্রে আবদ্ধ রহিয়াছে। এই সুত্রকে কর্ত্তব্য জ্ঞান অথবা বিবেক কহে। মনুষ্য বিবেকের অধীন হইয়া কার্য্য না করিলে প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে না। বিবেকহীন মনুষ্যকে স্বেচ্ছাচারী কহে, তাহার কার্য্যকে স্বেচ্ছাচারিতা কহে। অতএব ত্রিবিধ স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা ঈশ্বরের আদেশ বিবেকের অনুমোদিত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। লোকের অনুরোধে, দেশের অনুরোধে, ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করাই সম্পূর্ণ অধীনতা। আবার বিবেককে অবহেলা করিয়া আত্মসুখের জন্য, আমোদ আহ্লাদের জন্য, বিলাস সুখের জন্য, কার্য্য করাও স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাচারিতাই বাস্তবিক অধীনতা। যাহারা রিপুদমন করিতে না পারে, সত্য প্রতিপালন করিতে না পারে তাহারাই বাস্তবিক পরাধীন। ঈশ্বরাজ্ঞার অধীন থাকাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা।

এই ত্রিবিধ স্বাধীনতাতে স্ত্রী পুরুষের সম্পূর্ণ অধিকার অথচ স্ত্রী পুরুষের কার্য্য প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। বর্ত্তমান সময়ে অনেকে বলিয়া থাকেন যে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নাই। পুরুষেরা স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেন না। আমি ইহাতে সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি না। বঙ্গদেশের অনেক পল্লীগ্রামে দেখিয়াছি স্ত্রীলোকেরা ইতস্ততঃ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করেন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এ দৃষ্টান্ত আরও অধিক। যাঁহারা জগন্নাথ প্রভৃতি তীর্থে স্ত্রীলোক যাইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীলোকের শারীরিক স্বাধীনতা অস্বীকার করিতেন পারেন না। অনেকে স্ত্রীজাতির মানসিক স্বাধীনতা নষ্ট করেন এ কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু অনেকে আবার স্ত্রীলোকের মানসিক উন্নতির জন্য বিশেষ রূপে যত্ন করিতেছেন। আমার মতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আন্তরিক ক্ষমতা অধিক। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ স্ত্রীর অনুরোধে ভ্রাতৃ বিরোধ উপস্থিত করেন পিতা মাতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করেন না, অসভ্য আচরণ করিয়া ঘোর কপটতা অবলম্বন করেন। এরূপ ক্ষমতা সত্বেও বামাগণ আপনাদিগকে পরাধীন মনে করেন ইহার কারণ কি?

এসম্বন্ধে আমার মত যে আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি জ্ঞানধর্ম্মে হীন,

এজন্য পুরুষগণ গর্ভধারিণী মাতাকেও হীনবুদ্ধি নারী বলিয়া অবজ্ঞা করেন। স্ত্রীদিগের প্রতি উচ্চভাব না থাকাতে পুরুষেরা আপন আপন স্ত্রীদিগকে [illegible] বিলাস সামগ্রীর ন্যায় ব্যবহার করেন। তাহারা যে স্বাধীন [illegible] রক্ষা করিতে পারেন, এসংস্কারটী তাঁহাদের মনে না থাকাতে তাঁহারা পদে পদে স্ত্রীজাতিকে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন। কাহার স্ত্রী একাকিনী কোন স্থানে গমন করিলে, কাহার সহিত আলাপ করিলে, অথবা অন্য কাহার দৃষ্টিপথে পড়িলে তিনি এ সকল সাধুভাবে গ্রহণ না করিয়া স্ত্রীর পবিত্র কোমল হৃদয়ে দোষারোপ করেন। এইরূপে পুরুষের মন অনুদার নীচ থাকিলে স্ত্রীজাতির অবস্থা হীন থাকিবে সন্দেহ নাই। স্ত্রীদিগের প্রতি এইরূপ অবিশ্বাস করাতে তাহাদের কৃত্রিম লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। যে স্ত্রী শ্বশুর ভাসুর প্রভৃতি পিতৃতুল্য গুরুজনের নিকট অবগুণ্ঠনে মুখচন্দ্র আবরণ করেন, তিনিই আবার ইতর-প্রকৃতি ভৃত্য প্রভৃতির নিকট অর্দ্ধ দেহ বস্ত্রশূন্য করিয়া অথবা নিতান্ত সূক্ষ্ম বসন পরিধান করিয়া নির্লজ্জ রূপে অবস্থিতি করেন। এই সকল ব্যবহারে অনেকে স্ত্রীদিগকে নীচ কপটী মনে করেন। কিন্তু ইহা পুরুষদিগের অবিশ্বাসের ফল।

ভগিনীগণ! আপনারা যদি প্রকৃত স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে চান, তবে জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া পবিত্র হৃদয় দেবীর ন্যায় প্রত্যেকে পরিবারের শোভা বৃদ্ধি করুন। তাহা হইলে আপনাদের প্রতি পুরুষ জাতির মস্তক অবনত হইবেই হইবে। কার সাধ্য আর আপনাদের পবিত্র হৃদয়ের প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারে? যখন পুরুষগণ আপনাদিগকে ভক্তি করিবে, তখন আপনাদের প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষা পাইবে, আমাদেরও পরিত্রাণের পথ প্রমুক্ত হইবে। যখন দেখি কোন পতিব্রতা পথে গমন করিতেছেন আর দেশীয় অভদ্রলোক তাঁহাকে কুৎসিত রূপে বিদ্রূপ করিতেছে, তখন আমার শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। তখন উচ্চৈঃস্বরে বলি 'ভগিনীগণ! অগ্রে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত হইয়া লোকের শ্রদ্ধা ভাজন হউন, নতুবা আপনাদের পবিত্র শরীর দেখিয়া যে কাহার চক্ষু কলুষিত হয় আমি তাহা সহ্য করিতে পারিনা।'

শারীরিক মানসিক, আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ স্বাধীনতা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বাধীনতার বিরুদ্ধে পিতাও যদি উপদেশ দেন তাহাও অগ্রাহ্য। কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাকে যেন স্বাধীনতা বলিয়া গ্রহণ করা না হয়। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই প্রকৃত স্বাধীনতা। তাঁহার আজ্ঞা যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা কর এবং তাঁহার পথে চলিতে যে কোন বাধা প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, সাহস পূর্ব্বক তাহা অন্তরিত করিয়া অগ্রসর হও।

স্ত্রীধন।

(৫৯ পৃষ্ঠার পর)

অপ্রজা বা সন্ততিহীনার স্ত্রীধনে অধিকারাদি নির্ণয়।

১। বন্ধুদত্ত অর্থাৎ পিতা মাতা কর্ত্তৃক যাহা প্রদত্ত, শুল্ক অর্থাৎ ভর্ত্তার গৃহে আনয়নার্থ অথবা পতিকে কর্ম্ম স্থানে প্রেরণার্থ যে উৎকোচ দেওয়া হয় এবং অন্বাধেয় অর্থাৎ বিবাহের পর পিতৃকুল হইতে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার অধিকারের নিয়ম এই:—

(১) প্রথমে ভ্রাতার অধিকার।

"পিতৃভ্যাঞ্চৈব যদত্তং দুহিতুঃ স্থাবরং ধনং।
অপ্রজায়া মতীতায়াং ভ্রাতৃগামিত্ত সর্ব্বদা॥ বৃদ্ধ কাত্যায়নঃ।

দুহিতাকে পিতা মাতা যে স্থাবর ধন দেন, সে নিঃসন্তান হইয়া মরিলে তাহা সর্ব্বদা ভ্রাতায় বর্ত্তে।

(২) ভ্রাতার অভাবে মাতার, তদভাবে পিতার অধিকার।

(৩) ইহাদের অভাবে ঐ ধন ভর্ত্তার।

২। অন্য সর্ব্বপ্রকার যৌতক ও অযৌতক স্ত্রীধনে অধিকারীর নিয়ম:—

(১) প্রথমে ভর্ত্তার অধিকার:—

"ব্রাহ্মদৈবার্ষ গান্ধর্ব্ব প্রজাপত্যেষু যদ্ধনং।
অতীতায়ামপ্রজায়াং ভর্ত্তুরেব তদিষ্যতে॥ মনুঃ।

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, গান্ধর্ব, ও প্রাজাপত্য * এই পাঁচ বিবাহে লব্ধ যে ধন, তাহা স্ত্রী সন্ততি হীনাবস্থায় মরিলে ভর্ত্তারই হয়।

(২) ভর্ত্তার অভাবে ভ্রাতার অধিকার।

(৩) ভ্রাতার অভাবে মাতার, তদভাবে পিতার অধিকার।

(৪) আসুর, রাক্ষস বা পৈশাচ * বিবাহে বিবাহিতার ধনে প্রথমে মাতা, তদভাবে পিতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভর্ত্তা অধিকারী।

৩। পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা পর্য্যন্ত না থাকিলে যে কোনরূপে বিবাহিতা অপ্রজার সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীধনে অধিকারীর নিয়ম ঃ—

(১) প্রথমে দেবরের অধিকার।

(২) তদভাবে দেবরের ও ভ্রাতৃশ্বশুরের পুত্রেরা এককালে অধিকারী।

যেহেতু ইহারা তিনপুরুষের পিণ্ডাধিকারী ও সপিণ্ড অর্থাৎ জ্ঞাতি।

(৩) তদভাবে অসপিণ্ড হইয়াও ভগিনীর পুত্রেরা অধিকারী।

(৪) তদভাবে ভর্ত্তার ভাগিনেয় অধিকারী।

(৫) তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র অধিকারী।

(৬) তদভাবে জামাতা অধিকারী।

(৭) জামাতা পর্য্যন্তের অভাবে শ্বশুর অনন্তর ভ্রাতৃশ্বশুর অধিকারী।

(৮) অনন্তর সপিণ্ড অর্থাৎ জ্ঞাতিরা নৈকট্য অনুসারে অধিকারী।

(৯) সপিণ্ডের অভাবে সকুল্যেরা, তৎপরে সমানোদকেরা যথাক্রমে অধিকারী। (১)

(১০) নিজ মরণান্তর পত্নীর হইবে এই নিয়মে পতি কোন বিষয় পত্নীকে দিয়া গেলে তাহা তৎ পত্নীর স্ত্রীধন, পত্নীর মরণান্তে স্ত্রীধনের অধিকারিরাই তাহার অধিকারী।

(১১) কোন নারী উত্তরাধিকারিণী রূপে কাহার স্ত্রীধন প্রাপ্ত হইলে সে ধন তাহার স্ত্রীধন নয়, কিন্তু সংক্রান্ত ধন, অর্থাৎ সে মরিলে পূর্ব্বধনস্বামির উত্তরাধিকারিরাই সেই ধনের অধিকারী।

---

* অষ্টবিধ বিবাহের বিশেষ বিবরণ বিবাহ প্রকরণে লিখিত হইবে।

(১) সগোত্র অর্থাৎ জ্ঞাতিদিগের মধ্যে সপ্তম, দশম বা চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত অধিকারীদিগকে যথা ক্রমে সপিণ্ড, সকুল্য বা সমানোদক বলিয়া থাকে।

কারা-কুসুমিকা।

(৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

লুডোবিক তাচ্ছিল্যভাবে পুষ্পটী গ্রহণ করিলেন; তিনি বৃক্ষের প্রতি কারাবাসীর যেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ জানিতেন তাহাতে টেরিসার সামান্য যত্নের জন্য এতাধিক পুরস্কার কেন বুঝিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনের পর বলিলেন "আচ্ছা, এই নমুনা দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিবে আমার ধর্ম্মকন্যা কেমন সুন্দরী!"

চারনি আবার বৃক্ষটীর পরীক্ষায় নিযুক্ত হইলেন এবং প্রতিদিন নূতন নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন। পিসিওলা এখন পূর্ণ সৌন্দর্য্যে শোভিতা; অন্যূন ৩০টী কুসুমে তাহার শরীর অলঙ্কৃত এবং অনেকগুলি মুকুল বিকাশোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। এই অবস্থায় চারনি একদিন বণার্থ প্রাণয়ীর ন্যায় প্রফুল্লচিত্তে তাহার নিকট সমাগত হইলেন, কিন্তু শিক্ষার্থীর ন্যায় গম্ভীর ভাবও তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি হঠাৎ প্রাণপ্রিয় পিসিওলাকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। তিনি অতি যত্নে তাহাতে জল সেচন করিলেন, কিন্তু পর দিনও সে পূর্ব্ববৎ অবসন্ন হইতে লাগিল। ভিতরে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। পীড়ার কারণ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে এতদিন তিনি দেখেন নাই, কিন্তু দুই প্রস্তর খণ্ডের মধ্য দিয়া বৃক্ষের ডাঁটা উদগত হওয়াতে তাহা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, তদ্দ্বারা বৃক্ষে উৎকৃষ্ট রূপে রস সঞ্চালন হইতে পারিতেছে না। এই বাধা হইতে বৃক্ষকে মুক্ত করিতে হইবে, নতুবা তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। চারনি এ সকলি দেখিলেন কিন্তু হায়! তাহাকে কিরূপে পরিত্রাণ করিবেন? প্রস্তর ভগ্ন বা স্থানান্তরিত করিতে হইবে, নতুবা তাঁহার কারা সহচরীর প্রাণ রক্ষার আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু কারাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি কি এত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন? তিনি লুডোবিকের পুনরাগমন পর্য্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং এই ঘোর সঙ্কটের কথা বলিয়া তাঁহার নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন যে তিনি অনু-

গ্রহ পূর্ব্বক বৃক্ষটীর যাহাতে মুক্তি হয় তাহার উপযুক্ত যন্ত্রাদি প্রদান করেন।

জেলরক্ষক উত্তর করিল "ইহা অসম্ভব; আপনি কারাধ্যক্ষের নিকট প্রার্থনা করুন।"

চার্নি উগ্রভাবে বলিলেন "কখনই না।"

"আপনার যেমন অভিরুচি; কিন্তু আমার মতে এস্থলে এরূপ অহঙ্কার শোভা পায় না। আমি তাঁহাকে এবিষয় বলিব, আপনাকে জানাইয়া রাখিলাম।"

কাউন্ট বলিলেন "আমি তোমাকে নিবারণ করিতেছি।"

"আপনি আমাকে নিবারণ করিতেছেন—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আপনি কি মনে করেন আপনার আজ্ঞামতে আমাকে চলিতে হইবে? যাহা হউক আপনার যদি অভিমত হয়, সে মরে মরুক; আমার তাতে ক্ষতি কি? বিদায় হই।"

কাউন্ট বলিলেন "দাঁড়াও, দাঁড়াও, আচ্ছা, কারাধ্যক্ষের নিকট আমি এই একটী মাত্র প্রার্থনা করিতেছি, আমার হৃদয়ের ভাব তিনি কি বুঝিতে পারিবেন?"

"কেন না বুঝিবেন? তিনি কি মানুষ নন? আমার ন্যায় তিনি কি বুঝিতে পারিবেন না, যে আপনার বৃক্ষটী আপনার বড় প্রিয়? আরও আমি বলিব ইহাতে জ্বর ও সকল পীড়া আরোগ্য হয়; তিনিও বড় সবল নন; ভয়ঙ্কর বাতরোগে আক্রান্ত। ভাল ভাল আর বাক্যব্যয়ে কাজ নাই, আপনিত একজন বিদ্বান্ লোক; এখন তাহা দেখান দেখি; তাঁহাকে একখান চিটী লিখুন, বিলম্ব করিবেন না—খুব ভাল ভাল কথা দিয়া লিখিবেন।"

চার্নি তখনও দ্বিধা করিতেছেন, কিন্তু লুডোবিক ইঙ্গিত করিয়া [illegible]লেন 'পিসিওলার জীবন সংশয়'। চার্নি তখন মৃদুভাবে সম্মতি প্রদান করিলেন, লুডোবিকও ত্রস্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে অর্দ্ধ দেওয়ানী ও অর্দ্ধ ফৌজদারী ধরণের একজন কর্ম্মচারী কাগজ, কলম এবং কারাধ্যক্ষের মোহরযুক্ত একটা কাগজ লইয়া

উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সাক্ষাতে চার্নি আবেদন পত্র লিখিলে তিনি তাহা পড়িয়া মোহরাঙ্কিত করিলেন এবং তাহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, চার্নির হৃদয়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া কি আনন্দিত হইতেছেন? না একটী মুমূর্ষু বৃক্ষের প্রাণরক্ষার্থ মানী কাউন্ট তাঁহার গর্ব্বের খর্ব্বতা স্বীকার করিলেন তজ্জন্য তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন? যদি ঘৃণা করেন, তবে অত্যন্ত গর্ব্বিত ব্যক্তিও কারাবাস দুঃখে যে কতদূর অভিভূত হইয়া পড়ে তাহা আপনার বোধগম্য হয় নাই; এবং যে প্রীতি প্রভাবে একজন নির্ব্বন্ধু ব্যক্তির মন বাতুলতা ও জড়তা হইতে রক্ষিত হয় তাহাও আপনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। আপনি তাঁহাকে যে দুর্ব্বলতার জন্য নিন্দা করিতেছেন, ইহা তাঁহার প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা-সমুত্তেজিত-চিত্তের অবশ্যম্ভাবী ভাব। আহা! এইরূপ পবিত্রভাবে অহঙ্কারী মন বিনীত হইলে কত না সুখের হয়!

তিন ঘণ্টা কাল তিন মাসের ন্যায় গত হইল, তথাপি আবেদনের কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। চার্নির যে ভাবনা চিন্তা তাহা চার্নিই জানেন। তিনি আহার গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি আপনা আপনি মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন ' ভাল উত্তর অবশ্য আসিবে; এ সামান্য প্রার্থনা গ্রাহ্য না হওয়া অসম্ভব। হা! অনুগ্রহটী হয়ত সময়ে পাওয়া গেল না; পিসিওলা মৃতপ্রায়।' সন্ধ্যা আসিল, তাঁহার চিন্তার উপশম হইল না, রাত্রি উপস্থিত, চার্নি চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না।

পরদিন প্রভাতে এই সংক্ষেপ উত্তর আসিল, "কারাগারের উঠান [illegible]র একটী প্রাচীরের সহিত গাঁথা, অতএব তাহা ভগ্ন হইতে পারে না।" পিসিওলাকে তবে মরিতে হইল। তাহার গন্ধ দ্বারা দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময় আর ঠিক্ হয় না; ঘড়ার কল বিকৃত হইলে যেরূপ হয়, তাহার অবস্থা সেইরূপ হইয়াছে। সে আর সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে না। তাহার পুষ্প সকল ম্লান হইয়া গেল। মুমূর্ষু বালিকা তাহার দুঃখার্ত্ত প্রণয়ীর প্রেমপাশ ছেদ করিয়া যেমন নয়ন মুদ্রিত করে, চার্নির প্রতি

রক্ষটী যেন সেইরূপ ব্যবহার করিল। চারনি স্বীয় গৃহে বসিয়া একখানি উৎকৃষ্ট রুমালে যত্ন ও সতর্কতা পূর্ব্বক কিছু লিখিতে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন।

লেখা সমাপ্ত হইলে কাউন্ট রুমাল খানি যত্ন পূর্ব্বক মুড়িলেন। তৎপরে উঠানে পিসিওলার নিকট গিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন "আমি তোমাকে বাঁচাইব।" অতঃপর গিরজর্দ্দির গবাক্ষ হইতে এক গাছি দড়ী ফেলা ছিল, তাহাতে রুমাল বাঁধিয়া দিলেন। তাহা তৎক্ষণাৎ কেটানিয়া তুলিয়া লইল।

হা! চারনি আপনার অভিমান আরও খর্ব্ব করিলেন। পিসিওলার প্রাণ রক্ষার্থে তিনি নেপোলিয়নের নিকট একখানি আবেদন পত্র লিখিলেন। গিরহার্দী কাউন্টকে বলিয়াছিলেন পত্র পাঠাইবার লোক করিয়া দিবেন, কিন্তু টেরিসা স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া পত্র লইয়া যাইতে প্রস্তুত, চারনি তাহার কিছুই জানিতেন না। বালিকা বিদেশযাত্রার বড় অধিক উদ্যোগ করিতে পারিলেন না, প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহার নিকট বহুমূল্য। তিনি অশ্বারূঢ় হইয়া এক জন রক্ষক সঙ্গে সত্বর ফিনিস্ট্রাল দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা যখন টিউরিন নগরে উপস্থিত হইলেন তখন সন্ধ্যাকাল। বালিকা সর্ব্বাগ্রে এই নিরাশ সংবাদ পাইলেন নেপোলিয়ন আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার অভিষেক উৎসবে লোকেরা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উন্মত্ত থাকাতে টেরিসার প্রশ্নের উত্তর শীঘ্র দিতে পারে না; তিনি তথাপি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলেন যাহা মনস্থ করিয়া আসিয়াছি সিদ্ধ করিতেই হইবে, যে আপদ আসে আসুক। এইস্থানে তাঁহার সঙ্গী লোক জানিতে পারিলেন, যে আলেকজান্ড্রিয়াতে যাইতে হইলে যত পথ আসা গিয়াছে তাহার দ্বিগুণ চলিতে হইবে, অতএব তিনি আর এক পদও অগ্রসর হইলেন না। তিনি টেরিসাকে রাত্রে সেই পান্থশালায় বিশ্রাম করিতে বলিয়া সত্বর বিদায় লইলেন—রাত্রি প্রভাত হইলেই তাঁহাকে বাটী প্রতিগমন করিতে হইবে। একাকী বিদেশে পড়িয়া রহিলেন ভাবিয়া সরলা টেরিসা প্রথমে হতজ্ঞান প্রায় হইলেন, কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞার কিছু মাত্র শৈথিল্য করিলেন না। তিনি শুনিলেন রাত্রি প্রভাত না হইলে কোন যান পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আলস্যে সমস্ত রাত্রি অবসান করা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ।

গৃহের এক পার্শ্বে দুই জন স্ত্রী পুরুষ ভোজন করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে বণিকদের সহযাত্রী বোধ হইল। আস্তাপোলে তাহাদের ঘোড়াদিগকে জাবনা দিবার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন সত্য এবং পথ শ্রমের পর আশ্রয় পাইয়াও তাহারা সুখী হইয়াছে ইহাও তিনি শুনিলেন; কিন্তু তাহাদের সাহায্যের উপরেই তাঁহার একমাত্র ভরসা।

তিনি কম্পিত স্বরে স্ত্রীলোকটীকে বলিলেন, "আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি ক্ষমা করিবেন, আপনারা টিউরিন্ হইতে কোন্ দিকে যাইবেন?"

"কেন গো! আমরা আলেকজাণ্ড্রিয়ার দিকে যাইতেছি।"

"আলেকজাণ্ড্রিয়া! আমার ইষ্ট দেবতা দয়া করিয়া আমার জন্যই আপনাদিগকে এখানে আনিয়াছেন!"

"স্ত্রীলোকটী বলিলেন "তবে তোমার ইষ্ট দেবতাই আমাদিগকে অতি কষ্টকর পথ দিয়া আনিয়াছেন।"

পুরুষটী টেরিসাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "তুমি কি চাও?"

"অত্যন্ত আবশ্যক কার্য্যে আলেকজাণ্ড্রিয়াতে যাইবার প্রয়োজন। আমাকে সঙ্গে করিয়া কি লইবেন?"

স্ত্রীলোকটী বলিলেন "ইহা অসম্ভব।"

টেরিসা উত্তর করিলেন "আমি আপনাদিগকে বেশী করিয়া ভাড়া দিব। আমি দশ মুদ্রা দিতেছি।"

তৎশ্রবণে পুরুষ পুনরায় বলিলেন "আমি জানি না, কেমন করিয়া ইহা হইবে। বসিবার স্থান অতি সঙ্কীর্ণ, তুমি বড় লোক নও বটে, কিন্তু তিন জনের সমাবেশ হওয়া ভার। আরও আমরা রিবিগানো পর্য্যন্ত যাইতেছি—আলেকজাণ্ড্রিয়ার অর্দ্ধেক পথ অবশিষ্ট থাকিবে।"

"ভাল, তাই, সেই পর্য্যন্তই লইয়া যান; কিন্তু এই মুহূর্ত্তে যাইতে হইবে।"

"এই মুহূর্ত্তে! কি আকাঙ্ক্ষা! প্রাতঃকাল না হইলে আমরা যাত্রা করিতে পারি না।"

"আমি আপনাদিগকে দ্বিগুণ ভাড়া দিব।"

"পুরুষ তাহার স্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন, কিন্তু তিনি মাথা নাড়িলেন, বলিলেন "বেচারা জন্তুরা, মরিয়া যাইবে।"

তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন "কিন্তু কুড়ীটা টাকা।"

কুড়ী টাকার এত মায়া, ১২টা বাজিবার পূর্ব্বে টেরিসা শকটে সেই দম্পতির মধ্যস্থলে আসন প্রাপ্ত হইলেন।

টেরিসা যেরূপ ব্যস্ত তাহাতে পক্ষিরাজ ঘোড়া হইলেও সন্তুষ্ট হইতেন না। খচ্চর ঘোটক গলায় ঠন্ ঠন্ করিয়া ঘণ্টার শব্দ করিতে করিতে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল, ইহা কি তাঁহার সহ্য হয়? তিনি বলিতে লাগিলেন 'মহাশয়! ঘোড়া দুটী আর একটু শীঘ্র শীঘ্র চালান।"

পুরুষ উত্তর করিলেন "বৎসে! তোমার ন্যায় আমিও সমস্ত রাত্রি নক্ষত্র গণনা করিয়া কাটাইতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমি রিবিগানোতে মৃণ্ময় পাত্র সকল লইয়া যাইতেছি, ঘোড়াদের পা সরিলে সে সকল চূর্ণ হইয়া যাইবে।"

"আ! মৃণ্ময় পাত্র" করুণ স্বরে এই কথা বলিতে বলিতে টেরিসার গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল। বলিলেন "অন্ততঃ আর একটু শীঘ্র চালাইতে কি পারেন না?"

"বড় অধিক নয়।"

এইরূপে অর্দ্ধ পথ শেষ হইল। 'নির্ব্বিঘ্নে গম্যস্থানে পৌঁছিও, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া বণিক্ প্রাতঃকালে তাঁহাকে রাস্তার ধারে নামাইয়া দিলেন।

টেরিসা প্রথম যে ব্যক্তিকে পথে দেখিলেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, আলেকজান্দ্রিয়াতে যাইবার শকট কোথায় পাই?"

বিদেশী বলিলেন "তুমি পাইবে আমার বোধ হয় না। আজি সম্রাট্ মারেঙ্গো নগরে সৈন্য পরিদর্শন করিতেছেন। তিন দিনের জন্য সমস্ত গাড়ী ও স্থান জোড়া হইয়া গিয়াছে।"

তিনি আর এক জনকে সেই প্রশ্ন করিলেন। পথিক চিবাইয়া চিবাইয়া বলিলেন "তুমি পাপিষ্ঠ ফরাসীদিগকে ভালবাস, না?"

অবশেষে ক্রোশ খানেকের জন্য তিনি একখানি গাড়ীতে একটু স্থান

পাইলেন, কিন্তু পরে যে ভাড়া করিয়াছিল সে আসিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিল।" এখন যাহারা মারেঙ্গোতে সৈন্য প্রদর্শন দর্শনার্থ মহাভিড় করিয়া পদব্রজে যাইতেছিল, তিনি তাহাদের মধ্যে মিশিয়া গেলেন।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যেখানে মারেঙ্গোর যুদ্ধ হয়, সেইখানে বিচিত্রবর্ণ পতাকা বেষ্টিত একখানি রত্নময় সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিজেতা নেপোলিয়ন এইস্থানে উপবিষ্ট হইয়া জয়ী সৈন্যগণের ক্রীড়া দর্শনের মানস করিয়াছেন। তাঁহার সহচরগণ উজ্জ্বল পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছেন; ঢাক ও সানাই বাজিতে লাগিল, বায়ু হিল্লোলে পতাকা উড্ডীয়মান, চারিদিকে রক্ষক দল; জোজেফাইন সহচরী বর্গে সজ্জিত ও একখানি সিংহাসনে উপবিষ্ট, যুদ্ধের কৌশল সকল বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে এক জন সেনাপতি রহিয়াছেন। মহারাণী সৈন্য ক্রীড়া দর্শনে অভিনিবিষ্ট থাকিলেও নিকটে কিছু গোলযোগ দেখিতে পাইলেন; কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন একটী যুবতী ধূমের মধ্য দিয়া এবং অশ্ব পদাঘাতের ভয় না করিয়া রাজ্ঞীর নিকট একখানি আবেদন পত্র অর্পণ করিতে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে।

টেরিসা রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কি ফললাভ করিলেন পশ্চাৎ তাহা বর্ণনা করা যাইবে।

সরমা ও সুশীলার কথোপকথন।

সরমা। ভাই, আজি কালি মেয়ে মানুষে লজ্জা সরমের মাথা খেয়েছে। শ্বশুর ভাসুর শাশুড়ী ননদ দেখিয়া একটু ভয় সমীহ করে না। আর অধিক কি বলিব, স্বামীর সঙ্গেও নির্লজ্জ হয়ে কথাবার্ত্তা কয়।

সু। সরমা! মেয়ে মানুষেরা কি গারোদে বাঁধা চোর? দেখ দেখি, ঈশ্বরের এত বড় জগতে সকল জীবজন্তু ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া মনের সুখ লাভ করিতেছে। কিন্তু ইহাদিগকে চারি পাঁচিলে ঘেরা অন্তঃপুরের মধ্যে রুদ্ধ থাকিতে হয়। পাখীরা যে পিঁজরাতে বদ্ধ থাকে, তাহার মধ্যে

তাহাদের একটু স্বাধীনতা আছে। চারি পাঁচিলের মধ্যেও নারীগণ একটু স্বাধীনতা না পাইলে তাদের বাঁচিয়া থাকা কেবল যন্ত্রণা মাত্র। আর আমি বলি কেবল ঘোমটা দিয়া জুজু হইয়া থাকিলেই যে মেয়ে মানুষ খুব ভাল হইল তাহা নয়। যার রীত চরিত্র ভাল, তাকেই ভাল বলি।

স। তোমরা কালের মত মেয়ে, তোমাদের ভাব গতিক আলাদা। কোন্ কালে মেয়েরা বেহায়া হয়ে ভাল রীত চরিত্র দেখাতে পেরেছে? কোন্ কালে আবার মেয়েরা লজ্জা খেয়ে গুরুলোকের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা কয়ে বেড়িয়েছে?

স্থ। যথার্থ লজ্জা নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা। তাহা স্ত্রীলোকের অলঙ্কার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি মনে সেরূপ ভাল ভাব না থাকে, বাহিরের লজ্জা কি কোন কাজের হয়? কত মেয়ে খুব লজ্জা দেখাত, কিন্তু দুঃখের কথা কি বলবো তারা অনায়াসে আবার বেশ্যাবৃত্তিও অবলম্বন করিয়াছে। খুব তিলক ফোঁটা কাটিয়া যারা বাহিরে ধার্ম্মিক দেখায়, তাদের মধ্যেই ভণ্ড বেশী। যাহা হউক তুমি জেন, এখন স্ত্রীলোকদের মধ্যে যেরূপ ভণ্ড লজ্জা দেখা যায়, পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। সীতার ন্যায় সতী কে? কিন্তু তিনি রামচন্দ্র বনে গেলে কাহার কথা না শুনিয়া পতির অনুসরণ করিলেন এজন্য ত কেহ তাঁহাকে বেহায়া বলিল না। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি যত বিখ্যাত রমণীর কথা শুনা যায়, কেহ ত পরিবারের [illegible] ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিলেন না, অথচ তাঁহাদের ন্যায় পতিভক্তি-[illegible] ও গুণবতী রমণী কোথায় দেখা যায়? বেদ পুরাণ ও আর আর [illegible]ীন শাস্ত্র যত পাঠ করা যায়, ততই দেখা যায় শাশুড়ী ননদ স্বামী কি শ্বশুর ভাসুরের সঙ্গে কোন স্ত্রীলোক কথাবার্ত্তা কহা পাপ বিবেচনা করিতেন না। আজি কালি মেয়েদের ভাল গুণ থাকুক না থাকুক তাঁহারা বাহিরে লজ্জা, দেখাইয়া বাহাদুরী করিতে চান!!

স। আমরা রামায়ণ মহাভারতে এ সব কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তুমি বল দেখি সে কালের সব রীতি কি একালে খাটে? আর এরকম না কল্লেই বা ক্ষতি কি?

সু। এই তুমি বলিতেছিলে কোন্ কালে মেয়েরা এরূপ ছিল, কথা উল্‌টাইয়া লইলে। ভাল, পূর্ব্বকালে এখনকার মত ভণ্ড লজ্জা দেখাইবার প্রথা ছিল না তাহা ত বুঝিয়াছ। সেকালের ভাল প্রথা একালে ঘটিবে না কেন তাহাত বুঝিতে পারি না। বর্ত্তমান প্রথায় কি ক্ষতি, বলিতেছি। জগদীশ্বর মুখ দেছেন কেন না মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য। মেয়ে মানুষেরা কথা কহিতে পায় না বলিয়া ত তাদের মন চুপ করিয়া থাকে না। মনের কথা কাহার সঙ্গে প্রকাশ করিতে না পাইলে তার চেয়ে দুঃখ কি আছে? কত সময় তাহাদের পীড়া ও অনেক প্রকার কষ্ট উপস্থিত হয়, প্রথমে প্রকাশ করিতে না পারিয়া শেষে বিপরীত ঘটিয়া উঠে। বাঘা শাশুড়ী ননদের ঘরে নববধূদিগের যে দুরবস্থা, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? এই কারণে অনেকের অপঘাত মৃত্যু ও অপথে পদার্পণও হইয়া থাকে। আর মনে কর হিন্দুর ঘরের ৮।১০ বৎসরের একটী শিশু বাপ মা, ভাই ভগিনী সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্বশুর গৃহে আসিল। সেখানে সে যদি আপনার লোক না পায়, তাহাকে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হইয়া মুখবন্ধ করিয়া থাকিতে হয়, কাহার মুখপানে চাহিয়া স্নেহ পাইবার আশা না থাকে সে কিরূপে জীবন ধারণ করিতে পারে? অনেক গৃহে নববধূদের যে কষ্ট তাহা তাহারাই জানে আর সেই অন্তর্যামী পুরুষই জানেন। শাস্ত্রমতে পতির গৃহই স্ত্রীলোকের গৃহ, পতির পিতা মাতা ভাই ভগিনী তাহারও পিতা মাতা ভাই ভগিনী। তবে তাহাদের নিকট এত লজ্জা কেন? লজ্জা পর বা পাপ বোধ করাইবার চিহ্ন। গৃহ, পিতা মাতা ভাই ভগিনী আপনার সামগ্রী সকল যাহা দ্বারা পর বোধ হয়, এমন লজ্জার ন্যায় শত্রু আর কে আছে? আর পিতা মাতা ভাই ভগিনী আত্মীয়গণের নিকট সরল ভাবে মনের কথা প্রকাশ করিলে তাহাতে যে পাপ আরোপ করে তাহার ন্যায় কু আচার বা জগতে কি আছে?

লজ্জা থাকাতে যাহার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা প্রতিপালন করিবার অনেক ব্যাঘাত হয়। স্ত্রীলোকেরা যদিও হীনবল, কিন্তু তথাপি তাঁহারা অশেষ প্রকারে পরিবারের সাহায্য করেন ও করিতে পারেন। কিন্তু অনেক

সময় কুৎসিত লজ্জা আসিয়া আপনার অতি আত্মীয় জনের বিপদ পীড়া ও দুর্ঘটনার সময় সাহায্য করিতে দেয় না। কত সময়ে বধূ বা ভাত্রবধূর সম্মুখে শ্বশুর বা ভাসুর যদি প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি তাহার হস্ত প্রসারণ করিবার ক্ষমতা নাই, একটী সান্ত্বনার কথা বলিবার উপায় নাই। একি সামান্য দুঃখের কথা! এ সকল শাস্ত্র ছাড়া-যুক্তি ছাড়া।

স। লজ্জা দ্বারা অনেক ক্ষতি হয় তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু তুমি যে বলিলে ইহা শাস্ত্র ছাড়া, যুক্তি ছাড়া তবে সকলে ইহা ধরিয়া চলে কেন?

সু। এতদিন স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখত না কেন? হিন্দুরা জাহাজে চড়িয়া বিদেশে যাইত না কেন? বিধবাবিবাহ মন্দ ও সহমরণ ভাল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল কেন? দেশাচার ও কুসংস্কারে কি না করে? তবে যে প্রথাটী হয় তাহার একটা না একটা কারণ থাকে। স্ত্রীলোকের নম্রতা থাকা উচিত ইহা বেশী করিতে গিয়া এবং পুরুষেরা একটু আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বাড়াইতে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে জুজু করিয়া ফেলিয়াছেন। এপ্রথা কোন দেশে নাই এদেশেও থাকিবে না।

স। আচ্ছা, বাড়ীর আর আর লোকের সঙ্গে কথা কহুক, কিন্তু বল দেখি বৌ হইয়া স্বামীর সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথাবার্ত্তাটা কি ভাল দেখায়?

সু। পতিই স্ত্রীলোকের গতি, পতিই সুহৃদ্ বন্ধু সকলই। পতির ন্যায় আত্মীয় কে হইতে পারে? পূর্ব্বকালের সতীরা পতির জন্য কি না করিয়াছেন? কিন্তু কি আশ্চর্য্য একেলে সংস্কার! এমন পরম আত্মীয় পতির সহিত কথা কহাও দূষ্য! পতি ও পত্নীর মধ্যে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধ আছে তাহা না দেখিয়া লোকে কুৎসিত ভাব গ্রহণ করে এবং তাঁহারাও পরস্পরকে দেখিয়া লজ্জিত হন ইহা অপেক্ষা আমাদের সমাজের জঘন্যতার পরিচয় আর কি আছে? আমি তোমাকে পূর্ব্বকালের যে সকল সতী রমণীর কথা বলিয়াছি, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়া সকলেরই চলা উচিত। স্বামীর সঙ্গে এক হৃদয় হওয়াই সতীর লক্ষণ। স্বামীর সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ বোধ করা, ছায়ার ন্যায় সকল কার্য্যে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হওয়া এবং সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্ম করা, শাস্ত্রমতে এইত সতীর প্রধান ধর্ম্ম। যদি স্বামী ও পত্নীর মধ্যে লজ্জা আসিয়া পরস্পরকে পর করিয়া দেয় এবং পাপের ভাব

সঞ্চার করে তাহা হইলে প্রকৃত দাম্পত্য ধর্ম্ম কোন রূপেই রক্ষা পাইতে পারে না। আজি তোমাকে এই অবধি বলিলাম, পরে আর আর কথা বলিব। আমার ইচ্ছা স্ত্রীলোকেরা এরূপ জঘন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে স্বাধীন ভাবে আত্মীয়গণের প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করুন। ইহা কি তোমার ইচ্ছা নয়?

স। তুমি যে কথা গুলি বলিলে তাহা অকাট্য এবং তাহার মত যতদিন আমরা চলিতে না পারি ততদিন আমাদের কেবল ভণ্ডামী এবং সকল বিষয়েই কষ্ট তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। নম্রতা, বিনয়, সুশীলতা এই সকলই প্রকৃত লজ্জা যে তুমি বলিলে তাহা সত্য এবং তাহা কেবল সাত হাত ঘোমটা দিলেও হয় না, মুখে গো দিয়া থাকিলেও হয় না। ভাল কার্য্য দ্বারাই ভাল গুণ প্রকাশ পায়।

সাঁওতাল জাতির বিবাহ প্রণালী।

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ যদিও হিন্দু জাতির বাসস্থান, কিন্তু ইহাতে আরও অনেক জাতি বাস করিয়া থাকে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে হিন্দুরা এখানকার আদিম নিবাসী নহেন, তাঁহারা সিন্ধু নদীর পশ্চিম পার হইতে আসিয়া এদেশ জয় করিয়াছিলেন। সাঁওতাল, কুকী, গারো, খাসী প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি জঙ্গল ও পর্ব্বতাঞ্চলে বাস করে, তাহাদিগকেই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী বলিয়া গণনা করা যায়। এই অসভ্য জাতিরা বহুকালাবধি প্রায় একই অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি হিন্দুদিগের হইতে বিভিন্ন, কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক আলোচনা করিলে তাহা হইতে আমরা অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। অদ্য আমরা সাঁওতাল জাতির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে বীরভূম হইতে ভাগলপুর পর্য্যন্ত সাঁওতাল জাতির বাসভূমি। ইহা দীর্ঘে ২০০ ও প্রস্থে প্রায় ৫০ ক্রোশ। ইহাদিগের লোক সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০ কুড়ী লক্ষ। তাহাদের সকলের

এক ভাষা, একরূপ পরিচ্ছদ, এক প্রকার ধর্ম্ম প্রণালী এবং একবিধ আচার ব্যবহারও দেখা যায়।

ইহাদিগের ছয়টী প্রধান সংস্কার। ১—পরিবার মধ্যে গ্রহণ বা জাত কর্ম্ম; ২—বংশ মধ্যে গ্রহণ; ৩—জাতি মধ্যে গ্রহণ বা দীক্ষা সংস্কার; ৪—দুই বংশের যোগ বা বিবাহ; ৫—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া; ৬—পরলোক গত পূর্ব্ব পুরুষদিগের সহিত যোগ।

বিবাহ সংস্কার সাঁওতালদিগের প্রধান সংস্কার। হিন্দুদিগের ন্যায় বাল্যবিবাহ তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না এবং বালক বালিকার উদ্বাহ প্রথা তাহাদের নিকট নিতান্ত ঘৃণাকর। পুরুষের ১৬।১৭ এবং স্ত্রীলোকের ১৫ বৎসর না হইলে বিবাহ হয় না এবং সচরাচর এই নির্দ্দিষ্ট বয়ঃক্রমেই বিবাহ হইয়া থাকে। এই প্রথা থাকাতে তাহাদের মধ্যে অসতীত্বের নাম প্রায় শুনা যায় না এবং অনেকে বৃদ্ধ বয়সে বহুসংখ্যক পৌত্র প্রপৌত্রের মুখ দর্শন সুখ লাভ করেন। পরিবারের সংখ্যা অধিক হইলে তাহাদিগের ভরণ পোষণের কষ্ট হয় না, তাহাদের মধ্যে সভ্যজাতির ন্যায় বিলাসিতা নাই, সামান্য কুটীর ও অন্ন বস্ত্রেই তাহারা রাজার মত দিন কাটাইয়া দেয়। এক সাহেব বলেন "১৮৬৬ সালের দারুণ দুর্ভিক্ষ ভিন্ন আর কোন সময়ে আমি সাঁওতাল গ্রামে ভিক্ষুক দেখি নাই।"

সাঁওতালদিগের একটু বিবেচনা শক্তি জন্মিলে বিবাহ হয়, এই জন্য স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে মনোনীত করিতে পারেন। কিন্তু তাহাতে পিতা মাতারও কর্ত্তৃত্ব এককালে লোপ পায় না। কাহার বিবাহের প্রয়োজন হইলে যুবকের পিতা যুবতীর পিতার নিকট ঘটক পাঠাইয়া দেন। ইহারা ঘটককে 'রায়বারী' বলিয়া থাকে। যুবতীর পিতা শান্তভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং পরে আপনার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দেন "যুবক ও যুবতীর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হউক, তৎপরে অন্য সকল কথা স্থির হইবে।" নিকটস্থ একটী বাজারে সাক্ষাৎকারের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে দেখা সাক্ষাৎ হইলে যুবক যুবতী যদি পরস্পরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়, যুবকের পিতা বালিকাকে কোন প্রকার খেলনা কিনিয়া দেন, এবং তিনিও তাঁহার বধূ হইতে ইচ্ছুক, ইহা সাধা-

রণের নিকট জানাইবার জন্য দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করেন। বালিকার আত্মীয়গণ পরে বরের বাটী দেখিতে যান, বর তাঁহাদিগের মুখ চুম্বন করেন এবং প্রত্যেককে এক একবার আপনার হাঁটুর উপর বসান। কন্যার ভাইদিগকে কিছু কিছু অর্থ পুরস্কার দিতে হয়; কিন্তু কন্যার পিতাকে একটী পাকড়ী ও কার্পাসের পোসাক উপহার না দিলে নয়। বরের কুটুম্বেরা তৎপরে কন্যার পিতার গৃহ দর্শন করিতে যায়। কন্যা তাহাদিগের প্রত্যেককে এক একবার জানুর উপর বসাইয়া সম্মান করেন এবং তাঁহার কুটুম্বদিগকে বর যেরূপ অর্থ দিয়াছেন ঠিক্ সেইরূপ দান করেন। এইরূপ লৌকিকতা দ্বারা কুটুম্বেরা পরস্পরের সদ্ভাব ও বন্ধুতা প্রকাশ করিলে বরের পিতা ঘটক দ্বারা কন্যার পিতা মাতার নিকট বিযোড় সংখ্যক মুদ্রা পাঠাইয়া দেন। এই মুদ্রা গ্রহণ করিলেই বালিকা ভিন্ন গোত্র অর্থাৎ বরের গোত্র হইল। অনন্তর বিবাহোদ্যোগ হয়। কন্যার কুটুম্বগণ নিজ গ্রামে একটী কাটগড়া বাঁধে, বর ও বরযাত্রগণ তথায় উপস্থিত হন। বরযাত্রগণ বিবাহ সভায় মৌয়াবৃক্ষের* একটী ডাল পোতে এবং তাহার তলে এক পাত্র ধান রাখে। এই ধান কন্যার বাটীর লোকে এক প্রকারে ভিজাইয়া সিন্দুর মাখাইয়া রাখে। পরে বরের অঙ্গরাগ আরম্ভ হয়। কন্যার বাটীর স্ত্রীলোকগণ তাহাকে স্নান করায়, তাহার চুল আঁচড়াইয়া দেয় এবং পুরাতন বস্ত্র বদলাইয়া সিন্দুর মাথান নূতন বস্ত্র পরাইয়া দেয়। পঞ্চম দিনে বর নূতন বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহকের স্কন্ধে চাপিয়া কন্যার গৃহে গমন করে। বরযাত্র ৫ জন একটী চাঙ্গারিতে কন্যাকে বসাইয়া দেয় এবং তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা তাহার প্রতিনিধি হইয়া বরকে অভ্যর্থনা করে। পরস্পরের নমস্কার প্রতি-নমস্কার হইলে কন্যাকে চাঙ্গারিতে করিয়া বাহির করা হয়। বর ও কন্যার মধ্যে একখানি কাপড় খাঁটান হয় এবং তাহার দুই দিক্ হইতে তাহারা পরস্পরের গাত্রে জলের ছিটা দিতে থাকে। বর উচ্চৈঃস্বরে একটী দেবতার নাম করিতে থাকে এবং লোকেরা বলিয়া উঠে "এ বালিকা তোমার স্ত্রী, ইহাকে ঝোড়া হইতে তুলিয়া লও।" কুটুম্বেরা বর কন্যার গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেন।

* এক প্রকার মাদক গাছ। ইহা হইতে মদ তৈয়ার হয়, তাহা সাঁওতালেরা খুব খাইয়া থাকে।

বিবাহ কার্য্য শেষ হইলে আত্মীয় রমণীগণ জ্বলন্ত অঙ্গার আনিয়া লাঠি দিয়া গুঁড়া করিতে থাকে, তাহাতে পূর্ব্ব পরিবারের সহিত কন্যার সকল যোগ বিচ্ছিন্ন হইল, ইহা বুঝায় এবং পিতৃগোত্রের সহিত তাহার একেবারে ছাড়াছাড়ি হইল ইহা জানাইবার নিমিত্ত সেই অগ্নি জল দ্বারা নির্ব্বাণ করা হয়।

বিবাহের পর মশাল জ্বালিয়া গৃহে যাওয়ার ন্যায় আনন্দকর উৎসব আর কিছুই নাই। মশালধারী লোক সকল দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্বোক্ত কাটগড়ার নিকটে সিদুঁর মাখান ধান্যের পাত্র দেখিতে যায়। যদি তাহাতে অনেক অঙ্কুর হইয়া থাকে সন্তান অনেক হইবে, যদি অল্প সংখ্যক হয় সন্তানও কম হইবে, আর যদি ধান্য মূলেই অঙ্কুরিত না হয় বিবাহ অলক্ষণ বলিয়া তাহারা স্থির করে। তৎপরে তাহারা মশাল হস্তে ঢাক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়া অগ্রসর হয়। তাহাদিগের ঘোর নাদে পক্ষিগণ চমকিয়া বৃক্ষ হইতে পড়িয়া যায়। ইহারা বরের গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে গ্রামবাসিনী কুমারীগণ প্রায় এক ক্রোশ দূর হইতে কন্যাকে অভ্যর্থনা করি' আইসে এবং গানবাদ্য করিতে করিতে তাহার পতি গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গমন করে।

সাঁওতালেরা এক স্ত্রীর অধিক বিবাহ করে না, কেবল সন্তান না জন্মিলে তাহারা দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে। কিন্তু সেরূপ স্থলে প্রথম পত্নীকে গৃহের কর্ত্রী করিয়া রাখে। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রী বা স্বামী পরিত্যাগ করিবার দৃষ্টান্ত অতি বিরল এবং সেরূপ করিবার প্রয়োজন হইলে স্বামী বা স্ত্রী জাতি কুটুম্বগণের সম্মতি ভিন্ন করিতে পারে না। পাঁচ জন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় একত্র হইলে পরিত্যাগেচ্ছু পতি বা পত্নীকে আপনার সমুদয় কষ্টের বৃত্তান্ত বলিতে হয় এবং তাঁহারা সমুদয় আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া যেরূপ বিহিত হয় সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। পরিত্যাগ অনুমতি প্রদান করিলে পরিত্যাগেচ্ছু ব্যক্তি পঞ্চায়তের সম্মুখে একটী পত্র দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে, তাহাতে সেই অবধি পতি পত্নী সম্বন্ধ ছিন্ন হইল বুঝিতে হইবে।

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ যোগ্য বয়ঃক্রম।

হিন্দু-বালিকাদিগের বিবাহ যোগ্য বয়স স্থির করিবার নিমিত্ত ভারত সংস্কার সভার সভাপতি বাবু কেশবচন্দ্র সেন কলিকাতাস্থ প্রধান প্রধান হিন্দু, মুসলমান ও ইংরেজ ডাক্তারদিগের মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সকল ডাক্তরেরাই এ বিষয়টী অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন এবং পরিশ্রম পূর্ব্বক আপনাদিগের মত প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে বাবু মহেন্দ্রলাল সরকার এম ডি মহাশয়ের ব্যবস্থা প্রকটন করিতেছি। ইনি এদেশীয় কৃতবিদ্যগণের মধ্যে একজন প্রধান বলিয়া গণ্য, অত্যন্ত স্বাধীনপ্রকৃতি এবং দেশ হিতকর অনেক কার্য্যে প্রাণপণ স্বীকার করিয়া চেষ্টা করিতেছেন। ইহাঁর বাক্য এদেশীয় ব্যক্তিদিগের যে সবিশেষ আদরণীয় ও বিবেচনা যোগ্য হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য ডাক্তরের মত এবং বর্ত্তমান বিষয়ে আমাদিগের অভিপ্রায় পশ্চাৎ প্রকাশ করিবার মানস রহিল।

"আমার সামান্য বিবেচনায় বাল্যবিবাহ আমাদের দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান অমঙ্গলকর প্রথা। হিন্দু-জাতির প্রারম্ভ হইতেই ইহার আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাদ্বারা আমাদের জাতীয় উন্নতির সমূহ ব্যাঘাত করিয়াছে। যে দিন হইতে অঙ্গীরা মুনির মুখ হইতে নিম্নোদ্ধৃত ভয়ানক বাক্য নিঃসৃত হইল এবং সেই বাক্য কেবল ব্যবস্থা নয়, কিন্তু ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাশালী ও অনিষ্টকর দেশাচারে পরিণত হইল, সেই দিন হইতে এদেশের অধঃপতন ও ভ্রষ্টাচারের সূত্রপাত নির্দ্দেশ করিতে হইবে :—

> অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
> দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥
> তস্মাৎ সংবৎসরে প্রাপ্তে দশমে কন্যকা বুধৈঃ।
> প্রদাতব্যা প্রযত্নেন ন দোষঃ কাল দোষতঃ॥

অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা গৌরী অর্থাৎ দুর্গা দেবীর ন্যায় পবিত্র স্বভাব; নববর্ষীয়া বালিকা রোহিণী অর্থাৎ চন্দ্রের পত্নীর ন্যায়; দশম বর্ষীয়াকে

কুমারী বলা যায়; ইহার অধিক বয়স হইলে স্ত্রীলোককে রজস্বলা বা ঋতুমতী বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব জ্ঞানিগণ দশম বর্ষ প্রাপ্ত হইলেই কন্যাদিগকে সর্ব্ব প্রযত্নে বিবাহ দিবেন, ইহাতে বালিকা বলিয়া যে দোষ তাহা স্পর্শ হইবে না।

এই অসঙ্গত মত কিরূপে যে সকলের অনুমোদিত ও বিবাহের নিয়ম বলিয়া গৃহীত হইল; আমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। হিন্দুদিগের মনে অল্পে অল্পে যে বিকৃত ভাবের সঞ্চার হইতেছিল ইহা তাহারই বাহ্য নিদর্শন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমার বিশ্বাস, এক্ষণে উৎকৃষ্টতর নিয়ম অবলম্বনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।

মনু বিবাহ যোগ্য বয়স ন্যূন কল্পে দ্বাদশ বা অষ্ট বর্ষ অবধারণ করিয়াছেন:—

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাম্বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশ বর্ষীয়া রমণী মনোনীত হইলে বিবাহ করিতে পারে এবং ২৪ বৎসরের পুরুষ অষ্টবর্ষীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়।

আমাদের জানা উচিত, মনু এই ব্যবস্থা দ্বারা স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স নিরূপণ করিয়াছেন। ইহার অপেক্ষা অধিক বয়সে বিবাহ করিতে তিনি নিষেধ করিতেছেন না। প্রত্যুত ত্রিশ বৎসরের পুরুষ দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা কন্যাকে বিবাহ করিবেন না ইত্যাদি তিনি স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসরের পুরুষ ১২ বৎসরের অধিক বয়সের কন্যার সহিত পরিণীত হইবেন না, এরূপ মত তিনি প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার বাক্যের এই মাত্র উদ্দেশ্য যে বর ত্রিশ বৎসরের হইলে কন্যা যেন দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন বয়সের না হয়। একই শ্লোকের মধ্যে ২৪ বৎসরের পুরুষ ৮ বৎসরের কন্যা বিবাহ করিবেন বলাতে এই উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। অন্য এক শ্লোকে মনুর মত অনুধাবন করিয়া দেখিলে উপরি উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য উৎকৃষ্টতর রূপে বোধগম্য হইতে পারে।

কাম মামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তু মত্যপি।
নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

বালিকা ঋতুমতী হইয়া বরং মৃত্যু পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান করিবেক, তথাপি গুণহীন ব্যক্তির হস্তে প্রদত্ত হইবেক না।

এটী নিশ্চয়ই স্পষ্ট আদেশ। হিন্দু-সমাজ কেন এ বাক্য অগ্রাহ্য বা অবহেলা করেন? মনুর ব্যবস্থা যে অঙ্গীরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তবে যে বিষয় অত্যন্ত গুরুতর এবং আমাদের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাহার প্রতিপোষক প্রমাণ রহিয়াছে সে বিষয়ে অঙ্গীরার মত কেন বলবৎ বলিয়া স্বীকার করা হয়?

বৈদিক সময়ে ন্যূনকল্প বিবাহ যোগ্য বয়স কত ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই। অন্ততঃ আমি তৎ-নিরূপণের সন্তোষজনক কোন উপায় দেখিতে পাই নাই। সেই জন্য প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রকারেরা শারীরিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ বাল্যবিবাহ কুপ্রথার অনুমোদন করেন কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত চিকিৎসা শাস্ত্র সকল দেখিতে হইয়াছে। ইহাতে অনেক সময় গিয়াছে এবং আমার প্রত্যুত্তর প্রেরণের বিলম্ব হইয়াছে। আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে হিন্দু-প্রাচীনতম চিকিৎসা পুস্তক চরক সংহিতায় প্রথম ঋতুকাল অথবা ন্যূনকল্প বিবাহ যোগ্য বয়স কিছু নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু তদনুরূপ প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন সুশ্রুত চিকিৎসা শাস্ত্রে ঋতু আরম্ভ ও শেষ হইবার সময় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে:—

রসাদেব স্ত্রিয়ারক্তং রজঃসংজ্ঞং প্রবর্ত্ততে।
তদ্বর্ষাদ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্॥

উদরস্থ দুগ্ধবৎ পদার্থ হইতে স্ত্রীলোকদিগের ঋতুর রক্ত প্রবাহিত হয়। দ্বাদশবর্ষের পরে ইহার আরম্ভ এবং পঞ্চাশের পর শেষ হয়।

যে বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের গর্ভবতী হওয়া উচিত নয়, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—

ঊনষোড়শবর্ষায়া মপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং।
যদ্যাধত্ত পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবে জ্জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্ত বালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ॥

পঁচিশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক পুরুষ হইতে ষোড়শ বর্ষের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীর যদি গর্ভাধান হয়, সে গর্ভজাত সন্তান গর্ভেই মরিবে, যদি না মরে দীর্ঘায়ু হইবে না; যদি দীর্ঘায়ু হয় তাহা হইলে তাহার সকল ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল থাকিবে। অতএব অত্যন্ত অল্প বয়সে স্ত্রীলোকেরা গর্ভধারণ করিবেক না।

এস্থলে দ্বিভাবের কোন কথা নাই। গর্ভধারণের ন্যূনকল্প বয়স এই মতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। অঙ্গীরার মত ও বর্ত্তমান কালের প্রচলিত আচার অপেক্ষা ইহাতে যে অধিক বয়স নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। সুশ্রুতের পুস্তক যখন রচিত হয় তখনও বাল্যবিবাহের অনিষ্টকর ফল প্রত্যক্ষ গোচর হইয়াছিল এবং তাহারই বিরুদ্ধে যেন উপরি উক্ত বচন লিখিত হইয়াছিল বোধ হইতেছে।

(ক্রমশঃ)।

বাগ্যন্ত্র।

মানুষেরা ঢাক ঢোল হইতে অর্গান্ ও হারমোনিয়ম পর্য্যন্ত অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের শরীরের মধ্যে পরমেশ্বর আশ্চর্য্য কৌশলপূর্ণ যে বাক্যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার সহিত কাহার তুলনা হয় না। যত রকম মানুষ তত রকম স্বর; এক মানুষের আবার ভিন্ন ভিন্ন বয়সে ভিন্ন প্রকার স্বর; এই স্বর আবার কত শীঘ্র শীঘ্র মনের ভাব সকলকে বাক্যে সাজাইয়া প্রকাশ করে; হাস্য, ক্রন্দন, ক্রোধ দয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিচয় দেয় এবং সঙ্গীত দ্বারা জগৎকে মোহিত করিয়া থাকে। এ সকল ব্যাপার সর্ব্বদা দেখিতেছি

বলিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয় না, কিন্তু বিবেচক হইয়া একটু স্থিরচিত্তে ভাবিতে গেলে অবাক্ হইতে হয়।
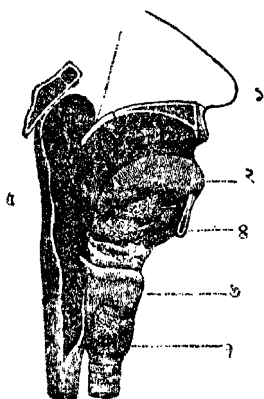
১—নাসিকা।
২—জিহ্বা।
৩—আলজিব
৫—গলদেশ।
৬—বাক্‌যন্ত্র।
৭—ফলকাকৃতি গ্রন্থি।
৮—শ্বাসনলী।
৯—গলনলী।

১। গলদেশ।

৮—ফলক উপাস্থি।
৯—অঙ্গুরীয়।
১০—ফলকাঙ্গুরীয় মাংসপেশী।
১১—ঐ বন্ধনী।
১২—শ্বাসনালীর প্রথম অঙ্গুরী সকল।
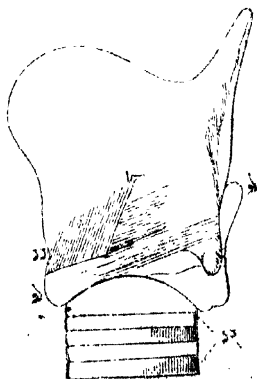
২। বাক্‌যন্ত্রের একপার্শ্ব।
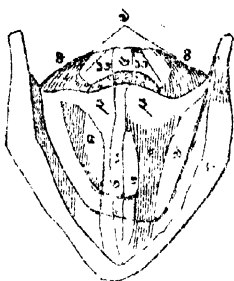
১—গলার ছিদ্র।
২—ধুস্তুরা পুষ্পাকৃতি উপাস্থি।
৩—স্বরসূত্র।
১৩—পশ্চাতের অঙ্গরীয় ধুস্তুরা বন্ধনী।
৪—ঐ যোজক মাংসপেশী।
৫—দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঐ।
৬—ধুস্তুরার মাংসপেশী।
৭—বামপার্শ্বস্থ ফলক ধুস্তুরা যোজক মাংসপেশী।
৮—ফলক উপাস্থি।
৯—অঙ্গুরীয়।

৩। বাক্ যন্ত্রের অভ্যন্তর।

গলার ভিতর দুইটী নলী আছে, একটী পশ্চাতে ঘাড়ের দিকে, তাহারই মধ্য দিয়া আহার পাকস্থলীতে যায়; আর একটী সম্মুখে টুঁটির কাছে, তাহারই মধ্য দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নাসিকা হইতে বুকের ভিতর যাতায়াত করে। সম্মুখের নলীটীকে শ্বাসনলী কহে, ইহারই উপরিভাগ বাগযন্ত্র। ইহা একটী ত্রিকোণ বাক্সের মত, ইহার সম্মুখে একটী উঁচু শির এবং পশ্চাৎভাগ ও দুই পার্শ্ব প্রশস্ত। ইহার নীচের দিক্ সরু এবং উপরিভাগ বিস্তৃত। জিহ্বার পশ্চাতে যে আলজিব আছে তাহা এই যন্ত্রের উপরিভাগের ঢাকনীর কার্য্য করে। যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চলে তখন ঢাকনী খোলা থাকে, কিন্তু কোন দ্রব্য গিলিবার সময় ঢাকনীটী সাবধানে বাগযন্ত্রের মুখ বন্ধ করিয়া রাখে। কুটার মত একটী বস্তুও শ্বাসনালীতে গেলে তৎক্ষণাৎ বিষম লাগে এবং দম আটকাইয়া প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। এই আলজিব প্রতিক্ষণ আমাদিগকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেছে, অথচ আমরা তাহার কিছুই জানি না।

বাগযন্ত্র কতকগুলি উপাস্থি (১) বন্ধনী, (২) মাংসপেশী (৩) স্নায়ু (৪) ও শিরা (৫) দ্বারা রচিত। উপাস্থি সর্ব্বশুদ্ধ ৯ খানি, তন্মধ্যে ৩ খানি স্বতন্ত্র

(১) হাড়ের মত শক্ত মাস, যেমন নাক ও কানের মাস।

(২) যে শক্ত বাঁধন দ্বারা হাড়ের সঙ্গে হাড় যোড়া থাকে।

(৩) চামড়ার নীচে যে মাংসের ছাউনী। ইহা দ্বারা অঙ্গ সকলের চলন কার্য্য হয়।

(৪) শ্বেতবর্ণ সূত্র সকল মজ্জা ও পিঠের দাঁড়া হইতে বাহির হইয়া শরীরের সর্ব্বাংশে ব্যাপ্ত আছে। ইহারা গতিক্রিয়া ও ইন্দ্রিয় জ্ঞানের মূল।

(৫) রক্তবহা নাড়ী।

এবং ৬ খানি ৩ যোড়া হইয়া আছে। সকলের উপরে ফলকাকৃতি উপাস্থি। ইহা বৃহৎ ও চলনশীল, বয়স কিঞ্চিৎ অধিক বা শরীর ক্ষীণ হইলে ইহা গলার সম্মুখে উঁচু হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা স্বর গম্ভীর হয়। ফলকাস্থির নিম্নে অঙ্গুরীয়াকৃতি-উপাস্থি, ইহা আংটীর মত শ্বাসনালীকে ঘেরিয়া আছে, বড় অধিক চলনশীল নয়। তৎপরে ধুস্তুর পুষ্পাকৃতি অর্থাৎ ধুতুরা ফুলের ন্যায় দুইখানি উপাস্থি। ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নড়িয়া চড়িয়া থাকে। এই উপাস্থির সঙ্গে দুইটী স্বর সূত্র অনেক গুলি মাংসপেশী দ্বারা বদ্ধ আছে। বীণা বা তম্বুর যন্ত্রে যেমন তার খাটান থাকে এবং তাহা স্পর্শ করিলে বাজিতে থাকে, অপার জ্ঞান ঈশ্বরের কি কৌশল দেখ! তিনি ঐ উপাস্থি দ্বয়ে বাক্যের তার খাটাইয়া দিয়াছেন এবং সেই খানে আবার সর্ব্বদা নিঃশ্বাস বায়ু সঞ্চারের পথ করিয়া দিয়াছেন। বায়ু কেবল জীবন রক্ষা করে না, ঐ তার স্পর্শ করিয়া শব্দ উৎপাদন করে। দুই তারের মধ্যে ছিদ্র আছে। মাংসপেশী দ্বারা স্বরসূত্র টানিয়া বা কুঁকড়িয়া সেই ছিদ্র বাড়ান বা কমান যাইতে পারে এবং তাহা দ্বারা স্বর উচ্চ, লঘু বা বিকৃত করা যাইতেও পারে। দুইটী স্বরসূত্র দ্বারা অসংখ্য প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

স্বরসূত্র দ্বারা স্বর উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু নানা প্রকার শব্দ উৎপন্ন করিবার জন্য জিহ্বার মূল, কণ্ঠ, তালু অর্থাৎ টাকরা, দন্ত, ওষ্ঠ অর্থাৎ ঠোঁট, মস্তক এবং নাসিকার সাহায্যের প্রয়োজন। এই জন্য বর্ণমালার অক্ষর সকলকে জিহ্বামূলীয়, কণ্ঠ্য, তালব্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য, মূর্দ্ধন্য ও অনুনাসিক বলিয়া থাকে। এই বর্ণ ও শব্দ সকল লইয়াই ভাষার সৃষ্টি ও তাহা হইতে কত শাস্ত্র রচিত হইয়াছে!

একটী বাদ্যযন্ত্রে ছিদ্র করিলে যেমন বাতাস বাহির হইয়া যায়, বাজনার শব্দ হয় না, কণ্ঠনালীর নীচে ছিদ্র করিলে তেমনি আর স্বর বাহির হয় না। কিন্তু কণ্ঠনালীর উপরে জিহ্বার মূলের নিকট ছিদ্র করিলে স্বরের কোন ক্ষতি হয় না। বাগ যন্ত্রের কৌশল এমনি আশ্চর্য্য যে, মৃত্যু হইলেও তাহার শক্তি ক্ষয় হয় না। মৃতদেহের বাগ যন্ত্র মধ্যে বায়ু প্রবেশিত করিয়া কোন কোন সাহেব স্বর বাহির করিয়াছেন, এবং তাহার দৃষ্টান্তে কথা কহিবার এক প্রকার যন্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

স্ত্রী ও পুরুষের স্বর যন্ত্র নির্ম্মাণ কৌশল কিঞ্চিৎ বিভিন্ন দেখা যায়। একারণ পুরুষের স্বর গম্ভীর ও কর্কশ এবং বামাগণের স্বর কোমল ও মধুর। বালকের গলা অনেকটা স্ত্রীজাতির অনুরূপ।

বাগ্‌যন্ত্র মনুষ্যের প্রতি জগদীশ্বরের একটী অমূল্য দান। পৃথিবীতে আর কোন জীব এরূপ অধিকার পায় নাই। ইহা না থাকিলে মনুষ্যের প্রখর বুদ্ধি ও উন্নতির ইচ্ছা ব্যর্থ হইয়া যাইত। ইহা থাকাতেই মনুষ্যেরা পরস্পরের মনের ভাব ও ইচ্ছা বুঝিয়া একত্র সমাজ বদ্ধ হইয়া আছে, পরস্পরের সহিত সচ্ছন্দে কাজ কর্ম্ম করিতেছে, প্রণয় বন্ধুতা, শিক্ষাদান শিক্ষা গ্রহণ, যুদ্ধ বানিজ্য, রাজকার্য্য প্রভৃতির সুন্দররূপে চলিতেছে। কিন্তু এই বাগ্‌যন্ত্র সার্থক করিবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় কি? যিনি ইহা দিয়াছেন তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করা। সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও করুণা বর্ত্তমান, সকল পদার্থই আপনাতে তাহার নিদর্শন দেখাইয়া দিতেছে, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে তাহা যে বর্ণনা করিবে এমন কাহার সাধ্য হয় না। এজন্য সকলে নীরব হইয়াও বিনয় ও ব্যগ্রতা সহকারে যেন মনুষ্যকে বলিতেছেঃ—

শক্তি নাই দেখ তাই বাক্য নাহি স্ফুরে,
কিন্তু তাই মনে মনে মরি হে গুমুরে,
জগৎ যুড়িয়া তাঁর মহিমা বিস্তার
শুনিতে বলিতে হর্ষ না হয় কাহার?
পাইয়াছ বাক্‌শক্তি মনুষ্য তনয়,
বল বল বল মুখে জগদীশ জয়,
বল বল বল তিনি সর্ব্বশক্তিমান,
বল বল বল তিনি করুণা নিধান,
বল বল বল তিনি জ্ঞান প্রভাকর,
প্রেমের আকর বিভু, গুণের সাগর,
বল বল তাঁর রাজ্য অবারিত দ্বার,
বল বল তাঁর কার্য্য অগম্য অপার।

সাক্ষ্য দিবে চন্দ্র সূর্য্য জ্যোতি প্রকাশিয়া,
সাক্ষ্য দিবে বায়ু বৃষ্টি করুণা বর্ষিয়া;
উন্নত শিখর গিরি নত করি শির,
প্রচারিবে পিতার সে মহিমা গম্ভীর,
গম্ভীর সাগর আন্দোলিয়া কলেবর,
কলস্বরে তাঁর গুণ গাবে নিরন্তর।
পুষ্পফল থরে থরে ধরি উপহার,
তরুলতা তাঁরি প্রেম করিবে প্রচার।
অচেতন সচেতন ধরিবেক তান,
যার যত শক্তি আছে করিবেক গান।
মাতিবে উৎসবে বিশ্ব, না রবে নিদ্রিত,
ভীম রবে ত্রিসংসার করিবে কম্পিত।
জাগ নর, সপ্ত স্বরে গাও বিভু গীত,
এ ভূগোল স্বর্গলোক হইবে ত্বরিত॥

গৃহ-চিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

১। পায়ে কাউর ঘা হইলে ঘৃত /০ এক ছটাক, মুদ্রাশঙ্খ আধ-তোলা, ফটকিরী ৵০ আনা, ভৃঙ্গ-রাজের পাতার রস সওয়া তোলা এবং তুঁতে ৶০ আনা ওজনের ঘৃতের সহিত উত্তমরূপে মাড়িবেক এবং তৎপরে অগ্নিতে ফুটাইবেক। এই ঔষধ দিন দুই তিন বার করিয়া ঘার উপরে মালিস কিম্বা লেপন করিলে অল্পদিনের মধ্যে রোগ আরোগ্য হইবেক।

২। প্রমেহ রোগের ঔষধ। বটের নামনার রস আধপোয়া কাঁচা দুগ্ধ আধপোয়ার সহিত মিশাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুই সপ্তাহ খাইলে এককালে ভাল হইবে।

রাখাল সসার পাতার রস এক কাঁচ্চা চিনি এক কাঁচ্চার সহিত খাই-

লেও উক্ত রোগ ভাল হইয়া যায়।

৩। উৎকাশি, হাঁপানি কাশি বা শ্লেষ্মার কাশি হইলে নিম্ন লিখিত ঔষধ সপ্তাহ কি দুই সপ্তাহ সেবন করিলে আরোগ্য হইবে ঃ—

আকন্দর পাকাপাতা, গোল-মরিচ ও সৈন্ধব লবণ সমভাগ বাঁটিয়া মরিচের মত বটিকা করিতে হইবেক। এই বটিকা একটি প্রাতঃকালে ও একটী সন্ধ্যাকালে সেবন করিতে হইবেক।

শিশুদিগের কাশি হইলে মুক্তা-ঝুরীর পাতার রস এক ছোটচাম চে পরিমাণ তিন কুচ ওজনের লবণের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিলে দুই তিন দিনের মধ্যে কাশি আরোগ্য হয়।

৪। ক্রমির ঔষধ। মাদার বা তেপালতে বৃক্ষের পত্রের রস এক কাঁচ্চা উত্তম মধু এক কাঁচ্চার সহিত মিশাইয়া সূর্য্যপক্ক করিলে যখন উত্তম রূপে ফুটিতে থাকিবে, তখন সেবন করিলে ক্রমি নাশ হইবে।

বিলাতীকুমড়ার বীচীর শাস আধ ছটাক ও চিনি এক কাঁচ্চা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পূর্ব্বরাত্রে সেবন করিতে হইবে। পরে প্রাতে কাষ্টার অএলের জোলাপ লইলে সব ক্রমী বাহির হইয়া যায়।

কদমপাতা, ভাঁটপাতা বা আনা-রসের কোঁক ছেঁচিয়া তাহার রস সেবনও ক্রমীর ঔষধ।

৫। কুক্কুর ও শিয়াল কামড়াইলে তাহার ঔষধ।

ঝাঁপী টেঁপারির মূল আতপ-চাউলের চালনির জল এক ছটাক দিয়া বাটিয়া খাইলে ভাল হয়।

মনসার শিকড় চারি আনা কিম্বা আটআনা ২৫ টা গোলমরিচ দিয়া জলের সহিত বাটিয়া খাইলে ভাল হয়। গোন্দলপাড়ায় যে প্রসিদ্ধ ঔষধ দ্বারা অনেক স্থলে উপকার দেখিয়া থাকে, তাহা এইরূপ ঔষধ অনুমান হয়।

৬। হাত, পা ও গাত্রজ্বালা অতিশয় হইলে তাহার প্রতীকারের ঔষধ।

বিটলবণ, গোলমরিচ, সোহাগার খই তিন সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তিন চারি রতি পরিমাণ মিছরির পানা কিম্বা জল দিয়া খাইলে ভাল হইবে। দিন দুইবার সেবন করিতে হইবে।

অবলাবান্ধব।

কল্যাণীয় অবলা-বান্ধবকে আমরা বরাবর স্নেহের চক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছি। কিন্তু ইনি বার বার বালক-স্বভাব-সুলভ চপলতা প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়া আমরা যার পর নাই দুঃখিত হইতেছি। একবার বামাবোধিনীতে পবিত্রতা বিষয়ে একখানি প্রেরিত মুদ্রিত হয় তাহার উদ্দেশ্য এই ছিল, যে এদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পুরুষসমাজে স্ত্রীগণ যথেচ্ছ গমনাগমন করিলে অপবিত্রতার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, অতএব অগ্রে তাহার প্রতিবিধানের উপায় না করিয়া স্ত্রীগণকে পুরুষ সমাজে প্রবেশিত করা ইষ্টকর নহে। স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে দেখিয়া যেস্থলে কেবল অপবিত্র ভাব মনে হয়, সেস্থলে পরস্পরে ছাড়াছাড়ি হইয়া থাকা ধর্ম্মনীতি সঙ্গত। অবলাবান্ধব বামাবোধিনীর প্রতি উপহাস করিয়া লিখিলেন 'পুরুষগণকে পুরাতন মহাদ্বীপে ও স্ত্রীগণকে নূতন মহাদ্বীপে রাখিলেত আরও ভাল হয়।' গত মাসে আমরা কোন লেখিকার স্বাধীনতা বিষয়ক একটী প্রস্তাব প্রকাশ করিয়া তাহাতে এই ভাবে বলি 'স্ত্রীগণকে পুরুষদিগের অনুগ্রহার্থী হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে না; স্বাধীনতা নিজস্ব ধন, তাঁহারা যে পরিমাণে ইহার উপযুক্ত হইবেন, আপনার বলে গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কেহই তাঁহাদিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। যদি তাঁহারা পুরুষদিগের ইচ্ছানুগত স্বাধীনতা চান তাহা পরাধীনতা মাত্র। তাঁহারা যদি প্রকৃত স্বাধীনতা চান, অগ্রে অন্তরের স্বাধীনতা যে কর্ত্তব্য-পরায়ণতা তাহা শিক্ষা করুন।' এই কথায় অবলাবান্ধব ভায়া আমাদিগকে লর্ড মেয়োর রাজমন্ত্রী করিলে ভাল হইত বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। অবলাবান্ধব উভয় বারেই বলিয়াছেন 'আমরা বামাবোধিনীর লেখার মর্ম্ম-গ্রহণে অসমর্থ। তাঁহার জানা উচিত যে তিনি আপনার একদিক্ দর্শী ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে যাহা দেখিতেছেন তাহাতে অন্ধ হইয়া থাকিলে সম্পূর্ণ সত্য বুঝিতে অথবা স্ত্রীগণের যথার্থ বান্ধবের কার্য্য করিতে পারিবেন না এবং এখনও তাঁহাকে অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া প্রবীণত্ব লাভ করিতে হইবে। আমাদিগের

স্ত্রীগণকে আজি বাজারে পাঠাইয়া দিতে বা গড়ের মাঠে হাওয়া খাওয়াইয়া আনিতে যে বড় ধর্ম্ম সাহসের প্রয়োজন তাহা নয়। কুলটারাও এবিষয়ে খুব সভ্য এবং মনে করিলে দুই ঘন্টার মধ্যে অনেককে এরূপ সভ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতে তাদৃশ উপকার কি? ইহাতে যে অনিষ্টের সম্ভাবনা, অগ্রে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক তাহার প্রতিবিধানের উপায় করিয়া কি সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়? ইন্দ্রিয় সুখ ও বাহ্ সভ্যতা সাধন করিতে গিয়া যদি ধর্ম্ম ও পবিত্রতায় জলাঞ্জলি দিতে হয় সে কি প্রকৃত লাভ বলিয়া গণ্য হইবে? বালক যেমন চকচকে বস্তু দেখিয়া প্রতারিত হয়, অবলাবান্ধব অনেক সময় সেই রূপ সভ্য ইংরেজদের চক্‌চকে ব্যবহার দেখিয়া ভ্রান্ত হইয়া যান। কিন্তু তাঁহার বিবেচনা করা উচিত, ইংরেজদের সামাজিক নিয়মে যাহা সঙ্গত, হিন্দুজাতির তাহা অসঙ্গত হইতে পারে এবং চারিদিক্ দেখিয়া গুরুতর বিষয় সকলে কথা কহা ও কাজ করা উচিত। অবলাবান্ধব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন তিনি আমাদের ভাব বুঝিতে পারেন না। আমরাও বলিতেছি তিনি তরলচিত্ত হইয়া এবিষয়ের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু যদি বুঝিতে না পারেন তবে ব্যঙ্গ উপহাস কেন? তাঁহার ১৯এ জ্যৈষ্ঠের পত্রখানি খুলিয়া দেখিবেন দেখি নিজে যাহা লিখিয়াছেন সত্য কি না।

"আমরা দেখিয়া আসিতেছি, মনুষ্য যখন যুক্তিবলে আত্মমত সমর্থনে সক্ষম হন না, তখনই প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যঙ্গ ও উপহাস করিতে প্রস্তুত হন।"

উপসংহার কালে আমরা বলিতেছি, অবলাবান্ধবের প্রতি দুই একটী কঠিন বাক্য আমাদিগকে দুঃখের সহিত প্রয়োগ করিতে হইল। তাঁহার প্রথম ব্যঙ্গোক্তির পর আমরা গোপনে বন্ধুভাবে তাঁহার ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু সহজে সে কুরীতি সংশোধন হইল না দেখিয়া প্রকাশ্য ভাবে দু কথা বলিতে হইল। এস্থলে বলা ভাল, আমরা আপনাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না এবং আমাদিগের মতের ভ্রম বুঝিলে তাহা সংশোধনেও পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু স্ত্রী স্বাধীনতার ন্যায় যে সকল বিষয় পরীক্ষার কথা; এবং যে সকল বিষয়ে সভ্যদেশীয় মহামহোপাধ্যায়গণও কোন একটী সিদ্ধান্ত করিতে কম্পিত হন, সে সকল বিষয়ে কল্পনার অনুগত না হইয়া ধীরভাবে ও বিবেচনা পূর্ব্বক লেখনী চালনা করা উচিত। অবলাবান্ধব স্মরণ রাখিবেন, ভারতবর্ষের ন্যূনাধিক ৯ কোটী স্ত্রীলোক এখনও কি অবস্থায় আছেন, স্ত্রীগণের ভিতরের সংস্কার কার্য্য কত অবশিষ্ট! আর স্ত্রীলোকেরা বালকদের ন্যায় এখনও আমাদের তত্ত্বাবধানে আছে। বালকদিগের বুদ্ধি বিবেচনা ও

ক্ষমতা না হইতে হইতে তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলে যেরূপ তাহাদিগের অনিষ্ট করা হয়, স্ত্রীলোকদিগের ক্ষমতা বিবেচনা না করিয়া আপনাদের ইচ্ছায় ও বলে তাহাদিগকে স্বাধীন করিয়া দিলে সেইরূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা। বস্তুতঃ অবলাগণ যতদিন সবলা না হন, ততদিন তাঁহাদিগকে কটিবন্ধন করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইতে বলা, আর তাঁহাদিগকে হাত পা ধরিয়া বিপদে ফেলা কি সমান নয়? অবলাবান্ধব যে ক্ষোভ করিয়াছেন তাঁহাকে ইতিমধ্যে অনেকে অবলাশত্রু (কি হৃদয় বিদারক!) নাম দিয়াছে, তাঁহার চপলতা ও এইরূপ অবিবেচনা তাহার অনেকটা কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা আশা করি, ভ্রাতা অবলাবান্ধব ভ্রাতৃভাবে আমাদিগের কথা কয়েকটী গ্রহণ করিবেন। ঈশ্বর তাঁহার কল্যাণ বিধান করুন।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার এসিয়াটিক মিউসিয়ম্ বা চিত্রশালিকা দর্শনার্থ গত জুন মাসে ১৪২৩৯ লোক গমন করেন। এদেশীয়দের মধ্যে পুরুষ ১১৮৬৩ এবং স্ত্রীলোক ১৯৯৬ জন গিয়াছিলেন। ভদ্র রমণীগণের এরূপ চমৎকার স্থান দেখিবার সুবিধা হয় না, দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

২। দারজিলিং নিউস পত্রে লিখিয়াছে বারোচের এক মুসলমান স্ত্রীলোক একটী সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার ছয়খানি হাত ছয়খানি পা ও ছয়টী চক্ষু হইয়াছিল। বালকটী ৪ দিন মাত্র জীবিত ছিল।

৩। জোয়ানপুরে একটী স্ত্রীলোক যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছে। উহার একটীর মস্তক নাই এবং তাহার গ্রীবাদেশের সহিত দ্বিতীয়টীর তলপেট সংযুক্ত। প্রসবের কিয়ৎক্ষণ পরে সন্তানের মৃত্যু হয়। অস্বাভাবিক সন্তান উৎপন্ন হইয়া যে স্ত্রীগণের বৃথা কষ্ট হয়, ইহা কেবল গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

৪। হিন্দু-হিতৈষিণী ৫ জন কুলীন ব্রাহ্মণের নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহারা কৌলীন্য মর্য্যাদা অগ্রাহ্য করিয়া আপনাদের কন্যাদিগকে বিবাহ দিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত যত হইবে, সমাজ-সংস্কার কার্য্য আপনা হইতে সম্পন্ন হইবে।

৫। একটী পারসী স্ত্রীলোক বোম্বাইয়ে একটী গুজরাটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আপনি চালাইতেছেন। মান্দ্রাজে একজন বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক প্রকাশ্য পুরুষ সমাজে একটী বক্তৃতা করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছেন। এটী নূতন উন্নতির দৃষ্টান্ত।

৬। সোমপ্রকাশ বলেন, পুনাতে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি বিধানার্থ একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রী-

লোক ইহা স্থাপন করিয়াছেন। স্বামী বা অভিভাবকের অসম্মতিতে ১৮ বর্ষের ন্যূনবয়স্ক এবং সামান্য রূপ লিখন পঠনে অক্ষম এরূপ কোন স্ত্রীলোককে উক্ত সভার সভ্য করা হইবে না। সভা তত্রত্য দেশীয় স্ত্রী বিদ্যালয় সমূহের তত্ত্বাবধান করিবেন, কিসে চরিত্র সংশোধিত হইয়া উন্নতিলাভ হয় তাহার উপায় বিধান করিবেন এবং যে সকল স্ত্রীলোক শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগিণী, কিন্তু সামাজিক নিয়ম ও কুসংস্কারাদি নিবন্ধন ইচ্ছা সফল করিতে পারেন না তাঁহাদিগের বাটীতে গিয়া শিক্ষা দিবেন। তদ্ভিন্ন যে সকল স্ত্রীলোক শারীরিক দৌর্ব্বল্য নিবন্ধন অর্থোপার্জ্জনে অসমর্থ তাহাদিগের ভরণ পোষণ করিবেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের এরূপ চেষ্টা সবিশেষ প্রশংসনীয়।

৭। ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে ২২ জন ভদ্রমহিলা অধ্যয়ন করিতেছেন। মাসিক ১০০৲ একশত টাকা বেতনে একটী ইউরোপীয় মহিলা তত্ত্বাবধারিকা ও শিক্ষয়িত্রী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে আপাততঃ মাসিক ব্যয় প্রায় ১৫০ টাকা পড়িতেছে। অনরেবল জজ দ্বারকানাথ মিত্র ইহার সাহায্যার্থ তাঁহার প্রথম বার্ষিক দান ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন আমাদিগের অনুরোধ।

বামাগণের রচনা।

লজ্জা।

লজ্জা দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটি মনুষ্যকে পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত রাখে, অন্যটি স্ত্রীলোকের। স্ত্রীলোকেরটি এই প্রকরণে লেখা যাইতেছে। "স্ত্রীলোকের লজ্জাবতী হওয়া উচিত" এই কথা পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহারা অস্বীকার করেন। লজ্জা সকল দেশীয় স্ত্রীলোকের হৃদয়ে আছে। এই মাত্র বিশেষ যে কাহার হৃদয়ে অধিক কাহারও হৃদয়ে অল্প। সামাজিক রীত্যনুসারে উহা প্রকাশের নিয়ম দেশ ভেদে ভিন্ন প্রকার, একদেশে যাহা লজ্জার চিহ্ন বলিয়া গণিত হয়, অন্য দেশে উহা নির্লজ্জতার চিহ্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সভ্যতম দেশে নৃত্য গীতাদি করিলে তদ্দেশীয়া স্ত্রীগণ প্রশংসনীয়া হন এবং তাঁহারা সকলের সহিত আলাপ ও প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন করিয়া থাকেন। বঙ্গীয়া স্ত্রীগণ তদ্রূপ করিলে প্রশংসনীয়া হওয়া দূরে থাকুক, জঘন্য রূপে নিন্দনীয়া হইয়া থাকেন এবং প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমনের ও সকলের সহিত আলাপের পরিবর্ত্তে অবগুণ্ঠনের দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া থাকেন ও

কাহারও সহিত আলাপাদি করেন না। কিন্তু অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদন করিয়া কাহারও সহিত আলাপ না করিলেই লজ্জাবতী হওয়া যায় এমন নহে। বরং লোকের সহিত আলাপাদি না করাতে অহংকার প্রকাশ পায়। যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অহংকার ও ঔদ্ধত্য থাকিতে পারে না এবং তাহা নম্রতা বিনয় সুশীলতা শান্তভাব ইত্যাদি সদ্গুণ দ্বারা সমলঙ্কৃত হয়।

প্রকৃত লজ্জার অন্য একটী নাম শীলতা (Modesty) এবং যাঁহারা প্রকৃত লজ্জাবতী, তাঁহাদিগের অন্য নাম লজ্জাশীলা। বঙ্গীয়া অনেক মহিলা সামাজিক নিয়ম রক্ষার্থ ও লোক নিন্দার ভয়ে বাহ্যিক লজ্জা প্রদর্শন করেন কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? যাঁহাদিগের হৃদয় সলজ্জ নহে, কেবল নিন্দা ভয়ে আপনাদিগকে লজ্জাবতী দেখান, তাঁহারা লোকের নিকট প্রশংসনীয় হন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে কপটতা রূপ পাপে লিপ্ত করেন। যাঁহারা বাস্তবিক লজ্জাবতী তাঁহারা কখন কপট হইতে পারেন না, তাঁহাদিগের হৃদয় সারল্য গুণে বিভূষিত এবং তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার আলাপ প্রণালী ইত্যাদি সকল বিষয়েই প্রকৃত লজ্জার ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু লজ্জাবতী হইবে বলিয়া একবারে অসভ্যের ন্যায় হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে কুৎসিত লজ্জা আসিয়া পড়ে।

বঙ্গীয়া অনেক মহিলা কুৎসিত লজ্জার বশবর্ত্তী। তাঁহারা অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন এবং অনাবৃত শরীরে দাস দাসী ইত্যাদি পরিজনের সম্মুখে অনায়াসে থাকেন। কোন্ মহিলা অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন; এদিকে আবার চীৎকার স্বরে কুৎসিত রূঢ় বাক্যাদি প্রয়োগ করত কোন ব্যক্তির সহিত এমত ভাবে বিবাদ করিতে থাকেন যে, যেব্যক্তি কখন তাঁহার মুখাবলোকন করেন নাই তিনি তাঁহার বদন বিনিঃসৃত পরুষ ভাষা শুনিতে পান। স্নান গাত্র-মার্জ্জন ইত্যাদিও প্রকাশ্য স্থানে সম্পাদিত হয়। অতএব এরূপ নিয়ম করা উচিত যে অনুমতি বিনা দাস দাসী কিম্বা অন্যান্য পরিজনেরা সকল গৃহে প্রবেশ করিতে না পারেন এবং স্নান ইত্যাদি গোপনীয় স্থানে সম্পাদিত হয়। লৌকিক আচারে যে নারীগণ অনভিজ্ঞ, ইহা কেবল কুৎসিত লজ্জা বশতঃ হইয়া থাকে। কোন ভদ্র ব্যক্তি তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি করিতে আসিলে তাঁহারা মৌনী হইয়া থাকেন, অথবা সেস্থান হইতে প্রস্থান করেন। সভ্যতম প্রদেশে এরূপ আচরণ করিলে যৎপরোনাস্তি নিন্দনীয়া হইতে হয়। লোকের সহিত এরূপ ভাবে আলাপ করা উচিত যে তাহাতে মনে কোন কুভাবোদয় না হয়।

কুমারী সৌদামিনী।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৬ সংখ্যা। } শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭৮। { ৮ম ভাগ।

বামাবোধিনীর পূর্ণাষ্ট বর্ষ।

গাওরে বিভুগুণ চিত্তমোহন ব্যাপ্ত ত্রিভুবন নাহিক তুলন।
এক তাঁর কৃপা করি অবলম্বন, সুখ সম্পদ জীবন হয় ধারণ।
বিপদ বিঘ্ন কত করি হরণ, চিরকল্যাণ করেন বিধান; প্রেম ভকতি অঞ্জলি সঁপি চরণে, সেব তাঁহারে চিরদিন প্রাণ পণে।

যে করুণাময় পিতা সর্ব্বনিয়ন্তা হইয়া সকল জগতের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন, তাঁহারই বিশেষ কৃপায় বামাবোধিনীর অষ্টবর্ষ পূর্ণ হইল। পূর্ণাষ্টবর্ষীয়া বামাবোধিনীর মুখাবলোকন করিয়া ইহার সুহৃদ্‌গণের আজি কত আনন্দ! তাহা বাক্যে বর্ণন করা যায় না। বঙ্গদেশে নারীগণের প্রতি লোকের যে রূপ অনাদর, নারীগণও আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের জন্য যে রূপ অমনস্ক, তাহাতে বামাবোধিনী যে এই দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া আপনার গুরুব্রত সাধন করিতে পারিবে এরূপ আশা অসম্ভব বোধ হয়। প্রত্যুত একাল পর্য্যন্ত ইহার উপর যে সকল বিপদ বিঘ্ন আসিয়াছে, তাহা নিবারণে ইহার কিছুমাত্র সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু বিঘ্নবিনাশন পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য করুণায় ইহা সুরক্ষিত হইয়াছে, আমরা যে আশা করিয়া ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলাম, অনেক সময় তাহার অতীত ফল লাভ করিয়াছি এবং দিন দিন আশার পথ প্রসারিত দেখি-

তেছি। মঙ্গলময় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা বামাবোধিনীকে দীর্ঘায়ু করুন এবং ইহা দ্বারা তাঁহার যে কোন ক্ষুদ্র কার্য্য সাধিত হয় সম্পন্ন করিয়া লউন।

বিনয়।

বিনয়ৈর্ভূষিতানাস্তু কিমন্যৈঃ ভূষণান্তরৈঃ।

(যে সকল নারী বিনয় ভূষণে ভূষিত, তাঁহাদিগের অন্য ভূষণে কি প্রয়োজন?)

পৃথিবীস্থ অসভ্য সুসভ্য সর্ব্ব প্রকার দেশেই নারী জাতি সর্ব্ব সময়ে ভূষণপ্রিয়। সভ্যতা এবং ঐশ্বর্য্যের সহিত স্ত্রীজাতির অলঙ্কারেরও শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায়। বন্যজাতিদিগের মধ্যে নারীরা যেমন ভূষণে অনুরাগ প্রদর্শন করে, অতি সুসভ্য উন্নত জাতীয় স্ত্রীদিগের মধ্যে ঐ অনুরাগের কোন প্রকার হ্রাস দেখা যায় না। বরং অসভ্যজাতি অপেক্ষা সুসভ্য জাতীয় অবলাগণের মধ্যে অলঙ্কার না হইলে কোন প্রকারে চলে না, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বন্ধুবান্ধবের বাটীতে যাইতে হইলে অগ্রে তাঁহারা অলঙ্কারের জন্য অনুযোগ করেন—এমন কি অলঙ্কার না থাকিলে লোকের নিকট আপনাদের মুখ দেখাইতে পারেন না। অলঙ্কারের প্রতি নারীগণের এতদূর অনুরাগ, যে তাঁহারা ইহার অনুরোধে দুঃসহ কষ্ট সহ্য করিতেও প্রস্তুত। বন্যজাতির স্ত্রীগণ কর্ণ ভূষণের জন্য কর্ণকে এতদূর প্রশস্ত রূপে ছিদ্র করে, যে তাহার মধ্যে ২।৩ অঙ্গুলী পরিমিত কাষ্ঠখণ্ড অনায়াসে প্রবেশিত করা যাইতে পারে এবং হস্তে ও পদে এত ভারি ধাতুময় অলঙ্কার ধারণ করে যে তাহা লইয়া সহজে গমনাগমন করা যায় না। সুসভ্যজাতির স্ত্রীগণ যদিও এবম্বিধ অলঙ্কার ধারণে সর্ব্ব প্রকারে অমত প্রকাশ করেন, তথাপি তাঁহারা অলঙ্কারের অনুরোধে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। অলঙ্কারের অনুরোধে ইহাঁরা আপনাদিগকে এতদূর পরাধীন করিয়া ফেলেন, যে সময় বিশেষে অন্যের সাহায্যের অভাবে প্রাণ বিয়োগও হইতে পারে। ইউরোপীয় স্ত্রীগণ যদি একবার দৈবক্রমে

জলে পতিত হন অথবা তাঁহাদিগের পরিধেয় বস্ত্রে অগ্নি স্পর্শ হয়, তবে আর তাঁহাদের জীবনের আশা থাকে না। অস্মদ্দেশীয় যে সকল রমণী হয়ত একখানি থালা বহনে অশক্ত, তাঁহারা তদ্রূপ ভারের অলঙ্কার অক্লেশে ধারণ করিতে পারেন। এত ক্লেশ সহ্য করিয়াও ইহাঁরা ভূষণের এত গৌরব বৃদ্ধি করেন বলিয়া, কোন একজন কৌতুকপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়াছেন, যে "স্ত্রীজাতিরা পূর্ব্ব জন্মে চৌরবৃত্তি করিয়াছিল, তাই ইহজন্মে হাতে হাত কড়া পায়ে বেড়ি, কোমরে ছিকলি ধারণ করিয়া চৌরের শাস্তি ভোগ করিতেছে।" বস্তুতঃ বঙ্গাঙ্গনাগণ অলঙ্কার পাইলে আর কিছুই চান না। যদি কোন পরিবারে এবিষয়ে কোন প্রকার অনাটন হয়, তবে তাঁহাদের মুখ সর্ব্বদা ভার, স্বামীর নিকট সর্ব্বদা অভিযোগ, এবং অলঙ্কার অভাবে এতদূর উগ্রমূর্ত্তি হয় যে তাহা দেখিয়া স্বামিগণ সংসারে শান্তি পাওয়া দূরে থাকুক, নিজেদের দুঃখে ও পত্নীদিগের বাক্য যন্ত্রণায় একবারে দগ্ধ হইতে থাকেন। এমনও দেখা গিয়াছে, যে কোন কোন ভদ্র সন্তান পত্নীর গহনার অনুরোধে বহুকাল কারাগৃহে বসতি করিতেছেন। হায়! বঙ্গাঙ্গনাগণ! তোমরা গহনার জন্য কোথায় এমন করিয়া বেড়াইতেছ? একবার নিবিষ্টচিত্তে আপনাদের গৃহেই অন্বেষণ কর অতি বহুমূল্য অলঙ্কার তোমাদের ভাণ্ডারেই সঞ্চিত রহিয়াছে। আমরা স্বীকার করি, তোমাদের অলঙ্কারের প্রয়োজন, কিন্তু যখন তোমাদের মানস, বুদ্ধি, হৃদয় সকলই কোমল, তখন অতি কঠোর ধাতুময় অলঙ্কার তোমাদের উপযুক্ত হয় না। আমরা বিশ্বাস করি তোমাদের অলঙ্কার না থাকিলে শোভা হয় না, এবং সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞানময় পরমেশ্বর তোমাদিগকে এ প্রকার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যেন কোন না কোন প্রকার ভূষণের প্রয়োজন। তিনি যদি এইরূপ ভাবে তোমাদিগকে সৃজন না করিবেন, তবে কেন তোমাদের নির্ম্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই এক একটী রমণীয় ভূষণ সংযোজন করিয়া দিয়াছেন? এমন ভূষণ থাকিতে আর কেন তোমাদিগের স্বামীদিগকে কষ্ট দেও এবং নিজেরাও অশেষ মনঃক্ষোভ পাও। যে ভূষণের কথা বলিতেছি তাহা বিনয়। বিনয়রূপ ভূষণ তোমাদের অন্তরেই স্থাপিত রহিয়াছে। তাহার এমনি মোহিনী শক্তি যে কুরূপকেও বার পর নাই মনোহর করে,

দুঃখীকে ধনী করিয়া দেয় এবং দুর্ব্বলের নিকটে বলবানকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। সেই সুন্দর হারটী পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর ধাতুময় অলঙ্কারের জন্য ব্যাকুল হওয়া তোমাদের পক্ষে কোন প্রকারেই সাজে না।

যে অঙ্গনা বিনয় হারে ভূষিত হইতে পারেন তাঁহার যে অপূর্ব্ব শোভা হয়, তাহার নিকট অন্য কোন প্রকার শোভাই স্থান পাইতে পারে না। তুমি নানাবিধ হীরকাদি খচিত স্বর্ণময় অলঙ্কার পরিধান কর, কিন্তু যদি বিনয় হার পরিত্যাগ কর, তোমার সমুদায় অলঙ্কার অনর্থক হইবে। তোমার প্রত্যেক হীরক খণ্ড চক্ষের শূল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হইবে না। কোথায় তোমার শোভা লোকের মন মুগ্ধ করিবে, না তোমার বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিবা মাত্র তাহাদের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিবে!!! যদি ভূষণ পরিধান করা তোমার সুখের উদ্দেশ্য হয়, তবে তুমি বিনয় ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য ভূষণে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। কারণ ইহা ব্যতিরিক্ত অন্য অলঙ্কারে তোমার সুখ হওয়া দূরে থাকুক, তোমার মনে মদের আবির্ভাব হইবে, সুতরাং তাহা হইতে তুমি কখন সুখের আশা করিতে পার না।

আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে যে পরিবারে বিনয় আছে, তাহাতেই শান্তি বিরাজ করিতেছে। একটী স্ত্রীর বিনয় অনেক ব্যক্তির ক্রোধ উপশম করিতে পারে। সুতরাং সংসার মধ্যে কোন বিবাদ বিষম্বাদ ঘটিতে পারে না। যদি স্বামী ক্রোধপরায়ণ হন, তিনি পত্নীর বিনয় দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই ক্রোধকে বিদায় না দিয়া থাকিতে পারেন না। বিনীতা রমণী কোন দোষাবহ কার্য্য করিলে, তিনি নিজের বিনয় গুণে সকলের নিকট ক্ষমা প্রাপ্ত হন। লোকে তাঁহার দোষ দেখিয়া কোথায় তিরস্কার করিবে, না তাঁহার অকৃত্রিম বিনয় দেখিয়া একেবারে বিগলিতচিত্ত হইয়া যায়। নারীকুলভূষণ সীতাদেবীর আখ্যায়িকা হইতে আমরা এবিষয়ের একটী সামান্য উদাহরণ নিম্নে প্রকটন করিতেছি, পাঠিকাগণ! তাহার আশ্চর্য্য সুন্দর ভাব হৃদয়ে গ্রথিত করিয়া রাখিবেন।

যখন পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতার আদেশে দণ্ডকারণ্যে সীতার সহিত

বাস করেন তখন তিনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও সীতার বিনয় গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এত যে বনবাসের কষ্ট, তাহা তাঁহাদের চন্দ্রানন দেখিয়া সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হইতেন। একদিন রামচন্দ্র কোন কার্য্যোপলক্ষে পর্ণকুটীর হইতে বহির্গত হইয়াছেন এবং সীতা ভাগীরথীর তটে যাইয়া হংস ও ক্রৌঞ্চ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ইত্যবসরে রাম প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সীতাকে দেখিতে উৎসুক হইলেন, কিন্তু তথায় দেখিতে না পাইয়া অনেক ক্ষণ উৎসুক চিত্তে সীতার আগমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সীতা পক্ষীদিগের ক্রীড়ায় মগ্ন ছিলেন, আত্মবিস্মৃতি ক্রমে অনেক বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন। পরে যখন তাঁহার স্মরণ হইল, যে হয়ত আর্য্যপুত্র আমার বিলম্ব দেখিয়া ব্যাকুল হইয়াছেন, তিনি অমনি সেই সকল ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এদিকে রামচন্দ্র সীতার অনাগমনে কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং ঈষৎ কোপন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সীতা না জানি আর্য্যপুত্র কত রাগত হইয়াছেন, ভাবিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে দূর হইতে রামচন্দ্রকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ দেখিলেন। তখন সীতা অতিশয় কাতর হইয়া সুকোমল কর দুইখানি যোড় করিয়া, কাতর নয়নে, রামের দিকে চাহিয়া রহিলেন, আর চলিতে পারিলেন না। রামচন্দ্রও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভর্ত্তৃপরায়ণা সীতার ঈদৃশ বিনয় দেখিয়া তাঁহার ক্রুদ্ধহৃদয় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, তিনি অমনি ছুটিয়া গিয়া সীতার গলদেশ ধারণ করিলেন, এবং দুই জনেই অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কাহারও মুখ হইতে বাক্য বিনির্গত হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে রাম হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন প্রিয়ে! তুমি এরূপ বিনয় কোথা হইতে শিক্ষা করিয়াছ? কোথায় আমি তোমার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিব, না আমাকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলিলে-তোমাকে কি বলিব জানি না।"

বস্তুতঃ বিনয় জ্বলন্ত হৃদয়কে একেবারে শান্তিপূর্ণ করিতে পারে। আমরা যে কোন কোন পরিবারে সর্ব্বদা কলহ ও বিষাদ দেখি অবিনয়ই তাহার একমাত্র কারণ। যদি স্বামী রাগী হন, কিন্তু স্ত্রী বিনীতা হন,

তবে সে পরিবারে বিবাদাদি স্থান পাইবে না। যে নারী বিনয়ভূষণ পরিধান করিবেন তিনি নিজে যেখানে যে অবস্থায় থাকিবেন, সর্ব্বত্র সুন্দর ও সদানন্দচিত্ত থাকিবেন, অন্যেও তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতি ও আনন্দ লাভ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

কারাকুসুমিকা।

(৭৮ পৃষ্ঠার পর)

ভীষণ ফিনিষ্ট্রেল দুর্গ নিবিড় দুঃখ অন্ধকারে ভীষণতর বেশ ধারণ করিয়াছে। চার্নি এক এক করিয়া প্রত্যেক মুহূর্ত্ত গণনা করিতেছেন এবং 'পত্র বাহক কে' বিশেষ না জানাতে কখন তাহার দীর্ঘসুত্রিতার এবং কখন আপনার দুরাশা ও নির্ব্বোধতার নিন্দা করিতেছেন। চতুর্থ দিন উপস্থিত, পিসিওলা মৃতপ্রায়; গিরিহার্দীও আর গবাক্ষের নিকট আইসেন না, তাঁহার গৃহ হইতে কেবল প্রার্থনা ও দীর্ঘশ্বাসমিশ্রিত শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। গর্ব্বিত চার্নি নিরাশ হইয়া বৃক্ষটীর উপরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহারই জন্য তিনি আপনার যৎপরোনাস্তি হীনত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার জীবনের সেই একমাত্র সুখের নিদান, তাঁহার প্রণয়ের একমাত্র আধার বৃক্ষটীকে হারাইতে হইল! লুডোবিক উঠান পার হইয়া গেলেন। যে দিন হইতে চার্নির অবসাদ বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই দিন অবধি কারাধ্যক্ষ তাঁহার প্রতি পূর্ব্ববৎ কঠোর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি যেমন কাজে চার্নিকে সাহায্য করিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রতি দয়ালুতা প্রকাশ করিতেও ক্ষান্ত হইলেন।

চার্নি দুঃখের জ্বালায় বলিয়া উঠিলেন "লুডোবিক: আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি?"

সে বলিল "কিছুই নয়।"

কাউন্ট তাহার হস্ত ধরিয়া বিলাপ স্বরে কহিলেন "আচ্ছা, তবে ইহাকে এখন রক্ষা কর। অধ্যক্ষকে এবিষয় জানাইবার প্রয়োজন নাই। টবে করিয়া আমাকে কিছু কর্দ্দম আনিয়া দেও—এক নিমেষে পাথর সরাইয়া ফেলিব। গাছটীকে স্থানান্তর করিব।"

লুডোবিক হাত টানিয়া লইয়া উগ্রভাবে বলিলেন "আমাকে স্পর্শ করিও না। তোমার গাছ চুলোয় যাক্, তাহা হইতে অনিষ্ট বই কোন ইষ্ট হয় নাই। তোমার নিজের বিষয়ে তোমাকে সাবধান করিতেছি, আবার তোমার পূর্ব্বের ন্যায় পীড়াক্রান্ত হইবার উপক্রম দেখিতেছি। তুমি বরং উহাকে সিদ্ধ করিয়া এক চুমুকে খাইয়া ফেল, বালাই এককালে দূর হউক।"

চার্‌নি ক্রোধে অধৈর্য্য হইলেন।

লুডোবিক বলিলেন "যাহউক ইহাতে কেবল তোমার নিজের ক্ষতি হইলে নিজেই ভোগ করিতে, কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য মক্ষিকাধারী—সে নিশ্চয়ই আর তার কন্যাকে পাইবে না।"

চার্‌নি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "তাঁর কন্যা!" "হাঁ, তাঁর কন্যা। তুমি ঘোড়ায় চাবুক মারিতে পার, কিন্তু কে জানে গাড়ী কোথায় গিয়া পড়িবে! তুমি একখান তলওয়ার ছুড়িতে পার, কিন্তু ইহা কাহাকে আঘাত করিবে কে বলিতে পারে? আমি বোধ করি, তাহারা পথ-প্রদর্শকের নিকট হইতে জানিয়াছে, তুমি সম্রাটকে পত্র লিখিয়াছ।"

চার্‌নি আর সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া বারংবার বলিলেন "তাঁর কন্যা! তাঁর কন্যা।"

"কেন, তুমি কি ভেবেছিলে, যে, তারে করিয়া তোমার খবর যাইবে?"

চার্‌নি দুই হস্তে আপনার মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

কারারক্ষক বলিতে লাগিলেন "একথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে এবং এবিষয়ে অগ্রে যে আমার সন্দেহ হয় নাই ইহা তোমার সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। কিন্তু বালিকা আর তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইবে না, গিরহার্দী এই রূপ শুনিয়াছেন। যাহউক এখন তোমার আহার ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।"

কাউণ্ট নিরাশ হইয়া চৌকীর উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন। পিপিওলার দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মৃত্যু দেখা অপেক্ষা এককালে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য একবার মনস্থ করিলেন; কিন্তু প্রাণ ধরিয়া তাহা করিতে পারিলেন না। যে বালিকা তাঁহার জন্য প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, এবং

তজ্জন্য আপনাকে ও বৃদ্ধ পিতাকে গুরুতর দণ্ডগ্রস্ত করিল, তাঁহার সাধুতা উল্লেখ করিয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন "হা! যদি একবার তোমাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে দেয়, সেই অনুগ্রহ লাভার্থ আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জীবনার্দ্ধ পরিত্যাগেও প্রস্তুত আছি। ধন্য কন্যা, ধন্য পিতা, তোমাদের সাধুতাকে ধন্যবাদ।"

ঘণ্টার্দ্ধকালের মধ্যে কারাগারের অধ্যক্ষ দুই জন কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উঠানে উপস্থিত হইলেন এবং চার্‌নিকে তাহার কুটির মধ্যে আসিতে অনুরোধ করিলেন। কারাধ্যক্ষের মস্তক টাকপড়া এবং গোঁপযোড়া জমকাল। তাহার বাম অক্ষর মধ্যস্থল হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত একটি দাগ আছে তাহাতে তাহার মুখশ্রী আরও হতশ্রী হইয়াছে। কিন্তু নিজের মতে তিনি এক জন বড় দরের লোক এবং উপস্থিত কার্য্যে যে রূপ গর্ব্বিত ও কঠোর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন সচরাচর এরূপ কখন দেখা যায় না। তিনি এই বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন যে ফিনেষ্ট্রেল দুর্গে চার্‌নির প্রতি কোন দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আছে কি না তিনি তাহা বলুন। কারাবাসী তাহাতে 'না' বলিলেন। তখন সেই গৌরবান্বিত ব্যক্তি বলিলেন "মহাশয়! আপনি জানেন আপনার রোগের সময় আপনার প্রতি যত্নের কিছুমাত্র ক্রটি হয় নাই। আপনি যদি ডাক্তারের ব্যবস্থানুসারে না চলিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহার বা আমার কোন অপরাধ হইতে পারে না, দেখুন, আপনি ইচ্ছামত উঠানে বেড়াইতে পারিবেন, এই অসাধারণ অনুগ্রহটী তদবধি আপনার প্রতিই প্রদর্শিত হইয়াছে।" চার্‌নি তাঁহাকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

কারাধ্যক্ষ যেন মনঃপীড়াগ্রস্ত হইয়া বলিলেন "যাহা হউক আপনি কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছেন; পিডমণ্টের শাসন কর্ত্তার নিকটে আমাকে অপমানিত করিয়াছেন। আপনি সম্রাটের নিকট এক খানি আবেদন পত্র পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া তিনি আমার সতর্কতার প্রতি সন্দিহান হইয়াছেন।"

চার্‌নি তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন "তবে কি সম্রাট পত্র পাইয়াছেন?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"তিনি কি বলেন?" এই কথা বলিয়া চার্‌নি কম্পান্বিতহৃদয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন?

"তিনি কি বলেন! কারাগারের নিয়ম ভঙ্গ করাতে তোমাকে পুরাতন দুর্গের একটী কুটির মধ্যে আবদ্ধ হইতে হইবে এবং এক মাসের মধ্যে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে না।"

চার্‌নি আশায় নিরাশ হইয়া হৃদয়ের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিলেন "কিন্তু সম্রাট কি এই আজ্ঞা করিয়াছেন?"

কারাধ্যক্ষ বলিলেন "এরূপ সামান্য বিষয়ে সম্রাট মনোযোগ দেন না" এই কথা বলিতে বলিতে তথায় যে একখানি মাত্র কেদেরা ছিল তাহাতে গর্ব্বিত ভাবে উপবেশন করিলেন।

"কেবল ইহাই নয়; তোমার সংবাদাদি চালাইবার উপায় যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন তুমি যে আরও অনেক প্রকারে মনের কথা অন্যের নিকটে চালনা করিয়া থাক এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। সম্রাট ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে তুমি কি কিছু লিখিয়াছ।"

চার্‌নী প্রত্যুত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না। কারাধ্যক্ষ পুনরায় বলিলেন "সম্রাট আমাদিগকে তোমার কাছে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছেন; কিন্তু আমার কর্ম্মচারিগণ তোমাকে পরীক্ষা করিবার অগ্রে বল কোন আত্ম দোষ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছ কি না? ইহা দ্বারা তোমার ভবিষ্যতে মঙ্গল হইবে?"

কারাবদ্ধ ব্যক্তি তথাপিও নিস্তব্ধ।

"কর্ম্মচারিগণ তোমাদিগের কর্ত্তব্য সাধন কর।" কর্ম্মচারিগণ প্রথমে রন্ধন শালায় ধূম-নির্গমন স্থানে অনুসন্ধান করিল; তৎপরে তাহারা কাউন্টের শরীর এবং তাঁহার কাপড়ের ভাঁজ সকল খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল, তাবৎকাল কারাধ্যক্ষ এদিক ওদিক করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যদি চার্‌নি আবশ্যক কাগজ পত্র লুকাইয়া থাকে, অথবা পলায়নের পন্থা করিয়া থাকে এই আশঙ্কায় তক্তার উপরে সজোরে বেত্রের আঘাত করিতে করিতে বেড়াইতে লাগিলেন। কর্ম্মচারীরা

কিঞ্চিৎ কালীপূর্ণ একটী ক্ষুদ্র বোতল ভিন্ন তথায় কিছুই বাহির করিতে পারিল না। যাহা পাওয়া গেল, তাহা আবার কারারক্ষকের। পরিচ্ছদাধারটী কেবল সন্ধান করিতে অবশিষ্ট রহিল। যখন তাহারা তাহার চাবি চাহিল, চারনি সহজ ভাবে না দিয়া তাহা ছুড়িয়া ফেলিলেন। কারাধ্যক্ষ এক্ষণে রাগবশতঃ সমুদায় ভদ্রতা পরিত্যাগ করিলেন। যখন পরিচ্ছদাধার খুলিয়া কর্ম্মচারিগণ বলিয়া উঠিল "এই বারে ধরিয়া ফেলিয়াছি ধরিয়া ফেলিয়াছি," তখন তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কর্ম্মচারীরা দেরাজের এক গুপ্ত স্থান হইতে আষ্টে পৃষ্ঠে লেখা কতকগুলি রুমাল বাহির করিল এবং সে সকল চারনির চক্রান্তকারিতার দৃঢ় প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইল। চারনি যখন আপনার অতি যত্নের সামগ্রী সকলের এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিলেন, তখন তিনি যে কেদেরায় অবসন্ন হৃদয়ে বসিয়াছিলেন তাহা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রুমালগুলি গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু যদিও তিনি মুখ ব্যাদান করিয়া রহিলেন, তাঁহার জিহ্বা হইতে একটী কথা বহির্গত হইল না। চারনির এই প্রকার ভাবভঙ্গী দেখিয়া কারাধ্যক্ষ প্রাপ্ত দ্রব্য গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন এবং বোতল, রুমাল প্রভৃতি একত্র করিয়া বাঁধিতে আজ্ঞা দিলেন। একখানি কাগজে ইহাদিগের অনুসন্ধান বিবরণ লিখিত হইল এবং তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিবার জন্য চারনির প্রতি আদেশ করা হইল। কাউন্ট এক প্রকার মুখভঙ্গী করিয়া অস্বীকার করিলেন; ইহাতে তাঁহার অপরাপর দোষের সহিত এটীও একটী দোষ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। এক্ষণে চারনির মনে যে কষ্ট উপস্থিত হইল, প্রাণপ্রিয় প্রণয়িণীর প্রতিকৃতি ও তাহা নিদর্শন পত্র সকল যে প্রণয়ী হারাইতে বসিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্যে অনুভব করিতে পারে না। পিসিওলাকে বাঁচাইবার জন্য তিনি অহঙ্কার—এমন কি আত্মগৌরব পর্য্যন্ত খর্ব্ব করিতে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এক প্রাচীন ব্যক্তির হৃদয়ে আঘাত দিয়াছেন এবং তাঁহার কন্যার আত্মাও দুঃখময় করিয়াছেন। হা! যে একটী মাত্র বস্তু তাঁহার জীবনের সুখশান্তির নিদান ছিল, তাহা নিষ্ঠুর রূপে তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইল! তাহার স্মরণার্থ যে সকল নিদর্শন ছিল তাহাও অপহৃত হইল!!

স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ যোগ্য বয়ঃক্রম।

(৮৯ পৃষ্ঠার পর।)*

"দুই জন বালিকার ৮ বৎসরের পর, ১৪ জনের ৯ বৎসরের, ২২ জনের ১০ বৎসরের, ৪৬ জনের ১১ বৎসরের, ৬১ জনের ১২ বৎসরের, ২২ জনের ১৩ বৎসরের, ১৮ জনের ১৪ বৎসরের, ৬ জনের ১৫ বৎসরের, ২ জনের ১৭ বৎসরের এবং ১ জনের ২৮ বৎসরের পর প্রথম ঋতু হয়। অভাব পক্ষে কয়েকটী বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাও উল্লেখ করা আবশ্যক। এক জনের ১৫, ৪ জনের ১৪, ১ জনের উনিশ ও ১ জনের চল্লিশ বৎসরের উর্দ্ধেও ঋতু সঞ্চার দেখা যায় নাই। শেষোক্ত দুইটী দৃষ্টান্ত অস্বাভাবিক এবং কোন প্রকার অপরিজ্ঞাত শারীরিক বিকৃতি হইতে উৎপন্ন, অবশ্য বলিতে হইবে। সকল দৃষ্টান্ত গুলি একত্র করিয়া ধরিলে গড়ে ১১ বৎসর, ৯ মাসের পর ঋতুর প্রারম্ভ হয়। কিন্তু যে সকল দৃষ্টান্তের নিশ্চয় সময় জানা গিয়াছে তাহা গোটে ধরিলে ১২ বৎসর, ১ মাসের পর ঋতুকাল নির্দ্দেশ করিতে হয়। সুশ্রুতের নির্দ্দিষ্ট সময় গড়ে ধরিলেও এইরূপ হয়। কিন্তু সুশ্রুতের লিখন ভঙ্গী অনুসারে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট সময় যদি ঋতু দর্শনের ন্যূনকল্প সময় হয়, তাহা হইলে তাঁহার সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ঋতুর ন্যূনকল্প সমা কমিয়া আসিয়াছে সিদ্ধান্ত করিতে হইবে এবং ইহা বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

জলবায়ু, স্থান সন্নিবেশ, ভূমির প্রকৃতি এবং চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য অবস্থা প্রভাবে ঋতুকাল, তাহার আরম্ভ এবং পশ্চাৎবর্ত্তী নিয়মিত দর্শনক্রম অথবা এককালে অদর্শন এ সকলের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হয় কি না, তাহা অদ্যাবধি অনিশ্চিত রহিয়াছে। যে সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে, বিশেষ সতর্কতা পূর্ব্বক এবং সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সকল ঠিক বিবেচনা করিয়া যে তদ্বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হইয়াছে তাহা আমার

* বর্ত্তমান কালে কত বয়সে হিন্দুবামাগণের প্রথম ঋতুকাল উপস্থিত হয়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল স্বয়ং ও বিশস্ত বন্ধুগণ দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া তাহার (বৎসর ও মাস পর্য্যন্ত ধরিয়া) একটী তালিকা দিয়াছেন, এস্থলে তাহার স্থূল বিবরণ মাত্র প্রকটিত হইল।

বোধ হয় না। কেবল বাহ্য দর্শন করিয়া সুবিধা মত কতকগুলি উদাহরণ গ্রহণ করিলে স্বতঃ এই বিশ্বাস হইতে পারে যে ঋতুকালের সহিত জল বায়ুর বিশেষ যোগ আছে। শীত প্রধান দেশে ইহা বিলম্বে ও উষ্ণ প্রধান দেশে সত্বর সংঘটিত হয়। এই জন্য যে সকল অবস্থার সহিত এবিষয়ের কোন না কোন প্রকার যোগ থাকিতে পারে তাহা সাবধানে নিরূপণ করিয়া আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি যে জলবায়ুর যদি কোন প্রভাব থাকে তাহা যৎসামান্য—এমন কি অসংখ্য ভাগের এক ভাগ বলিলেও বলা যায়। লণ্ডন অপেক্ষা কলিকাতায় (বঙ্গদেশের কথা বলিতেছি না) প্রথম ঋতুকাল যে শীঘ্রতর তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এভিন্নতা উভয় স্থানের সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার ভিন্নতা নিবন্ধন বোধ হয়। আমি বঙ্গদেশ গণনা স্থলে ধরি নাই তাহার কারণ এই, নগর ও পল্লি-গ্রামের ঋতুকালের যে বিস্তর বিভিন্নতা হয় তদ্বিষয়ে নিশ্চয় প্রমাণ পাই-য়াছি। প্রথম ঋতুকালের যে তালিকা করা গিয়াছে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পবয়সে ঋতু সঞ্চার কলিকাতার ধনি-পরিবারের মধ্যে হইয়াছে। বিলাসীরূপে আহার বিহার, শিশুস্বামী ও শিশুভার্য্যার সহিত সর্ব্বদা দেখা শুনা এবং নির্ব্বোধ পিতা মাতার বালক ও বালিকাকে অল্প বয়সে পিতা মাতা হইতে দেখিবার ইচ্ছা, এইসকল বিকৃত প্রৌঢ়াবস্থার প্রধান কারণ, ইহা বালকের পক্ষে যেরূপ বালিকার পক্ষেও সেই রূপ শোচনীয়।

বাল্যবিবাহ রূপ কুপ্রথা বর্ত্তমান কালে বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশে বিশে-ষতঃ কলিকাতায় একশেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে ইহা বলা আবশ্যক। কিছু দিন পূর্ব্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশেও একটী ভদ্রাচার দ্বারা এই কুপ্রথার অনিষ্টকারিতা কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইত; অর্থাৎ বিবাহিত বালক ও বালিকার কিছু বয়োবৃদ্ধি না হইলে প্রকৃত বিবাহ অনুষ্ঠান, তাহাদিগের পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও পরিচয়, সম্পন্ন হইত না। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই কঠিন প্রাচীন নিয়ম অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং এক্ষণে বিবাহের মন্ত্রপাঠ হইলেই প্রায় শারীরিক বিবাহের সূত্রপাত হয়। অতএব সাধারণ বুদ্ধি এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে ন্যূনকল্পে যে বয়সে বিবাহ হইলে পূর্ণাবয়ব সন্তান সকল প্রসূত

হইতে পারে এবং মাতার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত না হয় তাহা অবধারণ নিমিত্ত আর কালবিলম্ব করা কোনমতে কর্ত্তব্য নহে।

দেশাচার প্রতিপোষকগণ বলেন এদেশে অল্প বয়সে স্ত্রীজাতির যৌবন কাল উপস্থিত হয় অতএব বাল্যবিবাহ যে অপরিহার্য্য আবশ্যকতার নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করা গিয়াছে তদ্দ্বারা নিশ্চয় বলা যায়, যে বাল্যবিবাহই বাল্য যৌবনের প্রতি কারণ। সুস্থ সন্তান উৎপাদন করা যে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ নাই এবং যে বয়সের পূর্ব্বে সন্তান সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইতে পারে না, সে বয়সে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা শারীরবিজ্ঞান শাস্ত্রমতে অবিধেয়। ঋতুর প্রারম্ভ যৌবনের চিহ্ন বলিয়া অবধারণ করা যায়। কিন্তু যে বালিকার ঋতু আরম্ভ হইয়াছে, সে যে সুস্থ সন্তান প্রসব করিতে সক্ষম এরূপ বিবেচনা করা অপেক্ষা দারুণ ভ্রম আর কিছুই নাই। দন্ত কঠিন পদার্থ চর্ব্বণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু দন্তোদগম হইবা মাত্র শিশু কঠিন পদার্থ দ্বারা জীবন ধারণে সমর্থ এরূপ বিবেচনা নিতান্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। কঠিন দ্রব্য চর্ব্বণ করিয়া পাছে তাহার কোমল দন্ত ভগ্ন হয় তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষ চিন্তা হইয়া থাকে। সেইরূপ যখন আমরা কোন বালিকার ঋতুর প্রারম্ভ দেখিতে পাই, তখন তাহার নিয়মিত গতি ও ক্রম কেবল অবধারণ করিলে হইবে না, কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে যে সময়ে শারীরিক পূর্ণ উন্নতি দ্বারা স্ত্রীলোক মাতা হইবার উপযুক্ত হন এবং যাহাতে তাঁহার আপনার বা সন্তানের কোন অনিষ্ট না হয় তাহাও সতর্কতা পূর্ব্বক দেখিতে হইবে। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অল্প বয়সে সন্তান হইলে সে সন্তান যে রূপ অল্পায়ু ও দুর্ব্বল হয়, সেই রূপ তাহাতে মাতারও স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানি হইয়া থাকে। আমি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা এবিষয়টী দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি। আমাদের স্ত্রীলোকগণ যাবজ্জীবন যে অসংখ্য পীড়া ভোগ করে অথবা অল্প বয়সে যে সকল পীড়ায় আক্রান্ত হয় বাল্যবিবাহ কুপ্রথা অর্থাৎ অকাল যৌবন ও অকাল মাতৃত্বই তাহার মূল কারণ।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমাদিগের যে ভগিনী ও কন্যাগণ সন্তানবতী হইবেন এবং যে ভাবিবংশীয় গণের উন্নতির উপর এদেশের প্রকৃত কল্যাণ নির্ভর করিতেছে তাহাদের অনুরোধে স্ত্রীলোকদিগের ন্যূনকল্প বিবাহ কাল বর্ত্তমান নির্দ্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অধিক করিয়া স্থির করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। বিবাহের পর উপরি উক্ত প্রাচীন কঠোর নিয়ম যদি রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে চতুর্দ্দশ বা দ্বাদশ বৎসর বিবাহ যোগ্য বয়স নির্দ্দিষ্ট করিলে ক্ষতি নাই। কিন্তু সময়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা অসম্ভব বা অসঙ্গত হইয়া পড়িয়াছে, অতএব আমি ১৬ বৎসর স্ত্রীলোকদিগের ন্যূনকল্প বিবাহ যোগ্য বয়স নির্দ্ধারণ করিলাম।”

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ও পারিতোষিক।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষয়িত্রী অভাবে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে অসংখ্য প্রতিবন্ধক দেখা যায় তাহা যথাসাধ্য দূর করাই এই বিদ্যালয়টীর উদ্দেশ্য। ইহার সহিত বয়স্কা ছাত্রীদিগের শ্রেণীও আছে, তাহাতে অধিক বয়স্ক ছাত্রীগণ শিক্ষকতা কার্য্য করিতে ইচ্ছা না করিলেও পাঠোন্নতি ও সুশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে এরূপ একটী বিদ্যালয় অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত এবং মিস মেরী কার্পেন্টর যখন বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী স্থাপনের প্রস্তাব করেন তখন এদেশের অনেক সুবিজ্ঞ লোক অসাময়িক ও অসম্ভব বলিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বেথুন বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শিক্ষয়িত্রী শ্রেণী সংস্থাপিত হইলেও তাহার অবস্থা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহা রহিত করিবার মানস করেন এবং বয়স্কা ছাত্রী হিন্দু রমণীদিগের মধ্যে পাওয়া সুদূর-পরাহত বলিয়া তাঁহাদিগেরও সংস্কার দাঁড়াইয়া যায়। এমন সময় এই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের উদয় হইল। গবর্ণমেণ্টের সহায়তা,

অর্থবল বা দেশীয় সাধারণ লোকদিগের তাদৃশ উৎসাহ ইহার ভাগ্যে এসকলের কিছুই ঘটে নাই, তথাপি ছয়মাসের মধ্যে ইহা হইতে যে প্রকার সুফল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া কে না আশ্চর্য্য হইবেন? ইহাতে ইতিমধ্যে ২২ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা ছাত্রীত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং নিয়মিত রূপে আগমন ও অধ্যয়ন করিতেছেন। ছাত্রীদিগের অধিকাংশের বিদ্যালয়ের গমনাগমনের ব্যয়মাত্র প্রদত্ত হয়, তাহাতেই এত সংখ্যক পাওয়া গিয়াছে। এই ব্যয় অধিক দিতে সভা অসমর্থ বলিয়া আরও অনেকের ইচ্ছা থাকিলেও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন না। বয়স্কা শ্রেণীর ছাত্রীরা আবার নিজব্যয়ে আসিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ে একটী বিবী শিক্ষয়িত্রী ইংরেজী ও শিল্প শিক্ষা দেন এবং ভক্তিভাজন বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অন্যান্য সকল বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ন্যূনাধিক ১৫০৲ দেড়শত টাকা হইয়া থাকে, তজ্জন্য বামাকুল হিতৈষী মহাত্মাগণের দাতব্যের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর। এইরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়টীর কার্য্য চলিয়া গত আগষ্ট মাসের প্রথমে ইহার ষাণ্মাসিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী এবং ছাত্রীগণের পাঠোন্নতির বিষয়ে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের নিকট পরীক্ষকগণ যে মন্তব্য পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি, পাঠক পাঠিকাগণ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। পরীক্ষকগণ সামান্য লোক নহেন, সকলেই সুবিখ্যাত মহোপাধ্যায়, তাঁহাদিগের বাক্য অপেক্ষা বিশ্বাস যোগ্য দৃঢ় প্রমাণ আর কিছুই নাই।

"মহাশয়!

আমি আপনার স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া যে কেবল অসীম সন্তোষ লাভ করিলাম, এমন নহে, আমি অত্যন্ত বিস্মিতও হইলাম। কি আশ্চর্য্য! এত অল্প দিনের মধ্যে এরূপ শিক্ষা কি রূপে হইল! আমার প্রশ্ন গুলি (আমার বিবেচনায়) অত্যন্ত কঠিন ছিল, অধিক কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা পরীক্ষাতে ও এরূপ প্রশ্ন থাকে না। (আপনার অনুরোধ বশতঃ আমি এত কঠিন প্রশ্ন

অনিচ্ছা পূর্ব্বক দিয়াছিলাম) সুতরাং প্রশ্ন দিবার সময় মনে হইয়াছিল, অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর দিতে ছাত্রীরা অসমর্থ হইবেন। কিন্তু পরীক্ষা কালে দেখিলাম, প্রায় সকল প্রশ্নেরই উত্তর সকলে দিয়াছেন। আর একটী প্রশংসা এই যে সকল ছাত্রীরই হস্তাক্ষর গুলি উৎকৃষ্ট। সচরাচর স্ত্রীলোকদিগের যে রূপ অক্ষর হইয়া থাকে ইঁহাদিগের সে রূপ অক্ষর নহে, পুরুষের মত অক্ষর এবং লিখিবার প্রণালী হইয়াছে।

সাধারণ্যে মত প্রকাশ করিতে হইলে আমি নিঃসন্দেহ কহিতে পারি যে এই তিন্ জন ছাত্রী বাঙ্গালা ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন।

ছাত্রীদিগের এই উন্নতি আপনাদিগের অন্তরিক যত্নের ফল সুতরাং আপনারা আমাদিগের সহস্র ধন্যবাদের পাত্র হইতেছেন।

পরীক্ষক।
শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন।
(সংস্কৃত কলেজের প্রতিনিধি অধ্যক্ষ)।

পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ছাত্রীর নাম	পরীক্ষার ফল পূর্ণ সংখ্যা ১০০।
শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন	৬৯
শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী	৬৪
শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরি	৬০

"মহাশয়!

আমি আপনাদের স্ত্রীনর্ম্যাল বিদ্যালয়ের তিনটী ছাত্রীর পদার্থ-বিদ্যা বিষয়ক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছি, তাঁহারা যে রূপ লিখিয়াছেন তাহা আমার আশাতীত। আমি যে প্রণালী অনুসারে বিশ্ব বিদ্যালয়ের বা নিজ নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের বা অন্য কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের পরীক্ষা করিয়া থাকি সেই প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক এই তিনটী ছাত্রীর উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করিয়াছি। প্রদত্ত উত্তরের সম্পূর্ণ কি

আংশিক বর্ণাশুদ্ধি, ও লিখনের পারিপাট্য বিবেচনা করিয়া সংখ্যা প্রদান করিয়াছি, ইহাতে পূর্ণসংখ্যা এক শতের মধ্যে

রাজলক্ষ্মী—৭৩

রাধারাণী—৬৮

সৌদামিনী—৫১

সংখ্যা পাইয়াছেন। সামান্যতঃ যাঁহারা অর্দ্ধ বা তদধিক সংখ্যা প্রাপ্ত হন তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট বলা যায়; অতএব ইঁহারা তিন জনেই উৎকৃষ্ট হইয়াছেন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অপর এই সকলের কাগজ যে রূপ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নরূপে লিখিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি অতি আহ্লাদিত ও চমৎকৃত হইয়াছি; এবং নিশ্চয় বলিতে পারি আমার অধীন নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এরূপ পরিষ্কার লিখিতে অক্ষম। আর আমি আমার যে যে সহকারী শিক্ষক মহাশয়কে এই সকল কাগজ দেখাইয়াছি তাঁহারাও সে সকল দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও চমৎকৃত হইয়াছেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি যে যদি অন্যান্য বিষয়ে ইঁহারা এইরূপ উৎকৃষ্ট পরীক্ষা দিয়া থাকেন তাহা হইলে পরমাশ্চর্য্যের বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। এত অল্প কাল মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ফল বোধ হয় কেহই কখন দেখেন নাই। ইহাতে আমার বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে আপনাদিগের বিদ্যালয়ের শিক্ষক যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছেন ও ছাত্রীরাও প্রগাঢ় অভিনিবেশের সহিত শিক্ষা করিয়াছেন। পরিশেষে আমার এই অনুরোধ যে যদি কোন বিশেষ বাধা না থাকে তবে আপনারা এই সকল উত্তরের কাগজের মধ্যে উত্তম নির্ব্বাচন করিয়া কোন সমাচার পত্রিকা বা সুলভ পত্রিকায় লিখিয়া প্রচার করিয়া দেন।

৫ই আগষ্ট ১৮৭১। — শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট নর্ম্যাল বিদ্যালয় — (নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ) পরীক্ষক।

“শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ১ম শ্রেণীর ছাত্রীরা রামায়ণ প্রশ্নের যে প্রকার উত্তর দান করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। রাজলক্ষ্মীর উত্তর গুলি অধিকতর হৃদয় পরিতোষক হইয়াছে। এই শ্রেণীতে

থাকিয়া ইহারা কিছু দিন পড়া শুনা করিলে আপনাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই। ইহাদিগের শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষকের যে সাতিশয় যত্ন আছে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল।

প্রথম রাজলক্ষ্মী সেন
দ্বিতীয় সৌদামিনী কাস্তগিরি
তৃতীয় রাধারাণী লাহিড়ী

১২৭৮ সাল
১০ শ্রাবণ।

শ্রীদ্বারকানাথ শর্ম্মা।
(সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য অধ্যাপক ও
সোমপ্রকাশ সম্পাদক।)

The three pupils of the 1st class answered fully the questions on the outlines of the four quarters of the Globe, but they did not do equally well in the Geography of India. The marks of the 1st class are on the average so high as 62½ per cent and conclusively shew that the pupils are doing well. &c &c.

RADHIKA PRASANNA MUKERJEE.
(*Deputy Inspector of Schools.*)

প্রথম শ্রেণীর তিনটী ছাত্রী ভূগোলের চারি খণ্ডের সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক প্রশ্ন গুলির সম্পূর্ণ উত্তর দান করিয়াছেন, কিন্তু ভারতবর্ষের বিবরণ বিষয়ে তাদৃশ উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। প্রথম শ্রেণীর প্রাপ্ত সংখ্যা গড়ে শতকরা ৬২॥০ হইয়াছে, ছাত্রীগণ যে উৎকৃষ্ট রূপ শিক্ষা লাভ করিতেছেন এই উচ্চসংখ্যা দ্বারা তাহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে। &c. &c.

শ্রীরাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
(ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর।)

In sending the marks of the English Examination I have to express my extreme satisfaction at the Examination. The papers are all good. The students of the First Class came very near each other I feared I should have had greater difficulty in classi-

fying them. It was not until I made up my marks that I saw how they stood. The spelling asked, was perhaps above the standard which placed the marks lower than might have happened. The First Class papers, are however a decided success, meriting very great praise, and I can only say that they have far surpassed what could have been expected. &. &.

MISS PIGOT.
(Scott Church Mission).

ইংরাজী পরীক্ষা সংখ্যা পাঠাইবার সময়, এই পরীক্ষাতে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি ইহা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি। সকল উত্তরের কাগজ গুলিই উৎকৃষ্ট। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীগণ পরস্পরে প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছেন এবং তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করা কঠিন বোধ হইয়াছে। ফলতঃ আমি যতক্ষণ সংখ্যা নির্দ্ধারণ না করিলাম, ততক্ষণ কে উৎকৃষ্ট কে নিকৃষ্ট বুঝিতে পারি নাই। বানান সকল ছাত্রীদিগের ক্ষমতার অধিক জিজ্ঞাসা হইয়াছিল, তজ্জন্য সংখ্যা যেরূপ হইতে পারিত তদপেক্ষা কিছু ম্লান হইয়াছে। যাহাহউক প্রথম শ্রেণীর উত্তর সকল নিঃসংশয় সম্পূর্ণ উৎকৃষ্ট ও অতীব প্রশংসনীয় হইয়াছে। আমি কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে পরীক্ষাফল যার পর নাই আশাতীত হইয়াছে। &. &

মিস পিগট।
(বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ।)

I examined the First Class of the Female Normal School in connection with the Indian Reform Association in History and Arithmetic and the Second Class in Arithmatic and Geography. The First Class contains 3 pupils and Second eight. The result of the examination has been, on the whole quite satisfactory. The History answers of the First Class are especially excellent. I know not what to do admire most, the neatness of the handwriting, the accuracy of the language, and correctness of the matter, all deserve very high praise. Indeed such papers would

do credit to the very best pupils of the best Vernacular School in Bengal.

TARINEE CHURN CHATTERJEE.
(*Head Master Sanskrit College.*)

আমি ভারত সংস্কার সভান্তর্গত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস ও অঙ্ক এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অঙ্ক ও ভূগোল পরীক্ষা করিলাম। প্রথম শ্রেণীতে ৩ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৮ জন ছাত্রী। সাধারণতঃ পরীক্ষার ফল সন্তোষকর বলিতে হইবে। বিশেষতঃ প্রথম শ্রেণীর ইতিহাসের উত্তর সকল অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদিগের হস্তাক্ষরের পারিপাট্য, ভাষার বিশুদ্ধতা এবং লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য ইহার কোন্‌টীর অধিক প্রশংসা করিব জানি না, সকল বিষয়ই নিরতিশয় প্রশংসার যোগ্য। বস্তুতঃ এ প্রকার উত্তর বঙ্গদেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ লিখিতে পরিলেও তাহাদিগের গৌরবের বিষয় হইত।

শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
(সংস্কৃত কালেজের প্রধান শিক্ষক।)

এইরূপ পরীক্ষা ফল যার পর নাই আনন্দকর বলিতে হইবে। ইহা কি ছাত্রীগণ, কি শিক্ষকগণ, কি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও সাহায্য-দাতাগণ সকলেরই গৌরবের বিষয় হইয়াছে। গবর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতিরেকে এ দেশীয় লোকে এরূপ একটী গুরুতর নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া যে এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা আমাদিগের জাতীয় গৌরব নিদর্শন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের অক্লান্ত যত্ন ও পরিশ্রম এই সুখকর ব্যাপারের প্রধান কারণ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে এবং তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ প্রদান করা কর্ত্তব্য।

৮ই আগষ্ট ছাত্রীগণের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হয়। সভাস্থলে অনেক গুলি ইউরোপীয় ও হিন্দুরমণী উপস্থিত হন এবং বিবী ফিয়ার স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। পারিতোষিকের পুস্তক ও

অন্যান্য দ্রব্যে ন্যূনাধিক ১০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে। যে যে শ্রেণীর যে যে ছাত্রী পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদিগের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

১ শ্রেণী।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন।
কুমারী সৌদামিনী কান্তগিরী।
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী।

২য় শ্রেণী।

শ্রীমতী যোগমায়া গোস্বামী।
" জগন্মোহিনী রায়।
" জগত্তারিণী বসু।
" সারদাসুন্দরী ঘোষ।
কুমারী সরলা বসু।

৩য় শ্রেণী।

শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন।
" কৃষ্ণবিনোদিনী বসু।
" বসন্তকুমারী মৈত্র।

শ্বাস ক্রিয়া।

জন্তুগণ নাসিকা দ্বারা বাতাস টানিয়া লয় এবং তাহাতেই তাহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়া থাকে, একথা কে না জানে? বাতাস অনবরত আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। আমরা জাগিয়াই থাকি বা ঘুমাইয়া পড়ি, ইচ্ছা করি বা না করি এই নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কার্য্য আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। করুণা-

ময় পরমেশ্বর আমাদিগের জীবন রক্ষার যদি এরূপ আশ্চর্য্য নিয়ম না করিয়া দিতেন তাহা হইলে কে বাঁচিতে পারিত? বস্তুতঃ শরীরের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ব্যবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে জগদীশ্বর স্বহস্তে সর্ব্বক্ষণ জীবগণের জীবন রক্ষা করিতেছেন। শ্বাসক্রিয়া না হইলে কেবল যে আমরা হাঁপাইয়া মরিয়া যাই তাহা নহে, আমাদিগের শরীর মধ্যে যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এবং যাহা দ্বারা শরীরের সকল অঙ্গ হৃষ্টপুষ্ট ও সবল হইতেছে তাহাও দূষিত হইয়া মৃত্যুর কারণ হইত। কিন্তু শ্বাসক্রিয়ার গুণে দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ হইয়া আশ্চর্য্য কৌশলে শরীরকে সুস্থ ও সবল করিয়া দিতেছে। এমন জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়টী জানিবার জন্য কাহার না কৌতুক হয়? আমরা নিম্নে শ্বাস ক্রিয়ার স্থূল বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

আমাদিগের শরীরের মধ্যভাগকে ধড় কহে, ইহা মেরুদণ্ড অর্থাৎ পিঠের দাঁড়া, ২৪ খানি পাঁজরা, কাঁধ এবং বুকের হাড় দিয়া গঠিত—ঠিক্ একটী পিঁজরার ন্যায়। ইহার চতুর্দ্দিক্ বহু প্রকার মাংস পেশী দ্বারা বেষ্টিত। এই ধড়ের ভিতরে বৃহৎ গহ্বর আছে তাহাকে উদরও বক্ষো গহ্বর কহে। ইহার নিম্নদেশে পাকযন্ত্র ও উপরিভাগে শ্বাস যন্ত্র; ইহাদিগের মধ্যে একখানি চামড়ার পরদা আছে, তাহাকে মধ্যচ্ছেদ বা মধ্য আচ্ছাদনী কহে। বক্ষো গহ্বরের দক্ষিণ ও বাম দুই দিকে শ্বাস যন্ত্রের দুইটী কল আছে তাহাদিগকে ফুস ফুস্ কহে। ইহারা হৃৎপিণ্ড, রক্তনালী এবং ফুস ফুস্ কোষ (১) দ্বারা পরস্পর হইতে ভিন্ন হইয়া আছে। ফুস্‌ফুস কোষ বা হৃদ্বেষ্ট (২) প্রত্যেক ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করিয়া বক্ষো গহ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া আছে। হৃদয় ও বাক্‌যন্ত্র (৩) যেখানে সংযুক্ত তাহাকে ফুস ফুস্ মূল কহে। শ্বাসনালী বাক্‌যন্ত্রের নীচে দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়া দুই ফুস ফুসের মূল হইয়াছে। এই শাখা আবার ঠিক্ বৃক্ষশাখার ন্যায় উপশাখা, প্রশাখাও ক্রমে আরও ক্ষুদ্রতর শাখার ন্যায় হইয়া এক একটী ফুস ফুসের অবলম্বন হইয়াছে।

(১) যে [illegible] ফুসফুসকে ঘেরিয়া আছে।

(২) [illegible] আধার হৃদয় যন্ত্রকে ঘেরিয়া আছে।

(৩) [illegible] বামাবোধিনী ৮৯ পৃষ্ঠা দেখ।

১। ফুস্ ফুস্ ও হৃদয়।

১—শ্বাসনালী

২—ফুস্ ফুস

৩—হৃদয় যন্ত্র

৪—দক্ষিণ ফুস ফুস
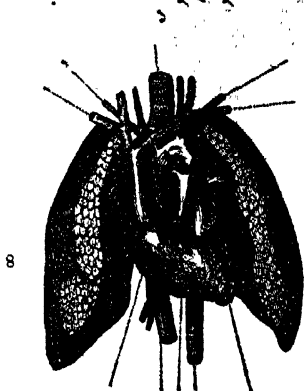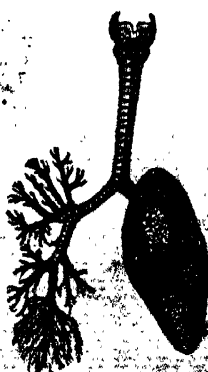
২। শ্বাসযন্ত্র।

২—শ্বাসনালী

৩—শ্বাসনালীর শাখা

৪—ফুস ফুস

৫—ফুস ফুসের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী

ফুস ফুসের আকার ছয়পার্শ্ব বিশিষ্ট; নিম্নদিকে প্রশস্ত ও গহ্বরা-কৃতি, উপরি ভাগ ক্রমশ সরু হইয়া ঘাড়ের নিকটে আসিয়াছে। তাহার অগ্রভাগ কিছু ভোঁতা। ইহার সম্মুখের দিক মসৃণ, উচ্চ এবং বিস্তারিত—বক্ষঃস্থলের ন্যায়। ভিতরদিক প্রশস্ত এবং হৃদ্‌বেষ্টিকা ও শ্বাসমূলের স্থান সমাবেশ জন্য গহ্বরবৎ। ইহার পশ্চাৎ ধার গোল, পঞ্জরের উপরিস্থ; সম্মুখ ধার পাতলা ও ধারাল—হৃদবেষ্টিকার উপরিস্থ। প্রত্যেক ফুস ফুস্ এক একটী বৃহৎ খাত দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত, উপরিভাগ ও নিম্নভাগ। উপরিভাগ ক্ষুদ্র ও কোণাল, নিম্নভাগ বৃহৎ ও চতুষ্কোণ। দক্ষিণ ফুস ফুসের উপরি অংশ আবার দুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত, এই জন্য ইহার সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী ভাগ এবং বাম ফুসফুসের ২টী ভাগ মাত্র দেখা যায়। ফুস ফুস্ ওজনে এক সের বা দেড় সের ভারী। স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষের অধিক ভারী হইয়া থাকে।

ফুস ফুস্ স্পঞ্জের ন্যায় হালকা ও ছিদ্রযুক্ত পদার্থে নির্ম্মিত। ইহা সুস্থাবস্থায় জলে ভাসে, জরায়ু শরীরে ও অসুস্থ অবস্থায় অধিক ভারি হয় এবং জলে ডুবিয়া থাকে। ইহা জন্মকালে গোলাপী রঙ্ এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ কালবর্ণ হয়। ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ (৪) আছে, বক্ষঃ-স্থল খুলিয়া ফেলিলে ইহা বায়ু ভরে সঙ্কুচিত হইয়া তিন ভাগের একভাগ হইয়া যায়। ফুস ফুসের মধ্যে সর্ব্বস্থানে শ্বাসনালী, রক্তনালী ও স্নায়ু বিস্তারিত হইয়া, ইহার সকল অংশকে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং এক এক অংশ এক একটী ফুস ফুস্ বলিয়া বোধ হয়। [illegible] মধ্যে [illegible] অসংখ্য ছিদ্র, ফুস ফুসের মধ্যেও সেইরূপ। প্র[illegible]ত্র বায়ুপূর্ণ হইয়া এক একটী বায়ুকোষ হইয়াছে। এক একটী বায়ুকোষ এক বুরুলের ৭০ ভাগ হইতে ২০০ শত ভাগের একভাগ পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম। ফুস ফুসের রক্তচালনা অন্যান্য অঙ্গের বিপরীত। অন্যান্য অঙ্গে [illegible]নাড়ীতে [illegible] রক্ত এবং শিরাতে দূষিত কাল রক্ত প্রবাহিত হয়;

(৪) [illegible] থাকাতে [illegible] সকলকে টানিয়া বাড়ান যায়, ছাড়িয়া ছোট করা যায়, [illegible] ছাড়িয়া দিলে [illegible] তাহাদের পূর্ব্বের আকার হয়। যেমন রবর [illegible]।

ইহার ধমনীতে কাল, শিরাতে লাল রক্ত বহিয়া থাকে। রক্তাধার হৃদয় যন্ত্র হইতে শ্বাস ধমনী দ্বারা ফুস ফুসের মধ্যে বিকৃত রক্ত চালিত হয়। এই ধমনী শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া চুলের ন্যায় সুক্ষ্ম সুক্ষ্ম প্রণালী আকারে বিস্তৃত হইয়া বায়ুকোষ সকলের চতুর্দ্দিকে প্রসারিত আছে। ইহাদের মধ্যস্থিত রক্ত বায়ুদ্বারা শোধিত হইয়া জালের সুত্রের ন্যায় রক্ত প্রণালী দ্বারা হৃদয়েতে ফিরিয়া আইসে।

নিশ্বাস বায়ু নাসিকা রন্ধ্র দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। পরে কণ্ঠনালী ও বাক্‌যন্ত্রের মধ্য দিয়া ফুস ফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হয়। এই বায়ুকোষ সকলের গাত্রে জালসুত্রের ন্যায় রক্তনালীতে রক্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে, নিশ্বাস বায়ু তাহার সহিত সহজে মিশ্রিত হয়। দূষিত রক্তে অঙ্গারক বায়ু থাকে তাহা প্রাণ হানিকর, নিশ্বাস বায়ু সেই অঙ্গারক বায়ু গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে স্বাস্থ্যকর অম্লজন বায়ু যোগাইয়াদেয়, ইহাতে রক্ত বিশুদ্ধ ও লোহিতবর্ণ হয়। নিশ্বাস বায়ু মলিন হইয়া প্রশ্বাস রূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। বুকের মধ্যে শূন্য স্থান সকল যখন নিশ্বাস বায়ুতে পরিপূর্ণ হয়, তখন শ্বাসযন্ত্র ও পাকযন্ত্রের মধ্যস্থিত 'মধ্য আচ্ছাদনী' পরদাটি নামিয়া পড়িয়া পেট ফুলাইয়া দেয় এবং কতকগুলি মাংসপেশী বিস্তারিত হইয়া পাঁজরা, বক্ষঃস্থলও ফুস ফুসের আয়তন বিস্তৃত করে। এই মাংস পেশী সকলের কার্য্য স্থগিত হইলে প্রশ্বাস কার্য্য সহজেই সম্পান্ন হয় অর্থাৎ পাঁজরা নিজের ভার ও স্থিতি স্থাপকতা গুণে বায়ুকে চাপিয়া বাহির করিয়া দেয়। সচরাচর ফুস ফুসের মধ্যে ২০০ শত ঘন বুরুল বায়ু থাকে এবং এক মিনিটের মধ্যে ১৫ হইতে ২০ বার নিশ্বাস কার্য্য হয়। শরীর চালনা অথবা পীড়াদি হইলে নিশ্বাস কার্য্য অধিক বার হইয়া থাকে। শরীর মধ্যে ফুস ফুস যন্ত্র সর্ব্বদাই চালিত হইতেছে এই জন্য অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা ইহাতে অধিক পীড়া হইবার সম্ভাবনা। শীত বা উত্তাপের বৃদ্ধি, বায়ুর পরিবর্ত্তন এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাব এইরূপ পীড়া সকলের কারণ। শ্বাসযন্ত্রের প্রধান প্রধান রোগ, কফ, কাশী, যক্ষ্মা রক্ত কাশ, হাঁপানী ইত্যাদি। কিন্তু মঙ্গলময় পরমেশ্বরের এইরূপ কৌশল যে তাঁহার নিয়ম অনেক ভঙ্গ না করিলে [illegible] পীড়া উপস্থিত হয় না।

গৃহ-চিকিৎসা।

সর্প-দংশন।

শরীরের কোন স্থানে সাপে কামড়াইলে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র পারা যায় তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থানের দুই তিন আঙুল উপরে প্রথমতঃ একটী বন্ধন দিতে হইবে। দড়ি, কাপড়ের ফালি, সূতা প্রভৃতি যে কোন বাঁধিবার বস্তু সম্মুখে পাওয়া যায় তাহা দ্বারা যতদূর সাধ্য শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে। প্রথম বন্ধনের দুই তিন আঙুল উপরে একটী দ্বিতীয় বন্ধন এবং তাহার দুই তিন আঙুল উপরে একটী তৃতীয় বন্ধন; এই প্রকারে দুই তিনটী বন্ধন দেওয়া আবশ্যক। বাঁধিবার বস্তু যদি অপর কিছু না পাওয়া যায় তবে বিলম্ব না করিয়া আপনার কাপড় বা চাদর চিরিয়া তাহার দ্বারা বাঁধা শ্রেয়। এমন শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে যেন সেই বন্ধনের দ্বারা শিরার রক্তসঞ্চালন এককালে বন্ধ হইয়া যায়। কারণ তাহা হইলে ক্ষত স্থানের বিষ শিরার মধ্য দিয়া রক্তের সঙ্গে আর শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। একটী কাঠী রজ্জুর বন্ধের মধ্য দিয়া কয়েক বার ঘুরাইয়া লইয়া বন্ধন দিলে উহা খুব শক্ত হইতে পারে।

এইরূপ বন্ধন দ্বারা রক্তের গতি রুদ্ধ হইলে এবং বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে তৎপরে ক্ষতস্থান হইতে বিষ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। অনেক ডাক্তার বলেন এক খান অস্ত্র দ্বারা ক্ষত স্থান ও তাহার চতুঃপার্শ্ব চিরিয়া দিয়া লোহার শলা, চাবী কিম্বা অন্য কোন লোহার দ্রব্য আগুনে পোড়াইয়া সেই উত্তপ্ত দ্রব্য দ্বারা ক্ষত স্থান পোড়াইয়া দিতে হইবে এবং তাহা হইলে ক্ষত স্থানের বিষ নাশ হয়।* কোন কোন ডাক্তার বলেন অস্ত্র দ্বারা শুধু ক্ষত স্থানের মুখটা একটু ফাঁক করিয়া লোহার তপ্তশলা

---

* কস্টিক, পেনশিল কিম্বা কস্টিক পটাস ক্ষতস্থানে ঘসিয়া দিলে পোড়ানর কাজ হয়। কিম্বা নির্জ্জল নাইট্রিক এসিড ([illegible] স্বর্ণকার দ্রাবক বলে) কারবলিক এসিড [illegible] লাইকর আমোনিয়া (এক প্রকার [illegible]শেদলের আরক) তুলি করিয়া ক্ষতস্থানে দিলেও ঐস্থান পুড়িয়া যায়। এই সকল ঔষধ ডাক্তার খানায় পাওয়া যায় এবং ইহার দুই একটা ঔষধ ঘরে সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল, কারণ বিপদের সময়ে বিশেষ উপকারে আসিতে পারে।

কিম্বা কোন জ্বলন্ত দ্রব্য তাহার খুব নিকট ধরিতে হইবে, তাহা হইলে আগুনের তাপ ঘার মধ্যে প্রবেশ করিয়া রস বাহির করিয়া আনিবে। সেইরূপ রস যতক্ষণ বাহির হইতে থাকিবে ততক্ষণ উত্তাপ দিতে হইবে। ক্ষত স্থানের চতুর্দ্দিকে ঘি দিলেও রস নির্গত হইবার পক্ষে সাহায্য হয়। এই প্রকারে যখনই রস নির্গত হইতে থাকিবে এক খান ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা তখনই তাহা মুছাইয়া দিতে হইবে।†

উপরি উক্ত উপায় সকল দ্বারা যন্ত্রণাদি এককালে নিবারিত হইয়া শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও রোগীর উত্তাপ সহ্য করা কষ্টজনক বোধ হইলে উহাতে ক্ষান্ত হইতে হইবে, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত যন্ত্রণা থাকিবে ও শরীর সুস্থ বোধ না হইবে ততক্ষণ ঐরূপ উপায় দ্বারা বিষনষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উহাতে নিবৃত্ত হইলে যদি পুনরায় যন্ত্রণাদি বোধ হয় তবে [illegible] তাহা আরম্ভ করিতে হইবে [illegible]ধর সর্প কোন [illegible] কামড়া[illegible] সে স্থানে এক [illegible] কনকন যন্ত্রণা অনুভব হয়। যদি কাহাকে সাপে কামড়ায় অথচ ঐরূপ কোন যন্ত্রণা অনুভব না হয় তবে তাহা বিষধর সর্প নয়, সুতরাং তাহার দংশন অনেক সময় অনিষ্টকর হয় না। কিন্তু তথাপি এককালে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া সাবধান হওয়া উচিত।

যদি কাহাকে সাপে কামড়ায় কিন্তু কামড়াইবার পরক্ষণেই বাঁধা না হয় কিম্বা এমন কোন স্থানে কামড়ায় যেখানে বাঁধা যায় না এবং সেই কারণে বিষ যদি শরীর মধ্যে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

কি দেশী কি বিদেশী অদ্যাপি সাপে কামড়ানর এমন ঔষধ বাহির হয় নাই যাহা খাইলে নিশ্চয় বিষ নষ্ট হইবে। আমাদিগের দেশে সাপে কামড়ানর অনেক ঔষধের নাম শুনা যায় কিন্তু এমন একটী ঔষধ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই যাহা সর্ব্ববাদি সম্মত ও সর্ব্বত্র প্রচলিত। যে ঔষধটী পরীক্ষা দ্বারা অনেক স্থলে বিষনাশক বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে তাহাই ব্যবহার করা বিধেয়। যিনি এমন কোন দেশী ঔষধ জানেন যাহা পরীক্ষা দ্বারা উত্তমরূপে জানিয়াছেন যে

† [illegible] দগের [illegible] বিষ নির্গত হইলে [illegible]স্থানে মুখে [illegible] ধরিয়া দেওয়া [illegible]।

খাইলে বিষ নাশ করে তিনি সেই ঔষধ ব্যবহার করিবেন; কিন্তু যাঁহারা সে প্রকার কোন ঔষধ জানেন না তাঁহাদিগের পক্ষে বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা যে ঔষধের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা সেবন করা শ্রেয়ঃ। কলিকাতা মেডিকেল কালেজের সুবিজ্ঞ ডাক্তার ফেরার সাহেব সর্প-দংশনের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ বাহির করিবার নিমিত্ত নানাবিধ দেশী ও বিদেশী ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু বিষের অমোঘ অস্ত্র স্বরূপ মনোমত ঔষধ একটীও বাহির করিতে পারেন নাই।

লাইকর আমোনিয়া নামক একটী ঔষধ বহুকাল হইতে সর্প বিষ নাশক বলিয়া প্রচলিত এবং এখনকার প্রকাশিত ও পরীক্ষিত ঔষধ সকলের মধ্যে উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরাও এখন ঐ ঔষধটী ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। অতএব এই ঔষধটী ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। রোগীর পীড়ার অবস্থা ও বয়স বিবেচনা করিয়া এইরূপ পরিমাণে ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে ১০।১৫ বা ২০ ফোঁটা ঔষধ কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিতে হইবে।

৫ পাঁচ বৎসর বয়স হইতে ১০।১২ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিকে ৮।১০ ফোঁটা ঔষধ উপরি উক্ত প্রকারে দেওয়া উচিত।

২ বৎসর হইতে ৪ বৎসর বয়সে ৩ তিন ফোঁটা হইতে ৮ আট ফোঁটা পর্য্যন্ত ঔষধ দেওয়া যায়।

১ এক বৎসরের শিশুকে ১ এক ফোঁটা হইতে ২ ফোঁটা পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।

অর্থাৎ প্রথমে অল্প পরিমাণে ঔষধ দিয়া যদি উপকার না হয় তবে ক্রমশঃ বেশি করিয়া দিতে হইবে এবং প্রথমে এক ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিলে যদি উপকার না হয় তবে আধ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে তাহাতেও প্রতীকার না হইলে ক্রমশঃ অবস্থা দেখিয়া এক কোয়াটর, দশমিনিট বা পাঁচ মিনিট অন্তর ঔষধ খাইতে দিতে হইবে। এই লাইকর আমোনিয়া ঔষধ সেবন করিয়াও যদি রোগীর বিষক্ষয় না হইয়া ক্রমশঃ শরীর বিষে আচ্ছন্ন হইতে থাকে তবে ব্রাণ্ডি হুইসকি, জিন প্রভৃতি তেজস্কর সুরা এক এক চামচ অল্পক্ষণ অন্তর পুনঃপুনঃ খাইতে দেওয়া উচিত। আরাম অধিক বৃদ্ধি হইলে দুই এক সেকণ্ড অন্তর

ঐরূপ কোন মদ্য খাইতে দেওয়া ভাল।

যদি এই প্রকার চিকিৎসা দ্বারা রোগী বিষ হইতে মুক্ত না হয়, ব্যারাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তবে এক জন সুবিজ্ঞ ডাক্তারকে ডাকিয়া চিকিৎসা করান শ্রেয়। কারণ যদি কোন উত্তম ঔষধ আদি আবিষ্কৃত হইয়া থাকে তাহা বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকদিগেরই জানিবার অধিক সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা রোগের প্রতীকার করিতে পারেন।

শরীরের গ্লানি ও যন্ত্রণাদি দূর হইলে বন্ধন সকল খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ তিন চারি ঘণ্টায় অধিক কাল বন্ধন রাখিলে রক্তের গতি রুদ্ধ হওয়ায় বন্ধনস্থান পচিয়া গিয়া শরীরের মহা অনিষ্ট হইতে পারে। যদি ক্ষতস্থান হইতে বিষ বহির্গত না হওয়ায় অধিকক্ষণ বন্ধন রাখা আবশ্যক হয়, তবে বন্ধন স্থানে একটী কাল দাগ পড়িলে তাহার কিঞ্চিৎ অগ্রে একটা নূতন বন্ধন দিয়া পরে পূর্ব্বের বন্ধনটী খুলিয়া দেওয়া উচিত।

রোগীর যাহাতে মন হইতে ভয় ও চিন্তা দূর হয় এরূপ সাহস ও উৎসাহজনক কথা তাহাকে সর্ব্বদা শুনাইতে চেষ্টা করা ভাল এবং যাহাতে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়া না পড়ে এবং শয্যায় শয়ন না করে তজ্জন্য তাহাকে বসিয়া রাখিবার ও তাহার চৈতন্য রক্ষার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে হইবে। এই কারণে কোন ঝাল ও তীক্ষ্ণ দ্রব্য তাহাকে চিবাইতে দিলে উপকার হয়। রসুন ও লুণ একত্র করিয়া মুখে লইয়া মধ্যে মধ্যে চিবাইলে ঐ কার্য্য হয়। সাপে কামড়াইলে রোগীর যদি আপনা হইতেই বমন হইতে থাকে তবে তাহা শুভ লক্ষণ। কারণ তাহাতে উপকার দর্শিয়া থাকে।

এরোমেটিক স্পিরিট অফ আমোনিয়া প্রভৃতি আমোনিয়া ঘটিত অন্যান্য ঔষধও সেবনার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। এবং আমোনিয়া ঘটিত ঔষধ সকল দ্বারা উপকার না হইলে আর্সিনিক নামক ঔষধ ব্যবহার করিতে কোন কোন চিকিৎসক উপদেশ দেন।

নূতন সংবাদ।

১। ২৪এ শ্রাবণ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের ষাণ্মাসিক পারিতোষিক

বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০।৬০ জন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা এবং ৮ জন সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় স্ত্রীলোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিবি ফিয়ার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২। শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী জয়রাম পুর পুর্ব্বস্থলী এবং তেরাটিয়া এই তিনটী ইংরাজি বিদ্যালয়ে ২০৲ টাকা করিয়া এক কালীন দান করিয়াছেন; এবং নিমতা দেশহিতৈষিণী সভায় ২০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৩। পুঁটিয়ার শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী পুর্ব্বস্থলী ইংরাজী বিদ্যালয় ১০ টাকা এবং দিনাজপুর জেলার নিশ্চিন্তপুরস্কুলের গৃহ নির্ম্মাণার্থ ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই বদান্য মহিলা বারাসত স্কুলের পাকা বাটী নির্ম্মাণার্থ ৩০০৲ টাকা এবং কলিকাতা চাঁদনি হসপিটলে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

৪। ঢাকায় একটী বয়স্কা বালিকা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার খুল্লতাত পুত্রের সহিত কলিকাতায় যাইতে ছিলেন, তাহার মাতুল ইহাকে বাধা দিয়া মোকদ্দমা করেন। বিচারকের বিচারে স্ত্রীলোকটী আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিতে অনুমতি পাইয়াছেন।

৫। ২৭ জুন রাত্রিতে ব্রিষ্টলের শ্রমজীবি বিদ্যালয়ে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী দেশীয় বস্ত্র (বোম্বায়ের সাড়ি) পরিধান করিয়া গিয়াছিলেন বিলাতের রমণীরা তাঁহাকে যথেষ্ট আদর করিতেছেন।

৬। মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা গোবীজে টিকা দিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনেক স্ত্রীলোকে এই চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

৭। দিনাজপুর হইতে আমাদিগের এক ভ্রাতা লিখিয়াছেন এখানকার "বালিকাবিদ্যালয়ে ২১টী ছাত্রী ও ২ জন খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিনী শিক্ষয়িত্রী আছেন। ছাত্রীদের ৩ টী শ্রেণী, অত্রত্য জজ রেভেনশ সাহেবের স্ত্রী অনুগ্রহ করিয়া বালিকাগণকে শিল্পাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। ১ম শিক্ষিকার বেতন ২৫৲, দ্বিতীয়ার ৮৲ টাকা।"

৮। বগুড়া হইতে এডুকেশন গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন এখানকার কালেক্টর সাহেবের সহধর্ম্মিণী বিবি বিগনল্ড, এস্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের ও ভদ্র মহিলাগণের শিল্প, লেখাপড়া ও মানসিক শিক্ষার জন্য ব্যয় স্বীকার পুর্ব্বক

যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। তিনি প্রতিদিন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে দুই ঘন্টা শিক্ষা দিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে আপন ব্যয়ে পুস্তক ছুরি ইত্যাদি পুরস্কার দিয়া বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস ভদ্র লোকের বাটীতে যাইয়া কুলকামিনী গণকে শিল্প শিক্ষা দেন এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উন্নতির জন্য ও যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই রূপ পরোপকারিনী রমণী-দিগের দ্বারা যথার্থই ইউরোপীয়-দিগের সভ্যতার গৌরব হয় এবং ভারত বাসিগণের পরম কল্যাণ সাধিত হয়।

বামাগণের রচনা।

বর্ত্তমান বর্ষা।

বসন্তের আগমনে বর্ষার সঞ্চার।
এবার বর্ষাতে কার নাহিক নিস্তার॥
ঈশ্বরের বিধি কভু খণ্ডিবার নয়।
একবার বসন্তের গ্রীষ্মের উদয়॥
নাম সই করি তাঁরা হলেন গোপন।
বরষার উপরেতে রাজ্যের শাসন॥
ঝম ঝম পড়ে বৃষ্টি বুঝি সৃষ্টি হরে।
কাঙ্গাল গরিব সব ধনে প্রাণে মরে॥
বড় বড় অট্টালিকা হতেছে পতন।
তাহা দেখি শূন্য পথ করিছে রোদন॥
খোলা, খড়, তালপত্র সব উড়ে গেল।
পাহাড় ভাঙ্গিয়া জল ভূমিতলে এল॥
পথিক না পথ পায় চলা হল ভার।
রাজ পথে কত লোক দিতেছে সাঁতার॥
হাট, মাঠ, ঘাট, পথ, সব একাকার।
একুল ওকুল নাই অকুল পাথার॥
একি হল ধান গেল গেল শস্য চয়।
ফল গেল ফুল গেল গেল সমুদয়॥

আঁব জাম নারিকেল ছিল সারি সারি।
আশ্বিনে কার্ত্তিকে ঝড়ে দেছে দফা সারী॥
অবশেষে যাহা ছিল নয়ন রঞ্জন।
জলধর করিলেন সমূলে হরণ॥
নব নব বৃক্ষ গুলি হয়ে অচেতন।
কাতারেতে করিতেছে ধরায় শয়ন॥
পশু পক্ষী ভিজে ভিজে স্বর ভঙ্গ প্রায়।
জল খেয়ে পেট ফুলে প্রাণ যায় যায়॥
বাসা নাহি খুঁজে পায় করে অন্বেষণ।
কত শত যাইতেছে শমন ভবন॥
এই রূপ পশু পক্ষী হইতেছে হত।
মনুষ্যের দুঃখ আমি বর্ণিব বা কত॥
মাথা ব্যথা পায় ব্যথা অঙ্গ কাঁপে জ্বরে।
বাত পিলে সর্দ্দি কাসি প্রতি ঘরে ঘরে॥
রজনীতে নিদ্রা নাই জলে ভাসে ঘর।
কড় মড় শব্দ সদা মাথার উপর॥
পেট ভাঙ্গিতেছে খেয়ে ইলিসের ঝোল।
পচা গাদা পড়ে আছে ইলিস কেবল॥
মীন পড়িতেছে বুঝি বারির সহিত।
রীতি যত কিছু নহে সব বিপরীত॥
সুচারু শোভিত সরসিজ সরোবর।
শোভিত সোপান সারি সব থরে থর॥
কমল সহিত জলে হইল মগন।
জলে জলে মনুষ্যের দহিছে জীবন॥
শরতে সুধাংশু নাহি নাহি দেখি তারা।
চাতকিনী কুতুকিনী পেয়ে বারি ধারা॥
দে জল দে জল রব আর নাহি করে।
জল খেয়ে গেছে বুঝি শমনের ঘরে॥
বরষা যাইবে বুঝি হিমাংশু গমনে।
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী আসি বধিবে জীবনে!!

শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯১ সংখ্যা } ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭৮। {৮ম ভাগ।

বামাবোধিনীর নূতন ব্যবস্থা।

বামাবোধিনীর নবম বর্ষ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কার্য্য প্রণালী সুন্দরতর রূপে চলিবার জন্য একটি নূতন ব্যবস্থা হইল ইহাতে গ্রাহক গ্রাহিকাগণ অবশ্যই আনন্দিত হইবেন। বামাবোধিনী বামাবোধিনী সভার পত্রিকা এবং এত কাল সেই সভার সভ্যগণ দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইত। সভ্যগণ কার্য্যানুরোধে নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়াতে যখন যিনি অবসর পাইতেন পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য করিতেন। এরূপ নিয়মে কার্য্য সুশৃঙ্খল রূপে চলে না বলিয়া বর্ত্তমান ভাদ্র মাস হইতে ইহার সম্পাদকীয় ভার ভারত সংস্কার সভার বামাকুলোন্নতি সাধক (Female Improvement) বিভাগের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। বামাবোধিনী পত্রিকার স্বত্ব যেমন বামাবোধিনী সভার ছিল সেই রূপ থাকিবে। ইহার লিখনাদি কার্য্য কেবল ভারতসংস্কার সভার উক্ত বিভাগ হইতে সম্পন্ন হইবে।

এই স্থলে বক্তব্য, বামাবোধিনী সভার যে রূপ উদ্দেশ্য, এই বিভাগেরও সেইরূপ উদ্দেশ্য। বামাবোধিনী সভা যেমন কোন সম্প্রদায়ের অনুগত না হইয়া উদার ও স্বাধীনভাবে স্ত্রীজাতির হিতকর প্রস্তাবে সকলের

আলোচনা করিতেন এবং বিবিধ বিষয়ক জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা দিতেন, এ বিভাগও সেই রূপ করিবেন। বস্তুতঃ নূতন ব্যবস্থা হইল বলিয়া বামাবোধিনীর মূল মত ও ভাবের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইবে এরূপ আশঙ্কা বা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পত্রিকার উদ্দেশ্য সকল যাহাতে আরও উৎকৃষ্টতর ও বিস্তৃত রূপে সাধিত হয়, তাহারই জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা যাইবে।

বামাবোধিনী পত্রিকার নবম বর্ষ।

বামাবোধিনীর জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়াছে। যে করুণাময় পরমেশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন করিবার জন্য ইনি ব্রতী হইয়াছিলেন, তিনি আট বর্ষকাল ইহাকে রক্ষা করিয়া এক্ষণে নবমবর্ষে উত্তীর্ণ করিলেন। কিরূপে ইঁহার জন্ম হয় এবং কিরূপে ইনি এতদিন প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে একটী আশ্চর্য্য সত্য শিক্ষা করা যায়। সে সত্যটী এই "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়"। এই সত্যটী বক্ষে ধারণ করিয়া বামাবোধিনী প্রথমে প্রকাশিত হন এবং এতদিন পরে তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছেন।

আট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন স্থানে স্বদেশহিতেচ্ছু কয়েকটী বন্ধু (তাঁহাদিগের অধিকাংশ যুবক ও ভিন্ন ভিন্ন স্থান নিবাসী) ভারতবর্ষের কি সে মঙ্গল ও উন্নতি হয়, এই বিষয়ে নানা কথোপকথন করিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বলিলেন 'এখন অনেক বিষয়ে অনেকে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু একটী প্রধান অভাব অপূর্ণ রহিয়াছে। এদেশের স্ত্রীলোকেরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করিতে পারে তাহার কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না. অতএব তদুপযোগী এক খানি পত্রিকা প্রচার হইলে ভাল হয়।' তৎক্ষণাৎ তাহাতে সকলের অনুরাগ লক্ষিত হইল এবং তাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। পরে তাঁহারা আপনা আপনি একত্র হইয়া পত্রিকার নাম কি রাখিবেন ভাবিতে লাগিলেন। নামটী সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রকাশক অথচ কোমল হইবে—

অবশেষে আমাদিগের এতদিনের প্রিয় 'বামাবোধিনী' নামটী সকলে মনোনীত করিলেন। যাঁহারা এবিষয়ের উদ্‌যোগী হইয়াছিলেন তাঁহারা বামাবোধিনী সভার সভ্য বলিয়া গণ্য হইলেন এবং বামাবোধিনী সংক্রান্ত আরও কয়েকটী কথা স্থির করিলেন। উদ্‌যোগীদিগের মধ্যে প্রধান এক ভ্রাতা যশোহর নিবাসী ছিলেন, তিনি যশোহরে একটী যন্ত্র স্থাপন করিয়া এই পত্রিকা প্রকাশের ভারগ্রহণ করেন। নানা কারণে দুই তিন মাস কালবিলম্ব হইয়া গেল, সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যাঘাত হইতে লাগিল। যাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি শুভকার্য্যে অনেক বিঘ্ন দেখিয়া যে কোন প্রকারে হউক কার্য্যারম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের না ছিল অর্থবল না ছিল উপযুক্ত ক্ষমতা। তথাপি 'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়' এই বাক্য অবলম্বন করিয়া তাঁহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

১২৭০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্রে বামাবোধিনীর প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত হইল। পত্রিকা প্রচারিত হইবামাত্র বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ তাহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ করিলেন এবং অবিলম্বে মুদ্রিত সহস্র খণ্ড পত্রিকা নিঃশেষিত হইল। প্রচারকগণ আশাতীত ফল লাভ করিলেন। বামাবোধিনী দেশবিদেশ হইতে অনেক গ্রাহকের অনুগ্রহ ভাজন হইলেন এবং কিছু দিন গৌরবের সহিত চলিতে লাগিলেন। প্রাকৃত যন্ত্র হইতে ষ্টানহোপ এবং তথা হইতে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে প্রথমতঃ যিনি সম্পাদকীয় কার্য্য স্বীকার করেন, তিনি স্থানান্তরিত হইলেন, কিন্তু আর কয়েকটী ভ্রাতা অগ্রসর হইয়া সুকুমার বালিকাটীর প্রতিপালন জন্য দৃঢ়ব্রত হইলেন। বামাবোধিনীর প্রথম হইতে একটী নূতন প্রকার নিয়ম অবলম্বন হয় অর্থাৎ ইহার যে লাভ হইবে তাহা ইহার উন্নতি বা বামাজাতির কল্যাণ সাধনার্থ ব্যয় হইবে, তদ্দ্বারা কেহ কোন প্রকার স্বার্থসাধন করিতে পারিবেন না। কিন্তু ইহার ক্ষতি হইলে বামাবোধিনী সভার সভ্যগণ তাহার পূরণ করিবেন। পৃথিবীর কোন কারবার এ নিয়মে উন্নতি লাভ করিতে পারে না, যে ব্যবসায়ে ব্যক্তি বা দলবিশেষের স্বার্থ নাই,

তাহার উন্নতি বা স্থায়িত্ব এক প্রকার অসম্ভব। বামাবোধিনীর বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে ইহা উচ্চতর লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া সম্পূর্ণ অপার্থিব ভাবে কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন এবং ইহার যখন যে অভাব উপস্থিত হইল, আশ্চর্য্য ঐশ্বরিক সহায়তার তাহার পূরণ হইতে লাগিল। ইহার ক্ষুদ্র প্রাণ ও ক্ষুদ্র অভাব হউক, কিন্তু তাহাতে করুণাময় ঈশ্বরের অশেষ ও বিশেষ করুণা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনীর নূতন অধ্যক্ষদিগের মধ্যে দুই জন মহাত্মা শরীর মন ও অর্থ সকলি নিঃস্বার্থভাবে ইহার জন্য উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। কোথা হইতে তাঁহারা আসিলেন, কেন পাঁচ ছয় বৎসর ইহার জন্য বিব্রত হইয়া ইহার উন্নতি সাধন করিলেন? 'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।' বামাবোধিনীর সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ঈশ্বরই এইরূপে সহায়তা করিলেন। ইহার মধ্যে আর একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল। বামাবোধিনী সাধারণের নিকট আদরের সহিত গৃ[illegible]ত হইলেন। সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া ইহার অধ্যক্ষগণ অধিকখণ্ড করিয়া পত্রিকা মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু বরাবর ইহার ব্যয় অপেক্ষা আয় অল্প হইতে লাগিল। দানের হিসাবে অনেক পত্রিকা বিতরিত হইল, অনেক গ্রাহক মূল্যদানে স্বীকৃত হইয়াও শেষে দানের পাত্র হইয়া পড়িলেন। ইহাতে মধ্যে বামাবোধিনী এত ঋণভারে আক্রান্ত হইলেন যে ইহার কার্য্য অচল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু 'সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।' কোন্ অলক্ষ্যস্থান হইতে তিনি সাহায্য আনয়ন করিলেন! কলিকাতা হেয়ার প্রাইজ ফণ্ডের অধ্যক্ষগণ ইহার লিখিত প্রস্তাব সকল পুস্তকাকারে প্রচার করিবার জন্য অর্থানুকূল্য করিলেন। এই আশাতীত সাহায্য লাভ করিয়া 'নারীশিক্ষা' নামে দুই খণ্ড পুস্তক প্রকাশিত হইল। বামাবোধিনী অনেক দিনাবধি অপ্রকাশিত ছিলেন, নূতন মুদ্রিত পুস্তকদ্বয়ের আয়ে পুনঃ প্রকাশিত হইলেন [illegible] নিয়মিতরূপে চলিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীর [illegible] কয়েক সংখ্যক পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়, [illegible]য়ার কোন উদার স্বভাব দয়াশীল মহাত্মার সাহায্যে তাহারও

তিন সংখ্যা পুনর্মুদ্রিত হয়। এই সকল শুভঘটনার মূল কারণ ঈশ্বরের করুণা, কিন্তু তাহা আবার মনুষ্যের মধ্য দিয়া অতি আশ্চর্য্য ও সুন্দর রূপে প্রতিফলিত হয়। উপরে যে দুইটী ভ্রাতার উল্লেখ করা গিয়াছে, তন্মধ্যে আবার একটীর অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন, উদ্যম এবং সুকৌশল এই সকল শুভ ঘটনার মধ্য কারণ বলিতে হইবে। তাঁহার নিকট বামাবোধিনী চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বামাবোধিনীর আর একটী সৌভাগ্য বলিতে হইবে, ইনি যখন যে যন্ত্রালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র হইতে ইহা স্কুলবুক, মিরর এবং অবশেষে বর্ত্তমান যন্ত্রালয়ে স্থান লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা ইহা হইতে লাভের প্রত্যাশা দূরে থাকুক, অনেক কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিয়াও বামাবোধিনীর সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। বামাবোধিনী কেন এত অনুগ্রহ লাভ করে ' সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।'

এক্ষণে বামাবোধিনী আট বৎসর কাল ঈশ্বরের করুণার আশ্চর্য্য প্রমাণ পাইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, ইহার অবস্থা কেহ শোচনীয় মনে করিবেন না। যে করুণাময় এতকাল এত কৌশলে ইহাকে প্রতিপালন করিলেন, যতদিন ইহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইবে ততদিন ইহাকে রক্ষা করিবেন ও ইহার সাধু কার্য্যের সহায় হইবেন। এই নববর্ষে বামা-বোধিনী তাঁহার প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞ হইয়া এবং তাঁহার করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

ধন্য হে করুণাময়, যে তব শরণ লয়,
কি ভয় তাহার বল, কি ভয় তাহার?
ক্ষুদ্র কীট তব বলে, চালিতে পারে অচলে,
এই সত্য চিরকাল করিছ প্রচার।
জগতের হিত তরে, যে কেহ প্রতিজ্ঞা করে,
তুমি তার সহায়তা করহ বিধান,
প্রকাশি কত কৌশল, সুকার্য্য কর সফল,
ক্ষুদ্র জ্ঞানে কে বুঝিবে তাহার সন্ধান।

অবলা বঙ্গের বালা, চিরকাল পায় জ্বালা,
তার দুঃখে অশ্রু ফেলে নাহি হেন জন।
কর তার জ্ঞানোদয়, হর তার দুঃখচয়,
দীনবন্ধু তব পদে এই নিবেদন ॥

সরলতা ও পবিত্রতা।

(অবলা ও সরলার কথোপকথন।)

অবলা। ভাই, তোমার নামটি যেমন সরলা তোমার হৃদয়ও সেই-রূপ সরল, তাই সরলতা এবং পবিত্রতার বিষয় কিছু জান্‌তে এসেছি, আমাকে ভাই, এইটি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

স। অবলে! তোমার এই মধুমাখা প্রশ্নটি শুনে আমি আজ বড় খুসি হলাম, এস ভগ্নি, কাছে এসে বস, এ সম্বন্ধে তোমার কি জানিবার আছে বল, আমি সাধ্যানুসারে তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা কর্‌বো।

অবলা। আচ্ছা ভাই, বল দেখি, ঠিক্ সরল এবং সাধু কাকে আমরা বল্‌তে পারি?

স। যাদের ভিতর বার সমান নয়, যাদের মনে একটা বাহিরে একটা, যারা বাহিরে খুব সরল ও সাধু ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে গরল পুষে রেখেছে, তারা বড় কপট, পাপ তাহাদের অঙ্গের আভরণ, তাই তাদের অসাধ্য কিছুই নাই, তারা লোক মজাবার গুরুমশাই, তাদের বিশ্বাস করতে নাই, তাদের নাম শুনলে হৃৎকম্প হয়! আর যাহাঁদের অন্তর বাহির সমান, মনে এক রকম মুখে এক রকম নাই, কুটিলতা-বিষ যাঁদের হৃদয়কে জরাতে পারে না, যাঁদের পবিত্র হৃদয় মন্দিরে পাপের প্রবেশাধি-কার নাই, পুণ্য-শশীর বিমল আলোক যাঁদের অন্তরাকাশকে আলো করে রেখেছে, যাঁদের শান্ত মূর্ত্তি দেখলে—মনের মিষ্ট সরল কথা গুলি শুনলে প্রাণ জুড়য়ে যায়, যাঁহারা পরমানন্দে কি শারীরিক, কি মানসিক, কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার সুখের প্রশান্ত সাগরে দিবানিশি নিমগ্ন, তাঁহারাই যথার্থ সরল ও সৎ প্রকৃতির লোক।

অ। আমার বিবেচনায় সকলের কাছে সরলতা দেখান ভাল নয়, যে যে ভাবের লোক তার সঙ্গে সেইরূপ ব্যবহার করিলে সব দিক্ বজায় থাকতে পারে। যে সরল, তার প্রতি সরল ব্যবহার করবো, প্রাণ মন সব তারে দিব, আর যে অসরল কপট তার কাছে মনের কথা খোলা কখনই উচিত নয়, তাহলে আমাদিগকে অত্যন্ত পশ্চাৎতাপ পেতে হবে। ভাই, তুমি ত এইমাত্র বল্‌লে যে 'কপট লোকদের বিশ্বাস করতে নাই, তারা লোকের সর্ব্বনাশ করে', ইটী ভাই ঠিক্ কথা, আমি তোমাকে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি যে কত কুটিল পুরুষ ও কুটিলা কামিনী কপট সরলতা-বাণে কত শত সরলার সরল প্রাণ বিদ্ধ করে আপনাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করেছে।

স। ভাই ইটী তোমার অত্যন্ত ভ্রম, পুর্ব্বেইত বলেছি, প্রকৃত সরল যে সে ছদ্মবেশী নয়, সে আপনি আপনাকে চুরি করতে চায় না। যে যেমন লোক, তার সঙ্গে যদি সেইরূপ ব্যবহার করা যায় তা হলে আর সরল হওয়া সাধু হওয়া হলো কই? সে যে আত্মাপহারী চোরের কার্য্য, তার চেয়ে যে পাপ আর নাই। ভাই! সরল সাধু লোক যাঁরা, তাঁরা কি আপনাদের স্বভাবকে গোপন করে লোকের মন রাখা কথা কহিতে জানেন? তাঁদের প্রকৃতি যে নির্ম্মল জল তুল্য! যে ব্যক্তি যে অভিসন্ধিতে আসুক, যে যে ভাবে কথা কোক্, তাদের সে দুষ্ট অভিসন্ধি ও কপট ব্যবহার সাধু ব্যক্তি নিজের স্বাভাবিক সরল এবং পবিত্র ভাবে গ্রহণ করেন। তাহারা যে কপটবেশে তাঁহাকে ঠকাইতে ও কষ্ট দিতে এসেছে এরূপ বিশ্বাস তাঁর মনে একবারও আসে না। দেখ ভগ্নি, যাঁর চর্য্যা ভাল, যিনি সকলকে আপনার মত দেখেন, অহঙ্কারের বাষ্প যিনি জানেন না, যাঁর কোমল হৃদয় ভাল ভাল সদ্গুণ গুলিতে সাজান, কুটিলতা প্রভৃতি অসদ্ভাব যাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং যাঁহার হৃদয় মন আত্মা সর্ব্বদা স্বর্গামৃতে সরস হয়ে রয়েছে, তাঁরে কি সংসার কষ্ট দিতে পারে? তিনি যে সংসার ছাড়া লোক, তাই তাঁর সকলই বিপরীত। আমরা মন্দকারীকে যেমন শত্রু মনে করি, তাঁর কাছে সে পরম মিত্র বলে আদর পায়! আমরা যাকে কদাকার নির্গুণ বলে ঘৃণা করি, কাছে আসিতে দিই না, তিনি তারে শিক্ষাগুরু বলে মানেন এবং অম্লান বদনে তার চরণ সেবায়

নিযুক্ত হন। যাকে আমরা নীচ নরাধম পাপাত্মা বলে জানি, সে তাঁর অতি আদরের ধন, তিনি এক মুহূর্ত্তের তরে তাকে চোকের আড় করেন না, যতক্ষণ না ভাল ভাল উপায় বিধান করে তার সকল রোগ দুর্ব্বলতা দূর করতে পারেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর আর আরাম নাই! আমরা কেবল আপন আপন স্বার্থ সাধনে ব্যস্ত হয়ে আপনাদিগকে সুখী করতে প্রাণপণ করি ও অনিত্য সুখের অন্বেষণে ঘুরে মরি, তিনি স্বার্থ শূন্য হয়ে পরের জন্য নিজ জীবনকে উৎসর্গ করেন! আমরা এক বিন্দু অসুখের মুখ দেখ্‌তে পারি না, দুঃখের নাম শুনলে মাথায় যেন বজ্রাঘাত পড়িল মনে করি, তিনি অব্যাকুল চিত্তে সকল প্রকার কষ্ট যন্ত্রণা আপনার মাথায় করে বহন করেন, তাঁর কাছে অসুখ সুখ রূপে, বিপদ সম্পদ রূপে আদর পায়! তিনি পূর্ণ কুটীরকে রাজবাটীর ন্যায় দেখেন, শাকান্নকে অতি উপাদেয় খাদ্য বলে তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করেন, গাছের বাকলকে উত্তম পরিচ্ছদ বলে পরিধান করেন এবং অঞ্জলি স্থিত জল পান করে স্বর্ণ পাত্র স্থিত সুশীতল সুগন্ধ যুক্ত পানীয় সেবনের তৃপ্তি সুখ লাভ করেন। একটী অনাথার চক্ষের জল স্বহস্তে মুছাইয়া দিয়া তিনি যেরূপ বিমলানন্দ ও আত্মপ্রসাদ লাভ করেন তাহার তুলনায় সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য সুখ তাঁর নিকট অতি তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন আমি যে ধনের ভিখারী, যে সুখের অভিলাষী সংসার তা কখনই আমাকে দিতে পারে না, সে দিব বলে প্রবঞ্চনা করে, যার পর নাই কষ্ট দেয়, অবশেষে মেরে ফেলে। আমি তার স্বভাব বিলক্ষণ পরীক্ষা করে দেখেছি, তাই তাকে এত ঘৃণা করি, কাছে এলে তাড়াইয়া দিই—তার মায়ায় আর ভুলি না। [illegible]! ধন্য সেই ঈশ্বরের সন্তান, যিনি অকপট হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলতে পারেন "আমি চাহি না সে সুখ—পদাঘাত করি সে সুখের মস্তকে, যে আমার পরম শত্রু, যে আমার আত্মার আনন্দ হরণ করে, যে আমাকে নরকের দুর্গন্ধময় পথে লয়ে যায়!"

[illegible]। ভগিনি! তোমার কথা গুলি শুনে প্রাণ জুড়াইয়া গেল, ভাই, আমরা এমন কপাল কি করেছি যে এরূপ দেবতার মত জীবন পেয়ে [illegible] সার্থক করতে পারবো?

মা। অবলে! আমাদের যেরূপ প্রাণপণ যত্ন কই, অধ্যবসায় কই? বিবেচনা করে দেখ দেখি, সংসারের একটী সামান্য কাজ যখন যত্ন ব্যতিরেকে সম্পন্ন হয় না তখন মানুষের মত কাজ করে মানুষ হওয়া—পবিত্র জীবন লাভ করা কি সুখের কথা? ভেবে দেখ দেখি পদে পদে আমাদের কত দুর্ব্বলতা! এই মাত্র শিক্ষক উপদেশ দিলেন, কঠিন হইও না, দয়াজলে হৃদয়কে ভিজাও, অপব্যয় করিও না, মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা কর, অকর্ম্মণ্য হইও না, সংসারের সকল কাজের উপর দৃষ্টি রাখ, অসারতা দেখাইও না, বিলাস ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, যে অর্থ দিয়া তোমরা বিলাস দ্রব্য ক্রয় কর তাহাতে কত দরিদ্রের দরিদ্রতা দূর হতে পারবে!' ভাই বাটীতে না আসিতে আসিতে অমনি সে সব ভুলে যাই, আমোদ-প্রিয় হয়ে আমোদ এবং বড়মানষী দেখাবার জন্য কত টাকা অনর্থক নষ্ট করি, আবার তার একটু ত্রুটী হলে হয়ত পিতা, পতি প্রভৃতির উপর রাগ করিয়া বসি। কিন্তু বাটী এবং গ্রামের চারি দিকে যে কত অনাথ পেটের জ্বালায় দিবানিশি হাহাকার করিতেছে তার প্রতি একেবারে বধির হই, তাদের সে বিলাপ বচনে এ পাষাণ হৃদয় বিন্দুমাত্রও বিগলিত হয় না! ভাই দুঃখের কথা আর কি বলবো, সংসারের কাজ দূরে থাক্ এক এক জন আবার এরূপ শারীরিক উন্নতি করে তুলেছি যে সময়ে স্নান আহার করতেও কষ্ট বোধ হয়। এই শিক্ষক বলিলেন 'সাধ্বী হও পতিব্রতা হও, সাবিত্রী প্রভৃতি নারীকুল উজ্জ্বলা কামিনীদিগের পবিত্র জীবন পাইতে চেষ্টা কর, সকল প্রকার মলিনতা দূর করিয়া পবিত্র হৃদয়ে এবং প্রীতি-সূত্রে সকল ভাই ভগিনীদিগকে একত্রে বন্ধন কর, নিশ্চয় কহিতেছি এরূপ না হইলে কখনই প্রকৃত জীবন লাভ করিতে পারিবে না।' ভাই যাই সেই সমস্ত মধুর সদুপদেশ শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিল, তার পরক্ষণে, কর্ণান্তর দিয়া সব একে একে বাহির হইয়া গেল! দেখ ভাই, এরূপ দুর্ব্বল যাদের প্রকৃতি তারা আবার কেমন করে আশা করিতে পারে যে 'আমি সীতা হব, সাবিত্রী হব এবং পবিত্র জীবন লাভ করবো!' এক্ষণে আমরা দিন দিন যেরূপ শিক্ষা যেরূপ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি, কই তার মত কাজে কয়জন ভগ্নী অগ্রসর হতে পেরেছি, যে সমস্ত অবলা-

বান্ধব মহোদয়গণ অবলাদিগের দুঃখ দূর করিবার জন্য হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক করিতেছেন, তাঁদের প্রতি কি আমরা সম্পূর্ণ কৃতজ্ঞ নয়নে চেয়ে দেখি? কখনই না। ভাই, আমাদের কিছুকাল পূর্ব্বের বড় বড় মানষের মেয়েদের সরল স্বভাবের বিষয় একবার স্মরণ করে দেখ দেখি। যদিও তাঁরা বিদ্যা-রসে বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু শুনেছি তাঁদের মধ্যে অনেকের এরূপ সাধু প্রকৃতি ছিল যে অহঙ্কার, গর্ব্ব, বড় মানষী যে কাকে বলে তা তাঁরা জানিতেন না, সংসারের সমস্ত কার্য্য, দাস দাসীর মুখাপেক্ষা না করে স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন, আত্মীয় কুটুম্ব প্রতিবাসীদিগকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, অতিথি সেবায় সাতিশয় ভক্তিমতী ছিলেন এবং সামান্য অশন বসনে সুখে দিনপাত করিতেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ এরূপ পতিপ্রাণা ছিলেন, যে প্রত্যহ স্নান করে পতির পাদোদক পান করি-তেন, কোমল কেশপাশ দ্বারা তাঁহার আর্দ্র চরণযুগল মুছাইয়া দিতেন এবং পতির উচ্ছিষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন মহাপ্রসাদ জ্ঞানে পরমসুখে আহার করিতেন। ভাই, তাঁদের সেই সুন্দর স্বভাবের বিষয় আলোচনা করিলে আর কি আমরা শিক্ষিতা বলে অভিমান করিতে পারি, না তাঁদের গুণের পক্ষ-পাতিনী হতে মন ধাবিত হয়? তাঁরা যদি একেলে মেয়ে হতেন, না জানি কত গুণে হৃদয়কে সাজাইয়া লোকের মন হরণ করিতেন! ভাই যা বল যা কও, হাজার লেখা পড়া শিখ আর সভ্যতা দেখাও, নানা গুণে সজ্জিত হয়ে জগতের মন হরণ কর, আর অনেকের অনেক রকম অভাবই দূর কর, কিন্তু যতদিন না আমরা আপন আপন আত্মার অভাব সকল বুঝিতে পারিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিব, যতদিন না তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করিতে সক্ষম হইব, যতদিন না হৃদয়কে পবিত্রতা-জলে ধৌত করিতে পারিব ততদিন পর্য্যন্ত এ অভাগিনীদিগকে প্রকৃত উন্নতির পথ হারা হয়ে থাকতে হবে, একটুক আত্মপ্রসাদের জন্য, এক বিন্দু শান্তি-জলের নিমিত্ত চিরকাল হাহাকার করে মরতে হবে।

অ। ভাই, আজ তোমার কাছে এসে আমার হৃদয়ের অনেক ভার [illegible] গেল, অনেক অন্ধকার দূর হল, জানিলাম বুঝিলাম যে সরল ও [illegible]বন না পেলে আমাদের আর মঙ্গল নাই, সুখ নাই, শান্তি নাই

এবং নিস্তারের আর অন্য পথ নাই। হে অবলার গতি ঈশ্বর! কবে পিতা তোমার এ দুর্ব্বল মেয়ে গুলি সরল হয়ে পরস্পরে হাত ধরাধরি করে তোমার পথে দাঁড়াতে পারবে! কবে নাথ জীবনে সেই শুভদিনের উদয় হবে, যে দিনে আদর করে তোমাকে হৃদয় মন্দিরে বসাইয়া প্রীতি-ফুল আর ভক্তি-চন্দন দিয়ে মনের সাধে দেব দুর্ল্লভ তোমার চরণ পূজা কর্ত্তে পারবো! প্রেমময়! কেমন করে তোমাকে ভাল বাসিতে হয় তাত জানি না, ভাল করে শিখাইয়া দেও, পিতা চিরকালের জন্য আমাদিগকে তোমার চরণতলে ফেলিয়া রাখ!!

কারা কুসুমিকা।

(১১০ পৃষ্ঠার পর)।

বিধাতা চারনির কপালে আরও দুঃখ লিখিয়াছেন। তিনি নিস্তব্ধ-ভাবে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাঁহার পারিপার্শ্বিক গণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠান দিয়া পুরাতন দুর্গের দিকে চলিলেন। তাঁহার অবজ্ঞাসূচক তুষ্ণী-ভাবে কর্ত্তা সাহেব রাগে গর গর হইয়াছিলেন, এক্ষণে মুমূর্ষু পিসি ওলার নিকটে আসিবামাত্র তাহার চতুর্দ্দিকে ঠেকা ও বেড়া দেখিয়া এককালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

লুডোনিক আজ্ঞামাত্র নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করি-করিলেন "এ সব কি? এমনি করিয়া তুমি কয়েদী সকলকে চৌকা দাও?"

কারা রক্ষক এক হস্তে হুঁকা ও অন্য হস্তে একটী জোরে সেলাম করিয়া বলিলেন "মহাশয়! এই গাছের কথা পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম, ইহা বাত ও অন্যান্য রোগে বড় উপকারে লাগে।"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উত্তর করিলেন "এরূপ ঝুট কথা বলিও না। এই সব ভাল মানুষ যদি ইচ্ছামত চলিতে পারে, তাহা হইলে জেলখানাকে অচিরাৎ বাগান বা চিড়িয়াখানা করিয়া ফেলিবে। যাহউক, ইহা এখনি ছিঁড়িয়া কাটাইয়া ফেলিয়া দাও।"

লুডোবিক একবার বৃক্ষটীর প্রতি, একবার চারনির প্রতি ও একবার কাপ্তেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল এবং অস্পষ্ট স্বরে ক্ষমাপ্রার্থনা সূচক কিছু কথা বলিতে লাগিল।

কাপ্তেন বজ্রনিনাদে বলিলেন "চুপ রও এবং যা হুকুম তাই কর।"

লুডোবিক কি করেন—জামা খুলিলেন, টুপি খুলিলেন এবং যেন সাহস বৃদ্ধির জন্য হাতে হাত ঘষিতে লাগিলেন। তিনি তৎপরে গাছ যেরা দরমা ছিল তাহা খুলিলেন, রাগত ভাবে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িতে লাগিলেন এবং উঠানে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পরে বেড়া ও ঠেকার এক একটী কাঠি উপড়াইলেন এবং হাঁটুতে চাপিয়া এক একটী করিয়া ভাঙ্গিতে লাগিলেন। অপর লোকে মনে করিতে পারে যে পিসিওলার প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই এবং তাহার প্রতি ক্রোধ চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি এই রূপ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার বাস্তবিক মনের ভাব কি, তাহা বলা বাহুল্য।

এই সময়ে চারনি নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান, তাঁহার চক্ষু দ্বারাই যেন পিসিওলাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া অনিমেষ নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিবদ্ধ করিয়াছেন। দিনটী কিছু স্নিগ্ধ থাকাতে গাছটী একটু সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল; বোধ হইল যেন অধিক কষ্ট সহিয়া মরিবার জন্য তাহার শরীরে অধিক বলের সঞ্চার হইল। আহা! পিসিওলার অভাবে চারনির হৃদয়ের শূন্যতা এখন আর কে পূর্ণ করিবে? আর তাঁহার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনকে কে শান্ত করিবে? আর কে তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞানোপদেশ দিবে এবং "প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে শিখাইবে?" তাঁহার মধুর দিবা স্বপ্ন সকল আর কি ফিরিয়া আসিবে না? তিনি কি বৃদ্ধকালেও উদাসীন ও অবিশ্বাসী জীবন ধারণ করিবেন? না; ইহা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ কল্প। এই রূপ চিন্তায় কাউণ্টের মন বিকল, এমন সময়ে বৃদ্ধ গিরহার্দী জানালার নিকট উপস্থিত হইলেন। চারনি মনে করিলেন 'তিনি কন্যাবিয়োগে [illegible] তাঁহার বিপদে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিতেছেন, কারণ [illegible] [illegible] দুঃখের কারণ।' কিন্তু যখন তিনি [illegible]

করিলেন এবং গিয়হার্কী তাঁহার স্বামীর প্রাণ রক্ষার্থ হস্ত প্রসারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন দেখিলেন, তখন নিজের কুটিলভাবের জন্য তাঁহার মনোমধ্যে দারুণ আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল এবং গণ্ডস্থল বহিয়া এক ফোঁটা অশ্রু পতিত হইল। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া অবধি তাঁহার চক্ষু হইতে কখন বিন্দুমাত্র অশ্রু নির্গত হয় নাই!

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দীর্ঘসূত্রী লুডোবিককে ডাকিয়া বলিলেন, "শীঘ্র চৌকীখান সরাইয়া ফেল।" কারারক্ষক যতদূর সাধ্য বিলম্ব করিয়া করিয়া লড়িতে চড়িতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে সমুদায় ঠেকা খুলিয়া ফেলিল। অবশেষে পিসিওলা একাকী অবশিষ্ট রহিল।

লুডোবিক আর একবার সুপারিণ্টেণ্ডের ক্রোধের পাত্র হইয়া বলিলেন "ইহাকে মারিয়া আর কি হইবে, ইহাত আপনা আপনি মরিতে বসিয়াছে?"

মহাপুরুষ একটী বিদ্রূপ সূচক হাস্য করিয়া তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন। দারুণ মনোদুঃখে চার্‌নির কপাল ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছিল। তিনি ক্রোধভরে বলিলেন "আমিই গাছ উপড়াইয়া ফেলিতেছি।"

"তোমাকে নিবারণ করি" কাপ্তেন এই কথা বলিয়া চারনি ও কারারক্ষকের মধ্যস্থলে বেত্র ধারণ করিলেন।

এই সময়ে দুইজন অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ উঠানে প্রবেশ করিল। তাহাদের পদবিক্ষেপ শব্দে কারাধ্যক্ষ মুখ ফিরাইলেন এবং পিসিওলাকে একটু অবসর দিলেন। তিনি এবং চারনি উভয়েই এককালে আশ্চর্য্য! এই দুই ব্যক্তি কে? একজন সেনাপতি মিননের সহচর এবং আর একজন মহারাণীর প্রিয়ভৃত্য! প্রথমোক্ত ব্যক্তি টিউরিণের গবর্ণরের নিকট হইতে এক খানি পত্র কারাধ্যক্ষকে দিলেন, তিনি যেমন পড়িতে লাগিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পত্র খানি তিনবার পাঠ করিয়া এবং হঠাৎ নম্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চার্‌নির নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং পত্র খানি তাঁহার হস্তে দিলেন, বন্দী কম্পিত স্বরে পড়িতে লাগিলেন:—

"মহারাজাধিরাজ সম্রাট নিপোলিয়ন দুর্গজাত বৃক্ষের আশ্রয়ে মুসি-

য়ার চার্‌নির প্রার্থনা গ্রাহ্য হইয়াছে জানাইবার জন্য আমার প্রতি আদেশ করিতেছেন। যে প্রস্তর সকল দ্বারা গাছের ক্ষতি হইতেছে তাহা স্থানান্তরিত হইবে। এই আদেশ যাহাতে সম্পন্ন হয় আপনি তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন এবং কারাবদ্ধ ব্যক্তির সহিত এ বিষয়ে কথোপকথন করিবেন।”

লুডোবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “সম্রাট্‌ চিরজীবী হউন্‌।”

“সম্রাট্‌ চিরজীবী হউন্‌” প্রাচীরের মধ্য হইতে অস্পষ্টস্বরে এই কথা যেন কে আর একজন বলিলেন।

ভৃত্য বলিল “মহারাণী এক ধারে একটু লিখিয়া দিয়াছেন। চারনি তাহাও পাঠ করিলেনঃ—“আমার অনুরোধ, কাউন্ট চার্‌নির প্রতি বিশেষ রূপ সদয় ব্যবহার করিবেন। আপনি তাহার কারাগারের কষ্টের যতদূর সাধ্য লাঘব করিতে সর্ব্বোতোধাবে চেষ্টা করিলে আমি বাধিত হইব। (স্বাক্ষর) জোজেফাইন।”

লুডোবিক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন “রাজ্ঞী চিরজীবী হউন্‌।”

চার্‌নি সাদরে স্বাক্ষরটী চুম্বন করিলেন।

চার্‌নি তাঁহার পূর্ব্ব কারাগৃহে বাস করিতে পাইলেন এবং সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অনুকূল হইয়া মধ্যে মধ্যে পিসিওলারও তত্ত্ব লইতে লাগিলেন, পুলিসের লোক তাহা হইতে কোন চক্রান্ত বাহির করিতে না পারিয়া পারিস নগরের পুলিসের বড় সাহেবের নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে চারনি লিখিবার উপাদান সকল পাইলেন এবং ব্যগ্রতা সহকারে বৃক্ষ অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু হা! আর গিরহার্দ্দীকে গবাক্ষ দ্বারে দেখিতে পাওয়া যায় না; সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চার্‌নির প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে সাহসী না হইয়া গিরহার্দ্দী যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন তজ্জন্য তাঁহার উপরে কোপ ঝাড়িলেন এবং তাঁহাকে দুর্গের এক দূরতর দেশে অন্তরিত করিলেন। বৃদ্ধ বন্ধু তাঁহারই জন্য কষ্ট পাইতেছেন, এই চিন্তায় চার্‌নি আপনার এতদূর উৎকৃষ্ট অবস্থা দেখিয়াও সুখী হইতে পারিলেন না।

যাহাহউক ঘটনাস্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া যাইতেছে। চার্‌নি এক

খানি উদ্ভিদ্ বিদ্যা বিষয়ক পুস্তক ভিক্ষা চাহিলেন, পরদিন প্রাতে এক বোঝা বই আসিয়া পড়িল এবং তৎসঙ্গে গবর্ণরের এক খানি চিটীতে লিখিত ছিল যে, "মহারাণী উদ্ভিদ্ বিদ্যায় অত্যন্ত অনুরাগিণী, যে বৃক্ষের প্রতি তিনি এত যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নাম জানিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবেন।"

চার্নি হাস্য পূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন "আমার বৃক্ষকে তাহার নাম বলিতে বাধ্য করিবার জন্য আমাকে এই রাশীকৃত পুস্তক পড়িতে হইবে না কি?"

কিন্তু অনেক দিনের পর পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া এবং মুদ্রিত অক্ষরের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মনে এক অপূর্ব্বভাবের উদয় হইল! যাহাহউক গ্রন্থ কর্ত্তারা বৃক্ষের শ্রেণী বিভাগ বিষয়ে এত বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে চার্নি এক সপ্তাহ পরিশ্রম পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়া নিরাশ ভাবে পুস্তকপাঠ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার কেবল এই মাত্র দুঃখ নয়; তিনি পিসিওলার যে শেষ পুষ্পটীর এক একটী পাতা ধরিয়া পরীক্ষা করিতে ছিলেন তাহা তাঁহার হস্তে বিশীর্ণ হইয়া গেল, তাহার বীজ রক্ষারও কোন উপায় হইল না।

চার্নি রাগে ও দুঃখে বলিলেন "তাহার নাম পিসিওলা (কারা কুসুমিকা)। পিসিওলা, কারাবাসীর বন্ধু, সহচর ও শিক্ষক, তাহার আর কোন নামের প্রয়োজন নাই।" এই কথা যেমন বলিয়াছেন এমন সময়ে একখানি পুস্তকের মধ্য হইতে একখণ্ড কাগজ পড়িয়া গেল, তাহাতে এই কয়েকটী কথা লেখা ছিল—"আশা কর এবং তোমার প্রতিবাসীকে আশা করিতে বল, কারণ ঈশ্বর তোমাকে বিস্মৃত হন নাই।"

ইহা স্ত্রীলোকের হাতের লেখা এবং টেরিসা যে এই রূপে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তৎপক্ষে চার্নির সন্দেহ মাত্র রহিল না। "তোমার প্রতিবাসীকে আশা করিতে বল।" তিনি মনে করিতে লাগিলেন "দুর্ভাগা বালিকা পিতার নাম করিতে সাহস করে নাই এবং আর যে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না তাহাও অবগত নহে।" পরদিন প্রত্যূষে লুডোবিক উল্লাস পূর্ণ বদনে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে বলিল যে

তাঁহার সন্নিহিত গৃহে গিরহার্ডি বাস করিবেন এবং তাঁহাদের উভয়ের এক উঠান হইবে। পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার বন্ধু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।" কিছুক্ষণ তাঁহারা অনিমেষ নয়নে পরস্পরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎকার সত্য কি না সন্দেহ করিতেছেন। পরে চার্নি বলিয়া উঠিলেন "কে এই ঘটনা সংঘটন করিলেন?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমার কন্যা, তাহার সন্দেহ নাই। আমি তাহার কল্যাণেই সকল সুখ লাভ করিয়া থাকি।"

চার্নি আবার সাদরে গিরহার্ডীর কর ধারণ করিলেন এবং কাগজ খণ্ড তাঁহার হস্তে দিলেন।"

"ইহা আমার কন্যার, ইহা আমার কন্যার; দেখ আশা কেমন সফল হইয়াছে।"

চার্নি কাগজ খানি লইবার জন্য অজ্ঞাতসারে হস্ত প্রসারণ করিলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন বৃদ্ধ ভাবে গদ গদ হইয়াছেন, এক একটী করিয়া প্রত্যেক অক্ষর পড়িতেছেন এবং ক্রমাগত লেখাটী চুম্বন করিতেছেন। কাগজ খানি ফিরাইয়া লইবার জন্য চার্নির বড় ইচ্ছা হইল, কিন্তু তিনি বুঝিলেন ইহাতে এখন আর তাঁহার অধিকার নাই। আত্মাভিমানী কাউন্ট কৃতজ্ঞতা ও সহৃদয়তা শিক্ষা করিলেন।

বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ।

এদেশের স্ত্রীগণ যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন এদেশে চলিত বলিয়া তাহাতে কোন দোষ বোধ হয় না। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে, ইহা কেবল উলঙ্গ অবস্থায় না থাকিয়া গায় একটী আবরণ দিয়া রাখা মাত্র। পরিচ্ছদ যতদূর সংক্ষেপে সারা যাইতে পারে, তাহা এদেশের রমণীতেই দেখা যায়। ইহাদ্বারা আড়ম্বর শূন্যতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু শীত বাতাদির ক্লেশ নিবারণ এবং [illegible] পরিচ্ছদ ধারণের যে দুইটী প্রধান প্রয়োজন তাহা কোন

রূপেই সম্পন্ন হয় না। কোন সভ্যদেশে এরূপ পরিচ্ছদের প্রথা নাই, ইহা দেখিয়া সকলেই স্বীকার করেন সন্দেহ নাই। নানা কারণে বর্ত্তমান সময়ে এই পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কলিকাতা বামাহিতৈষিণী সভায় এবিষয়ে যেরূপ আলোচনা হয় তাহার বিবরণ তত্রত্য এক জন সভ্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"অধুনা অস্মদ্দেশীয়া অবলাকুলের মধ্যে যে প্রকার পরিচ্ছদ প্রচলিত আছে, সভ্যজাতি মাত্রই তাহার বিরোধী, বাস্তবিক ইহা নিতান্ত নির্লজ্জতার চিহ্ন। এবিষয় লইয়া কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে মহা আন্দোলন চলিতেছে, যাহাতে ইহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন সভ্যোচিত পরিচ্ছদ প্রচলিত হয় ইহাই প্রায় সকলের ইচ্ছা। এখানে এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রচলিত আছে যাহা পরিধান করিলে সর্ব্ব শরীর স্পষ্টরূপে দৃশ্য হয়। এরূপ নির্লজ্জ পরিচ্ছদ পরিধান করত কোন ক্রমেই ভদ্র সমাজে গমনাগমন করা যায় না। যদি এক স্থানে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মবিষয় কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের সদুপদেশ প্রদান করেন, এমনও হইতে পারে যে কেবল পরিচ্ছদের নিমিত্তই আমরা তথায় গিয়া সেই সকল জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিতে পাই না, সুতরাং এরূপ পরিচ্ছদ আমাদের উন্নতি পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত প্রতিবন্ধক, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

উন্নতির সহিত সামাজিক সকল বিষয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়া, সকল বিষয়ে সমভাবে উন্নতি না হইলে প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায় না, এনিমিত্ত এক বিষয়ে হীনাঙ্গতা বশতঃ বঙ্গীয় নরনারীগণের অপর সকল উন্নত ভাবের ততদূর কার্য্যকারিত্ব প্রকাশ পায় না। কোন বঙ্গাঙ্গনা সকল বিষয়ে উন্নতা হইয়াও যদি পরিচ্ছদের নিমিত্ত জঘন্য রূপে নিন্দিতা হন, তবে তাঁহার মনে এরূপ বিশ্বাসও হইতে পারে যে যখন আমি এরূপে নিন্দিতা হইতেছি, তখন আমি অবনত এবং পরিণামে এই বিশ্বাস তাঁহার উন্নতি পক্ষে প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়।

ইংরাজ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ অপেক্ষাকৃত ভাল বটে, কিন্তু কোন কোন বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা সহজ গুণে

[illegible]। সুতরাং তাহাদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতে গেলে কয়েকটি দোষ পরিত্যাগ করিতে গিয়া অপর কয়েকটি দোষ গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষত ইংরাজদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, ইহাতে যথেষ্ট ব্যয় আবশ্যক। আমাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই নিঃস্ব, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এরূপ পরিচ্ছদ কোন মতেই সম্ভবনীয় নহে। বম্বে ও উত্তর পশ্চিমবাসীদিগের পরিচ্ছদ ভাল বটে, কিন্তু স্বকপোল কল্পিত ও জাতি সঙ্গত কোন একটি সভ্যোচিত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া পরিধান করিলে যত সুখানুভব হয়, অপর জাতীয়ের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিলে তত হয় না এবং এরূপ করিলে কিয়ৎপরিমাণে কপটতার ভাব আসিয়া পড়ে। কারণ যদি কোন বাঙ্গালী ইংরাজের কিম্বা অন্য দেশীয় লোকের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, লোকে তাঁহাকে তদ্দেশীয় জ্ঞানে তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকে। অথবা কোন ব্যক্তি যদি ইংরাজের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহাদের সমাজে গমন করেন, তবে তাঁহাকে স্বধর্ম্মাবলম্বী জ্ঞানে হয়ত তাঁহার সাক্ষাতে নিঃসঙ্কোচে বাঙ্গালীদিগের নিন্দা করিতে পারে, এবং সেই নিন্দা তাঁহাকে স্থিরচিত্তে শুনিতে হয়। এইরূপ পরিচ্ছদ পরিহিত হইলে স্বদেশীয় সমাজেও সম্যক্ রূপে পরিগৃহীত হইতে পারা যায় না। স্বদেশীয়দিগের সহিত উন্নতি বিষয়ে কথোপকথন করিতে গেলে হয়ত তাহারা, তাঁহাকে আপনাদিগের অপেক্ষা কিছু ভিন্ন মনে করিয়া তাঁহার সহিত সকল বিষয়ের আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। সুতরাং যাহা স্বদেশের হিত সাধনের অনুকূল না হয়, তাহা গ্রহণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

যাহাতে সভ্যতা রক্ষা হয় এবং লোকের নিকট যথার্থ ভাবে পরিচিত হওয়া যায় এরূপ পরিচ্ছদ গ্রহণ করা উচিত। হৃদয়ে যেরূপ ভাব তদনুযায়ী পরিচ্ছদ ব্যবহার করাতে সরলতাও রক্ষা হয়।

শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরী।

[illegible] আর একটী সভ্যের লেখা হইতেও কিয়দংশ উদ্ধৃত করা

"এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বিষয়ে অনেকে আন্দোলন হইতেছে এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতেছেন যে স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত তাহা কেহই স্থির করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে অনেকেই ইয়ুরোপীয়দিগের পরিচ্ছদ উত্তম বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাহা যেরূপ বৃহৎ তাহাতে এদেশীয়দিগের সাধারণ লোকের উপযুক্ত নহে। কারণ এদেশীয় অনেকেই অবস্থানুসারে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে বাধ্য হয়েন তাহাতে ঐরূপ বৃহৎ ব্যাপারের সমাবেশ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় লোকের যেরূপ অবস্থা তাহাতে ব্যয় বাহুল্য হয়, এরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে অনেকেই সক্ষম নহেন। ইয়ুরোপীয় পরিচ্ছদে যেরূপ ব্যয় বাহুল্য হয় বোধ হয় অন্য কোন দেশীয় লোকের পরিচ্ছদে সেরূপ হয় না। প্রত্যেক দেশের লোকেরই পরিচ্ছদে, কি আচার ব্যবহারে স্বীয় স্বীয় দেশের চিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য। এই জন্য সম্পূর্ণরূপে অন্য দেশের অনুকরণ করা উচিত নহে, তাহাতে হীনতা প্রকাশ পায়। অন্য কোন দেশে ধর্ম্ম বিষয়ে কিংবা চরিত্র বিষয়ে যে সকল উত্তম ভাব আছে তাহা গ্রহণ করিব, কিন্তু বাহ্যিক বিষয় সকলের অনুকরণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ইংরাজ, কি উত্তর পশ্চিমবাসী, কি মুসলমান, কি চীনদেশীয় ইহাদিগের পরিচ্ছদ সুন্দর ও উত্তম হইলেও বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত নহে। যাহাতে দেশীয় ভাব থাকে, সকলে জিজ্ঞাসা না করিয়া বস্ত্র দেখিয়াই বঙ্গীয়া কুলকামিনী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সম্যকরূপে শরীর আবৃত হয় এইরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে কেহ কেহ যেরূপ কামিজ, জ্যাকেট, সাটী ও জুতা পরিধান করিয়া থাকেন তাহা উত্তম। কিন্তু এদেশে অনেক মন্দ স্ত্রীলোকেরাও ঐরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া থাকে এই জন্য এই সকল পরিধান করিয়া তাহার উপরিভাগে এইরূপ একখানি আপাদ মস্তক লম্বিত চাদর ব্যবহার করা উচিত যদ্দ্বারা অপর লোকে ভদ্রকুলবালা বলিয়া বুঝিতে পারে। চাদর এইরূপ ভাবে ব্যবহার করা উচিত যাহাতে

জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতে না হয়, স্বচ্ছন্দে সমুদায় অঙ্গ পরিচালনা করা যাইতে পারে।

রাজলক্ষ্মী সেন।”

স্ত্রীলোকগণ স্বয়ং তাঁহাদিগের পরিচ্ছদের উন্নতি সাধন জন্য উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, ইহা যার পর নাই সন্তোষের বিষয় বলিতে হইবে। কিছুদিন হইল এবিষয়ে আমাদিগের একজন কৃতবিদ্য বন্ধুর মত জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছিলেন “যে ব্যক্তিবিশেষ বা সমাজ বিশেষের সুখ, সচ্ছন্দ, আরাম, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তাঁহারা নিজে তাহার উপায় উদ্ভাবন বা সংস্করণ না করিলে তাহা কখন সম্পূর্ণ রূপে উদ্দেশ্য সাধক হইতে পারে না। অন্য লোক এবিষয়ে কেবল কতকগুলি ইঙ্গিত বা অসম্পূর্ণ প্রস্তাব মাত্র করিতে পারেন। স্ত্রীলোকদিগের পরিচ্ছদ সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট দেখিতে চাহিলে তাহা স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা অবলম্বিত হওয়া বিধেয়।” এটী অতি যুক্তি সিদ্ধ বাক্য। আমরা এদেশীয় অপেক্ষাকৃত সভ্য মহিলাগণের মত গ্রহণ এবং বর্ত্তমান সমাজের অবস্থা বহু দিন হইতে বিবেচনা করিয়া আপাততঃ স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ বিষয়ে এইরূপ সংক্ষেপ প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলাম।

বাটীতে—ইজার, পিরাণ ও সাটী; অথবা লম্বা পিরাণ ও সাটী।

বাহিরে গমন করিতে হইলে—ইজার, পিরাণ, সাটী, চাদর, পাজামা ও জুতা। জুতা যাঁহারা পসন্দ না করেন, না পরিতে পারেন।

পরিচ্ছদ দ্বারা সধবা ও বিধবা ও কুমারী যাহাতে প্রভেদ করা যায় এরূপ নিয়ম অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমরা এবিষয়ে চিরকালের জন্য অথবা বিশেষ করিয়া কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। সাধারণ ভাবে এবং আপাততঃ প্রয়োজন সাধনের জন্য এই উপায় নির্দ্দেশ করিলাম, যাঁহারা আবশ্যক বোধ করেন গ্রহণ করিবেন। যাঁহারা এবিষয়ে উৎকৃষ্টতর রীতি প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদিগের প্রস্তাব আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। এবং পশ্চাৎ এ বিষয়ে আমাদিগের আরও যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা প্রকাশ করিব।

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল।

ভারত সংস্কার সভান্তর্গত শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ষাণ্মাষিক পরীক্ষা, পরীক্ষকদিগের মন্তব্য এবং পারিতোষিক বিবরণ গত সংখ্যক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ছাত্রীগণ প্রশ্নের উত্তর কিরূপ প্রদান করিয়াছেন অনেকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, এই জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী উত্তর প্রকটিত হইল। ইহা পাঠ করিলে পাঠিকাগণেরও উপকার লাভের সম্ভাবনা।

ইতিহাস।

১ম উত্তর। এই উভয় পক্ষীয়েরা রাজ্য লাভের নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস হইয়া দুর্য্যোধনের (কৌরবদিগের সেনানায়ক) মৃত্যুর পর শেষ হয়। কৌরবদিগের পক্ষে দুঃশাসনাদি দুর্য্যোধনের শতভ্রাতা, দ্রোণাচার্য্য, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, শকুনি, পাণ্ডবদিগের মাতুল শল্য ইত্যাদি প্রধান প্রধান যোদ্ধারা ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য, পূর্ব্বে একজন সামান্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং সেই সময়ে তিনি ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। পরে ঘটনা ক্রমে এক দিবস বাল্যসখা দ্রুপদরাজের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তথায় দরিদ্র বলিয়া অপমানিত হওয়াতে দ্রুপদকে তৎপ্রতিফল প্রদানের নিমিত্ত তিনি হস্তিনায় আসিয়া সাহায্য প্রাপ্তির আশায় কুরু ও পাণ্ডব রাজকুমারদিগের ধনুর্ব্বেদের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভীষ্ম শান্তনু রাজার পুত্র ছিলেন। ইনি চিরকাল কৌমার্য্য অবস্থায় থাকিবেন এবং রাজ্য গ্রহণ করিবেন না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাতে ইহাঁর নাম ভীষ্ম হইয়াছে। ইনি কুরু ও পাণ্ডবদিগকে সমভাবে স্নেহ করিতেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের রীতি অনুসারে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অগ্রে সেনাপতি পদে বৃত হওয়াতে তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিলেন। অশ্বত্থামা দ্রোণাচার্য্যের পুত্র ছিলেন। প্রবাদ আছে ইনি জন্মমাত্র অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ইহার নাম অশ্বত্থামা হইয়াছে। কৃপাচার্য্য—অশ্বত্থামার মাতুল ছিলেন। ইনি দ্রোণাচার্য্যের পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দিতেন। শকুনি—দুর্য্যোধনের মাতুল ছিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে যে ইনি জন্মমাত্র

গর্দ্দভের ন্যায় রব করিয়াছিলেন। ইনি কুরুপাণ্ডবদিগের মধ্যে যুদ্ধ ঘটাইবার মূল কারণ, ইহাঁর চরিত্র অতি খল। শল্যরাজা পাণ্ডবদিগের পক্ষে যুদ্ধ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঘটনা ক্রমে পথি মধ্যে দুর্য্যোধনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি তাঁহাকে নিজের সেনাপতি পদে বরণ করিলেন। দুর্য্যোধন অত্যন্ত খল, পামর, রাজ্যলাভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ইনি ছলক্রমে শকুনির সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে সিংহাসনচ্যুত করেন। ইহাঁর অন্যান্য ভ্রাতারা প্রায় ইহারই তুল্য ছিলেন।

পাণ্ডবদিগের পক্ষে কৃষ্ণ, দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের মাতুল পুত্র ছিলেন, এই নিমিত্ত পাণ্ডবদিগকে অধিক স্নেহ করিতেন। ইহাঁর সাহায্যে পাণ্ডবেরা সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতেন। দ্রুপদ পাণ্ডবদিগের শ্বশুর ছিলেন, ইহার কন্যা দ্রৌপদীকে পঞ্চ পাণ্ডব মিলিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পাণ্ডবেরা শকুনির সহিত পাশ ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বন গমন এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পণ করত অজ্ঞাতবাসের কাল ছদ্মবেশে বিরাট রাজার গৃহে যাপন করেন। বিরাট রাজার কন্যা উত্তরার সহিত অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছিল এই নিমিত্ত তিনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে যুধিষ্ঠিরই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ছিলেন, তাঁহার স্বভাবের বিষয় এরূপ বর্ণিত আছে যেন তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, শান্তস্বভাব, পরোপকার, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ইত্যাদি মূর্ত্তিমান হইয়া যুধিষ্ঠির রূপে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাদিগের স্বভাবও উত্তম ছিল।

২ উত্তর। অতিশয় বিশৃঙ্খল ভাবে সম্পন্ন হইতেছিল। আজমীর ও কনোজ এই উভয় দেশের রাজাই দিল্লীপতির দৌহিত্র ছিলেন। কিন্তু তিনি মৃত্যুকালে আজমীরপতিকেই দিল্লীর উত্তরাধিকারী করিয়া যান। এই সূত্রে উভয় রাজার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই অন্তর্বিবাদ মহম্মদের পক্ষে অনুকূল হইয়াছিল সন্দেহ নাই। মহম্মদ দিল্লী ও আজমীরের তদানীন্তন অধিপতি পৃথুকে প্রথম আক্রমণ করেন। থানেশ্বর ও [illegible] মধ্যবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাজিত

হয়। পরে পুনরায় মহম্মদ যুদ্ধার্থ আসিলে হিন্দুরা পূর্ব্ব বারের পরাভব স্মরণ করাইয়া তাঁহার নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে "পলায়ন ভিন্ন মহম্মদের অন্য উপায় নাই, তিনি যদি সন্ধিরবশীভূত হন তাহা হইলে আমরা তাহার উপর কোন উপদ্রব করিব না।" মহম্মদ ইহার উত্তরে ভয়ের ভান করিয়া এই বলিয়া পাঠান যে "আমার ভ্রাতা রাজা, তাহার অনুমতি ভিন্ন আমার প্রতিগমন করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব যতদিন তাঁহার অনুমতি না আইসে ততদিন উভয় দলে সন্ধি স্থাপিত করিয়া চরিতার্থ হই।" হিন্দুরা এই উত্তরে সতর্কতা শূন্য হইয়া রজনীতে উৎসব করিতে লাগিলেন, মহম্মদ এই সুযোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। হিন্দুদিগের শিবির এরূপ বিস্তৃত ছিল যে এক ভাগ ব্যতিব্যস্ত হইতে না হইতে অপরভাগ ব্যূহীভূত হইয়া দাঁড়াইল। অনন্তর উভয় দলে সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মুসলমানপতি জম্বুক চাতুর্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি একবার ধাবিত ও একবার পলায়িত হইতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ধ্যাকালে হিন্দুদিগকে নিতান্ত ক্লান্ত দেখিয়া আপাদমস্তক বর্ম্ম পরিহিত দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ধাবিত করিলেন। হিন্দুরা ইহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন। সুতরাং মুসলমানেরা জয়ী হইয়া অন্যান্য ভাগে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

৩ উ। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয়া স্ত্রীলোকেরা এখনকার মত অন্তঃপুরে নিবদ্ধা থাকিতেন না। স্বাধীন ভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। তৎকালে তাহাদিগের মধ্যে লেখাপড়ারও চর্চ্চা ছিল। স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত থাকাতে বোধ হয় এখনকার ন্যায় বাল্যকালে ও অসময়ে বিবাহ হইত না। এক্ষণে স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে নিবদ্ধা ও অশিক্ষিতাবস্থায় কালযাপন করিতেছেন এবং বাল্যবিবাহ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের ভয়ানক অমঙ্গল সংসাধিত হইতেছে। এরূপ প্রভেদ হওয়াতে যে কি পর্য্যন্ত অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে পারা যায় না। এরূপ হওয়াতে পুরুষদিগেরও সম্পূর্ণ মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে না।

শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরী।

পদার্থ বিদ্যা।

১ উ। আকর্ষণ আট প্রকার; যথা মাধ্যাকর্ষণ, যোগাকর্ষণ, বিষম যোগাকর্ষণ, কৈশিকার্ষণ, অন্তর্ব্বাহ বহির্ব্বাহ, চৌম্বকাকর্ষণ, তাড়িতাকর্ষণও রাসায়নিক আকর্ষণ। জড় পদার্থ দূর হইতে যে সকল দ্রব্যকে আকর্ষণ করে তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষের ফল, মেঘের জল ভূতলে পতিত হয়। সকল দ্রব্যই স্বীয় স্বীয় মধ্য ভাগে পদার্থ সকলকে আকর্ষণ করে বলিয়া এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ হইয়াছে। পৃথিবী আপন কেন্দ্রের দিকে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করিতেছে। যে আকর্ষণ দ্বারা পরমাণু সকল একত্র সংযুক্ত হয় তাহাকে যোগাকার্ষণ বলে। যোগাকর্ষণ না থাকিলে এই জগতে কেবল কতকগুলি পরমাণু পুঞ্জ মাত্র থাকিত, নানা প্রকার রমনীয় পদার্থ বৃক্ষ লতা পুষ্প এ সমুদায়ের কিছুই দৃষ্টিগোচর হইত না। দুই খানি কাচ উপরি উপরি রাখিয়া দিলে তাহারা যোগাকর্ষণ গুণে অল্প সংযুক্ত হয়, পরে তাহা খুলিতে একটু শক্তি আবশ্যক করে। যদি জানালার সার্সি দিয়া দুইবিন্দু জল গড়িয়া পড়ে, তবে তাহারা যোগাকর্ষণ গুণে আকৃষ্ট হওয়াতে উভয়ে মিলিত হইয়া একটি বিন্দু হইয়া যায়।

যেমন এক রূপ দ্রব্যের পরস্পর আকর্ষণ হয়, সেই রূপ আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দ্রব্যের আকর্ষণ হইয়া থাকে। যদি জলে এক খানি পরকলা এরূপ ভাবে স্থাপন করা যায় যে তাহা জলে মগ্ন না হয়, তবে সেই কাচ তুলিতে কিঞ্চিৎ শক্তি আবশ্যক করে। কোন কোন তরল পদার্থ সুচি মগ্ন করিলে ঐ তরল পদার্থ উহাতে লাগিয়া থাকে, ইহা বিষম যোগাকর্ষণের কার্য্য। যেস্থলে কঠিন ও তরল বস্তুর সহিত বিষম যোগাকর্ষণ না হয় সে স্থলে উহা তরল পদার্থে মগ্ন হইবার পূর্ব্বেও যেমন থাকে পরেও তেমনি থাকে। অট্টালিকার সমুদায় অংশ যোগাকর্ষণ ও বিষম যোগা[illegible] এ প্রকার দৃঢ় হইয়া থাকে [illegible] পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাহাকে নি[illegible] আকর্ষণ করিতেছে তত্রাচ উহার কণামাত্র খসিয়া [illegible] পারে না। [illegible] নলের মধ্যে যে জল উঠিতে

দেখা যায় তাহাকে কৈশিকাকর্ষণ বলে, ইহা যোগাকর্ষণের কার্য্য। নলের অন্তর্দিক এবং জলের পরমাণু এই উভয়ের বিষম যোগাকর্ষণ দ্বারা জল ঊর্দ্ধ দিকে উত্থিত হয়। যতক্ষণ কৈশিকাকর্ষণ প্রবল থাকে ততক্ষণ উঠিতে থাকে, পরে যখন জলরাশির ভার কৈশিকাকর্ষণকে অতিক্রম করে, তখন উহা মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নামিয়া পড়ে। কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম নলের মধ্যে এই আকর্ষণের কার্য্য অধিক প্রবল হয় বলিয়া ইহার নাম কৈশিকাকর্ষণ হইয়াছে। প্রদীপের বর্ত্তী দ্বারা যে শিখা পর্য্যন্ত তৈল প্রবেশ করে এবং মৃত্তিকা হইতে জল উঠিয়া যে ঘরের মেজে ও প্রাচীরের অধোভাগকে আর্দ্র করে এ উভয়েই এই আকর্ষণের কার্য্য।

চুম্বক নামে এক প্রকার অপরিষ্কৃত ধাতু আছে তাহা লৌহ এবং ইস্পাত আকর্ষণ করিয়া থাকে এই আকর্ষণকে চৌম্বকাকর্ষণ বলে।

যে আকর্ষণ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বস্তু সংযুক্ত হইয়া একটি নূতন বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে রাসায়নিক আকর্ষণ বলে। ইহা জড় পদার্থের সাধারণ গুণ নহে। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের সহিত যে বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাহাতেই এই আকর্ষণের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন পারা ও গন্ধক মিলিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে হিঙ্গুল হয়, ইহাতে পারা গন্ধকের অনেক গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অন্যান্য প্রকার আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট বস্তুকে যেরূপ ছেদন পেষণ ঘর্ষণাদি দ্বারা পৃথক্ করা যায়, রাসায়নিক আকর্ষণ দ্বারা আকৃষ্ট বস্তু সকলকে সেরূপ পৃথক করা যায় না।

ভূমণ্ডলের সর্ব্বস্থানে তাড়িত নামক এক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, ইহা দ্বারা যে আকর্ষণের ক্রিয়া হয় তাহাকে তাড়িতাকর্ষণ বলে। লাক্ষা কিংবা কাচ শুষ্ক হস্তে অথবা লোমজবস্ত্রে ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে তাড়িত নিঃসৃত হয়, এই জন্য উহা পালক রেশম প্রভৃতি লঘু দ্রব্যের নিকট ধরিলে ঐ লঘু দ্রব্য তাড়িতাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া উহাতে সংযুক্ত হইয়া অত্যল্প কাল পরেই বিযুক্ত হইয়া পড়ে।

৫৬। দূরত্বের সংখ্যা যত হইবে তাহাকে তত গুণ করিয়া যে অঙ্ক প্রাপ্ত হওয়া যায় সে স্থানের আকর্ষণের বলে তত ভাগের এক ভাগ

হইবে। যেমন এক ক্রোশ দূরে যত আকর্ষণ দুই ক্রোশ দূরে তাহার চারি ভাগের এক ভাগ, কারণ দুইকে দুই দিয়া গুণ করিলে চারি হয়। এইরূপ তিন ক্রোশ দূরে নয় ভাগের এক ভাগ, চারি ক্রোশ দূরে ষোল ভাগের এক ভাগ।

৩ উ। তাপমান যন্ত্র দ্বারা বায়ুর এবং অন্যান্য বস্তুরও তাপাংশ পরিমাণ করা যাইতে পারে। তাপমান একটি কাচের নল উহার নিম্নভাগ কুণ্ডাকৃতি, ঐ কুণ্ডে পারা থাকে। তাপমানের উপরি ভাগে ১ অবধি ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত অঙ্কিত থাকে, যে দিবস যত উত্তাপ হয় সেই দিবস ঐ পারা তত অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তাপ পাইলে ঐ পারা ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত এবং যত উত্তাপ থাকিলে জমিতে আরম্ভ হয় তত উত্তাপে ঐ পারা ৩২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। মনুষ্যের শরীরের রক্ত যত উত্তপ্ত, তত উত্তাপে উহা ৯৮ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়।

৪ উ। কোন কোন পদার্থের এই প্রকার গুণ আছে যে তাহাদিগকে টানিলে বৃদ্ধি হয় এবং ছাড়িয়া দিলে পূর্ব্ববৎ কুঞ্চিত হইয়া থাকে এই গুণকে স্থিতি স্থাপকতা বলে।

কোন কোন দ্রব্যকে সহজেই ভগ্ন করা যায়। তাহাদিগের এই গুণকে ভঙ্গ প্রবণতা এবং ঐ সকল বস্তুকে ভঙ্গ প্রবণ বলে।

কোন কোন ধাতুকে পিটিয়া অতি সূক্ষ্ম পাত করা যাইতে পারে। এই গুণকে ঘাতসহত্ব বলে।

কোন কোন দ্রব্যকে টানিয়া সহজে ছিন্ন করা যায় না যোগাকর্ষণের আধিক্যই ইহার কারণ, এই গুণকে ভিদাবরোধকতা বলে।

সকল পদার্থেরই এমন একটি সূক্ষ্ম স্থান আছে যে তাহা ধৃত অথবা অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে সেই বস্তুর সমুদায় ভাগ স্থির ও অবিচলিত থাকে, সেই অতি সূক্ষ্ম বিন্দুমাত্র স্থানকে ভারকেন্দ্র বলে।

৫ উ। কোন বস্তু কোন এক নির্দ্দিষ্ট কালে যতদূর গমন করে, তাহাকে [illegible] বেগ বলে। যেমন যে অশ্ব প্রতি ঘন্টায় ৫ ক্রোশ চলে তাহার

বেগ প্রতি ঘন্টায় ৫ ক্রোশ। কোন বস্তুর এক স্থান হইতে স্থানান্তর হওয়াকে গতি কহে।

৬ উ। গতি নয় প্রকার। যথা সমগতি, সরলগতি, বিবৃদ্ধগতি, সমান গতি, সাধারণ গতি, আপেক্ষিক ও অনপেক্ষগতি, মিশ্রগতি, পরাবর্ত্তিত গতি, চক্রাবর্ত্তগতি।

কোন বস্তু কোন শক্তি দ্বারা চালিত হইলে যদি চিরকালই সমান বেগে চলে তাহার গতির হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি না হয় তবে তাহাকে সমগতি বলে। পৃথিবীতে সমগতির দৃষ্টান্ত দৃষ্টি করা যায় না, কারণ পৃথিবীস্থ কোন দ্রব্য চালিত হইলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণাদি দ্বারা তাহার গতির নিয়তই হ্রাস বৃদ্ধি হয়। গগনমণ্ডলস্থ গ্রহ উপগ্রহাদির গতি সমগতির উত্তম উদাহরণ। তাহারা প্রথমে যে প্রকার বেগ প্রাপ্ত হইয়াছিল, চিরকালই সেই প্রকার বেগে চলিতেছে এবং চলিবে।

যদি কোন বস্তু কোন শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সরল ভাবে ঠিক এক দিকেই চলে, অন্য কোন দিকে গমন না করে, তবে তাহাকে সরল গতি বলে। বৃক্ষের ফল, মেঘের জল প্রভৃতি যদি কোন বাধা প্রাপ্ত না হয় তবে ঠিক সরলভাবে পড়ে।

পৃথিবীর নিকটস্থ কোন বস্তু উচ্চদেশ হইতে পতিত হইবার সময়ে পৃথিবী তাহাকে নিয়তই আকর্ষণ করিতে থাকে এই জন্য তাহার গতির বেগ অবিরত বৃদ্ধি হইতে থাকে। উচ্চদেশ হইতে জল পতিত হইবার সময়ে ঐ জল একটি স্রোতের ন্যায় হইয়া পড়ে ঐ স্রোতের উপরিভাগ প্রশস্ত এবং নিম্নভাগ সরু। তাহার কারণ প্রথমে যে প্রমাণ জল ৮ হস্ত পড়িয়াছিল, পরে সেই প্রমাণ জল ১৬ হস্ত পড়ে। এইরূপে পৃথিবী যত তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে তত উহার বেগ বৃদ্ধি হওয়াতে দৈর্ঘ্যে অধিক হইয়া বিস্তারে সরু হয়। এবিষয়ের একটি সুন্দর নিয়ম আছে জড় পদার্থ উচ্চ হইতে পতিত হইবার সময়ে প্রত্যেক সেকেণ্ডে ১৬ ফিট পড়ে, কিন্তু পৃথিবী নিম্নদিকে আকর্ষণ করে বলিয়া উহার বেগ বৃদ্ধি হয়। এই গতিকে বিবৃদ্ধ গতি বলে।

যেরূপ উচ্চদেশ হইতে কোন বস্তু পতিত হইবার সময়ে তাহার বেগ

বৃদ্ধি হয় সেই রূপ নিম্ন দিক হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইবার সময়ে তাহার বেগ হ্রাস হয়, কারণ ঐ বস্তু উপর দিকে উত্থিত হয় এবং পৃথিবী তাহাকে বিপরীত অর্থাৎ নিম্ন দিকে আকর্ষণ করে এই প্রকার গতিকে হ্রসমান গতি কহে।

কোন বস্তু চালিত হইলে যদি তাহার সহিত অন্য কোন বস্তুর গতির তুলনা না করা যায়, তবে তাহার গতিকে অনপেক্ষ গতি বলে। যেমন কোন নৌকা যদি প্রতি পলে ২০০ হাত গমন করে, কিন্তু তাহার সহিত অন্য কোন বস্তুর গতির তুলনা না করা যায়, তবে নৌকার গতিকে অনপেক্ষ গতি বলা যায়। যদি সেই সময়ে কোন ব্যক্তি নৌকার মধ্যে শয়ন করিয়া থাকে তবে তাহারও প্রতি পলে ২০০ হাত গমন করা হয়, কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি স্থির না থাকিয়া গলুয়ের দিকে দশ হাত করিয়া গমন করে তবে তাহার প্রতি পলে ২১০ হাত গমন করা হয় এই, ২১০ হাত তাহার অনপেক্ষ গতি ও কেবল ১০ হাত তাহার আপেক্ষিক গতি।

যদি দুই অথবা বহুবস্তু এক শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া একত্র গমন করে, তবে তাহাদিগের গতিকে সাধারণ গতি বলে। শকট প্রতি ঘন্টায় যতদূর গমন করে, শকটস্থ বস্তু সমুদায়েরও প্রতি ঘন্টায় ততদূর গমন হয় এই জন্য শকট ও শকটস্থ বস্তু সমুদায়ের গতি সাধারণ গতি। পৃথিবীও আমাদিগের গতিও সাধারণ গতি।

কোন দ্রব্য দুই অথবা বহু শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে একেবারে চালিত হইলে উহা এক সময়ে সকল দিকে চলিতে না পারিয়া ঐ সকল দিকের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্বতন্ত্র দিক অবলম্বন করিয়া চলে। এই প্রকার গতিকে মিশ্রগতি বলা যায়।

উপর হইতে কোন দ্রব্য সরল ভাবে পতিত হইবার সময়ে যদি কোন বস্তু দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তবে আর সরল ভাবে চলিতে না পারিয়া দিগন্তরে গমন করে, এই গতিকে পরাবর্ত্তিত গতি কহে। বৃক্ষ হইতে ফল পতিত হইবার সময়ে যদি কোন শাখায় আসিয়া লাগে তাহা হইলে অন্য দিকে চলিয়া যায়। গোলাকার পথে অমণ করাকে চক্রাবর্ত্ত গতি

বলে। শকট চক্রের আবর্ত্তন ঘটিকা যন্ত্রের শঙ্কু পরিচালনা, জাঁতা লাটিম ঘূর্ণন এই সমুদায় চক্রাবর্ত্ত গতির কার্য্য।

প্রথম শ্রেণীর রাজলক্ষ্মী সেন।

প্রশ্নাবলী।*

ইতিহাস।

১ প্রশ্ন। কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ কি কারণে হয় এবং কত দিন থাকে? উভয় পক্ষীয় প্রধান প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন এবং তাঁহাদিগের স্বভাব কি প্রকার ছিল?

২। মহম্মদ ঘোর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আইসেন, তখন ইহার অবস্থা কিরূপ ভাবে চলিতেছিল? তিনি হিন্দু রাজাদিগকে কি প্রকারে পরাভব করিলেন?

৩। পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয় মহিলাগণের সহিত অধুনাতন স্ত্রীগণের অবস্থা তুলনা কর।

পদার্থ বিদ্যা।

১ প্র। আকর্ষণ কয় প্রকার? প্রত্যেকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেও।

২। দূরত্ব অনুসারে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ নিরূপণ করিবার উপায় কি?

৩। তাপমান যন্ত্রদ্বারা কি জানা যায়?

৪। স্থিতি স্থাপকতা, ভঙ্গ প্রবণতা, ঘাতসহত্ব, ভিদাবরোধকতা এবং ভারকেন্দ্র কাহাকে বলে?

৫। বস্তুর বেগ ও গতি কাহাকে বলে?

৬। গতি কয় প্রকার? তাহার এক একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর।

পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী।

"ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।"

জ্ঞানবান্ লোকে পরের হিতার্থে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিবেন।

আমরা অন্য দেশের স্ত্রীলোকের সদ্‌গুণের আলোচনা করিয়া আনন্দ

* ছাত্রীদিগের পরীক্ষার প্রশ্ন হারাইয়া গিয়াছে। পরীক্ষকগণের মত লইয়া উহার সকল দৃষ্টে নিম্নলিখিত প্রশ্ন কয়েকটী সঙ্কলিত হইল।

লাভ করি বটে, কিন্তু স্বদেশীয় রমণীগণের কোন সৎদৃষ্টান্ত দর্শন করিলে হৃদয় যে রূপ পুলকিত হইয়া উঠে এরূপ আর কিছুতেই নহে। মহারাণী স্বর্ণময়ী দানশীলতায় জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন এবং বঙ্গরমণী কুলের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন তাঁহার বিষয়ে অধিক বলিবার নাই। কিন্তু উপরে যে আর একটী সদগুণশালিনী রমণীর নাম অঙ্কিত হইয়াছে, তিনি অদ্যাপি তত বিখ্যাত নহেন বলিয়া কম সুখ্যাতির পাত্র নহেন। ইনি অতি নম্রভাবে দয়ার উচিত পাত্রে দান করিয়া আসিতেছেন, লোকে প্রশংসা করুক না করুক সে দিকে দৃষ্টি করেন না, ইহা নারীশোভন অতি রমণীয় গুণ বলিতে হইবে। সম্প্রতি এই মহিলা বামাবোধিনীর একটী যন্ত্রালয়ের সাহায্য জন্য ২০টী টাকা পাঠাইয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমাদের পাঠকগণ আমাদের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করুন। কিন্তু তাঁহার গুণের বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য আমাদিগের পরমবন্ধু বোয়ালিয়া গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দেব মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া যে প্রেরিত খানি পাঠাইয়াছেন তাহা সাদরে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এতদঞ্চলে বিখ্যাত রাণী স্বর্ণময়ী ভিন্ন পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরীর ন্যায় সদাচারিণী দানশীলা রমণী আর দেখা যাইতেছে না। ইনি কেবল কয়েক বৎসর হইল জমিদারির ভার স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, ইতিমধ্যে ইনি বিবিধ সৎকার্য্যে এক কালীন ও মাসিক যত টাকা দান করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার এক ফর্দ্দ নীচে লিখিতেছি। আপনার পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য এই ফর্দ্দ বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিলে ভাল হয়, এ সকল বিষয় অবগত হইয়া রমণীগণ ইহাঁর ন্যায় সচ্চরিত্রা ও দানশীলা হন ইহাই একান্ত কামনা।

পুঁটিয়া নিবাসিনী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবীর দানের বিবরণ।

নিয়মিত বার্ষিক দানের সংখ্যা।

জিলা রাজসাহির অন্তঃপাতি লালপুর সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুল [illegible] টাকা হিসাবে এবং প্রাইজ আরম্ভ হও [illegible] ১২৫)

ঐ জিলা মান্দাকালী বঙ্গবিদ্যালয় মাসিক ১৫৲ হিসাবে	১৮০৲
ঐ জিলা ভালুক গাছি চৌপুখুরিয়া বঙ্গবিদ্যালয় মাসিক ঐ	১৮০৲
ঐ জিলা মধুখালী বঙ্গবিদ্যালয় মাসিক ১২৲	১৪৪৲
এতদ্ব্যতীত আরও পাঁচটী স্কুলে মাসিক ২।৪।৫ টাকা হিসাবে ২০৲	২৪০৲
বোয়ালিয়া অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কারণ মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে	৬০৲
রাজসাহির অন্তঃপাতি লালপুর দাতব্য চিকিৎসালয় মাসিক ৯২৲ টাকা হিসাবে	১১০৪৲
বোয়ালিয়া অতিথি শালা মাসিক ৫৲ হিসাবে	৬০৲
নানা স্থানের বিদ্যালয়ের দরিদ্র বালকদিগের সাহায্য জন্য মাসিক ১৩৲ টাকা	১৫৬৲
১৪ জন উপায় হীন দরিদ্র তীর্থবাসীর সাহায্য জন্য মাসিক ৪০৸০ হিসাবে	৪৮৯৲
বাণারস, কাশী বাঙ্গালীটোলা অন্নছত্র জন্য দান	১৫০০৲
মথুরা, বৃন্দাবন অন্নছত্র	৭৫০
বোয়ালিয়া ধর্ম্ম সভা	৬০০
ময়মন সিংহ জ্ঞান-প্রদায়িনী সভার	৩০০
ময়মন সিংহ শাখা ধর্ম্ম সভা	৫০
ঢাকা ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা	৫০
মোট বার্ষিক দান	৬৭৮৮

এক কালীন দানের সংখ্যা।

বোয়ালিয়া জিলা স্কুলের চতুষ্পার্শ্বের প্রাচীর ও রেইল দেওয়ার জন্য	৩২০০
বোয়ালিয়া গবর্ণমেন্ট বাগানে পুষ্করিণী খনন জন্য	২০০০
উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য	২০০
মানচেষ্টর নগরের ঐ	২০০
রামপুর নাটোরের প্রসিদ্ধ রাস্তার ধারে শিবপুরের নিকট পুষ্করিণী খননার্থ	৫০০
ঐ মবামতপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননার্থ	১৫০০
ঐ পুটিয়া গ্রামে চৌকি দীঘি খননার্থ	৮০০০
কলিকাতা ভারত সংস্কার দাতব্য বিভাগ	১০০
চব্বিশ পরগণা বজবজ হিন্দু অরফান স্কুল	১০০
মহাভারত প্রকাশ জন্য প্রতাপ চন্দ্র রায়	১০০
পাবনা বালিকা বিদ্যালয়	৫০

কলিকাতা বাঙ্গলা লাইব্রেরি	৫০
ফরিদপুর গবর্ণমেন্ট স্কুল	৫০
মালদহ কাংশাট স্কুল	৫০
ময়মন সিংহ টাঙ্গাইল স্কুল	৫০
এতদ্ব্যতীত বিবিধ জিলায় স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, বালিকা বিদ্যালয়াদিতে ২০।৩০ করিয়া দান তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ	৫০৫
	১৬৬৫৫

শ্রীকালীনাথ দেব।"

নূতন সংবাদ।

১। এডুকেশন গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন বোলতা বা বিচে কামড়াইলে বিচিটি পাতা ক্ষতস্থানে ঘসিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা দূর হয়।

২। মান্দ্রাজে যে স্ত্রীলোকটী স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রতি "ঈশ্বরের দয়া ও তাঁহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য" বিষয়ে আর একটী উৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। পশ্চিম অঞ্চলের শেঠ থাকার্সি দেবজী নামক এক জন মহাজন বিধবা বিবাহের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও ভাট জাতীয় কোন বিধবা যদি পুনরায় বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন এবং অর্থের অভাবে যদি তাহা না হয়, তবে তাঁহাকে জানাইলে তিনি অর্থের দ্বারা সাহায্য করিবেন।

৪। এডুকেশন গেজেট বলেন কয়েকজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের যত্নে বোয়ালিয়ায় অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা আরব্ধ হইয়াছে। সম্প্রতি ১০।১২টী সম্ভ্রান্ত পরিবারের স্ত্রীগণ শিক্ষালাভ করিতেছেন। অত্রত্য স্ত্রীনর্ম্মাল স্কুলের লেডি সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের তিনটী ছাত্রী তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহার নিমিত্ত পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী দেবী মাসিক পাঁচ টাকা দান করিতেছেন, এবং অনেক দিন হইল, সুপ্রসিদ্ধ দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী এককালে দুই শত টাকা দিয়াছেন।

৫। ইংলিস মান পত্র শুনিয়াছেন মিস গারেট নাম্নী এম, ডি উপাধি প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ স্ত্রী-চিকিৎসক এদেশে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এদেশে স্ত্রী-চিকিৎসকের অত্যন্ত অভাব এবং তজ্জন্য স্ত্রীগণের অনেক বিষয়ে অসুবিধা হইয়া থাকে।

৬। শুনা যাইতেছে আগামী শীত কালে আমাদিগের মহারাণীর ৩য় পুত্র রাজকুমার আর্থর ভারতবর্ষ দর্শনার্থে আগমন করিবেন।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৮ সংখ্যা। আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭৮। ৮ম ভাগ।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্মাণ সাহেবের মৃত্যু।

গত ৫ই আশ্বিন বুধবার বেলা ১১ টার সময় কলিকাতায় যে ভয়ঙ্কর নিদারুণ কার্য্যটী হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগের পাঠিকাগণ অবগত হইয়া থাকিবেন। ঐ দিবস প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি মহামান্য নরম্যান সাহেবের প্রাণনাশক অতীব শোচনীয় ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছে। বিচারপতি নরম্যান সাহেব গাড়ী হইতে নামিয়া যেমন আদালতের মধ্যে যাইবার নিমিত্ত সিঁড়ির দুই এক ধাপ উঠিয়াছেন, এমন সময় এক খান দরখাস্ত হাতে করিয়া উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পঞ্জাবী বা পেসয়ারপ্রদেশবাসী এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া হঠাৎ এক খান ছোরা তাঁহার তলপেটের বাঁ দিকে বসাইয়া দিল। জজ সাহেব আঘাত দ্বারা কাতর হইয়া পৈঠার উপর দিকে আর না উঠিয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিলেন। সেই সময় দুরাত্মা পুনরায় তাঁহার ঘাড়ের বাঁ দিকে ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দিল। বিচারপতি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া এক খানি ইট উহাকে ফেলিয়া মারিলেন এবং একটী স্থানে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন-দর দর ধারে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল, তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদ একবারে রক্তে ভিজিয়া গেল। সার্জন, চৌকীদার প্রভৃতি রক্ষকগণ কেহই তৎকালে সে স্থানে উপস্থিত ছিল না। প্রাণ সংহারক দুরন্ত দস্যুকে

ধরিবার জন্য উপস্থিত কোচমান প্রভৃতি কয়েক জন চেষ্টা করিতে লাগিল এবং পরিশেষে একজন পাখাটানা বেহারা একটা লম্বা বাঁশ দ্বারা মারিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল এবং একজন তাহার হাত হইতে অস্ত্র খান বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইল। পুলিসের লোকেরা তখন আসিয়া তাহাকে ধরিয়া বন্ধন করিল। বিচারপতিকে তৎক্ষণাৎ পালকীতে তুলিয়া দিয়া বিচারালয়ের নিকটবর্ত্তী একটী ঔষধালয়ে লইয়া যাওয়া স্থির হইল। তিনি পালকীতে উঠিয়া অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং মৃদু স্বরে এই কথাটী বলিতে লাগিলেন—"আমি বাঁচিব না" আমি বাঁচিব না।" তজ্জন্য ডাক্তার খানায় লইয়া যাওয়া হইল না, গবর্ণমেণ্ট হাউসের নিকট পুস্তক বিক্রেতা থাকার কোম্পানির দোকানে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে এই দুর্ঘটনা শুনিয়া লোকে লোকারণ্য। অবিলম্বে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সকল উপস্থিত হইয়া যথাসাধ্য তাঁহার চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই প্রতীকার হইল না। তিনি ক্রমে ক্রমে নির্জীব হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এই মুমূর্ষ অবস্থায় তিনি নিকটস্থ এক বন্ধুকে বলিলেন "তুমি একবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর।" তাহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার চৈতন্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হইতে লাগিল এবং পরিশেষে রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় তিনি প্রেয়সী সহধর্ম্মিণী ও আত্মীয় বন্ধুদিগের নিকট বিদায় লইয়া ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে কলিকাতা সহরের সমস্ত লোক একবারে শোকার্ত্ত ও ভীত হইয়াছিল। কয়েক দিবস ঐ দুরাচার পামরের বীভৎস কাণ্ড এবং মহামান্য পরম দয়ালু বিচার পতির প্রাণ বিয়োগ লইয়াই সর্ব্বত্র আন্দোলন হইয়াছিল। এমন লোক অতি বিরল যিনি ঐ দুর্ব্বৃত্তের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ এবং নিরপরাধী বিচারপতির জন্য শোক প্রকাশ না করিয়াছেন। আমাদিগের কোমল হৃদয়া ভগ্নীদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। ভারত সংস্কার সভার স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী এই মৃত্যু উপলক্ষে আমাদিগের নিকট একখানি প্রেরিত পাঠাইয়াছেন এবং আর একটী ছাত্রী সুলভ সমাচার পত্রে একটী মনোহর পদ্য দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা তাহা যত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

"মান্যবর বিচারপতি নর্ম্মান সাহেবের মৃত্যুতে আমাদিগের হৃদয় যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত হইতেছে, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। হায়! তিনি শুদ্ধ আমাদিগের হিতের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিলেন! কেবল সদ্বিচার করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার মৃত্যু হইল! আর ইহা অপেক্ষা অধিক পরিতাপের বিষয় কি হইতে পারে, যে যাহাদিগের হিতের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বদা যত্ন করিতেন, তজ্জাতীয় এক ব্যক্তির নিষ্ঠুর হস্তই তাঁহার পক্ষে কাল স্বরূপ হইয়া উঠিল! তিনি ভারতবর্ষীয় একজন মুসলমানের করাল হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন! বোধ হয় এরূপ অভাবনীয় ঘটনা কখনও সংঘটিত হয় নাই।

আমরা যে শুদ্ধ তাঁহার সদ্বিচারের পক্ষপাতী হইয়া এরূপ বলিতেছি এমত নহে, তাঁহার অন্যান্য অনেক সদ্গুণ ছিল। তাঁহার দয়া এরূপ প্রবল ছিল যে তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যৎকালে পুস্তক বিক্রেতার বিপণিতে (Thacker Spink & Co.) আনীত হন, তৎকালে, "অপর কেহ আহত হইয়াছে কি না" অগ্রে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ইহা সামান্য দয়ার কার্য্য নহে, যে যে সময়ে তিনি গুরুতর রূপে আহত হন, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত, সেই সময়েও অপরের মঙ্গল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল!

আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল, সেই সময়ে তাঁহাকে দর্শন করি, কিন্তু বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের ততদূর সাহসের সময় এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই, অতএব ওরূপ আশা করা আমাদিগের পক্ষে দুরাশা মাত্র। শ্রীমতী নর্ম্মাণের দুঃখ মনে করিয়া আমাদিগের হৃদয় নিরতিশয় সন্তাপিত হইতেছে। তিনি কি অসহ্য যন্ত্রণাই অনুভব করিতেছেন। তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে গেলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, অশ্রুবেগ অসম্বরণীয় হইয়া উঠে। আমরা তাঁহার দুঃখে সমদুঃখিনী হইয়া করুণাময় জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, অতঃপর তিনি যেন ইহাঁকে ধর্ম্মবল প্রদান করেন, যে বলে বলীয়ান হইলে তিনি জীবনের অবশিষ্ট কাল নির্ব্বিঘ্নে যাপন করিতে পারিবেন। হে দয়াময় পিতঃ! এতদ্দিনে একটি ভগিনী নিদারুণ দস্যুর আঘাতে পতিহীনা ও অনাথা হইলেন, অতঃপর তুমিই ইহাঁর শ্রেষ্ঠ

আশ্রয়, যাহাতে ইনি তোমার পথে থাকিয়া পৃথিবীতে আপন জীবনের অবশিষ্ট কালের সদ্ব্যয় করিতে পারেন, তুমি ইহাকে তদ্রূপ বল প্রদান কর। ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয় ॥

শ্রীসৌদামিনী কাস্তগিরী।"

১

"বঙ্গ বাসি-হিত-তরে, আসিয়া সাগর পারে,
কেন বা অকালে আহা! হারালে জীবন।
সর্ব্বোচ্চ-বিচারাসনে, সদা সুবিচার গুণে,
তুষিয়াছ যুবা বৃদ্ধ-বঙ্গবাসিমন ॥

২

কিবা তব দোষ পেয়ে, এমন নিষ্ঠুর হয়ে,
নির্দ্দয় যবন তোমা করিল নিধন?
আঘাত যন্ত্রণানলে, যখন হৃদয় জ্বলে,
তখনও পরের দুঃখে করেছ রোদন ॥

৩

তব প্রিয় প্রণয়িনী, হা! হতাশ মনে গণি,
ভিতিছে নয়ননীরে লুটায়ে ধরায়!
স্মরিয়া তাঁহার কথা, প্রাণে যেবা পাই ব্যথা,
কি বলিব, কি বলে বা বুঝাব তাঁহায় ॥

৪

শুন শুন ভগ্নি! শুন, কর অশ্রু সম্বরণ,
তব দুঃখে আমাদের কাঁদিছে পরাণ!
ইচ্ছা গিয়া তব বাসে, বসিয়া তোমার পাশে,
মোরা যত, ভগ্নীগণে করিগে সান্ত্বন ॥

৫

নিশ্চয় জানিও মনে, এ যাতনা এ জীবনে,
আমাদের যাইবে না আর।
স্বর্গ পিতা, দয়াময়, তব দুঃখ হবে লয়,
অধিক তোমাকে মোরা কি বলিব আর ॥

[illegible] সেপ্টেম্বর
[illegible] মহবাটী

মহাত্মা নৰ্ম্মাণের সংক্ষেপে জীবন বৃত্তান্ত।

মৃত মহাত্মা নৰ্ম্মাণ ইংরাজী ১৮১৯ অব্দে ২১ এ অক্টোবর বিলাতের সমারসেট প্রদেশের অন্তঃপাতী আর উড নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২২ বৎসর বয়সে এম এ উপাধি পাইয়া আইন ব্যবসায় শিক্ষা করেন। এবং বিলাতে ৭ বৎসর ওকালতী করেন। তিনি হলষ্টান নামে এক সাহেবের সহিত একত্র হইয়া এক্সচেকার রিপোর্ট নামে এমনি একখানি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত করেন যে তাহার গুণেই বঙ্গদেশের প্রধান আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৬২ সালের জুন মাসে তিনি কলিকাতায় আইসেন এবং ১০ বৎসর কাল অতি সুবিচার পুর্ব্বক হাই-কোর্টের বিচারপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইতিমধ্যে প্রধান বিচার-পতির পদশূন্য হইলে তিনবার তিনি তাহার প্রতিনিধি হন। আর এক মাস পরে যাঁহার প্রতিনিধির কার্য্য করিতেছিলেন তাঁহার আসিবার কথা, তাহা হইলে নৰ্ম্মাণ ছুটী লইয়া বিলাতে ফিরিয়া যাইতেন। কিন্তু হায়! মৃত্যু সে কাল বিলম্ব করিতে দিল না। ৫১ বৎসর বয়সে তাঁহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটনা হইল!

এই মহাত্মা অশেষ সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি বিচারাসনে বসিয়া বাদী, প্রতিবাদী, উকীল ও আমলা সকলের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করিতেন, দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময়েও তাহা স্নেহ ও কোমলতার সহিত প্রদান করিতেন এবং অপরাধীকে সদুপদেশ দিতেন। কোন অপরাধী কারাবদ্ধ হইলে তিনি জেলে গিয়া তাহার সংশোধন চেষ্টা করিতেন এবং কারা মুক্ত হইলে অর্থদান করিয়া বা কৰ্ম্মকাজ জুটাইয়া দিয়া তাহার সৎপথে থাকিবার উপায় করিতেন।

ইনি অত্যন্তদাতা ছিলেন, কলিকাতার কোন দাতব্যখানা নাকি তাঁহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হয় নাই। কলিকাতার দাতব্য পাঠশালা, সেলর হোম, (নাবিক গৃহ) আমস্ হাউস (ভিক্ষাজীবীর আশ্রয়) ডিষ্ট্রিকট চারিটেবল্ সোসাইটী (প্রদেশীয় দাতব্য সভা) প্রভৃতি স্থানে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতেন এবং দীন দুঃখী দেখিলেই যে প্রকারে

পারুন তাহার উপকার করিতেন। শুনা যায়, তাঁহার আপনার গৃহ অনেক রোগী ও আতুর ব্যক্তির আশ্রয় ছিল এবং তথায় তিনি ও তাঁহার গুণবতী পত্নী স্বহস্তে রোগী নিরাশ্রয় দিগকে ঔষধ পথ্য দিতেন। তিনি মুসলমান জাতির কল্যাণের জন্যও অনেক করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া তজ্জাতীয় লোকেরাও এখন বিলাপ করিতেছে। এত তাঁহার দয়ার কার্য্য তথাপি বাহিরের লোকে কেহই ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছুমাত্র জানিত না, ইহা তাঁহার সবিশেষ প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। এরূপ ব্যক্তির এরূপ মৃত্যু ভারত মাতাকে বহুদিন শোকে ভাসাইবেন আশ্চর্য্য কি?

কারা কুসুমিকা।

(১৪৮ পৃষ্ঠার পর।)

গিরহার্দ্দী ও চারনিব এখন আর কোন চিন্তা নাই, কোন কথা নাই, তাঁহারা কেবল টেরিসার বিষয় লইয়াই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোথায় এবং কিরূপে এত প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, কিছুই অনুমান করিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধ ঊর্দ্ধ-দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং চারনি প্রাচীরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। দুইটী লেখা ইতিপূর্ব্বেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তৃতীয়টী এইরূপ ছিল;—"মনুষ্যেরা পৃথিবীতে পরস্পরের নিকটে আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের যোগ বন্ধনের কোন উপায় নাই। শরীর ধরিয়া বিবেচনা করিলে পৃথিবী তাহাদের পক্ষে সমরক্ষেত্র, চারি-দিক্ হইতে কেবল আঘাত ও যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; কিন্তু হৃদয় সম্বন্ধে বলিতে হইলে, পৃথিবী মরুভূমি মাত্র।"

গিরহার্দ্দী তাহাতে এই কথাটী যোগ করিয়া দিলেন—"যদি মনুষ্যের বন্ধু না থাকে।"

তাহারা দুই জনেই বস্তুতঃ পরস্পরের বন্ধু হইয়াছিলেন এবং তাঁহা-দের মধ্যে কোন কথা গোপনীয় ছিল না। গিরহার্দ্দী তাঁহার বাল্য-

কালের ভ্রম স্বীকার করিলেন—সে ভ্রম চার্‌নির ভ্রমের ঠিক্ বিপরীত। এই সাধু বৃদ্ধ এক সময়ে কঠোর কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মান্ধ ছিলেন। যাহাহউক এখন তাঁহার বৃত্তান্ত বলিবার স্থল নহে ; পিসিওলা যে ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের সুত্রপাত করিয়াছিল, যে সকল পবিত্র কথোপকথন দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হইল তাহাও বিশেষ রূপে বর্ণন করা অনাবশ্যক। কিন্তু এখনও কারাকুসুমিকা পুস্তক, চার্‌নি ছাত্র এবং গিরহার্দ্দী শিক্ষক।

তাঁহারা এক চৌকীতে বসিয়া আছেন। চার্‌নি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি পতঙ্গ সকলের বিষয় অধ্যয়ন করিয়াছেন, বলুন দেখি আমি পিসিওলাতে যত আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়াছি, আপনি কি তাহাদের মধ্যে তত দেখিয়াছেন ?"

গিরহার্দ্দী উত্তর করিলেন "বোধ হয় অধিক। কারণ তোমার বৃক্ষে সর্ব্বক্ষণ যে সকল ক্ষুদ্র জীব আইসে, চারিদিকে বেড়াইয়া বেড়ায় ও গুন্ গুন্ শব্দ করে তাহাদের স্বভাব অবগত না হইলে তোমার বৃক্ষ হইতে অর্দ্ধমাত্র শিক্ষা লাভ করিতে পার। এই সকল জীবের পরীক্ষা করিলে সমুদায় জগৎ যেমন গূঢ় কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ, পতঙ্গ ও পুষ্পের মধ্যে সেই রূপ নিগূঢ় যোগ—অদ্ভুত নিয়ম বিদ্যমান আছে তাহা জানিতে পার।" এই কথা যেই বলিলেন যেন তাঁহার বাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য বিচিত্র-বর্ণ-রঞ্জিত একটী প্রজাপতি পিসিওলার একটী বিটপে বসিয়া বিশেষ ভঙ্গী সহকারে পাখা নাড়িতে লাগিল। গিরহার্দ্দী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

চার্‌নি বলিলেন "কি বিষয় চিন্তা করিতেছেন ?"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন "আমি বিবেচনা করিয়া দেখিতেছি যে পিসিওলাই তোমার পূর্ব্বকার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। দেখ এই প্রজাপতি উহার একটী শাখাতে তাহার ভাবী বংশের বীজ সঞ্চিত করিয়া রাখিল।"

চার্‌নি অভিনিবেশ পূর্ব্বক এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং দেখিলেন পতঙ্গ এক প্রকার আটার ন্যায় রসে ডিম্ব সকল সেই শাখার সহিত দৃঢ় রূপে সংলগ্ন করিয়া উড়িয়া গেল।

গিরহার্দ্দী বলিতে লাগিলেন "এসকলই আকস্মিক ঘটিয়া থাকে, এরূপ বিশ্বাস করিও না। প্রকৃতি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রত্যেক জাতীয় পতঙ্গের জন্য এক এক বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রত্যেক উদ্ভিদ্ এক এক প্রকার জীবের বাস স্থান ও আহার সংযোজন করিয়া দেয়। তুমি জান এই প্রজাপতি আগে তুঁত পোকা ছিল এবং তৎকালে এই প্রকার বৃক্ষের রস পান করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে; পরে রূপান্তরিত হইয়া এবং পক্ষ ধারণ করিয়া সে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছে বটে, কিন্তু গর্ভবতী হইয়া অবধি তাহার ভ্রমণ স্বভাব ভুলিয়া গিয়াছে এবং প্রথমাবস্থায় যে বৃক্ষের রসে পোষিত হইয়াছে এতদিন পরে তাহাতেই প্রত্যাগমন করিল। যাহাহউক, সে তার পিতা মাতাকে চিনে না এবং তাহার সন্তানের মুখ দর্শন করিতেও পাইবে না; তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে—সে শীঘ্র মরিয়া যাইবে। পূর্ব্ব পরিচিত বৃক্ষটী সে যে পুনঃস্মরণ করিয়া তাহাতে ডিম্ব পাড়িতে আসিয়াছে তাহা অসম্ভব, কারণ বসন্ত কালে এই বৃক্ষের যে রূপ আকার ছিল এক্ষণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পতঙ্গকে এই জ্ঞান কে দিল? সে যে শাখাটী মনোনীত করিয়াছে তাহার প্রতিও বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টিপাত কর; ইহা আর সকল শাখা অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক দৃঢ়—ইহা শীতের প্রভাবে অথবা বাত্যার আঘাতে শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নয়।"

চার্নি বলিলেন "এই রূপ ঘটনা কি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে? আপনি কি নিশ্চয় বলিতে পারেন আকস্মিক একটী ঘটনা দেখিয়া কল্পনা বলে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রণালী মনে করিয়া লইতেছেন না?"

গিরহার্দ্দী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন "অবিশ্বাসী! নিস্তব্ধ হও; একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর, পিসিওলা তোমাকে শিক্ষা দিবে। যখন বসন্তের পুনরাগমন হইবে এবং নবীন পল্লব সকল উদ্গত হইতে থাকিবে, তখনি দেখিবে ডিম্ব হইতে পতঙ্গ বহির্গত হইবে; কিন্তু যে পর্য্যন্ত আহারের সংযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত ইহা যেমন অবস্থায় আছে সেই রূপেই থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের পত্র সকল যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে নির্গত হয় তাহা তুমি অবগত আছ সন্দেহ নাই; এবং সেই

নিয়মানুসারেই ভিন্ন ভিন্ন পতঙ্গের ডিম্ব সকলও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এ নিয়মের অন্যথা হইলে কত ক্লেশ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত! যদি পতঙ্গ সকল অগ্রে জন্ম গ্রহণ করিত, আহার পাইত না; আর পতঙ্গ সকলের জন্মিবার পূর্ব্বে পত্র সকল যদি পাকিয়া যাইত, তাহাদের কোমল দন্তে তাহা ছেদন করা কঠিন হইত। কিন্তু প্রকৃতির সকল ব্যবস্থাই যথোপযুক্ত। বৃক্ষটী পতঙ্গের এবং পতঙ্গটী বৃক্ষের কেমন ঠিক উপযোগী হইয়া থাকে!"

চারনি গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন "পিসিওয়ালা! পিসিওয়ালা! কত নূতন আশ্চর্য্য ব্যাপার আমাকে প্রদর্শন করিলে!"

বৃদ্ধ বলিতে লাগিলেন "আশ্চর্য্য ব্যাপারের সংখ্যা নাই; ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় প্রাণীদিগের জীবন রক্ষার্থ যে বিচিত্র অথচ যথোপযুক্ত উপায় সকল নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা চিন্তা করিতে গেলে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া যায়। সৃষ্টি যে কত বৃহৎ, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহার কথঞ্চিৎ ভাব প্রকাশিত হয়; এবং পদার্থের অণু সকলের সূক্ষ্মতা অবধারণ করাও যে আমাদিগের চিন্তা শক্তির অগম্য, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন হয়। মাকড়সার জালের কাছির বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ, ইহা শত শত সূত্রে নির্ম্মিত, ইহাকে কাছি ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? কিন্তু সেই কাছির এক একগাছি সূত্রও আবার শত শত ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। অন্যান্য পতঙ্গজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, কেমন আশ্চর্য্য রূপে তাহাদের শরীর সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত: আঘাত হইতে রক্ষার জন্য কাহার শরীর কঠিনশল্কে আবৃত; কাহার চক্ষু সকল এ প্রকার সূক্ষ্ম তার-নির্ম্মিত জালে আচ্ছাদিত যে কণ্টক অথবা শত্রুর হুল ফুটিয়া তাহাদের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অপর পতঙ্গদের দ্রুতগতি শক্তি আছে তাহাতে তাহারা শিকার আক্রমণ করে এবং তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রা আছে তদ্দ্বারা তাহারা আক্রান্ত জন্তুর প্রাণ বিনাশ করে অথবা কীট ও ডিম্ব সঞ্চয়ার্থ বাসস্থান খনন করে। আরো দেখ কত প্রাণীর বিষাক্ত হুল আছে, তাহাতে তাহারা শত্রু হইতে আত্ম রক্ষা করিতে পারে। হায়! সূক্ষ্মাত্তি সূক্ষ্ম রূপে যত পরীক্ষা করা যায় ততই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যেক জন্তুর অভাব ও অবস্থানুসারে তাহার শরীর

রচনা হইয়াছে। ইহা এরূপ আশ্চর্য্যরূপে সম্পন্ন, যে মনুষ্যের যদি সৃজন করিবার ক্ষমতা থাকিত ক্ষণকালের জন্য অনুমান করা যায়, তাহা হইলে তিনি অতি সামান্য কীটের আকৃতি প্রকৃতি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার অনিষ্ট করিয়া ফেলিতেন; অতি সামান্য কীটের রচনা পারিপাট্য এমন চমৎকার যে মনুষ্য তন্মধ্যে অনন্ত জ্ঞান পরমেশ্বরের মহিমা চিন্তা ও ধ্যান করিয়া অবাক হইয়া থাকেন। মনুষ্য পৃথিবীতে অসহায় অবস্থায় প্রেরিত হইয়াছেন, পক্ষীর ন্যায় উড়িতে পারেন না, মৃগের ন্যায় দৌড়িতে পারেন না এবং সর্পের ন্যায় বুকে হাঁটিয়া ছুটিতেও পারেন না; মনুষ্য তীক্ষ্ন নখর ও দন্তবিশিষ্ট শত্রুগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন, অথচ তাঁহার আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই; মনুষ্য পশম, শল্ক ও লোমাবৃত জন্তুদিগের মধ্যে আছেন, অথচ তাঁহার শীত বাতাদি নিবারণের কোন উপায় নাই; প্রত্যেক জন্তুর বাসা, আবরণ, গর্ত্ত বা গহ্বরে বাসস্থান দেখা যায়, কিন্তু তাঁহার কোন আশ্রয় স্থান নাই। তথাপি দেখ সিংহ তাঁহার ভয়ে গহ্বর ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে; তিনি ভল্লুকের দেহ হইতে চর্ম্ম হরণ করিয়া পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিতেছেন; তিনি বৃষের মস্তক হইতে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া অস্ত্রবান্ হইতেছেন; তিনি তাঁহার পদতলস্থ ভূমি খনন করিয়া ভাবী ক্ষমতা লাভের উপযুক্ত যন্ত্র সকল আবিষ্কৃত করিতেছেন। পশুর চর্ম্ম-সূত্র এবং গাছের শাখা লইয়া তিনি ধনুক নির্ম্মাণ করিলেন; তদ্দ্বারা যে গৃধ্র পক্ষী তাঁহাকে দুর্ব্বল বলিয়া হস্তগত শিকার বিবেচনা করিল তাহাকে মারিয়া ভূতলশায়ী করিলেন এবং তাহার পালক লইয়া মস্তক ভূষিত করিলেন। মনুষ্য যাবতীয় জীবের মধ্যেই অসহায় জীবন ধারণ করেন, কিন্তু মনুষ্যের জ্ঞান রূপ স্বর্গীয় ক্ষমতা রহিয়াছে তদ্দ্বারা তিনি সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন; তিনি মৎস্যের শরীর রচনা দেখিয়া নৌকা নির্ম্মাণ করেন এবং মৌমাছির মধুক্রম নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে জ্যামিতির অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন!”

স্ত্রীজাতির আদর্শ।

বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর চারি দিকেই স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। পুরুষ সমাজে স্ত্রীগণের বিশেষ সমাদর আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে স্ত্রীসমাজ পুরুষ সমাজের ভূষণ-স্বরূপ, নারী সমাজ জন সমাজের প্রধান অঙ্গ, স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির সৌন্দর্য্য ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। আজি কালিকার পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদিগের প্রধান গুরু ফরাসদেশীয় কুমৃটি সাহেব মনুষ্য হৃদয়ের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধন করিবার জন্য মাতা, স্ত্রী এবং দুহিতা এই তিন স্ত্রীমূর্ত্তির পূজার উপদেশ দিয়াছেন। ইহাতে নারীগণের প্রতি সীমাতীত ভক্তি ও পক্ষপাত প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু নারীগণের প্রকৃতি মধ্যে যে সকল স্বর্গীয় ভাব তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ সুগভীর জ্ঞানসম্পন্ন মিল সাহেব স্ত্রীজাতিকে সমাজের মধ্যে উচ্চ আসন প্রদান করিবার জন্য কতই প্রয়াস পাইতেছেন। এই উনবিংশ শতাব্দির মনুষ্য সমাজের ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে বর্ত্তমান আন্দোলন একটী প্রধান ঘটনা বলিয়া ভবিষ্যতে পরিগৃহীত হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহাই হউক জনসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে গেলে নারীজাতির প্রাকৃতিক উপাদান তাহার প্রধান একটী উপকরণ। উভয় জাতির স্বর্গীয় উপাদানের উপর জনসমাজের ভিত্তি সংস্থাপিত। পৃথিবীর মধ্যে যে দেশে যে সমাজের মধ্যে স্ত্রীজাতি অনাদৃত হইয়াছে কিম্বা হইতেছে, সেই দেশের সেই সমাজ অতি জঘন্য, সে সমাজ অজ্ঞানতা অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যেরূপ পুরুষজাতির উন্নতির উপর নারীজাতির মঙ্গল নির্ভর করে, তদ্রূপ স্ত্রীজাতির উন্নতির উপরে পুরুষজাতির কল্যাণ নির্ভর করিতেছে। উভয়জাতির পরস্পর এত গূঢ় ঘনিষ্ঠ যোগ, যে একের উন্নতি অবনতির উপর অপরের উন্নতি অবনতি সংস্থাপিত। এই কারণেই বর্ত্তমান সময়ে নারী জাতির বিষয় লইয়া

প্রভৃ আন্দোলন। এখন সকল দেশের জ্ঞানচক্ষু অল্প অল্প প্রস্ফুটিত হইতেছে, সুতরাং অনেক দেশের লোকেরা অবলাজাতির উন্নতিকল্পে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

স্ত্রীজাতির প্রকৃত হিতকামনা করিতে গেলে তাহাদের জীবনগত পরীক্ষিত নিগূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। অধুনা অনেককে নারীদিগের হিতৈষী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেরূপ হিতৈষণা অনেকটা ভাবগত, প্রকৃত জীবন-গত নহে। তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিতে গেলে নারীদিগের বিশেষ উপযোগিতা, বিশেষ প্রবৃত্তি ও বিশেষ বিশেষ দুর্ব্বলতার সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য, নতুবা সহস্র সহস্র সাধু উপায় নিশ্চয় বিফল হইয়া যাইবে। প্রকৃত হিতার্থী সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ এই নিয়ম প্রতিজনের সম্বন্ধে অবলম্বন করেন। ইহার অভাবেই অনেকে স্ত্রীহিতৈষী হইয়াও তাঁহাদের উন্নতি প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। ইহাদের জীবনের উপকার করিতে গেলে যুগপৎ দুটী উপায় অবলম্বন করা বিধের একটী ভাব পক্ষের, আর একটী অভাব পক্ষের। প্রথমটী উন্নতি বিধায়ক, দ্বিতীয়টী অবনতি বিনাশক। প্রথমটী জীবনের সামঞ্জস্য সম্পাদক, দ্বিতীয়টী তাহার বিভিন্নতা ভঞ্জক। প্রথমটী আত্মার প্রত্যেক স্বাভাবিক সাধুভাবের স্ফূর্ত্তি বিধায়ক, দ্বিতীয়টী বিরুদ্ধ ভাবের গতিরোধক। প্রথমটী বাহ্য সমস্ত অবস্থার অতীত, দ্বিতীয়টী কতকগুলিন অনুকূল অবস্থার অনুগত। পরিপক্ক প্রগাঢ় চিন্তার সহিত এসকল বিষয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে নারীদিগের যথার্থ উন্নতির পথ অতিশয় দুরূহ ও দুষ্প্রবেশ্য। এই দুরবগাহ্য প্রহেলিকার মীমাংসা সুকঠিন বলিয়া বোধ হয়। বিলাতেরও অনেক বড় বড় জ্ঞানী লোক তাঁহাদের উন্নতির বিরোধী। রমণীদিগের স্বর্গীয় উচ্চ আদর্শ যাহারা উপলব্ধি না করে, তাহারাই তাঁহাদের উন্নতির বিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এই কারণ বশতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে সপক্ষ কি বিপক্ষ [illegible] লক্ষিত হইয়া থাকে।

[illegible] সাধারণের উচ্চ লক্ষ্যের সহিত স্ত্রীজাতির আদর্শের অতি

নিগূঢ় সম্বন্ধ। পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ এই আদর্শে অনুস্যূত রহিয়াছে। যে আপনার লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ, সে নারীগণের আদর্শের গভীরতার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে না। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সম্পাদন করাই নারীজাতির উচ্চতর ভাব। কি সমাজিক, কি পারিবারিক বিষয়ে বামাগণ সমাজের প্রধান অঙ্গ বলিলেই হয়। শরীর গত, ইন্দ্রিয় গত, পার্থিব সম্বন্ধ নিবন্ধন মনুষ্য সমাজে নারীগণের আবশ্যকতা স্বীকার করা অতি নীচ ভাব। এ ভাব বিশুদ্ধ জ্ঞানের নিকট অনাদৃত ও অলক্ষিত হয়; কিন্তু উচ্চভাব অন্যতর। নারীদিগের প্রকৃত আদর্শ পবিত্রতার উজ্জ্বলতা, ভাবের মধুরতা, ভক্তির কোমলতা ও জীবনের সৌন্দর্য্য এই সকল ভাব মনুষ্যাত্মাকে প্রদান করাই নারীজাতির জীবনের একটী বিশেষ কার্য্য। যে সমাজ নারীরকোমল সহবাস হইতে বঞ্চিত, সেই সমাজ পবিত্রতার প্রকৃত ভাব লাভ করিতে পারে না, সে সমাজ জীবন-গত পরীক্ষিত পবিত্রতা অনুভব করিতে পারে না, সে সমাজের লোক সামান্য প্রলোভনে মানসিক বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। পাঠিকাগণ তোমাদের বিশেষ গুরুতর কার্য্য ভার উপলব্ধি কর। সাংসারিক সম্বন্ধ পরিষ্কার করিয়া আপনার আপনার জীবনের বিশেষ উপযোগিতা প্রত্যক্ষ কর। যখন খৃষ্ট ধর্ম্ম অতি শুষ্ক কঠোর হইয়া আসিল, তখনি মেরির পূজা আরম্ভ হয় তখনি ঈশ্বরের জননী এই কথা বলিয়া মেরির উপাসনা হয়। ইহার কুসংস্কার জঘন্য ভাব পরিত্যাগ করিলে দেখিতে পাইবে যে লোকে কোমল প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা ভক্তি সমাদর করিবার জন্য বাধ্য হইলেন। যাহা হউক, সেই হইতেই খৃষ্ট সমাজে নারীদিগের প্রতি সম্মান করিবার ভাব প্রবেশ করিয়াছে। পাঠিকাগণ তোমরা স্বীয় জীবনের উন্নত আদর্শ প্রতীতি কর, জগতে আদরণীয় হইবে এবং জন সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিবে।

ক্রোধ।

দোষাদ্দোষিণ মুন্মোক্তুং যেচ্ছা সংক্রোধ উত্তমঃ।
ভবেদ্যুক্তো বিবেকেন, অন্যথানর্থকারণং॥

দোষী ব্যক্তিকে দোষ হইতে মোচন করিবার যে ইচ্ছা তাহাই যথার্থ সৎক্রোধ, এই ক্রোধ বিবেকের সহিত যুক্ত থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য ক্রোধ অনর্থের মূল।

ক্রোধের উৎপত্তিস্থান অপকার দর্শন। কোন এক ব্যক্তিকে একটী অপকার বা অন্যায় কার্য্য করিতে দেখিলেই আমাদের মনে এক প্রকার ক্রোধের ভাব সঞ্চারিত হয়, এবং যতক্ষণ অন্যায়কারী ব্যক্তি নিজ অপরাধ হইতে নিষ্কৃত না হয়, ততক্ষণ আমাদের মন হইতে সেই ভাবটী তিরোহিত হয় না। অন্যকে অপরের অপকার করিতে দেখিলে, কেন আমরা ক্রোধ পরায়ণ হই, ইহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে, আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি, যে ঐ ভাবটী দোষী ব্যক্তির দোষ মোচনের একমাত্র উপায়। আমরা এমন উদার নহি, যে অন্যকে দোষী দেখিলে, তাহাকে সেই দোষ হইতে মুক্ত না করিলে, আমার অন্যায় হইবে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহার ভালর জন্য অগ্রসর হইতে পারি। কিন্তু পরস্পর দ্বারা পরস্পরের দোষ সংশোধন হইবে, এই বিবেচনায় পরমেশ্বর আমাদের মনে এরূপ এক ভাবের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে আমরা একজনকে একটা অন্যায় করিতে দেখিলে কোন প্রকারেই স্থির থাকিতে পারি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক তাহার দোষ ছাড়াইয়া তবে শান্ত হই।

এই ভাবটী আমাদের হৃদয়ে থাকাতেই আমরা গুণীর পক্ষপাতী ও অন্যায়কারীর উপর ক্রোধপরায়ণ হই। আমরা যখন কোন কাব্য নাটকাদি পাঠে মনোনিবেশ করি, তাহাতে যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বলিয়া বর্ণিত হইতে থাকেন, তাহার সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ বোধ করি। আর যে ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও নৃশংস বলিয়া বর্ণিত হইতে থাকে, আমরা তাহার উপর ক্রোধপরায়ণ হই। এই নিমিত্তই রামায়ণ ও মহাভারত পাঠে, যুধিষ্ঠির ও রামের দুঃখে সকলে অশ্রুজল মোচন করেন, এবং রাবণ ও দুর্যোধনের অন্যায় কার্য্যে সকলে ক্রোধে উন্মত্ত হন।

কিন্তু এই ক্রোধের ভাবটী যদি বিবেকের সহিত যুক্ত থাকিয়া ভৃত্যের আকার ধারণ করে, তবেই মঙ্গল, অন্যথা ইহা অনর্থের মূল। অন্যে একটী অপকার করিল দেখিয়া, নিজ ভৃত্য ক্রোধকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদি তাহাকে দোষ হইতে উন্মুক্ত করিতে অগ্রসর হই, তাহা হইলে পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় সার্থক করিতে পারা যায়। এইরূপ ভাবে আমরা ক্রোধ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে নিজেরও অনিষ্ট হয় না, পরন্তু অপকারীর মঙ্গল করা হয়।

আমরা এমন অনেক মহাত্মার ক্রোধের বিষয় শুনিয়াছি, যাহা স্মরণ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহারা বাহিরে ক্রোধের কোন আকার প্রকাশ করেন না, কিন্তু অন্তরে বিবেকের সহিত মন্ত্রণা করিয়া যাহাতে দোষী ব্যক্তি নিজ দোষ হইতে নিস্তার পায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করেন, এতদ্বিষয়ে একটী উৎকৃষ্ট উদাহরণ নিম্নে প্রকটন করা যাইতেছে।—

২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কোন একটী গ্রামে একজন ভদ্র ব্যক্তি বাস করিতেন। একদিন রাত্রিতে তাঁহার বাটীতে সিঁদ হয়। তিনি দৈবযোগে সেই রাত্রিতে কোন স্থলে গমন করিয়াছিলেন, এবং বাটীতে আসিতে কিঞ্চিৎ অধিক রাত্রি হইয়াছিল। গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে বাটীতে চোরে সিঁদ দিয়াছে। তিনি কিছু না বলিয়া সিঁদের কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং চোরকে শাস্তি দিবার জন্য নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। শেষে স্থির করিলেন, যাহাতে এই ব্যক্তি আর চৌরবৃত্তি না করে, এরূপ এক উপায় করিতে হইবে। চোর জানিত না, যে তাহাকে ধরিবার জন্য গৃহস্বামী দণ্ডায়মান আছেন। সে যেমন গৃহ হইতে বহির্গত হইল অমনি গৃহস্বামী কর্ত্তৃক ধৃত হইল। চোর নানা প্রকার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন মতে পলাইতে পারিল না, পরিশেষে কি করিবে, নিরাশ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল ও অনেক অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। গৃহস্বামী তাহাকে কিছু না বলিয়া, তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে, তাহাকে স্নান করাইয়া নানা প্রকার খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিলেন, চোর ভয়ে ভয়ে তাহা আহার করিল, কিন্তু কোন কারণ বুঝিতে পারিল না, কেবল এই ভাবিতে লাগিল

যে এইবারে আমাকে পুলিষে লইয়া যাইল!! পরে গৃহস্বামী চোরকে নানা প্রকার শুশ্রুষা করিয়া বলিলেন, তুমি যাহার জন্য সমস্ত রাত্রি কষ্ট ভোগ করিয়াছ, তাহার কিয়দংশ তোমাকে প্রদান করিতেছি, যদি তোমার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হইয়া থাকে ইহাদ্বারা তাহা মোচন করিও। চোর সাধু ব্যক্তির এই আশ্চর্য্য ভদ্রতা দেখিয়া অশ্রুজল বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং ভাবিতে লাগিল, যে আমি কি নারকী ও এই সাধু ব্যক্তি কি স্বর্গীয়ভাবে পূর্ণ! আমি কি মহাপাপী ও ইনি কি পুণ্যাত্মা! এইরূপ নিজের উপর ধিক্কার দিতে দিতে, যাইবার সময় তাঁহাকে একটী নমস্কার করিয়া গেল। সেই অবধি, সে চৌরত্ব পরিত্যাগ করিল ও নানাবিধ ধর্ম্ম কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

উক্ত মহাত্মা ব্যক্তি যদি এই প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া প্রহার করিতেন, বা অন্য কোন দণ্ডবিধান করিতেন, হয়ত তাহাতে সে চোরের এত উপকার করিতে পারিতেন না, কিন্তু তিনি বিবেকের সহিত মিলিত হইয়া যে দণ্ডবিধান করিলেন তাহাতে তিনি কি না করিলেন?

এইরূপ দুই একটী দৃষ্টান্ত মধ্যে মধ্যে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর এইরূপ ক্রোধভাব অতি অল্প লক্ষিত হয়। সামান্যতঃ ক্রোধের ভাব স্বতন্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই ক্রোধ যাহাকে একবার আক্রমণ করিয়াছে, তাহার আর কোথায় বিশ্রাম নাই। লোকেত অহরহঃ তাহার ক্রোধকে উদ্দীপন করিতেছে, এতদ্ভিন্ন অচেতন পদার্থেরাও তাহাকে স্থির থাকিতে দেয় না। রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু ও পথের লোষ্ট্র, সকলেই তাহাদের ক্রোধকে উদ্দীপন করিয়া দেয়, এবং স্থতরাং ক্রোধীদিগের নিকট হইতে গালি খাইতে খাইতে তাহাদেরও প্রাণ সংশয় হয়। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির আত্মজ্ঞান থাকে না, কিন্তু ক্রোধ যাহা আদেশ করে, সে তৎক্ষণাৎ তাহারই অনুষ্ঠান করে, এবং ইহাতেই তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। এমন দৃষ্টান্ত আমরা অনেক দেখিতে ও শুনিতে পাই, যে অন্য এক ব্যক্তির একটী গাড়ু সোজা হইয়া বসে নাই বলিয়া সে তাহা ক্রোধে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, কল্য একটী প্রদীপ বাতাসে নির্ব্বাণ হইয়াছে বলিয়া, সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কেবল অনবরত প্রদীপ জ্বালিয়াছে এবং ক্রুদ্ধ

কার দ্বারা বারম্বার নির্ব্বাণ করিয়া বলিয়াছে কত গিলিবে গিল? অদ্য শুনিলাম একটী স্ত্রী একখানি গহনা অধিক হইল না বলিয়া হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়াছে, কল্য শুনিলাম যে তাহার অনাথ শিশু সন্তানটী একটু অধিক ক্রন্দন করিয়াছিল, বলিয়া অনবরত চপেটাঘাত করিয়া বলিয়াছে কত কাঁদ্‌বি কাঁদ, এবং পরিশেষে যখন শিশু অসহ্য যন্ত্রণায় হতচেতন হইয়াছে, তখন আমার কি সর্ব্বনাশ হইল রে বলিয়া চীৎকার করিয়াছে। হায়! এইরূপ ক্রোধের জ্বালায় সংসার একবারে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। সকলেরই আতঙ্ক, কখন কোন্ সূত্রে কাহার ক্রোধ উদয় হইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে! নীচগৃহে সর্ব্বদা স্ত্রীগণের আতঙ্ক কখন স্বামী কোন্ কথায় কি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কি সর্ব্বনাশ করে? সুসভ্য ব্যক্তিদিগের গৃহে স্বামীদিগের সর্ব্বদা ভয়, পাছে কোন্ দোষ পাইয়া স্ত্রীগণ কিরূপ উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে? এইরূপ ক্রোধের ভয়ে সকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু নিজের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, স্বামী স্ত্রীর দোষ অনুসন্ধান করিতেছেন, স্ত্রীগণ স্বামীদিগের দোষ গণনা করিতেছেন। পরস্পরের একটু দোষ দেখিলে আর স্থির থাকিতে পারেন না, অমনি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া পরস্পরকে নির্যাতন করিতে যান, কিন্তু ক্রোধ যে এত দোষের আকর তাহার দিকে চক্ষু নাই। এই জন্যই একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন

"অপকারিণি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধঃ ক্রোধে কথং ন তে।
ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি॥"

যদি কাহাকে অপকার করিতে দেখিলে তোমার ক্রোধ উপস্থিত হয়, তবে তোমার ক্রোধের উপর কেন ক্রোধ উপস্থিত হয় না, যেহেতু ক্রোধ হইতে অপকারী আর কেহ নাই, ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই বিনষ্ট করে।

আমাদিগের পাঠিকাগণ প্রথমোক্ত শ্লোকটী হৃদয়স্থ করিয়া বিবেকের অধীনে ক্রোধকে পরিচালনা করিতে শিক্ষা করুন্ এবং শেষোক্ত কবিতাটী কণ্ঠে ধারণ করিয়া ক্রোধকে জয় করুন্। তাহা হইলে তাঁহারা পবিত্রভাবে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে পারিবেন এবং ক্ষমা ও শান্তিতে ভূষিত হইয়া ইহলোকে স্বর্গের সুখ উপভোগ করিতে পারিবেন।

জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

সৌরজগৎ।

সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের সৃষ্টির সীমা কোথায়? বামে দক্ষিণে, উপরে নীচে যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, যে দিকে কল্পনাকে চালনা করি সেই দিকেই অসীম আকাশ দেখিতে পাই। এই আকাশে অসংখ্য লোকমণ্ডল স্থাপিত রহিয়াছে। সে সকলের সহিত তুলনা করিলে পৃথিবী সমুদ্র-তীরের একটী বালুকণার ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। অন্ধকার রাত্রে পরিষ্কৃত আকাশে আমরা যতগুলি নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহারা পৃথিবীর ন্যায় ও পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ এক একটী লোকমণ্ডল। কিন্তু যে ঈশ্বরের জগতে সকল পদার্থ পরম সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহাতে এই জ্যোতিষ্ক সকল কি বিশৃঙ্খল ও বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে? কখনই নহে। প্রত্যুত ইহাদিগের মধ্যে যেরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, এরূপ আর কোথায় দেখা যায় না। এই জন্য প্রাচীন কালে যখন কোন বিদ্যার প্রকাশ হয় নাই, তখন মনুষ্যগণ পরম আনন্দে জ্যোতিষ্ বিদ্যার আলোচনা করিতেন। প্রাচীন ভারতবর্ষ, কাল্ডিয়া, বাবিলন, মিসর, গ্রীস্ প্রভৃতি দেশের পণ্ডিতগণ গ্রহ নক্ষত্রের গতিবিধি নিরূপণ করিয়া আপনাদিগের কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পিথাগোরস্ নামে এক গ্রীক পণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা আলোচনায় এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন, যে গ্রহগণ তালে তালে নৃত্যগীত করিতেছে তাহার শব্দ তিনি শুনিতে পাইতেন! যাহাহউক, ব্রহ্মাণ্ড যে সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ একটী সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ, ইহাতে যে ব্রহ্মাণ্ডপতির মহান্ ভাব, অসীম শক্তি ও আশ্চর্য্য জ্ঞান কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয় ভক্তি স্রোতে প্লাবিত হইয়া যায়, ইহা জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের অনুশীলনে যে রূপ সহজে অনুভূত হয় এরূপ আর কিছুতেই নহে।

নিম্নে যে ছবিটী চিত্রিত হইয়াছে, ইহাকে আমাদিগের সৌরজগতের প্রতিরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা গেল। ইহাও সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ইহার মধ্যস্থলে সূ, সূর্য্য অর্থাৎ আমাদিগের সূর্য্যমণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া বিরাজ করিতেছে। সূর্য্যের চারিদিকে গোলাকার পথে যাহারা

ভ্রমণ করিতেছে, তাহাদিগকে গ্রহ (১) বলে। গ্রহ সকল সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরে দূরে স্থাপিত রহিয়াছে। সূর্য্যের নিকট প্রথমে বু, বুধ; ২ শু শুক্র যাহাকে শুকতারা বলা যায়; ৩ পৃ, পৃথিবী; ৪ ম, মঙ্গল; ৫ প্রায় ৭০ টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ, তাহাদিগকে সামান্য গ্রহ বলা যায়, ৬ বৃ, বৃহস্পতি; ৭ শ, শনি বা শনৈশ্চর; ৮ যু, যুরেনস্ বা হর্শেল (২);

(১) আমরা সচারাচর সাতবার ও রাহু কেতু এই নবগ্রহ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহার মধ্যে ভ্রম আছে। সাতবারের মধ্যে রবি অর্থাৎ সূর্য্য এবং সোম অর্থাৎ চন্দ্র এ দুইটী গ্রহ নহে। পুরাণে পৃথিবী মধ্যস্থলে স্থির হইয়া আছে এবং তাহার চারিদিকে নবগ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এই কল্পিত বর্ণনা আছে, কিন্তু জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে সূর্য্য গ্রহ নয়। চন্দ্রও সূর্য্যকে বেষ্টন করে না, পৃথিবী গ্রহকে প্রদক্ষিণ করে এই জন্য ইহা গ্রহ নহে, উপগ্রহ। রাহু ও কেতু কিছুই নয়, কেবল গ্রহণ কালে পৃথিবীর যে ছায়া চন্দ্র ও সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলে তাহারই কল্পিত নাম মাত্র।

(২) হর্শেল নামে এক জ্যোতির্বেত্তা ইহার আবিষ্কার করেন।

৯ নে, নেপচুন গ্রহ। সৌরজগতে এ পর্য্যন্ত ৮১ টী গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে, পরে আরও কত হইবে বলা যায় না। গ্রহের চারিদিকে যাহারা ভ্রমণ করে, তাহারা গ্রহের গ্রহ অর্থাৎ উপগ্রহ। গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় উপগ্রহ সকলকে সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যায়। সকল গ্রহের উপগ্রহ নাই। পৃথিবীর একটী উপগ্রহ, ইহাকে আমরা চন্দ্র বলিয়া থাকি। বৃহস্পতির এই রূপ চারিটী চন্দ্র, শনির ৮টী—(৩) য়ুরেনসের ৮টী, এবং নেপচুনের ২টী—এ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৩টী উপগ্রহ জানা গিয়াছে। সৌরজগতে সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহ ভিন্ন ধূমকেতু নামে এক প্রকার গ্রহ আছে। তাহা অন্যান্য গ্রহের ন্যায়, কেবল তাহার পশ্চাতে ঝাঁটার ন্যায় দীর্ঘ পুচ্ছ দেখা যায়। ধূমকেতু সকল সূর্য্যের চারিদিকে প্রচণ্ড বেগে ঘুরিয়া থাকে এবং কখন তাহার অতি নিকটে এবং কখন অতি দূরে গমন করে। এ পর্য্যন্ত একশতের অধিক ধূমকেতু বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাদিগকে সকল সময়ে দেখা যায় না। পূর্ব্বে লোকে মনে করিত, যে যে ধূমকেতু একবার পৃথিবীর নিকট দেখা দেয়, সে আর ফিরিয়া আসে না, কিন্তু গণনা দ্বারা কয়েকটী ধূমকেতুর প্রত্যাগমন সময় এবং ভ্রমণের নিয়ম স্থির হইয়াছে। ছবিতে যে ধূমকেতুটীর চিত্র আছে ইহা তন্মধ্যে একটী। হেলি সাহেব ইহার বিষয় স্থির করেন বলিয়া ইহার নাম হেলির ধূমকেতু।

সৌরজগতে সূর্য্যই একমাত্র জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ; গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু সকল তাহারই আলোকে আলোকিত দেখায়। সূর্য্য না থাকিলে যেমন পৃথিবীর রৌদ্র থাকে না, সেই রূপ চন্দ্রের জ্যোৎস্নাও থাকিতে পারে না, আকাশস্থ কোন গ্রহ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। জ্ঞানময় পরমেশ্বরের কি অপার কৌশল! তিনি সৌরজগতের মধ্য স্থলে কোন গ্রহকে রাখেন নাই, কেন না তাহা হইতে কাহারও জ্যোতি ও উত্তাপ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সূর্য্যকে আলোক ও উত্তাপের আধার করিয়া মধ্য স্থলে রাখিয়াছেন যে তাহার চারিদিকে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতি ভ্রমণ

(৩) শনির চারিদিকে ৮টী চন্দ্র ছাড়া অঙ্গুরীয়ের ন্যায় ৩টী গোলাকার রেখা দেখা যায়।

করিয়া স্ব স্ব প্রয়োজন অনুসারে আলোক ও উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারিবে। এরূপ না হইলে সৃষ্টির কোন কার্য্য চলিত না।

এক সূর্য্য লইয়া আমাদিগের এই এক সৌরজগতে কতশত পৃথিবী রহিয়াছে ও তাহাদিগের মধ্যে কত কাণ্ড—কেমন সুশৃঙ্খলা! আকাশে যে সকল নক্ষত্রের আলোক চঞ্চল দেখা যায়, তাহারা এক একটী বৃহৎ সূর্য্য; তাহাদিগের চারিদিকে গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে! আকাশে তবে কত সৌরজগৎ, কে গণনা করিবে? কিন্তু আমাদিগের দৃষ্টির গোচর এই আকাশ সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের সীমা নয়। "জ্যোতি যাঁর গগণে গগণে" কত আকাশে আকাশে ঈশ্বরের সৃষ্টির মহিমা প্রকাশিত! কোন্ মন তাঁহার মহত্ত্ব ধারণ করিতে পারে?

এদেশীয় বামাগণের বহির্ভ্রমণ।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে এবং ইহার সকল জাতির আচার ব্যবহার দর্শন করিলে স্ত্রীগণকে বাহিরে যাইতে দেওয়া যে হিন্দু জাতির নিয়ম বিরুদ্ধ, বোধ হয় না। পূর্ব্বকালে সূর্য্যবংশীয়, চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ স্ব স্ব অন্তঃপুরিকা গণকে লইয়া প্রকাশ্যে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দক্ষিণ দেশের হিন্দু রমণীগণ সচ্ছন্দে বাটীর বাহিরে গমনাগমন এবং আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই কারণে অনেকে অনুমান করেন যে এদেশে স্ত্রীগণকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখিবার প্রথা মুসলমানদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন তাহাদিগের দৃষ্টান্তে হিন্দুগণ সেই রূপ শিখিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন তাহাদিগের অত্যাচার ভয়ে তাঁহারা নারীগণকে সতর্ক রূপে রক্ষা করিতে বাধিত হইয়াছেন। যে কারণে হউক আমাদিগের বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যে এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় অবস্থিতি করেন তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। এক্ষণে শিক্ষিতা রমণীগণের পক্ষে এই অবস্থা ক্লেশকর বোধ হইতেছে। এ অবস্থায় তাঁহাদিগের উন্নতি পথ

কি প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতেছে তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করা এবং যতদূর সাধ্য তৎ নিবারণ চেষ্টা করা প্রত্যেক বামাহিতৈষীর কর্ত্তব্য।

আমাদিগের রমণীগণ অনেক দিনাবধি অন্তঃপুরে রহিয়াছেন, ইহাতে যে তাঁহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য, অসুখী বা অসচ্চরিত্র হইয়া পড়িয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমাদের নারীগণের বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে তাঁহারা পিঞ্জরবৎ অন্তঃপুরের মধ্যে থাকিয়াও যে রূপ শ্রমশীলতা, কার্য্যদক্ষতা, প্রফুল্লতা, বিচক্ষণতা ও ধর্ম্ম পরায়ণতার ভাব সংরক্ষণ করিয়া থাকেন, অনেক সুসভ্য দেশীয় মহিলার তদপেক্ষা বড় অধিক শ্রেষ্ঠতা দেখা যায় না। জ্ঞান ও সভ্যতাতে ইহাঁরা হীনাবস্থ বটেন, কিন্তু তাহার অভাবেও যাহা লইয়া জীবনকে সুখী ও পবিত্র রাখা যায় তাহা ইহাঁদের যথেষ্ট আছে। আজি কালি ইহাঁরা অন্তঃপুরে বাস করিয়াও জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির সুবিধা পাইতেছেন এবং নারীগণের পরস্পরের মধ্যে যত উচ্চভাবে ঘনিষ্ঠতা ও কথোপকথনের উপায় হইতেছে, তত তাঁহাদিগের অভাব পূর্ণ হইতেছে। এই কারণ অনেকে বলেন অবলাগণ যদি এইরূপে পুরুষদিগের সাহায্য পান এবং ক্রমশঃ আপনারা দলবদ্ধ হইয়া স্বজাতির কল্যাণকর উপায় সকল অবলম্বন করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের বাহিরে ভ্রমণ করিবার তত প্রয়োজন থাকিবে না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমাদিগের মতে এরূপে তাঁহাদের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না।

স্ত্রীগণ অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিয়া যে জগতের অনেক শোভাদর্শনে বঞ্চিত রহিয়াছেন এবং পুরুষ সমাজ হইতে যথোচিত জ্ঞান ধর্ম্মোন্নতির সাহায্য পাইতেছেন না তাহার সন্দেহ নাই। জগদীশ্বর পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অন্তরেও অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু চিরদিন এক স্থানে বাস ও এক প্রকার লোক ও বস্তু দর্শন করিয়া সে সকলের বিকাশ হইতে পায় না। তাঁহাদিগের যে সকল কার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে তাহাও সম্পন্ন হয় না। এই সকল কারণে তাঁহাদিগের মন অনেক অংশে সঙ্কীর্ণ হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের প্রকৃতি রীতিমত স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে কখনই সমর্থ হয় না। মানব সমাজ যখন প্রকৃত

উন্নত অবস্থায় উপনীত হইবে, তখন নারীগণের এরূপ অবস্থা কখনই থাকিবে না এবং থাকিলেও চলিবে না তাহার সন্দেহ নাই।

জন সমাজের এখন অনেক দিকে অসম্পূর্ণতা ও বিকৃত ভাব রহিয়াছে বলিয়া বর্ত্তমান প্রচলিত কোন অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে আমাদিগকে দশদিক্ ভাবিতে হয়। একদিকে যেমন মঙ্গলের উপায় দেখিতে হয়, অন্যদিকে তাহা হইতে অমঙ্গল না আইসে তাহারও অপায় ভাবিতে হয়। এই জন্যে স্ত্রীগণের পুরুষ সমাজের সহিত যোগ অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও তদ্দ্বারা আপাততঃ যে অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহাও স্মরণ করা আবশ্যক। এসম্বন্ধে আমাদিগের একজন মাননীয় গ্রাহক যে প্রেরিত খানি পাঠাইয়াছেন, তাহা সাধারণের বিবেচনার্থ নিম্নে প্রকটন করিলাম।

"জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায়, যোয়ালিয়স্থ ভগিনীর পত্র পাঠে আমাদিগকে বড় দুঃখিত করিল, দুঃখের কারণ এই যে আমাদের স্বাধীনতা প্রিয় ভগিনীগণকে স্বাধীনতা প্রদানে মত দিতে পারিলাম না। ভগিনীগণ আজীবন অন্তঃপুর রুদ্ধ, সংসার তথা হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহার রীতি নীতি কিছুই অবগত নন। ইংরেজ এবং হিন্দু সমাজ এ দুয়ের অনেক অন্তর। ইংরেজেরা যেমন অন্যান্য বহু গুণ সম্পন্ন, তদ্রূপ বামাকুলের তাঁহাদের নিকট বিশেষ সম্মান, হিন্দু সমাজ সে গুণে একবারে বর্জ্জিত। যদি কোন বৈদেশিক হিন্দু সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহার দেখেন তিনি ইহাকে অদ্ভুত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিবেন, হিন্দু সমাজের যে দিকে দৃষ্টি যায় সেই দিকে অশ্লীলতা পূর্ণ, **বিগ্রহ! প্রত্যেক হিন্দুকে তাহা পূজা করিতে হইবে! ** কতকগুলি দুশ্চরিত্র লম্পট লোকের কার্য্যকে লীলা বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে! দানখণ্ড, মান, রাস, বস্ত্র হরণ কি অশ্লীল, অথচ তাই হিন্দুগণের ধর্ম্ম সঙ্গীত! যাহা শ্রবণ করিলে সহৃদয় ব্যক্তি কর্ণে হাত দেন, হিন্দুরা সেই বেশ্যাগণের নৃত্যগীত প্রকাশ্য স্থলে ধর্ম্ম সঙ্গীত হইতেছে বলিয়া শ্রবণ করিবেন। হায় যে সমাজে বিশুদ্ধ সঙ্গীত অপেক্ষা অশ্লীল গানের অধিক আদর সে সমাজ কত ভয়ঙ্কর!

হিন্দু সমাজ এমনি অসংস্কৃত, এমনি অশিক্ষিত যে যেমন দিবসে পেচক কোটর বহির্গত হইলে বায়স সকল তৎপশ্চাৎবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ কোন ভদ্রাঙ্গনা বাটির বাহির হইলে সাধারণে তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতে থাকে, যদি তিনি সরলভাবে কাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, দুরাশয়েরা মনে করে বুঝি আমার আশা পূর্ণ হইল!

বিশেষতঃ অশিক্ষিত লোকে সর্ব্বদা আপন আপন সংস্কার বশতঃ যেরূপ অশ্লীল কথা বলে, তাহা নির্জ্জনে শুনিলেও লজ্জিত হইতে হয়! যে প্রকার রাগে ইংরেজেরা "গাধা, নির্ব্বোধ" বলিয়া গালি দেন, হিন্দুরা হইলে অমনি কতকগুলি এমন কথা বলেন যাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না। হিন্দুদের মত এমন অশ্লীল গালিও ইংরেজি ভাষায় নাই। এই জন্য বলি হিন্দু এবং ইংরেজ সমাজ অনেক বিভিন্ন, এমন কি বর্ত্তমান সময়ে কুলাঙ্গনাগণকে বাহির করিবার কোন উপায় নাই।

ভগিনীগণ! তোমাদের স্বাধীনতা দানে আমাদের কিছুই আপত্তি নাই, কিন্তু প্রাগুক্ত যে হিন্দু সমাজের অতি যৎসামান্য বিষয় কয়টী লেখা হইল, তাহা পাঠ করিয়া কি কোন বিশুদ্ধমতি কুলাঙ্গনা স্বাধীনভাবে পুরুষ সমাজে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন?

শ্রীজানকীনাথ সরকার।"

উল্লিখিত প্রস্তাবে হিন্দু সমাজের দোষের অংশ অধিক রূপে চিত্রিত বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে গেলে তাহাতে যে অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা সম্যকরূপে অবধারণ করাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। আমাদিগের বিবেচনায় বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে স্ত্রীগণের বাহিরে যাইবার উপায় নাই এবং তাহার উপায় করিতে হইলে আপাততঃ যে কয়েকটী নিয়ম অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক তাহাতে উদাসীন থাকা উচিত নহে।

১। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন। এদেশীয় নারীগণ যেরূপ উলঙ্গপ্রায় অবস্থায় থাকেন, তাহাতে চতুঃ প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ থাকাই শ্রেয়ঃ। এইরূপ বেশে যে সকল রমণী রাজপথে বা রেলওয়ে প্রভৃতিতে ভ্রমণ করেন,

তাঁহাদিগের দুরবস্থা এবং কষ্টনাভাব দেখিয়া আমাদিগের মনে দারুণ ক্লেশ উপস্থিত হয়।

২। আত্মরক্ষার উপায় বিধান। স্ত্রীগণ চিরকাল অরক্ষিত বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে এবং তাহারা যে অবলা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? এরূপ অবস্থায় তাহাদিগকে বিনা রক্ষকে বাহিরে পাঠান কখন উচিত নহে। স্ত্রীগণকে একটু অসহায় অবস্থায় দেখিলে দুষ্ট লোকেরা তাহাদিগের প্রতি যে অত্যাচার করিয়া থাকে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

৩। তাহাদিগের মানসম্ভ্রম রক্ষার উপায় করা। ইংরেজ প্রভৃতি সভ্যজাতির পুরুষেরা স্ত্রীলোককে এতদূর সম্মান করিয়া থাকেন যে এক পথে গমন করিলে স্ত্রীলোককে অগ্রসর করিয়া আপনারা পশ্চাৎ গমন করেন, পরস্পরের মধ্যে কোন হাস্যামোদের কথা হইলে স্ত্রীলোককে দেখিয়া নীরব এবং সঙ্কুচিত হন। আমাদের দেশে ঠিক্ ইহার বিপরীত ভাব। পুরুষে স্ত্রীলোককে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করেন না, তাঁহাদিগকে দেখিলে অনেকের আবার আমোদ, বিদ্রূপ ও অশ্লীলবাদিতার ভাব প্রবল হইয়া উঠে, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় কি আছে? ইহা যাহাতে দমন হয় তাহা সত্বর করা বিধেয়।

৪। স্ত্রীগণ যাহাতে সর্ব্বক্ষণ গম্ভীর ভাব রক্ষা করিতে পারেন তাহার চেষ্টা কর্ত্তব্য। এই ভাব দ্বারা একদিকে অনুচিত ভয় ও সঙ্কুচিত ভাব পরিত্যাগ করিতে হইবে, অন্যদিকে নির্লজ্জতা ও চপলতা পরিহার করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মূর্ত্তি দেখিয়া যেন অন্যের মনে ভক্তির উদয় হয়।

৫। স্ত্রীগণ সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক যেখানে কোন অভদ্রতা ও বিপদের আশঙ্কা নাই এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষার সহায়তা হয়, কেবল সেই স্থানেই গমন করিবেন।

৬। সভ্য শ্রেণীয় স্ত্রীগণ সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম অবলম্বন করেন তাহা শিক্ষা করা আবশ্যক।

যতদিন এই সকল উপায় অবলম্বিত না হয়, ততদিন নারীগণের পুরুষ

সমাজে ভ্রমণ দ্বারা ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট এবং ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্ম বৃদ্ধির অধিক সম্ভাবনা কি না, বিবেচক ব্যক্তি-মাত্র অনুভব করিতে পারেন।

কুসন্তান।

অভিনব বিকশিত সরোজ সুন্দর
নিরখি নয়নে তৃপ্তি যতনা উপজে,
ততোধিক পবিত্রপ্ল মাতার অন্তর
রূপের নিধান দেখি আপন আত্মজে।

প্রিয় বস্তু যত কিছু তাঁর এ ভুবনে
সব চেয়ে প্রিয়তম প্রাণের কুমার।
নাহি চান, বিনিময়ে পুত্র হেন ধনে,
কাঞ্চন মুকুতা হীরা মণিময় হার।

এমনি সন্তান প্রতি যতন তাঁহার,
একবার ক্ষণমাত্র করিলে রোদন,
ক্ষুধিতা, তথাপি ত্যজি মুখের আহার
সাদরে তাহারে আসি করেন লালন!

প্রফুল্ল বদনে মৃদু হাসিয়া মধুর
জননীর পানে চাহে বালক যখন,
মনের অসুখ তাঁর সব হয় দূর
সঘনে বদনে তার করেন চুম্বন!

আধ আধ কথা শিশু উচ্চারে যখন,
বীণা বিনিন্দিত মানি সেই কণ্ঠ স্বর,
কেমন পুলকে তিনি করেন শ্রবণ!
সুধা ধারা পশে যেন শ্রবণ বিবর!

জননীর মনে হেন স্নেহের সঞ্চার—
—যে স্নেহ হিমে সবে মরিত শৈশবে,—
করেছেন তিনি—বিশ্ব বিরচিত যাঁর।
তাঁর তুল্য স্নেহময়, কেহ নাহি ভবে!

মাতারে অভক্তি যেই করে কুসন্তান,
লোক মাঝে হেয় অতি সেই অভাজন।
মাতৃস্নেহ দাতা যেই পুরুষ প্রধান
তাঁরে যে না ভক্তি করে, সেজন কেমন?

হায়রে কৃতঘ্ন সেই পাষণ্ড দুর্জ্জন
নরাধম তার চেয়ে কে আছে ভুবনে?
কেমনে সমাজে সেই দেখায় বদন
বিজ্ঞ বলে ভাণ করি থাকে বা কেমনে?

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

কাশিম বাজারের বিখ্যাত রাণী স্বর্ণময়ীকে গবর্ণমেণ্ট মহারাণী উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইনি বহুদিনাবধি এতদ্দেশের দুঃখীদিগের দুঃখ হরণ, বিপন্ন ও পীড়িতদিগের সাহায্যদান, বিদ্যালয় সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন এবং দেশহিতৈষী সভা ও সর্ব্ব প্রকার মঙ্গল কার্য্যে যে প্রকার রাজকীয় বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাতে ইঁহার যশোরাশি দেশ বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইঁহার নিকটে কোন ভিক্ষুক বিমুখ বা নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যায় না, একথা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কথা দূরে থাকুক, এ দেশের বড় বড় ধনী পুরুষেরাও বদান্যতার জন্য এরূপ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। গবর্ণমেণ্ট এদেশীয় প্রসিদ্ধ গুণবান ও হিতৈষিগণকে 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া' উপাধি দান করিয়া থাকেন। রাণী স্বর্ণময়ী সেই উপাধি পাইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত বলিয়া

অনেক সংবাদ পত্র সম্পাদক ও কোন কোন রাজকর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্টকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন। গবর্ণমেণ্ট এতদিন এরূপ গুণবতী রমণীর গুণগ্রাহী হন নাই, এজন্য সকলে দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিয়া 'ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়ার' পরিবর্ত্তে 'মহারাণী' উপাধি তাঁহাকে আদর পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। সাধারণের দুর্ব্বোধ্য একটী বিজাতীয় নাম অপেক্ষা মহারাণী এই নামটী আমাদিগের নিকট সুমিষ্ট ও সম্ভ্রমসূচক বোধ হইয়াছে। আমরা আমাদের ভারত রাজ্যেশ্বরীকে মহারাণী বলিয়া থাকি, এদেশের একটী মহিলা নিজ গুণে সেই উপাধি লাভ করিলেন ইহা অপেক্ষা সুখের ও গৌরবের বিষয় আর কি আছে? ধন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী! ধন্য সেই সুযোগ্য মন্ত্রিপ্রবর, যাঁহার সুমন্ত্রণায় তিনি এত সৎকার্য্য করিতেছেন এবং এরূপ অসীম খ্যাতি লাভ করিলেন।

গৃহ-চিকিৎসা।*

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

১। টিংচার আসাফেডিটা বা হিঙ্গের আরক। এই ঔষধ সকল প্রকার দন্ত রোগের পক্ষে আশ্চর্য্য উপকারী। আমাদিগের পরিচিত ৩।৪টী ব্যক্তির দন্তমূল ক্ষয় হইয়া বা দাঁতের মধ্যে ছিদ্র হইয়া কেহ পাঁচ, কেহ সাত এবং কেহ বা ১০।১২ বৎসর দারুণ কন্ কনানি যাতনায় প্রাণান্ত হইতেন, অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করিয়াও কোন প্রতীকার দেখিতে পান নাই, পরে দুই তিন দিন হিঙ্গের আরক ব্যবহার

* বামাবোধিনীতে গৃহ-চিকিৎসার যে ঔষধ সকল লেখা যায়, পাছে অজ্ঞ পাঠিকাগণ তাহার উপর নির্ভর করিয়া গুরুতর রোগে চিকিৎসকের সাহায্য না লন এবং তদ্দ্বারা উপকার না হইয়া অপকার হয়, এই আশঙ্কায় কোন বিজ্ঞ ডাক্তার আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, প্রথমতঃ গুরুতর রোগে দুঃসাহসিক হইয়া চিকিৎসকের সাহায্য অগ্রাহ্য করিতে আমরা পরামর্শ দিতেছি না। দ্বিতীয়তঃ আমরা যে সকল ঔষধ সঙ্কলন করি তাহা হয় কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরীক্ষা সিদ্ধ, নয় তাহার ফল আমরা স্বয়ং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তাহা সকল স্থলে সমান উপকারক না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ হানির সম্ভাবনা নাই।

করিয়া এককালে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহা সেবন করিবার প্রণালী এই :—

একটু-তুলাতে হিঙ্গের আরক ঢালিয়া ক্ষত বা ছিদ্র যুক্ত স্থানে লাগাইয়া রাখিতে হয়। হিঙ্গ দুর্গন্ধি, অতএব যতক্ষণ ঔষধ থাকিবে ততক্ষন লাল না গিলিয়া ফেলিয়া দেওয়া ভাল। দুই তিন বার এই রূপ ব্যবহার করিলে হয়ত দাঁতের গোড়া একটু টাটাইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় পাইবার বিষয় নাই। আরও পাঁচ ছয় বার ব্যবহার করিলে সকল যাতনা দূর হইবে এবং কস্মিন্‌কালে সে রোগের আর পুনরুদ্রেক হইবে না।

দাঁতকনানিতে অনেকে দাঁত তুলিয়া ফেলেন, তাহার আবশ্যকতা নাই। এই ঔষধে সহজেই রোগের প্রতীকার হয়। হিঙ্গের আরক ডাক্তার খানায় অল্প মূল্যে পাওয়া যায়।

২। দাদরোগের ঔষধ—ধুপ, গন্ধক, সোহাগা, ফটকিরী সমান সমান ভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে, পরে জল মিশ্রিত করিয়া দক্রর উপর লেপন করিলে তাহা এককালে আরোগ্য হইবে।

দাদ মার্জ্জনের পাতা পাতী বা কাগজী লেবুর রস দিয়া দিলেও দাদ ভাল হয়।

৩। যতপ্রকার ক্ষত ও নালী ঘা আছে, কুকুরছিটকীর পাতার রস তাহাতে দিলে আরোগ্য হইবে। আট দিবস দিলে ঘার চিহ্ন থাকে না এরূপ দেখা গিয়াছে।

৪। ছোট ছেলের গলায় শর্দ্দি বসিলে বা কাশি হইলে কালাকপুরের পাতার রস খাওয়াইলে ভাল হইয়া যায়।

নূতন সংবাদ।

১। এ বৎসর ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে অতিশয় বর্ষা হইয়াছে। স্থানে স্থানে এরূপ জল বৃদ্ধি হইয়াছে, যে সমস্ত গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম প্রদেশের জোয়ানপুর, গাজীপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান এককালে জলমগ্ন হওয়ায় লোকের মহা দুরবস্থা ও ক্ষতি হইয়াছে। ঢাকা, মেদিনীপুর, রাজসাহী, পুর্ণিয়া, চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী স্থানে স্থানে এরূপ জলপ্লাবন হইয়াছে যে লোকদিগকে

বিবিধ প্রকার অসুবিধা, কষ্ট ও ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। অনেক স্থানের আউস ধান্যের কিছু কিছু ক্ষতি হইয়াছে এবং আমন ধান্য এককালে জলমগ্ন হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্র গ্রাম সকলের চতুঃপার্শ্বস্থ চাষা গ্রাম সকলেরই অতিশয় দুরবস্থা হইয়াছে। গৃহশূন্য হইয়া দুঃখী লোকেরা গরু ছাগল প্রভৃতির সহিত একবারে নিরাশ্রয় হইয়াছে এবং আহার অভাবে কোন কোন স্থানে মৃত্যু মুখেও পতিত হইতেছে। আমরা শুনিলাম অনেক স্থানে আহারাভাবে বহুসংখ্যক গো মেষ ছাগ প্রভৃতি গৃহ পালিত পশুর একবারে প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। আমরা শুনিয়া পরম অহ্লাদিত হইলাম যে পুটিয়ার বিখ্যাত রাণী শরৎসুন্দরী জলপ্লাবিত গ্রাম সকলের দুঃখী প্রজাদিগের এই দুর্দ্দশার সময় বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার জমিদারির প্রত্যেক জল-পীড়িত ব্যক্তিকে পনর দিনের উপযুক্ত সাময়িক আহারীয় দ্রব্য তিনি প্রদান করিয়াছেন এবং এইরূপে ২০০০ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতেছেন।

[illegible] বহু বিবাহ নিবারণের আপত্তিকারীগণের আপত্তি খণ্ডন করিয়া সম্প্রতি সুবিখ্যাত বিদ্যাসাগর মহাশয় এক খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা বহু বিবাহকে শাস্ত্র-সিদ্ধ বলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাঁহাদিগের আপত্তি যে ভ্রমমূলক তাহা সুস্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বামাকুলের পরম হিতৈষী বন্ধু। বঙ্গীয় অবলাগণের দুরবস্থা দর্শনে তাঁহার দয়ার্দ্র চিত্ত স্বভাবতঃ ব্যথিত হয়। দুঃগিনী বঙ্গবালাগণের দুঃখ দূর করণে তিনি বহুকালাবধি শ্রম ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। আহ্লাদের বিষয় এই, এত দিন তাঁহার যে যত্ন ও শ্রম অতি অল্প সংখ্যক লোক আদর করিয়াছেন, এখন অনেক কৃতবিদ্য লোকের নিকট তাহা আদরণীয় হইতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের বিষয়ও বলিতে হইবে যে তাঁহার পূর্ব্ব সহচর কয়েকটী পণ্ডিত তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

৩। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও রাণী শরৎ সুন্দরীর বদান্যতার স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত দেখিয়া আমাদিগের হৃদয়ের আনন্দও তাহার সহিত প্রবাহিত হইতেছে। গত

এক মাসের মধ্যে আমরা তাঁহাদিগের নিম্নলিখিত দান গুলির সংবাদ পাইয়াছি।

মহারাণী স্বর্ণময়ী—

চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয় ৩০, তারাগুণিয়া ইংরাজী বিদ্যালয় ২০, ভাজন ঘাট বিদ্যালয় ৪০৲, কৃষ্ণনগরস্থ দক্ষিণ পল্লীর বালিকাবিদ্যালয় (মাসিক) ৫৲ টাকা হিসাবে ষাণ্মাসিক অগ্রিম ৩০৲ টাকা।

রাণী শরৎসুন্দরী—

চোরবাগান বালিকাবিদ্যালয় ২০৲ নন্দনগাছি পাঠশালা ২০৲, পিঙ্গলা শুভকরী সভা ২০৲, বনয়ারি পাড়া ইং বাং বিদ্যালয় ২০৲, কুশপোতা বালিকাবিদ্যালয় ২০৲ টাকা।

৪। গত ১৭ই সেপ্টেম্বর মান্দ্রাজে একটী ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এই বিবাহ সম্পন্ন করেন। মান্দ্রাজে এই প্রথম ব্রাহ্মবিবাহ হইল।

৫। অবলাবান্ধব পাঠে জানা গেল, কলিকাতার ডেল হাউসী ইনষ্টিটিউট নামক গৃহে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পুত্রবধূ এবং লুই নাম্নী কন্যার চারিটী প্রস্তরময়ী অর্দ্ধ মূর্ত্তি আসিয়াছে। মহারাণীর প্রতিমূর্ত্তি রাজকুমারী লুই স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি ভাস্করের কার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন।

৬। ৬ই আশ্বিন বৃহস্পতি বার অপরাহ্ণ ৫ টার পর মৃত বিচারপতি নর্ম্ম্যানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সম্মানার্থ ইংরাজ ও বাঙ্গালী পাঁচ ছয় হাজার লোক তাঁহার বাটীতে গমন করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার সকল আফিস্ বন্ধ ছিল, এবং কেল্লা হইতে সতরটী তোপধ্বনি হইয়াছিল।

৭। ১০ আশ্বিন বৃহস্পতি বার হাইকোর্টে নর্ম্ম্যানের হত্যাকারী দুরাত্মা আব্দুল্লার বিচার হইয়া ফাঁসির হুকুম হইয়াছে। আমাদিগের সভ্য গবর্ণমেন্ট, তাই এতবড় খুনীর এককালে প্রাণবধ বা কঠোর যন্ত্রণা প্রদান না করিয়া আইন মত বিচার করিলেন। বিচারপতি পল্ সাহেব দণ্ডাজ্ঞা দিবার সময় তাহার প্রতি যে প্রকার অনুযোগ ও উপদেশ বাক্য বলিয়াছেন তাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়, কিন্তু তথাপি দুরাত্মা আপনার মনের কথা কিছুই খুলিয়া বলে নাই। সে বলিয়াছে, আমি কর্ত্তা সাহেবকে এক খানি দরখাস্ত দিলাম তাহাতে তিনি রাগ করিয়া উঠিলেন, পরে আমি কি করিয়াছি কিছুই জানি না। এই ব্যক্তি কোন্ দেশের লোক এবং কি অভিসন্ধিতে ঈদৃশ দারুণ কার্য্য করিল তাহা অদ্যাপি জানা যাইতেছে না। যিনি এবিষয়ের সন্ধান করিয়া দিতে পারিবেন, গবর্ণমেন্ট তাহাকে ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। আগামী নবেম্বর মাসে গবর্ণর জেনেরেল্ কলিকাতায়

আসিবেন। তাঁহার অপেক্ষায় হত্যাকারীর ফাঁসি স্থগিত রহিয়াছে।

বামারচনা।

কৌলীন্য প্রথা।

অস্মদ্দেশে বিদ্যার উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু কৌলীন্য প্রথা কি ভয়ানক প্রথা তাহা কেহ একবার মনে কল্পনা করিতেছেন না। কৌলীন্য প্রথা দ্বারা দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে, ইহা দ্বারা কত কুলীন কুমারীগণ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। আহা! কুলীন কন্যাগণের দুরবস্থা স্মরণ করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। হায়! তাঁহারা চিরকাল বৈধব্যের ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করেন. কখন পতির মুখ সন্দর্শন করিতে পারেন না, চিরকাল পিত্রালয়ে থাকেন, কেবল তাঁহাদিগের স্বামী একবার বিবাহ করিয়া গিয়াছেন মাত্র। হায়! বল্লাল সেন কি ভয়ানক কুপ্রথা করিয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারা দেশ একেবারে ভ্রূণহত্যা পাপে উচ্ছিন্ন হইতেছে! হায়! কতদিনে বঙ্গভূমি এই ভয়ানক কুপ্রথা হইতে উত্তীর্ণ হইবে, এবং কবে এই হতভাগিনী বামাগণ জ্ঞান ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া চিরদুঃখ হইতে মুক্ত হইবেন। কোন কুলীন ব্রাহ্মণ ৫০ জন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া যদি তিনি কালগ্রাসে পতিত হন, তখন ঐ কুলীন কন্যাগণ একেবারে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবেন। হায়! ইহাতে দেশে একেবারে পাপে লিপ্ত হইতেছে, অতএব যাবৎ এই কুপ্রথার নিবারণ না হয়, তাবৎ বঙ্গভূমি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। হায়! যাঁহারা স্বামী কি রূপ পদার্থ জানেন না এরূপ অল্প বয়স্কা বিধবা কুলীন কন্যাদিগের কথা মনে হইলে কাহার না কঠিন হৃদয় দ্রবীভূত হয়? তাঁহারা কি প্রকারে কঠিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিবেন? তাঁহারা এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিতে না পারিয়া ব্যভিচার মহাপাপে লিপ্ত হন। এই নিমিত্ত এই সুখের বঙ্গভূমি দুঃখের বলিয়া বোধ হইতেছে। হে দেশহিতৈষী মহাশয়গণ! আপনারা এই কুপ্রথা মোচনার্থ যত্নশীল হউন এবং এই জন্মভূমিকে পাপ হইতে মুক্ত করুন যদ্দ্বারা এই চিরকালের কুসংস্কার-কণ্টকীবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়, তাহাতে যত্নবান হউন, নতুবা আপনাদের দুঃখিনী ভগিনী বঙ্গাঙ্গনাদের দুঃখের নিশির অবসানের সম্ভাবনা নাই। হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! তোমার করুণা ব্যতীত এই দুঃখিনী অবলাগণের দুঃখ বিদূরিত হইবার অন্য উপায় নাই।

শ্রীযোগীন্দ্র মোহিনী বসু।

সাং কোন্নগর।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
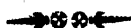
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৯৯ সংখ্যা } কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭৮। {৮ম ভাগ।

প্রাণি-বিদ্যা।

সরীসৃপ জাতি।

ব্রহ্মাণ্ডপতির সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাকে আমরা কেবল ঘৃণা ও ভয়ের চক্ষে দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে পারি। সুন্দর পক্ষী, মনোহর পুষ্প প্রভৃতি দেখিলে মন সহসা প্রীত হয়, কিন্তু অতি কদাকার ভয়ঙ্কর অনিষ্টকর বস্তু সকলের দর্শনে মনোমধ্যে স্বতই প্রীতির উদয় না হইলেও তাহাদিগের গূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহারাও আমাদিগের ঘৃণার পাত্র নয়।

নানাজাতীয় সর্প, টিকটিকী, ভেক, কচ্ছপ প্রভৃতি সরীসৃপ শ্রেণীভুক্ত জন্তুগণ দেখিলেই হঠাৎ মনোমধ্যে ভয় ও ঘৃণার উদ্রেক হয়, কিন্তু যখন তাহাদিগের প্রত্যেকের ইষ্টানিষ্টকরী শক্তি, স্বভাব, প্রয়োজন প্রভৃতি আলোচনা করা যায় তখন আর তাহাদিগকে অবজ্ঞার বস্তু বলা যায় না। ফলতঃ সেই সমস্ত সামান্য ও হেয় জন্তুর মধ্যেও পরম মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল ও অপার জ্ঞান দেখিয়া অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়।

পশুপক্ষীদিগের ন্যায় সরীসৃপ সকল উষ্ণ-শোণিত নয়, উহারা মৎস্যাদির ন্যায় শীতল-শোণিত জন্তু। উদ্ভিজ্জাদিগের সহিত উহাদিগের

জীবনী শক্তির কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ-দিগকে যেমন কোন আঘাত করিলে যন্ত্রণাদি প্রকাশ করে না, উহা-দিগকেও তদ্রূপ অতি অল্পই যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে দেখা যায়; এবং পুচ্ছ, অঙ্গুলী, চক্ষু প্রভৃতি অঙ্গ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও তাহা পুনরুৎপন্ন হইয়া থাকে ও জীবন অতি কষ্টেও বিনষ্ট হয় না। একটী কচ্ছপের শরীর হইতে মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, তথাপি উহা আঠার দিন জীবিত ছিল। টিকটিকী জাতীয় কোন জন্তুর গলায় এক গাছা সূত্র বাঁধিয়া তাহার মস্তক প্রায় দেহ হইতে ছিন্ন করা হইয়াছিল, তথাপি কয়েক মাস যাবৎ উহা জীবন ধারণ করিয়াছিল। সর্পের দেহ হইতে হৃৎপিণ্ড স্বতন্ত্র করিয়া লইলেও কয়েক ঘণ্টা কাল উহার মধ্যে রক্ত সঞ্চরণ ক্রিয়ার লক্ষণ অনুভব হইয়াছে। সরীসৃপদিগের এমন একটী বিশেষ শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা তাহারা পূর্ব্ব হইতে ঝটিকার আগমন ও গগনমণ্ডলে তাড়িত পদার্থের সঞ্চার বুঝিতে পারে। বেঙ্ ডাকিলে জল হয় যে একটী সাধারণ বিশ্বাস দেখা যায় ইহা তাহার একটী প্রধান কারণ। কিন্তু সাধা-রণতঃ পশুপক্ষীদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অতিশয় হীন দেখা যায়। শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ করিলেও ইহাদিগের রক্তসঞ্চলন রহিত ও জীবন বিনষ্ট হয় না। নানাজাতীয় টিক্‌টিকী, কচ্ছপ ও ভেক জলে প্রবেশ করিয়া পঙ্কের মধ্যে কিছুদিন ক্রমাগত অবস্থিতি করিয়া থাকে। শীত-কালে এইরূপ অবস্থায় উহারা আরো অধিক দিন থাকিতে পারে।

পক্ষীদিগের শ্বাস প্রশ্বাসের গতি দ্রুত বলিয়া তাহাদিগের রক্ত যেমন দ্রুতবেগে চলে ও শরীরের উষ্ণতা অধিক দেখা যায়, সরীসৃপদিগের শ্বাস প্রশ্বাসের মন্দতা বশতঃ রক্তের গতি মৃদু হওয়ায় তেমনই উহাদিগের শরীর অতি নিস্তেজ হয়। এইরূপ শরীরের তেজোহীন শীতল ভাব হওয়ায় উহারা শীত প্রধান স্থানে বাস করে না, কিন্তু উষ্ণ প্রধান স্থানে বাস করিয়া শরীরের উষ্ণতার অভাব বাহ্য উত্তাপে পূরণ করিয়া লয়। রক্তের মৃদু গতি প্রযুক্ত উহাদিগের জীবনও দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে। কারণ যে জীবন যত মৃদু ভাবে চলে তাহার ক্ষয়ও তত মৃদুভাবে হয়। কুম্ভীর যতকাল জীবিত থাকে প্রায় তত দিন তাহার শরীর বৃদ্ধি পাইতে থাকে,

কারণ বৃদ্ধির নিবৃত্তিই ক্ষয়ের হেতু হয়। সর্পেরা প্রতি বৎসর আপন খোলস পরিত্যাগ করিয়া নবীন ভাব ধারণ করে। সরীসৃপদিগের যেমন দীর্ঘ আয়ু, তেমনই উৎপাদিকা শক্তিও অধিক। তন্নিমিত্ত উহা-দিগকে বিনষ্ট করিবার জন্তুও পৃথিবীতে বহুসংখ্যক আছে। তাহা না থাকিলে সরীসৃপ জাতীয় জন্তুতে পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত।

ইহাদিগের শ্বাস প্রশ্বাস ও রক্তের গতি মৃদু হইবার আর একটী কারণ এই যে ইহারা অল্প পরিমাণে আহার করে এবং বিলম্বে তাহা জীর্ণ হয়। এই কারণে শরীরেরও বৃদ্ধি মৃদুভাবে হইয়া থাকে। ইহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলও নিস্তেজ। চর্ম্ম স্থূল ও কঠিন বলিয়া স্পর্শেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ নয়; জিহ্বায় আটার ন্যায় এক প্রকার গাঢ় লাল থাকায় আস্বাদন শক্তি প্রবল নয়; ঘ্রাণেন্দ্রিয় অতি ক্ষুদ্রাকৃতি তজ্জন্য তাহাও প্রখর নয়; অন্যান্য জন্তুদিগের সহিত তুলনায় শ্রবণেন্দ্রিয় অনেক অঙ্গহীন হইলেও উহা অধিকতর তীক্ষ্ণ; কিন্তু অনেকের চক্ষু অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তথাপি সর্ব্বাপেক্ষা উহাদিগের দর্শন শক্তি অধিক সতেজ দেখা যায়।

অনেক সরীসৃপের আত্মরক্ষার উপযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না থাকায় তাহা-দিগের একটু সাবধানতার সহিত গোপনীয় স্থানে বাস করা আবশ্যক, তজ্জন্য তাহাদিগের প্রকৃতিও সেইরূপ দেখা যায়। কচ্ছপজাতির আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত কঠিন আবরণ প্রদত্ত হইয়াছে; টিক্‌টিকী জাতি ছিদ্র মধ্যে সত্বর পলায়ন করিবার শক্তি পাইয়াছে। সর্পের আত্মরক্ষার নিমিত্ত কোন অঙ্গাদি না থাকায় এমনই এক বিষরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র উহাকে দেওয়া হইয়াছে যে তদ্দ্বারা অনায়াসে শত্রু হইতে রক্ষা পাইতে পারে। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে সর্পেরা দৌড়িয়া আসিয়া দংশন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা সত্য নয়। ফলতঃ উহারা ভীরু ও ধূর্ত্ত স্বভাব, সাহসিক জন্তু নয়। এই কারণে মানুষের ধূর্ত্ততার সহিত সাপের উপমা দেওয়া হয়। যখন তাহাদের অত্যন্ত ক্ষুধা হয়, কিম্বা আত্মরক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তদ্ভিন্ন তাহারা অপর সময়ে দংশন করে না।

কতকগুলি এরূপ সর্প আছে তাহাদিগের অবয়ব অত্যন্ত বৃহৎ এবং তজ্জন্য সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে। সেই [illegible] সর্পকে [illegible] কিন্তু দি-

পণ্ডিত বিষরূপ অস্ত্র প্রদান করেন নাই। কতকগুলি সরীসৃপের আত্মরক্ষার জন্য তাহাদিগের শরীরে এক প্রকার তীক্ষ্ণ দুর্গন্ধি রস প্রদত্ত হইয়াছে যে তাহার ঘৃণায় কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে যায় না। যত প্রকার কদাকার ও ঘৃণাজনক সরীসৃপ আছে তাহারা যতই কেন ভয়ঙ্কর হউক না, কোন অনিষ্টকর নহে।

ভেকসকল জলের উপরিস্থ ময়লা ভক্ষণ করিয়া জল পরিষ্কার করিয়া দেয়। সরীসৃপদিগের সৃষ্টির একটী প্রধান কারণ ইহা প্রকাশিত হইয়াছে, যে সমস্ত অগম্য জঙ্গল প্রভৃতি গুপ্ত স্থানে উহারা বাস করে, সেই সকল স্থানের নানাজাতি অনিষ্টকর কীট দ্বারা বায়ু অধিক দূষিত ও অস্বাস্থ্যকর হয়, কিন্তু উহাদিগের অবস্থিতি জন্য সে কীটের তাদৃশ প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না এবং বায়ুও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ থাকে।

চতুষ্পদ জন্তুদিগের মধ্যে হস্তী ও সিংহ যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও বলবান, সর্পের মধ্যে তদ্রূপ এক প্রকার বৃহৎ ও সবলকায় সর্প আছে, তাহাকে ইংরাজিতে বোয়া এবং আমাদের দেশে ময়াল বা বরাচিতা বলিয়া থাকে। সচরাচার উহার দেহের দৈর্ঘ্য ১১ হাত, কিন্তু ভ্রমণকারীরা বলেন উহা ২৭ হাত ও ৩১ হাত দীর্ঘ দেখা গিয়াছে। প্লিনি নামক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত বলেন আফ্রিকার উত্তরাংশে একটী বোয়া সর্প ছিল, তাহার দৈর্ঘ্য ১২০ ফিট অর্থাৎ ৮০ হস্ত। পূর্ব্বকালে একদা রোম দেশীয় সৈনিক পুরুষগণ যুদ্ধার্থে ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিল তৎকালে ঐ বৃহৎকায় সর্পটী তাহাদিগের গতি রোধ করিয়াছিল। তাহারা কোন প্রকারে সর্পকে বিদূরিত করিতে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পরিশেষে যে সমস্ত বৃহৎ যুদ্ধ যন্ত্র দ্বারা বিপক্ষের প্রাচীরাদি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, সেই সকল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া সর্পের প্রাণনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সর্পের আকৃতি অতি দীর্ঘ ও চাক্‌চিক্যশালী সুন্দর চক্রাকার রেখা দ্বারা সমস্ত দেহ বিচিত্রিত। উহার পরাক্রম, শক্তি, সৌন্দর্য্য ও অবয়ব দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া অসভ্যজাতির লোকেরা উহাকে পূজা করিয়া থাকে। বোয়া সাপ যখন কোন আক্রমণের বস্তু নিকটে পায়, তখন তাহার শরীরের উপর পতিত হয় এবং আপন দেহ দ্বারা তাহার

সমস্ত শরীর এমন বলপূর্ব্বক জড়াইতে থাকে যে তাহার পেষণে শরীরের অস্থি সকল মড় মড় শব্দে চূর্ণ হইতে থাকে। এই রূপ পেষণ দ্বারা আক্রান্ত জন্তুর শরীরের আয়তন লঘু করিয়া এক গ্রাসে উহাকে উদরস্থ করিবার উপযুক্ত করিয়া লয়। অতিশয় বৃহৎ জন্তু সকলও এই প্রকার পেষণ দ্বারা লঘু করিয়া উহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। যখন পুনঃ পুনঃ বলপূর্ব্বক পেষণ করিয়াও আক্রান্ত জন্তুর দেহ এক গ্রাসে উদরস্থ করিবার উপযুক্ত না হয়, তখন সেই জন্তুটীকে টানিয়া একটা বৃহৎ বৃক্ষের তলায় লইয়া যায় এবং সেই বৃক্ষের মূলে ও জন্তুর সহিত আপন শরীর জড়াইয়া অধিকতর বলপূর্ব্বক পেষণ করত তাহাকে লঘু করিয়া ফেলে। তৎপরে তাহা হইতে শরীর খুলিয়া লইয়া অবকাশ ক্রমে একবারে কিম্বা ক্রমে ক্রমে সেই জন্তুটীকে গ্রাস করিতে থাকে। সহজে উহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত এক প্রকার আটাবৎ সরস পদার্থ শরীর হইতে ঐ সময় নির্গত হয়। তাহা জন্তুর সমস্ত গাত্রে মাখাইয়া দেয়। এই জাতীয় প্রাচীন সর্প সকল নড়িতে চড়িতে পারে না, শুনা যায় কোন জন্তু তাহাদিগের নিকটস্থ হইলে তাহারা নিঃশ্বাসের আকর্ষণে তাহাকে টানিয়া গ্রাস করিয়া ফেলে। ইহাদিগের এক একটা বনের মধ্যে ঠিক্ এক এক খান বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় পড়িয়া থাকে, তাহাদিগের শরীরে কোন স্পন্দ বা চেতনা থাকে না। বন ভ্রমণকারীরা কাষ্ঠখণ্ড ভ্রমে তাহাদিগের উপর অগ্নি রাখিয়া রন্ধন করিতে আরম্ভ করিলে অত্যন্ত উত্তাপে তাহাদিগের শরীরে একটু সাড় হয় এবং তখন তাহারা 'রাজকুঁড়ের ন্যায়' অল্প অল্প নড়িতে চড়িতে আরম্ভ করে, রন্ধনকারীরা পলাইয়া প্রাণ রক্ষা পায়। এই রূপ অজাগর সর্পের অনেক জনশ্রুতি বর্ণিত আছে।

অসীমশক্তি বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কতই আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হয়। গম্ভীর সলিল রাজ্যে দর্শন করিলে কত অসংখ্য অদ্ভুত জীব জন্তু দেখিয়া বিস্ময় সাগরে একবারে নিমগ্ন হইতে হয়। নিবিড় কানন মধ্যে প্রবেশ করিলে কোন স্থানে নানাবর্ণ বিচিত্রিত মনোহর পক্ষী সকল বিচরণ করিতেছে, কোন স্থানে বৃহৎকায় ভয়াকার জন্তু করাল কবল ব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, কোন

স্থানে কাকোদর সদৃশ ভুজঙ্গ স্বীয় দীর্ঘ সুচিক্কণ শরীর দ্বারা বৃহৎ বৃক্ষের মূল বেষ্টন করিয়া ভীষণ ফণা ধারণ পূর্ব্বক দংশনোদ্যতে হইতেছে। এই সমস্ত বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইয়া ইহাই বলিতে হয় " সবে অবাক না পেয়ে অন্ত তোমার "।

(ক্রমশঃ)

স্ত্রীজাতির বাগ্মিতা।*

" অবিশ্রান্ত রসনায় বহে বাক্যস্রোতঃ। "

কথিত আছে, সক্রেটিস, এস্‌পেসিয়া নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের নিকট বাগ্মিতা শিক্ষা করেন। বাস্তবিক বোধ হয় যেন এ বিদ্যাটী স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীজাতি সর্ব্বপ্রকারে বলহীন বলিয়া ইহাদের অপর একটী নাম অবলা রাখিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের বাক্যরূপ বল যে আছে তাহা দেখিলে অনেক সময় আশ্চর্য্য হইতে হয়। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে তাহারা এরূপ বাক্‌ চাতুর্য্য প্রকাশ করেন, যে তাহারাই প্রকৃত অলঙ্কারবিৎ পণ্ডিত নামের সুযোগ্য পাত্রী বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কোন কোন ব্যক্তি একটী প্রস্তাব লইয়া অবিশ্রান্ত প্রহরকাল বক্তৃতা দিয়া সাধারণের প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রীজাতির পক্ষে ইহা কি সামান্য গৌরবের বিষয়, যে তাহারা ও রূপ প্রহরেক কাল ক্রমাগত বাক্যব্যয় করিয়াও ক্ষান্ত হইতে পারেন না!

১। যে কয়েক প্রকার স্ত্রীবাগ্মী সচরাচার দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদিগের মধ্যে কোপন স্বভাব স্ত্রীগণই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ইহাঁদের সমক্ষে কাহার সাধ্য দাঁড়াইতে পারে? এবম্বিধ দুই জন স্ত্রীলোক যখন বিরোধ করিতে থাকেন তখন এক অসামান্য দৃশ্য লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগের মুখ হইতে কুবাক্য রাশি এমন অনর্গল বর্ষণ হইতে থাকে যে তাহার নিকটে নিজে সরস্বতীও পরাজিত হইবেন।

* ইংরাজী লেখকের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

সে সময়ে তাহাদিগের রুদ্রমূর্ত্তি ও সর্ব্বালঙ্কার ভূষিত বচনস্রোত দেখিলে কে না স্বীকার করিবে ইহারাই প্রকৃত বাগ্মী নামের অধিকারিণী? ইহারা সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার গুরুমহাশয় এবং বাটীর কুকুর বিড়াল ও চালের টিক্‌টিকী পর্য্যন্ত তাড়াইতে বড় পটু। মহাত্মা সক্রেটিসের সহধর্ম্মিণী ঝন্টিপা। † এই ধাতুর স্ত্রীরত্ন বলিয়া বিখ্যাত।

২। নিন্দাবাদিনীরা দ্বিতীয় প্রকার স্ত্রীবাগ্মী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। ইহাদিগের কল্পনা শক্তি অদ্ভুত, অলঙ্কার জ্ঞান অসামান্য। পরের তিল তুল্য দোষকে ইহাঁরা তাল প্রমাণ করিয়া তুলে। সামান্য একটী মাত্র দোষ লইয়া তাহাকে সহস্র শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত করিবে, নানাবিধ অঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা তাহার বিদ্রূপ করিবে, এবং সেই এক বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ধরিয়া নানাপ্রকার মিথ্যা বর্ণন করিয়া শ্লেষ করিবে। ইহাদিগের বাগ্মিতা দেখিয়া অনুমান হয়, যে ইহাদিগের বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষা বুঝি আর গুরুতর দোষ কিছুই নাই। আমরা জানি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কোন বিবাহের বিষয়ে মাসাবধি নিন্দা করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই। এক এক স্থানে তিনি কন্যার যৎপরোনাস্তি নিন্দাবাদ করেন, অপরস্থানে তাহার জন্য শোক প্রকাশ করেন, স্থানান্তরে তাহাকে বিদ্রূপ করেন, আবার কোন স্থলে তাহার প্রতি ক্রুদ্ধা হন। বলিতে কি, যত বাড়ীতে সেই নববধূর উল্লেখ করিয়া গল্প করেন, প্রতিগৃহে তাহার সম্বন্ধে নূতন নূতন নিন্দার কথা প্রকাশ করিয়া বেড়ান। অবশেষে তাঁহার কুৎসার একশেষ হইলে, তিনি একদা দম্পতীর গৃহে উপস্থিত হইয়া সেই বধূর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেখানে গিয়া তাহার সাধুবাদের আর অবধি নাই। অপর লোকে তাহার কত কুৎসা করিয়া বেড়ায় বলিয়া তাহা-

† সক্রেটীস যেমন ভদ্র ও শান্তপ্রকৃতি তাঁহার স্ত্রী সেই রূপ কোপনা ছিলেন, তিনি কথায় কথায় স্বামীকে বাক্য যন্ত্রণায় দগ্ধ করিতেন। উত্তর দিলে কলহ করিতেন, উত্তর না দিলে বকিয়া দেশ ফাটাইতেন। এক দিন দুষ্টা সক্রেটীসকে নানা প্রকারে তিরস্কার করিয়া কোন উত্তর পাইলেন না, ইহাতে ক্রোধে অধীর হইয়া এক কলসী ময়লা জল তাঁহার মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। সক্রেটীস কেবল হাসিয়া বলিলেন "এত গর্জ্জনের পর বর্ষণ হইবে আশ্চর্য্য নহে।"

দিগকে গালি দিলেন। পরে তাহার নিকট কিঞ্চিৎ হস্তগত করিয়া উভয়ে সেই দিন অবধি বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

৩। তৃতীয় প্রকার স্ত্রীরা গল্পপ্রিয়। ইহাদিগের বাচালতায় সময়ে সময়ে বিরক্তি জন্মে, প্রগল্‌ভতায় আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা কাহার অনিষ্ট করিতে চান না বটে, কিন্তু রাতকে দিন দিনকে রাত করিতে পারেন, লম্বাচৌড়া কথা ভিন্ন বলেন না এবং সেরূপ করিয়া না বলিলেও আনন্দ পান না। ইহারা পাঁচজন লোক যেখানে, সেখানে যাইতে বড় ভাল বাসেন এবং এক এক সময় আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিয়া ও পুরাতন কথা পুনঃ পুনঃ তুলিয়া রন্ধন ভোজনাদিও ভুলিয়া যান।

৪। যাহারা প্রকৃত শয্যাগুরু নামে বাচ্য হইতে পারেন তাহারাই চতুর্থ প্রকার স্ত্রীবাগ্মী। এরূপ স্ত্রীলোক যাহার গৃহে আছে, দুদিনে তাহারগৃহ-বিচ্ছেদ হয়। এরূপ নিপুণতার সহিত অবসর বুঝিয়া স্বামীর সহিত তিনি কথাবার্ত্তা কহেন, যে অতি প্রতিকূল স্বামীও তাহার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন। স্বামীর মন যে সময় স্নিগ্ধ ও অনুকূল থাকে, সেই সময় তিনি অবসর বুঝিয়া একএকটী কথা এরূপ সাজাইয়া বলেন, যে তাহাতে তাহার মন মুগ্ধ হইবেই হইবে। পাছে গৃহবিচ্ছেদ ঘটে স্বামী বুদ্ধিমান হইয়া এই ভয়ে যদি তাহাকে গৃহের কথা বলিতে নিষেধ করেন, তবে তাহার কথা প্রমাণ কিছুকাল ক্ষান্ত থাকেন, পরে কিছুকাল অতীত হইলে, সময় বুঝিয়া আবার এক এক দিন এক একটী কথা আরম্ভ করেন। যদি একবার তাহার কথায় কর্ণপাত করিলে, তবে তাহার মুখে অমনি সরস্বতী অবতীর্ণ। অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তিও তাহার কৌশলে পরাস্ত হইয়া ক্রমে তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া পড়েন। ইহাদিগের এরূপ স্বভাব যে স্বীয় পুত্র কন্যার সহিত বিবাদ ঘটাইয়া দেয়। ইহাদিগের প্রকৃতি কি ভয়ানক! ইহাদিগের বাক্‌চাতুর্য্যে কে না পরাভব মানিয়া থাকে?

পঞ্চম প্রকার বাগ্মীদের নিপুণতা সকল সময়ে বাক্যে প্রকাশিত হয় না। অঙ্গ ভঙ্গি ও অঙ্গবিলাস ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র। এই মাত্র তিনি প্রিয়মার্জ্জারের মুখচুম্বন করিতেছেন, আবার তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার নিকট পুরুষের মন শান্ত

থাকিবার নয়; অতি সাধু জনেরও চিত্ত বিচলিত হইবে। তিনি একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আবার অবিলম্বে মৃদুহাস্যে আস্য বিকশিত করিতেছেন। এখন তিনি এক কক্ষবাতায়নে বসিয়া প্রতিবাসিনীর সহিত নানাবিধ সুখবিলাসের সহিত কথা কহিতেছেন, পরক্ষণে ব্যজন লইয়া প্রাচীরে আঘাত করিতেছেন। এক ব্যপদেশে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেন, অন্য ছলে অঙ্গ ভঙ্গির সহিত এক জনের সহিত কথা কহিলেন। অঙ্গবিলাসই তাহার নিপুণতা, কটাক্ষ-পাতই তাহার বাগ্মিতা।

এই পঞ্চ প্রকার স্ত্রীবাগ্মী কেবল ইংলণ্ডে কেন প্রায় সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বস্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে আত্মীয় স্বজন লইয়া একত্রে বাস করিবার রীতি এদেশে প্রচলিত থাকাতে চতুর্থ প্রকার স্ত্রীবাগ্মী এখানে অতি সুলভ, এবং এখনকার কালে প্রায় সকল গৃহেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বামীর আত্মীয়কে ইহারা আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে পারেন না, আপন স্বার্থের কণামাত্র ক্ষতি দেখিতে পারেন না, সুতরাং পরিজন মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটাইয়া দেন। ক্রমে ইহাদিগের স্বভাব এরূপ বিকৃত হইয়া উঠে, আত্মীয় পরিজনের সহিত কেবল অহর্নিশ বচসা ও কলহ করিতে থাকেন। এদেশে নববধূদিগের যে অনেক দিন পর্য্যন্ত গুরুজন বর্গের সহিত কথা কহা নিষিদ্ধ আছে তাহার একটী কারণ এই বোধ হয়।

কি জন্য স্ত্রীজাতি এত বাকচতুরা তাহার কারণ নিরূপণ করা বড় সহজ নহে। অনুমান হয় তাহারা কোন মনোভাব অব্যক্ত রাখিতে পারে না। অথবা তাহাদিগের জিহ্বাদেশে যে রস সঞ্চারিত হয় তাহা অতি চঞ্চল। কোন কবি বলেন, যেমন অশ্বের পৃষ্ঠভার লঘু হইলে সে আরও দ্রুততর বেগে ধাবিত হয়, তদ্রূপ যে রসনার ভার যত লঘু তাহা সেই পরিমাণে চঞ্চল হইয়া পড়ে।

আমাদের নিকট স্ত্রীজাতির মধুর ভাষ প্রিয় কি অপ্রিয় একথা বলিতে চাহিনা। কিন্তু যে বাক্যে পুরুষজাতির মন বিগলিত হইয়া যাইবে, যাহার ফল সুধাময় হইবে তাহাতে বিষ বর্ষণ হয় কেন? স্ত্রী-লোকের মধুময় রসনা হইতে রোষকষায়িত তর্জ্জন, গরলময় নিন্দাবাদ,

বিরক্তিজনক বাগাড়ম্বর, বিচ্ছেদক উত্তেজনা কখন বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। যাহাতে তাহারা উক্ত পঞ্চ প্রকার দোষ হইতে বিমুক্ত হয়েন এই আমাদিগের অভিলাষ, ইহাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মঙ্গলময় পরমেশ্বর কোমল নারীকুলকে যে বাক্‌শক্তি দ্বারা ভূষিত করিলেন, নির্ব্বোধ অবলাগণ তাহার অপব্যবহার করিতেছেন বলিয়া তাহার কি কোন শুভকর উদ্দেশ্য নাই? সুশীলা রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তিনি ক্রোধ নিন্দা মিথ্যা ও হিংসা হইতে জিহ্বাকে যত্ন পূর্ব্বক শাসন করিয়াছেন। কিন্তু দেখ, কেমন মৃদু মধুর বাক্যে সহচরীগণের সহিত সদালাপ করিতেছেন, স্বামীর মর্ম্মব্যথা ও দেহ ক্লান্তি দূর করিতেছেন; পুত্র ও কন্যাগণকে চারিদিকে বসাইয়া হিত উপদেশ দিতেছেন, শোকার্ত্ত ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিতেছেন, পাপাপন্ন ব্যক্তিদিগকে পুণ্যের পথে উদ্ধার করিতেছেন এবং অবসর পাইলেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের বন্দনা ও স্তুতিগান করিয়া জিহ্বাকে সার্থক করিতেছেন॥ এরূপ বাগ্মী নারী যখন জন সমাজে প্রকাশিত হন তখন তাঁহার কণ্ঠ হইতে সত্য, প্রীতি, দয়া ও পবিত্রতার বচন স্রোত বিনিঃসৃত হইয়া সহস্র সহস্র লোককে মোহিত করে এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মের পথে লইয়া যায়। এই বাগ্মিতায় এক সময় পরিবার ও জনসমাজকে পবিত্র করিয়া তুলিবে।

সুধাধার হতে মিষ্ট এই বাক্যধার,
দুখী তাপী পাপী জনে করিতে উদ্ধার।
শান্তিরসে গৃহ সদা রাখে নিমগন,
প্রকৃত বাগ্মিতা এই নারীর ভূষণ।

কারাকুসুমিকা।

(১৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

সেই মুহূর্ত্তে গিরহার্দ্দীর নিকট একখানি পত্র পৌঁছিল। ইহা টেরিসার প্রেরিত এবং ইহাতে এই রূপ লেখা ছিল:—"আমরা যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে পাইতেছি ইহা কি পরম সুখের বিষয় নয়? এই পত্রখানি সহস্রবার চুম্বন করুন, কারণ আমি ও সেই

রূপ করিয়াছি এবং আমার স্নেহ নিদর্শন আপনাকে প্রেরণ করিতেছি। আমাদের পরস্পরের হৃদয় পরিবর্ত্তন করিতে কি আনন্দ হয় না? একবার যদি আপনাকে দেখিবার অনুমতি পাই তাহা হইলে আমার কত সৌভাগ্য! হে পিতা! এই স্থলে একটু স্তব্ধ হউন; সেনাপতি মেননের প্রসাদে আমরা যে এতদূর সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, ইহার জন্য তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন্। পিতা! আমি শীঘ্র দুই এক দিবসের মধ্যে আপনার নিকটস্থ হইতেছি; আর—আর—আহা! এ সুসংবাদটী গ্রহণে সাহস অবলম্বন করুন, আমি আপনাকে স্বগৃহে লইয়া যাইতে-আপনাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিতে যাইতেছি।"

তথাপি চারনি পুনরায় একাকী থাকিবেন— এই চিন্তায় তাঁহার আনন্দের বেগ হ্রাস হইয়া গেল।

বালিকা আগত। চারনি নিকটস্থ গৃহে তাঁহার পদক্ষেপ শুনিতে পাইলেন; তাঁহার আকৃতি কিরূপ মনে মনে অনুমান করিতে লাগিলেন, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেম না। তিনি সন্দেহে দোলায়মান; এত বড় সুসভ্য জ্ঞানীব্যক্তির মূর্ত্তি বিদ্যালয়ের ছাত্রের ন্যায় লাজুক ও কদাকার বোধ হইল। কারাকুসুমিকার সম্মুখে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইবে স্থির ছিল, পিতা ও কন্যা চৌকিতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে চারনি উপস্থিত হইলেন। যদিও ঘোরতর আন্দোলনকর ঘটনা দ্বারা তাঁহারা পরস্পরে সংযুক্ত, তথাপি তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার কিছু সঙ্কোচের সহিত সম্পন্ন হইল, ইটালীয় বালিকার মুখশ্রীতে চারনি প্রথমতঃ ঔদাসীন্য ভিন্ন আর কোন ভাব নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। বোধ হইল কেবল সাহসিক কার্য্যে অনুরাগ এবং পিতৃ আজ্ঞা পালন এই উভয় কারণেই তিনি তাদৃশ গুরুতর কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। চারনি কেন তাঁহাকে দেখিলেন এই বলিয়া ক্ষোভ করিতে লাগিলেন। তথাপি তিনি এতদিন ধরিয়া যে কাল্পনিক ও মলিন চিন্তা সকল হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে তাহা বিদূরিত হইল। কিন্তু যৎকালে তাঁহারা চৌকীর উপর উপবিষ্ট, গিরহার্দী তাঁহার কন্যার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন, এবং চারনি কতকগুলি নিরাশা-

সূচক সুধা শব্দোচ্চারণ করিতেছেন, তৎকালে টেরিসা হঠাৎ পিতার দিকে মুখ ফিরাইলেন, তাহাতে তাঁহার কণ্ঠাভরণ একখানি স্বর্ণপদক পরিচ্ছদের মধ্যে ঢাকা ছিল, বাহির হইয়া পড়িল। চার্নি ঈষৎ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন তাহার একদিকে বৃদ্ধ পিতার শ্বেত কেশ এবং অন্যদিকে একখানি কাচে ঢাকা একটী শুষ্কফুল রহিয়াছে। তিনি লুডোবিক দ্বারা যে ফুলটী পাঠাইয়াছিলেন ইহা সেই ফুল।

চার্নির চক্ষু হইতে যেন একটী আবরণ উত্তোলিত হইল। টেরিসার আকৃতিতে তাঁহার স্বপ্নগোচর সুন্দরী বালিকাকে—পিসিওলাকে প্রত্যক্ষ করিলেন—কেবল ফুলটী তাহার মস্তকে না থাকিয়া বক্ষস্থলে রহিয়াছে। তিনি আনন্দে অস্পষ্ট স্বরে গুটিকত কথা বলিলেন; এখন তাঁহাদের মধ্যে ঔদাসীন্যভাব অন্তরিত হইল এবং তাঁহারা পরস্পরের জন্য যে কত ভাবিয়াছেন তাহা পরস্পরে বুঝিতে পারিলেন। টেরিসা চার্নির নিজমুখে তাঁহার আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং পিসিওলার বিয়োগাশঙ্কায় তাঁহার যে দুঃসহ কষ্ট হইয়াছিল তৎশ্রবণে দুঃখার্ত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "প্রাণের পিসিওলা! আমি তোমার উদ্ধারের সাহায্য করিয়াছি, অতএব তুমি আমারও।" তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া চার্নির হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইল, ইহাদ্বারা তিনি আপনাদের উভয়ের মধ্যে যেরূপ প্রণয়ের যোগ অনুভব করিলেন এরূপ আর কখনও করেন নাই।

গিরহার্দীর কারাগার হইতে মুক্ত হইবার আয়োজন করিতে যে তিন দিন গত হইল তাহাতে চারনি অভূতপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিলেন; এই সুখ যদি অধিক দিন পাইতেন তিনি তজ্জন্য স্বাধীনতা, সৌভাগ্য, সংসার, সকলি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কিন্তু বন্ধুর সহিত মিলনে যে প্রকার সুখ, বিচ্ছেদে সেই পরিমাণে দুঃখ। এখন তিনি মনকে সাহসী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "টেরিসা আমাকে ভালবাসে ইহা কি সত্য?" না! তিনি তাঁহার স্নেহ, দয়া এবং সাধুতার অর্থান্তর করিতে সাহসী হইলেন না এবং আপনি আনন্দিত হইয়াছেন বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেন। টেরিসার হৃদয়ের শান্তি ভঙ্গ করা তাঁহার নিজের একটী ক্লেশ বৃদ্ধি করা মাত্র। কিন্তু তিনি বলিলেন

"আমি—আমি তাঁহাকে যাবজ্জীবন ভাল বাসিব এবং আমার অতৃপ্ত স্বপ্ন তাঁহার দ্বারা চরিতার্থ করিব।" এই প্রণয় কিন্তু গোপনে সংরক্ষণ করা আবশ্যক, কারণ ইহা প্রকাশ করা দোষ। তাঁহারা উভয়ে চিরকালের তরে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছেন। টেরিসা সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নিশ্চয়ই বিবাহ করিবেন; চারনি একটী কারাগারে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এবং কারাকুসুমিকাকে লইয়া থাকিবেন। চারনি মনে করিলেন কঠোর ভাব ধারণ করিবেন, কিন্তু তাঁহার বিবর্ণমূর্ত্তি তাঁহার অন্তরের ভাব প্রকাশ করিয়া দিল। টেরিসাও তাঁহার ন্যায় সকল জানিয়া ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া যাহাতে তাঁহার মনে কিছুমাত্র অশান্তি না হয় এইজন্য বিদায় কালের অনুচিত প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বাহ্য বিনয় এবং ভীরুস্বভাব তাঁহার আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া ফেলিল। যাহাহউক এমন সময় আছে যখন হৃদয় কোন শাসন না মানিয়া আপনার কথা ফুটিয়া বলে এবং এই বিদায়কাল সেইরূপ একটী সময়। কিন্তু গদগদ স্বরে অস্পষ্ট ও অল্প কয়েকটী কথা মাত্র তাঁহাদের জিহ্বা হইতে নিঃসৃত হইল, টেরিসা কেবল বৃক্ষের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিয়া শেষ কথা বলিলেন "আমি পিসিওলাকে আমার সাক্ষী রাখিলাম।"

সুখ আস্বাদন করিয়া তাহা হইতে আবার বঞ্চিত না হইলে তাহার মর্য্যাদা বুঝা যায় না; চারনির পক্ষে তাহাই ঘটিল। বৃদ্ধ ও টেরিসা এখন আর তাঁহার নিকট নাই বলিয়া পিতার বিচক্ষণতা এবং কন্যার গুণাবলী তাঁহার চিত্তে যেরূপ প্রতিভাত হইল এরূপ কখনও হয় নাই। যাহা হউক টেরিসার স্মরণও মধুর, অতএব পূর্ব্বের কুচিন্তা পিশাচী তাঁহার মন হইতে এককালে দূরীভূত হইল।

একদিন চারনি কিছুই জানেন না, হঠাৎ তাঁহার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। যে সকল ব্যক্তির উপর তাঁহার রুমাল গুলি পরীক্ষা করিবার ভার অর্পিত হইয়াছিল তাঁহারা সম্রাটের নিকট তাহা লইয়া যান। তিনি কিছুক্ষণ তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে বলিলেন "চারনি নির্ব্বোধ, এখন আর তাহাকে ভয় করিবার কারণ নাই। সে এক জন ভাল উদ্ভিদ্‌বেত্তা হইতে পারে, কিন্তু আমার যে ষড়যন্ত্র করিবে

সে আশঙ্কা বৃথা।” জোজফাইনের অনুরোধে তাঁহার প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হইল।

এখন চারনির অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিনেষ্টেল দুর্গ হইতে মুক্ত হইবার সময় আগত, কিন্তু তিনি একাকী যাইবেন না। পিসিওলা একটী বৃহৎ সিন্ধুকে স্থাপিত হইয়া সমারোহ বহির্নীত হইল। যে পিসিওলা হইতে তাঁহার সকল সুখ; যে পিসিওলা তাঁহাকে বাতুলতা হইতে রক্ষা করিল এবং বিশ্বাসের সান্ত্বনা প্রদান করিল; যে পিসিওলা হইতে তিনি বন্ধুত্ব ও প্রণয় লাভ করিলেন এবং যে তাঁহাকে পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিল সে পিসিওলাকে পরিত্যাগ করিলে তাঁহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ কে হইতে পারে?

লুডোবিকও এখন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া তাঁহার বন্ধু কাউণ্টের প্রতি কর্কশ হস্ত প্রসারণ করিলেন; এখন আর তিনি তাঁহার কারারক্ষক নন। চারনি “আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে” এই কথা বলিয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হস্তপীড়ন করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন “পরমেশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন! কাউণ্টের কল্যাণ হউক, পিসিওলার কল্যাণ হউক!”

ছয় মাস পরে ফিনেষ্টেল দুর্গের দ্বারে একখানি রাজকীয় শকট উপস্থিত হইল। একজন ভ্রমণকারী নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “লুডোবিক রিটী কোথায়?” একটী মহিলা তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া আছেন। ইহারা কে? কাউণ্ট চারনি ও সেই টেরিসা তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন। তাঁহারা আর একবার কারাগৃহ দর্শন করিলেন। চারনি অবিশ্বাস ও নিরাশা বশতঃ তাহার শুভ্র প্রাচীরে যে বাক্য গুলি অঙ্কিত করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটী মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহা এই:—“বিজ্ঞান, বুদ্ধি, রূপ, যৌবন ও ধন কিছুতেই সুখ প্রদান করিতে পারে না!” টেরিসা তাহাতে এই কথাটী যোগ করিয়া দিলেন “প্রণয় ব্যতিরেকে!”

চারনি লুডোবিককে অনুরোধ করিলেন যে বর্ষ শেষে তাঁহার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা, তাহার জাতকর্ম্মে একটী উৎসব হইবে তাহাতে তাঁহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আরও বলিলেন লুডোবিক

ফিনেষ্টেল দুর্গ হইতে এককালে বিদায় লউন এবং তাঁহার গৃহে থাকিয়া সুখে কালযাপন করুন। কারারক্ষক পিসিওলার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কাউন্ট বলিলেন তাহাকে আমার নির্জন অধ্যয়ন গৃহের সন্নিধানে রাখিয়াছি, স্বহস্তে প্রতিদিন জলসেচন করিয়া তাহাকে বর্দ্ধন করিতেছি, কোন ভৃত্যকে তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিই না।"

সন্তানের জাতকর্ম্মের কিছুদিন পূর্ব্বে লুডোবিক কাউন্টের মনোহর প্রাসাদে উপনীত হইলেন। সরল মনুষ্য প্রথমেই তাঁহার পুরাতন বন্ধু কারাকুসুমিকাকে দেখিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু হায়! প্রিয়তর নবকুমারের জন্মোৎসবের আনন্দে পিসিওলার স্মরণ নাই, এখন সে বিশীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত। কারাকুসুমিকার আর বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই, তাহার উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কি আশ্চর্য্য ঈশ্বরের দয়ার কৌশল,
সামান্য উপায়ে কত সাধয় মঙ্গল।
অযাচিত কৃপা তাঁর প্রতিজন তরে,
বিশেষ উপায়ে সুখ বিতরণ করে।
দেখ অবিশ্বাসী নর খুলি আঁখিদ্বয়,
এখনি পাইবে জ্ঞান, হবে সুখোদয়।
পাষণ্ড নাস্তিক চার্নি হইল কোমল,
দয়ালু প্রণয়ী সাধু, বিশ্বাসে অটল।
কারাকুসুমিকা হয়ে স্বর্গের অপসরা,
সাধিয়া আপন কাজ ত্যজিল এ ধরা॥

(সমাপ্ত।)

এদেশীয় বামাগণের বহির্ভ্রমণ।

আমরা গত বারে এদেশীয় স্ত্রীগণের বহির্ভ্রমণ বিষয়ে যে প্রস্তাবটী লিখিয়াছি তৎপ্রসঙ্গে আমাদিগের কোন শ্রদ্ধাস্পদ বহুদর্শী বন্ধু আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠিকাগণের গোচরার্থ নিম্নে তাহা

প্রকটিত হইল। স্ত্রীগণ জ্ঞানধর্ম্মে যত উন্নত হইয়া প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিবেন, বহির্ভ্রমণের তত উপযুক্ত হইবেন এবং তদ্দ্বারা আপনাদের ও সমাজের তত মঙ্গল বর্দ্ধন করিতে পারিবেন। যাঁহারা আপনাদিগকে উপযুক্ত না করিয়া এবং অজ্ঞানতাবশতঃ বাহিরের বিপদ সকল অগ্রাহ্য করিয়া পুরুষ সমাজে যাইতে ব্যস্ত, তাঁহারা নিশ্চয়ই বিপদাপন্ন হইবেন এইটী আমাদের অত্যন্ত আশঙ্কা। আমাদিগের ধীর প্রকৃতি ও বুদ্ধিমতী ভগিনীগণ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করেন এইটী আমাদিগের ইচ্ছা।

"কেবল বঙ্গমহিলাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া হিন্দু মহিলাগণের অবস্থা স্থির করা অনভিজ্ঞতা মাত্র। এই ক্ষুদ্র বঙ্গভূমিকে সমস্ত হিন্দু-জাতির আবাস স্থান মনে করা উচিত নহে। সমস্ত ভারতবর্ষই হিন্দু-জাতির আবাস স্থান। সুতরাং ভারতের সকল প্রদেশ ভ্রমণ না করিলে হিন্দুমহিলাগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া যায় না। বঙ্গ মহিলা-দিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে হিন্দু-মহিলা গণের বহির্গমন প্রথা এককালে নাই। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, পাঞ্জাব, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে হিন্দু-মহিলা গণের বহির্গমন প্রথা সর্ব্বোতোভাবে প্রচলিত আছে। মণিপুরে স্ত্রীজাতিই প্রধান, পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির অধীন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে মথুরার পথে দেখিয়াছি কতকগুলি হিন্দুমহিলা অশ্বারোহণ করিয়া গমন করিতেছেন। গোয়ালিয়রের স্ত্রীজাতির বীরত্ব স্মরণ করিলে অবাক্ হইতে হয়। অদ্যাপি সেখানে ব্রাহ্মণ জাতির স্ত্রী-পুরুষে একত্রে সাম বেদ গান করিয়া আহার করিয়া থাকেন। নানা স্থানের রীতি নীতি দর্শন করিয়া ভারতের পূর্ব্বতন সভ্যতা কল্পনা পথে সমুদিত হইয়া হৃদয়কে হর্ষ বিষাদে এককালে নিমগ্ন করিয়া ফেলে।

বঙ্গমহিলাদিগের যে বহির্গমন প্রথা নাই, ইহাও স্বীকার করা যায় না। অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য রূপে নদীতে [illegible] করিতেছে, তীর্থাদিতে পরিভ্রমণ করিতেছে, স্বীয় স্বীয় গ্রামের মধ্যে [illegible] এক পল্লি হইতে অন্য পল্লিতে গমনাগমন করিতেছে। নীচ [illegible] স্ত্রীলোকে অবাধে বিপণিতে ক্রয় বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতেছে। এই

রূপে এদেশের স্ত্রীগণের বাহিরে যাইবার যেরূপ প্রয়োজন, তাহা এক প্রকার সম্পাদ হইতেছে।

যাহারা মনে করেন যে, বঙ্গমহিলাগণ পুরুষদিগের ন্যায় বাহিরে গমনাগমন করিতে পারিলেই উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইবে, তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখুন যে সকল অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক ইচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বস্থানে গমনাগমন করে তাহাদের কতদূর উন্নতি হইয়াছে। মনকে অন্ধকারে বদ্ধ রাখিয়া শরীরকে বাহিরে লইয়া গেলে কি উন্নতি হয় তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা নিশ্চয় জানি যে সকল মহাত্মা কতকগুলি সরলা অবলাকে লইয়া স্থানে স্থানে প্রদর্শন করিতেছেন তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক মূর্খা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথবা তাঁহারা বিদ্যাভ্যাসের কষ্ট যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিলক্ষণ রূপে সভ্যতার আদর্শ হইতেছেন। যদি বহির্ভ্রমণই সভ্যতার আদর্শ হয় তবে এ সভ্যতা বঙ্গদেশের নীচশ্রেণীর স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যে বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে।

আমরা বহির্ভ্রমণের বিরোধী নহি এবং এ প্রথা ভারতবর্ষে চির প্রচলিত। আমাদের এই বিশ্বাস, বামাগণ প্রকৃতরূপে শিক্ষা দ্বারা অজ্ঞান অন্ধকার হইতে মুক্ত হইলে তাঁহারা জড়ের ন্যায় ক্লীবের ন্যায় গৃহে বসিয়া অমূল্য জীবন ক্ষেপণ করিবেন না। অনেক শিক্ষিতা স্ত্রীলোক বলেন যে একাকিনী পুরুষ সমাজে যাইতে ভয় হয়। কিন্তু অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক কোন স্থানে যাইবার কথা শুনিলেই লম্ফ ঝম্ফ দিয়া উঠেন। সুতরাং বহির্ভ্রমণকে স্ত্রীজাতির উন্নতির আদর্শ মনে করা বিড়ম্বনা মাত্র।

জ্ঞানধর্ম্মের একত্র উন্নতি হইলেই স্ত্রীজাতির মন প্রশস্ত হইবে—নির্ম্মল হইবে, সেই প্রকৃত সভ্যতা। কোন স্ত্রীলোক নানা স্থানে ভ্রমণ করেন কিন্তু তাঁহার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি অনেক দোষ সকল মূর্ত্তিমান রহিয়াছে। তাঁহার কঠোর ব্যবহারে তাঁহার অহঙ্কারে সমস্ত লোক অস্থির। অজ্ঞান সভ্যতায় এপ্রকার দৃষ্টান্ত অধিক দর্শন করা যায়।

অতএব জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিকেই হিন্দু মহিলার সভ্যতার আদর্শ বলিয়া

গ্রহণ করিতে হইবে। যাঁহারা বুঝিবেন বহিভ্রমণ না করিলে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হয় না, তাঁহারা আত্মার মঙ্গলের জন্য বহিভ্রমণ করিবেন। সহস্র বাধা বিপত্তি উপস্থিত হইলেও তাঁহাদিগের উদ্যম কেহই বিনাশ করিতে পারিবে না।

আমরা প্রাচীন কালের যে সকল হিন্দুমহিলার জীবন চরিত পাঠ করিয়া ধন্য হই, কৃতার্থ হই; তাঁহারা সকলেই জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নতা ছিলেন এবং তাঁহারা যে, ইচ্ছাপূর্ব্বক শুভকর উদ্দেশে সর্ব্ব স্থানে গমনাগমন করিতেন তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান কালে হিন্দুমহিলাগণ সেইরূপ জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নতা হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করেন, প্রত্যেক পরিবারে শান্তি সংস্থাপন করেন ইহাই আমাদের একান্ত কামনা।

নারীদিগের কোমলতা।

এখন অনেকেই এই বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকেন যে পূর্ব্বকার মত এখন আর সেরূপ স্ত্রীলোকদিগের দয়া স্নেহ মাতৃভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাচীনা মাতা এবং ভগ্নীদিগের হৃদয় যেমন কোমল এবং দয়াদ্র, তাঁহারা পিতা মাতা স্বামী পুত্র ভাই ভগ্নীদিগকে স্নেহ ভক্তি সহকারে যেরূপ পরিতুষ্ট করিতে পারেন, এক্ষনকার অল্পশিক্ষিত স্ত্রীগণ সে প্রকার ভাব প্রদর্শন করিতে পারেন না। যাঁহারা স্ত্রী-সমাজের অবস্থা অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা একথার সত্যতা কিয়ৎ-পরিমাণে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে পরিবর্ত্তনের সময়, পুরাতন কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল উৎকৃষ্টভাব আছে তাহা যে বিনষ্ট হইবে বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অবশ্য ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে উন্নতির অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক কোমলতার হ্রাস হইয়া যাইবে। যে ভাবে চিরদুঃখীর কঠোর হৃদয় বিমোহিত হয়, গৃহস্থাশ্রমকে শান্তির আলয় করে, যে ভাবে আকৃষ্ট হইয়া লোক সকল সংসারের দুঃসহ ভার বহন করিতে নিরাশ হয় না, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পরিশ্রান্ত কৃষকের

উত্তপ্ত দেহ মন যাহার স্নিগ্ধতা সম্ভোগ করিয়া সমস্ত ক্লেশ দূর করে, সেই কমনীয় মধুর ভাব যদি কিঞ্চিৎমাত্রও চলিয়া যায় তাহার অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে?

অর্দ্ধশিক্ষিত সুখপ্রিয় যুবকেরা যেমন ধর্ম্মনীতির আদেশ অতিক্রম করিয়া জন-সমাজের অশান্তির কারণ হইয়া রহিয়াছে, অল্প শিক্ষা লাভ করিয়া যে সকল স্ত্রীলোক আধুনিক সভ্যতার নূতন বিলাসের বস্তু উপভোগের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা আমরা তদ্রূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছি। অতিরিক্ত ভোগবাসনা উত্তেজিত হইয়াছে, অথচ তাহা চরিতার্থ হইবার উপযুক্ত উপায় নাই, এমন স্থলে হৃদয়ের উন্নত মনোবৃত্তি সকল স্বভাবতঃই নিস্তেজ হইয়া যাইবে। এই কারণেই অনেকে প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগের সাধুভাব সকল হারাইতেছেন। জ্ঞান শিক্ষা সভ্যতা যদি নারীর কোমল হৃদয়কে কঠোর করে, তাহা হইলে সে উন্নতি স্ত্রীসমাজের অভিসম্পাৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুসভ্য দেশের মহিলারা যেমন স্বামীর রক্ত শোষণ করিয়া বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিয়া থাকেন, সে প্রকার স্বার্থপরতা আমরা কোন মতেই অনুমোদন করিতে পারি না। স্ত্রীলোকেরা কেবলই পুরুষদিগকে সেবা করিবে, ভাল বাসিবে, আর সেবিত এবং ভালবাসিত হইবে না এ কথাও আমরা বলি না। পরস্পরের প্রকৃতি পরস্পরের জন্য যে স্বাভাবিক উপাদান লাভ করিয়াছে তাহারই বিনিময় করিলেই পরিবারে শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি অবনতি এখন বামাহিতৈষী বন্ধুগণের উপরেই নির্ভর করিতেছে। তাঁহাদের বিবেচনার দোষে অস্বাভাবিক বিস্বাদু ফল প্রসূত হইতে পারে। ইউরোপের চারি শত বৎসরের পরিশ্রমের ফল যদি তাঁহারা দশ বৎসরের মধ্যে পাইতে অভিলাষ করেন তাহা হইলে সর্ব্বাঙ্গীন এবং স্বাভাবিক উন্নতি কখনই হইবে না। নারীগণের কিঞ্চিৎ কঠোর ভাব যাহা আমরা দেখিতেছি তাহা অনেকটা পুরুষেরই অবিবেচনার কারণ বলিতে হইবে। অনেক পুরুষ স্ত্রীদিগকে বিলাসবতী করিয়া মনে করেন বুঝি তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইল, কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভ্রম এবং অমঙ্গলকর আর কিছুই নাই। কে না বলিবে যে স্ত্রীজাতি পুরুষের অন্ন-

কার স্বরূপ। তাহারা যখন উত্তম বসন ভূষণে ভূষিত হইয়া আনন্দে বিচরণ করে, তখন সেই সৌন্দর্য্যের আকর পরমেশ্বরের স্বর্গের শোভাই প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাহ্য শোভার উপরেই যদি দৃষ্টি বদ্ধ থাকিল, তাহা হইলে আন্তরিক সৌন্দর্য্য, ধর্ম্ম ও নীতির কমনীয়তা কোথায়? জ্ঞানহীন, পদার্থ হীন, বিলাসপ্রিয় নারীগণ প্রকৃত সৌন্দর্য্যে মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে না। তাহারা যে উন্নত ও সভ্যরমণীদের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা, এবং প্রাচীনা স্ত্রীদিগের স্নেহ বাৎসল্য উভয় ভাব হইতে বঞ্চিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এখানে এরূপ প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে তবে কি বহু সম্পত্তির অধিকারিণী জ্ঞানহীনা বলিয়া মলিন বেশে কেবল ক্রন্দন করিবে? না, তাহা আমরা বলিতে চাহি না, কিন্তু তাঁহাকে বিনীতভাবে জ্ঞান সভ্যতা ভদ্রতা শিক্ষা করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন তাঁহার সমুদয় সৌন্দর্য্য অসার। আমাদের ইহা একান্ত প্রার্থনীয় যে শিক্ষিতা পাঠিকা ভগ্নীগণ বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাদের স্বাভাবিক সুমিষ্ট ভাব গুলিকে পোষণ করেন। তাঁহারা জ্ঞানধর্ম্ম সভ্যতায় সম্পন্না হইয়া প্রীতি ও স্নেহ রসে পরিবারের যাবতীয় কঠোর ভাব দূর করেন। তাঁহাদের পবিত্র কোমল হৃদয় সেই প্রেমময় পরমেশ্বরের প্রিয় আবাস স্থান, এইটী যেন সকলের স্মরণ থাকে।

মহাত্মা নর্ম্মাণ ও মৃত্যু।

স্থান টাউনহল—সময় বেলা ১১ টার পর।

নর্ম্ম্যাণ। (গাড়ি হইতে নামিয়া) কোচমান এখন ফিরিয়া যাও চাপরাসি কাগজ পত্র লইয়া আইস।

কোচমান। খোদাবন্দ! কতক্ষণের সময় গাড়ি লইয়া আসিব।

ন। ঠিক ৩ ঘটিকার সময় আইস।

কো। হুজুর যো হুকুম।

নেপথ্যে। ওহে আজ চিফজষ্টিস কখন আসিবেন?

তিনি আজিকার বিচার যে সূক্ষ্ম রূপে করিবেন বলিয়া গিয়াছেন।

ন। (স্বগত) পূজার বন্দ নিকট, হাতে যে কয়েকটী মোকদ্দমা আছে শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। অনেক দিন বিদেশে আছি, স্বদেশে

যাইবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হচ্চে। এবার ছুটির পর খোদ চিফ-জষ্টিসের আসিবার কথা, তাহা হইলে আমি অবসর পাইব। এবার স্ত্রী-পুত্রগণকে লইয়া বন্ধু বান্ধবগণের সঙ্গে অন্ততঃ এক বৎসর দেশে থাকিতে হইবে। শীঘ্র জাহাজ ঠিক করিয়া রাখা আবশ্যক।

মৃত্যু। (স্বগত) কখন হইতে অপেক্ষা করিয়া আছি, এখনো আসে না কেন? আজ বড় সাহেব যেমন আদালতে স্পর্শ করিবে অমনি তাহাকে শমন গৃহে পাঠাইব।

(নর্ম্ম্যাণ সাহেবের আগমন ও উদরে ছোরাঘাত)।

ন। (স্বগত) এ কি? কেহ আমাকে আঘাত করিল না কি? আমি জাগিয়া আছি না স্বপ্ন দেখিতেছি। না এই যে ছুরিকা হস্তে সম্মুখে এক জন দণ্ডায়মান। ইহার কি দুঃসাহস! আমি না এখানকার প্রধান জজ, এই না বেলা দুই প্রহর। (প্রকাশ্যে) কৈ কে কোথায় আছ রে আমাকে রক্ষা কর।

মৃ। (স্বভাবিক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক) আমাকে চিনিতে পার নাই? তোমার আয়ু শেষ হইয়াছে, আর দেখ কি চল।

ন। (স্বগত) তাইত এমন ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিত জন্মাবধি দেখি নাই। ইহারই নাম কি মৃত্যু? হাঁ, আমারে নাকি এই আদালত গৃহে দুই প্রহরের সময় কেহ মারিতে পারে? যাহাহউক একটু সরিয়া যাওয়া উচিত। অবশ্য নিকটে কেহ আছে আমাকে সাহায্য করিবে। (প্রকাশ্যে) কে আছরে শীঘ্র আমার কাছে আইস। (এই কথা বলিয়া দ্রুত পৈঠা হইতে নামিয়া গৃহের বাহির দিকে গমন।)

মৃ। (দ্রুত পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া) দুর্ভাগ্য নর্ম্মান কে তোমার রক্ষক? তোমার প্রাণ সংহার করিয়াছি। যদি এখনও সন্দেহ থাকে এই লও (বলিয়া সজোরে পুনর্ব্বার পৃষ্ঠ দেশে ছুরিকাঘাত)।

ন। দুরাত্মা নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। কে কোথায় আছরে রক্ষাকর রক্ষাকর।

মৃ। এখানে আমি আছি, আর কেহ নাই। এখনও তোমার পদাভিমান? তোমার অবস্থা কি রূপ দেখিতেছ না কি?

ন। সত্য সত্যই, আমি ইংরেজ গবর্ণমেন্টে নাই, কে বলে এই সেই হাইকোর্ট এবং আমি সর্ব্বপ্রধান বিচার পতি? এ দুই প্রহর বেলা আমার নিকট আমাবস্যার দ্বিপ্রহর রজনীত বোধ হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! আমার আজ্ঞায় কত লোকের জীবন মৃত্যু ছিল, আমি এখন ডাকিলে উত্তর পাই না। নিতান্ত জঘন্য পশুর ন্যায় আমাকে হত হইতে হইল! আজি কি না ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ার রাজধানীর সর্ব্বপ্রধান বিচারালয়ের সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি এই ধর্ম্মাধিকরণের মধ্যে দিবা দুই প্রহরের সময় একজন সামান্য কুলীব হস্তে নিহত হইল! ইচ্ছা হইতেছে, পৃথিবীর এক উচ্চস্তম্ভে দাঁড়াইয়া জগতের নিকট উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া মনঃ ক্ষোভ দূর করি।

হা প্রণয়িনী! হা সন্তানগণ! হা স্বদেশ! হা ভারতবর্ষ! হা বন্ধুগণ!

মৃ। তুমি সর্ব্বপ্রধান বিচার পতি নাম ধরিয়াছিলে, একটু বোধশক্তি আজও তোমার হয় নাই? এরূপ মৃত্যু তোমার পক্ষে অন্যায় হইয়াছে কথনও মনে করিও না, ইহা ন্যায়পর বিধাতার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম। তোমার লোকান্তর গমনের পূর্ব্বে গুটিকত সার সদুপদেশ দিতেছি শিক্ষাকর এবং জগতের লোককেও তাহা শিখাইতে আসিয়াছি। মৃত্যু কাহার কখন ও কিরূপে হইবে কিছুই স্থির নাই। মৃত্যু উপস্থিত হইলে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিবার কাহার সাধ্য নাই। তোমার মৃত্যু দেখিয়া কে আর ক্ষণকালের জন্য আপনার জীবনের উপরে বিশ্বাস করিতে পারে? তোমার ন্যায় শান্ত স্বভাব, ন্যায় পরায়ণ, সচ্চরিত্র, পরোপকারী, সাংসারিক সৌভাগ্যবান, সর্ব্বজন প্রিয় ব্যক্তি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি তোমার এরূপ বিপদ ঘটিল! উচ্চপদের অভিমান দেখ নিতান্ত অসার। পৃথিবীতে যে আপনাকে নিরাপদ মনে করে, বিপদ দেখ কেমন গুপ্তবেশে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া থাকে। এমন সময়ে মৃত্যু আইসে যে স্ত্রী-পুত্র বন্ধু-বান্ধব কাহার সহিত এক বার সাক্ষাৎ করিতে দেয় না। যে সকল বস্তু একমুহূর্ত্ত ছাড়িতে মায়া হয়, মৃত্যু সে সকল হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়—একটী কথা বলিতে

অবসর দেয় না। এখন কিঞ্চিৎ সময় দিতেছি—সম্বল করিয়া লও। এ সময় এক মাত্র দয়াময় ঈশ্বরের চরণাশ্রয় ভিন্ন আর গতি নাই।

ন। বুঝিয়াছি আর বলিতে হইবে না। তুমি এক মুহূর্ত্তে আমাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিলে, অনেক শাস্ত্র পড়িয়া তাহার তত্ত্ব পাই নাই। যদি পূর্ব্বে তুমি আমাকে এমন জ্ঞান দিতে, মিছা কাজ লইয়া এমন অমূল্য জীবন কাটাইতাম না, নিত্যের সম্বল আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতাম। চল কোথায় লইয়া যাইবে। করুণাময় ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণ নির্ভর করিলাম।

মৃ। আমার কার্য্য সাধিত হইয়াছে। মানুষদের চৈতন্য উৎপাদন করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণই বিচরণ করিতেছি, কিন্তু তবু তাহাদের নির্ব্বোধতা দূর হইল না। এই অশ্রুত-পূর্ব্ব অদ্ভুত তাহাবা পূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া যদি কিছু দিন তাহারা সচৈতন্য হইয়া কার্য্য করে তাহা হইলেও কৃতার্থ হই। এখন লোকদিগের জন্য একটী গান করিয়া যাই। তাহারা যেন এইটী মনে মনে গায়।—

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ, ভব ধাম যবে ছাড়িবে।
তোর সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত, চিরদিনের মত ফুরাবে॥
কাল শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে, যবে তুই ধারে নয়ন ধারা বহিবে,
ভাই ভগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত, তোর শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে॥
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়ন মণি, যবে গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবেন,
প্রাণ সম প্রিয়সী, অধোবদনে বসি, কেঁদে ধরাতল নয়নজলে ভাসাবে॥ ১

নেপথ্যে।

দুর্জ্জয় মৃত্যুর হস্তে সবে পরাজয়রে, সবে পরাজয়।
কখন ধরিবে কারে নাহিক নিশ্চয় রে নাহিক নিশ্চয়॥
দারসুত ধন জন কেহ কার নয় রে, কেহ কার নয়।
মায়াময় এ সংসার তাই মায়া হয় রে তাই মায়া হয়॥
সদত মরণ তরে, প্রস্তুত যে রয়রে, প্রস্তুত যে রয়।
সেই নর বুদ্ধিধর, সদত নির্ভয় রে, সদত নির্ভয়॥
ঘরে মাঠে পথে ঘাটে, যথা মৃত্যু হয় রে, যথা মৃত্যু হয়।
অমৃত আশ্রয় কর, হবে মৃত্যুঞ্জয় রে হবে মৃত্যুঞ্জয়।

অসার সংসারে বিভু নাম সুধাময় রে নাম সুধাময়।
নিত্যের সম্বল কর হবে সুখোদয় রে হবে সুখোদয়॥

খদ্যোতিকা ও পক্ষী।

একদা রজনীকালে ছাড়ি নিজ দল,
উড়িল খদ্যোতী এক গরবে চপল;
প্রভাময় পুচ্ছ তার নয়ন রঞ্জন,
সকলেরে তুচ্ছ করে তাহারি কারণ;
কহিছে উল্লাসে মহা করি অহঙ্কার;—
কে আছে পতঙ্গ কীট সমান আমার?
সুবরণ পিপীলিকা গুঞ্জিত ভ্রমর,
বিচিত্র বরণ তুমি তন্তুকীট বর;
সবে তোমা তুচ্ছ করি হীন অতি জানি,
সবাই আমারে মানে পতঙ্গের রাণী;
আঁধারের আলো আমি নিশামণি প্রায়,
জনম আমার স্বর্গে জানে দেবতায়;
ওই যে তারকা রাজি গগনে উদিত,
স্বর্গের খদ্যোত সব রোয়েছে শোভিত;
নৃপগণ তারে গণে প্রধান রতন,
যে মণির প্রভা হয় আমার মতন।
এরূপ করিয়া দম্ভ খদ্যোতী সুন্দরী,
একাকিনী ঊর্দ্ধদেশে উজলে সর্ব্বরী।
নিকটেতে পক্ষী এক করিল শ্রবণ,
খদ্যোতীর সমুদয় গর্ব্বের বচন:
মুখের নিকটে ভোজ্য আইল উড়িয়া,
ভক্ষণ করিল তারে, উপদেশ দিয়া;—

"অহঙ্কারে মত্ত ওহে পতঙ্গ রতন,
তোমার লাবণ্য রূপ নাশের কারণ।
ওরূপ লইয়া যদি থাকিতে গোপন,
হেথা যদি না আসিতে দেখাতে কিরণ;
নম্র হোয়ে নীচ দেশে কাটাতে জীবন,
সেখানে কেহ না প্রাণ করিত হরণ।
কোথা হে রূপসী বামা, ধর সুবচন,
আপন লাবণ্য রূপ রাখ সুগোপন;
দশ মাঝে সদা দিতে রূপ পরিচয়,
বাহির হইলে জেন বিপদ নিশ্চয়;
সুন্দরীর রূপ হয় নাশের কারণ,
গাছের সুন্দর ফল খায় পক্ষিগণ।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের নমস্কার প্রণালী।

সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে যাঁহারা সম্মান ও আদরের পাত্র, তাঁহাদিগের প্রতি কোন না কোন প্রকারে নমস্কার করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদিগের দেশে গুরুজনকে সাষ্টাঙ্গে ধূলায় অবলুণ্ঠিত হইয়া বা দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবার নিয়ম দেখা যায়; সমান সমান ব্যক্তি পরস্পরকে আলিঙ্গন অথবা করযোড়ে নাসিকা স্পর্শ পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা মান্যমান্ ব্যক্তিকে ভূমি স্পর্শ করিয়া বা অর্দ্ধ অবনত হইয়া সেলাম করেন। ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা রাজা প্রভৃতি অধিক মান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসেন ও মস্তকের টুপি খোলেন এবং সমান সমান ব্যক্তির কর ধারণ করিয়া নাড়িয়া থাকেন। যে দেশে যে ব্যবহার চলিত, সে দেশের লোকে সেইটীকে ভদ্র ব্যবহার বিবেচনা করেন; অতএব এক দেশের লোক অন্য দেশের ব্যবহার প্রণালীকে কখনই ঘৃণা বা উপহাস করিতে পারেন না। অদ্য আমরা আমাদিগের অপরিচিত কতকগুলি জাতির সম্মান প্রকাশের

নুতন রীতি বর্ণনা করিতেছি, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের কত ভিন্ন ভিন্ন রুচি পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন!

প্রশান্ত মহাসাগরে নিউগিনা নামে দ্বীপ আছে। তথাকার লোকে পরস্পরের মধ্যে প্রণয় ও বন্ধুতা জানাইবার জন্য পরস্পরের হস্তে বৃক্ষ পল্লব প্রদান করে। আফ্রিকার অন্তর্গত ইথিয়পীয়া দেশের কোন ব্যক্তি বন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা করিবার সময় তাহার বস্ত্র লইয়া আপন কোমরে জড়াইয়া বাঁধে এবং বন্ধুকে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতে হয়। ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের লোকেরা যাহাকে প্রণাম করিতে হয়, তাহার হাতে বা পায় আপনার মুখ আস্তে আস্তে বুলাইয়া থাকে। লাপলণ্ড দেশের লোকেরা পরস্পরকে সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য নাকে নাকে ঘর্ষণ করে এবং তাহা একটু বলপূর্ব্বকও করিয়া থাকে। সিরিয়া নিবাসিগণ হস্ত শীঘ্র অথচ কোমল ভাবে তুলিয়া বক্ষ, ওষ্ঠ ও মস্তক স্পর্শ করে, তাহাতে যে ব্যক্তিকে সম্মান করা হয়, তিনি বুঝিতে পারেন যে প্রণত ব্যক্তি তাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছুক। সে বক্ষ স্পর্শ করিয়া জানাইল তাঁহাকে মনে ভাবিবে, ওষ্ঠ স্পর্শ করিল কেননা তাঁহার নিমিত্ত বলিবে এবং মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রকাশ করিল যে মাথা পাতিয়া তাঁহার সেবা করিবে।

এদেশে পুরাতন সম্মান প্রণালী উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইতিমধ্যে পুরুষগণ ইংরেজদিগের অনুকরণে বন্ধুগণের সহিত হস্ত নাড়ানাড়ি করিয়া থাকেন এবং অনেকে গুরুজনের নিকট মস্তক অবনত করিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু দেশীয় প্রথা এককালে পরিত্যাগ করা নিতান্ত অসঙ্গত; নব্যগণ তাহার উন্নতি সাধন করিতে চান করিতে পারেন। তাঁহারা যদি বিদেশীয় ব্যবহার অবলম্বন করিতে চান, উপরিউক্ত প্রথা সকলের মধ্যে কোন্‌টী তাঁহাদিগের মনোনীত হয় দেখুন। আমাদিগের ভগিনীগণের রুচি পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারাও এবিষয়ে আপনাদিগের জন্য কিছু স্থির করুন্।

নূতন সংবাদ।

১। ইণ্ডিয়ান মিরার পাঠে জানা গেল কলিকাতাস্থ ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল মহিলা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া থাকেন তাঁহাদিগের বসিবার আসন নির্ম্মাণ জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালার একটী সদাশয়া বঙ্গবালা ৫০ টাকা দান করিয়াছেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে স্ত্রীলোকের এরূপ অনুরাগ অতি শুভ লক্ষণ।

২। বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভাস্তাড়া গ্রামের জমীদার বাবু যজ্ঞেশ্বর সিংহ ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের এবং শিল্প বিদ্যালয়ের উন্নতির নিমিত্ত দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। পল্লীগ্রামস্থ ধনাঢ্য জমীদারগণ যদি যজ্ঞেশ্বর বাবুর ন্যায় সাধারণ হিতকর কার্য্যসকলে দানশীল হন, তাহা হইলে দেশের মঙ্গল এবং তাঁহাদিগের অর্থের সার্থকতা হয়।

৩। জব্বলপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায় একশত ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানের একটী স্ত্রীলোক তাঁহার স্বামী মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত হওয়ায় তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং বাটীর মধ্যে তিনি প্রবেশ করিতে না পারেন, তজ্জন্য এক জন প্রহরী নিযুক্ত করেন। কিন্তু দুই দিবস পরে তিনি স্বামীকে পুনর্ব্বার গৃহে আসিতে বলিয়া পাঠান। স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারে অবমানিত বোধ করিয়া পুনরায় গৃহে যাইতে অসম্মত হইয়াছেন।

৪। আমাদিগের মাননীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী আবলউড নামক স্থানের পাগলদিগের আশ্রমে পাঁচশ গিনি অর্থাৎ প্রায় সপাঁচ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৫। উত্তর আমেরিকার কানেডা নামক স্থানের নিকটে এক স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে মাটির প্রায় সতিন হাত নীচে অন্যান দুই শত বৃহৎ মানব দেহ কঙ্কাল বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলি দৈর্ঘ্যে ছয় হাত এবং কতকগুলি সাড়ে চারি হাত হইবে। উরু এবং মাথার অস্থিও এমন বৃহৎ বাহির হইয়াছে যে এখনকার উক্ত অঙ্গের অস্থির সহিত তুলনায় তাহা অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়।

পৃথিবী গর্ভে কতই অদ্ভুত বস্তুর চিহ্ন নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে?

৬। প্রশান্ত মহাসাগরের টারনেট নামক দ্বীপস্থ টারনেট নামক আগ্নেয় গিরি হইতে বার দিন ক্রমাগত ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হইয়াছে তাহাতে বহু সংখ্যক গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি এককালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

৭। লণ্ডন নগরের বিদ্যালয় সমূহের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভায় পাঁচ হাজার শিশু সমস্বরে গান করিয়াছিল।

পাঁচ হাজার শিশুর সমস্বরে গান করা দূরে থাকুক উহার সম্মিলন এখানে কখন দেখিতে পাওয়া যায় না। ধন্য ইংরাজ জাতির একতার ভাব!

প্রেরিত।

গত ২৬এ আশ্বিন বুধবার বেলা ৯ টার সময় দিনাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পুরস্কার দান সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই পুরস্কার দান দিনাজপুর মধ্যে প্রথম অনুষ্ঠান। ইহার পূর্ব্বে আর কখন এরূপ কার্য্য এখানে হয় নাই।

ছাত্রীগণকে বিবিধ রৌপ্যময় ভূষণ প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর প্রথম ছাত্রী শ্রীমতী মাধা ৩৪ টাকা মূল্যের ২ ভরি ওজনের এক ছড়া সোণার হেলেহার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীযুত বাবু ক্ষেত্রমোহন সিংহ, রাধাগোবিন্দ রায়, রায় সাহেব, নন্দলাল সেন, গোবিন্দ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দ্বারকানাথ দত্ত, প্রসন্নকুমার দাস প্রভৃতি মহাশয়গণ এই সংকার্য্যে সাহায্য দান করিয়াছেন। তন্মধ্যে একা রাজজামাতা ক্ষেত্রমোহন বাবু ৫০ টাকা দান করেন; তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্রত্য নূতন মুনসেফ শ্রীযুত বাবু বেণীমাধব মিত্র স্ত্রীশিক্ষার উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য বিষয়ে কিছু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এখানকার কালেক্টরির সেরেস্তাদার বাবু হরেকৃষ্ণ খাসনবীস মহাশয় আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক ছাত্রীগণকে কিছু উৎসাহ দিয়া ছিলেন। পুরস্কর্ত্তৃগণকে ধন্যবাদ দি।

পরিশেষে অত্রত্য জজ সাহেবের মেম মিসেস্ ব্যাভেনশকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ সহকারে নিয়মিত রূপে প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দান করেন। অতএব তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

বামাগণের রচনা।

বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ।*

বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় !

ভাদ্রমাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন বিষয়ে শ্রীমতী সৌদামিনী কাস্তগিরি ও শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী সেন যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। স্ত্রীলোকেরা আপনার এবিষয়ে উদ্যোগী হইলে শীঘ্রই শুভফল দর্শিবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইয়ুরোপিয়ান স্ত্রীলোকেরা যেরূপ বস্ত্র ব্যবহার করেন তাহা আমাদের উষ্ণ দেশের ও সাধারণ লোকদিগের পক্ষে কখনই উপযুক্ত হইতে পারে না এবং তাহা দোষ শূন্য এরূপও সকলে মনে করেন না। পরিচ্ছদ বিষয়ে ইংরাজ, মুসলমান, কিম্বা পশ্চিম দেশবাসী কোন জাতিরই সম্পূর্ণরূপ অনুকরণ করা ভাল দেখায় না। অতএব "যাহাতে দেশীয়ভাব থাকে, সকলে জিজ্ঞাসা না করিয়া বঙ্গীয় কুলকামিনী বলিয়া বুঝিতে পারে এবং সম্যক্ রূপে শরীরাবৃত হয়" আর যাহা ধনী দরিদ্র সকল স্ত্রীলোকের ব্যবহার যোগ্য এবং যাহা পরিলে অঙ্গাদি ইচ্ছামত পরিচালনের কোন অসুবিধা না নয় এমন কোন পরিচ্ছদ পরিধান করা আবশ্যক।

আমাদের বাটীর লোকেরা এক্ষণে যে প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করেন তাহাতে এই সকল অভিপ্রায় অনেকাংশে সুসিদ্ধ হইতে পারে। ইহা যে কেবল শরীরাচ্ছাদনের কার্য্য করে এমত নহে দেখিতেও সুশ্রী, আর শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেরই সম্যক্ উপযোগী। এই পরিচ্ছদের সহিত যে রূপ চাদর ব্যবহৃত হয় তাহাতে স্বচ্ছন্দ রূপে অঙ্গ সঞ্চালনের কিছুই ব্যাঘাত জন্মে না এবং মাথায় সাড়ি দেওয়া অপেক্ষা ইহাতে মুখের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হয়। বাঙ্গালী, ইউরোপিয়ান, ইহুদি, পারসী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি যে যে জাতির লোকেরা আমাদিগকে এ প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা সকলেই উহার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত এবং বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকিলে তাহা আপনারা সাদরে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া

* আমাদিগের এক বঙ্গীয় ভগিনী বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে এই পত্রখানি পাঠাইয়াছেন। ইঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর, বিশুদ্ধ লিখন প্রণালী, ভাবগ্রাহিতা এবং সহৃদয়তা সকল নিতান্ত প্রশংসনীয়। স ।

এই পরিচ্ছদের বিষয় আপনাদের জানাইতেছি। পৃথক পৃথক করিয়া দেখিতে গেলে বাঙ্গালী, মুসলমান, ইংরাজ এ সকল জাতির পরিচ্ছদের সহিত যদিও ইহার কোন কোন অংশের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু উহা কোন জাতিরই সম্পূর্ণ রূপ অনুকরণ নহে। বঙ্গদেশে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই পরিচ্ছদ প্রচলিত হইলে বঙ্গাঙ্গনাকে স্বদেশীয়া রমণী বলিয়া কোন বিদেশীর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ কলিকাতার অনেক ভদ্রলোকের বাটীর স্ত্রীলোকেরা অন্য কাহারও বাটীতে যাইবার কালে যে সকল বস্ত্র পরিধান করেন তাহার কিম্বা বামাবোধিনীতে আপনারা পরিচ্ছদের যে প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহার সহিত উল্লিখিত পরিচ্ছদের অধিক বিভিন্নতা না থাকিয়াও উহা দেখিতে অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম হয়। আমরা বাটীতে জুতা, মোজা, আঙ্গিয়া কাঁচলি, জামা, এবং ইজার কিম্বা ঘাঘরা পরিয়া তাহার উপর সাড়ি পরিধান করি আর বাহিরে যাইতে হইলে উপরি উক্ত প্রকার চাদর মাথায় দিই। ঐ রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা কোন স্ত্রীলোককে না দেখিলে কেবল উহার সহিত কি কি বস্ত্র ব্যবহার হয় তাহার নাম শুনিয়া ঐ পরিচ্ছদ কিরূপ দেখায় এবং তাহাতে অঙ্গ পরিচালনের কত সুবিধা তাহা বোধ হয় বুঝিতে পারা দুষ্কর হইবে। কারণ আমরা দেখিয়াছি ঐ সকল বস্ত্র গুলির পরিমাণের ন্যূনাধিক্য এবং ব্যবহারের রীতির বিভিন্নতা বশতঃ ঐ পরিচ্ছদের সৌন্দর্য্য প্রভৃতি অনেক গুণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।

কোন ভগিনী যদি এইরূপ পরিচ্ছদ দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ইহার এক প্রস্থ প্রস্তুত করিয়া কিম্বা এই পরিচ্ছদ পরিধান করা চিত্র তাঁহার নিকট আহ্লাদের সহিত প্রেরণ করিব।

আপনারা জুতা এবং মোজা ব্যবহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহা বড় ভাল বোধ হয় না। কারণ মোজা না পরিলে তত হানি নাই কিন্তু পরিষ্কারের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখিলে বোধ হয় জুতা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক।

শ্রী . . . দেবী।

সিংহগড় পাহাড়।

আমরা জুতা পরিধানের বিরোধী নহি। তবে কি না পরিচ্ছেদের অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা চর্ম্মপাদুকার প্রতি অনেক স্ত্রীলোকের অরুচি ও বিতৃষ্ণা দেখা যায়। ক্রমশঃ তাহা দূর হইবে এবং অবলাগণকে বল-পূর্ব্বক কোন আচার অবলম্বনে ধাবিত করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে এই কারণে আপাততঃ তাহা আমরা তাঁহাদিগের ইচ্ছাধীন রাখিয়াছি। যাঁহাদের পদব্রজে অধিক ভ্রমণের আবশ্যকতা না হয়, মোজার কোন প্রকার শক্ত 'প্রিসার্বার' আবরণ ব্যবহার করিলে তাঁহাদিগের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা পাইতে পারে। স।

বামাগণের রচনা।

স্বদেশের দুর্দ্দশা।

জ্ব—লিছে হৃদয় দেখি দেশের দুর্দ্দশা,
র—হিল না বুঝি আর কারু প্রাণে আশা!
এ—কেত দুঃখীর প্রাণ সদা সশঙ্কিত,
দে—খিতে দেখিতে মহামারী উপস্থিত।
শ—শধর যে রূপেতে রাহু গ্রাস করে,
এ—রূপ গ্রাসিল কাল দেশবাসী নরে।
ই—তর জাতির প্রাণ কেমনে বাঁচিবে,
বা—সকরে কুটিরেতে অর্থের অভাবে?
র—হিবেক কত দিন এরূপেতে আর?
গে—ল প্রাণ নাহি ত্রাণ কাঁদিছে নাচার।
ল—টবে শরণ কার কে হবে সহায়?
ছা—য়া মাত্র দেহ শূন্য যেমন দেখায়,
রে—খা মাত্র ক্ষণ পরে না থাকে তথায়॥
খা—না ডোবা পূর্ণ হল জলে ও জঙ্গলে,
র—হিতে না পারে কেহ দুর্গন্ধ আইলে।
শ্রী—হীন হতেছে দেশ কি হবে উপায়,
ম—রিতেছে কত প্রাণী বিনা চিকিৎসায়।
তি—লেক দেখিলে তাহা বুক ফেটে যায়॥
কা—হার জননী মৃত নিজ শিশু কোলে,
লি—খিতে কাগজ ভাসে নয়নের জলে।
দে—খিতে দেখিতে কত হইতেছে ক্ষয়,
বী—র যেন সমরেতে ধরাশায়ী হয়।
জ—গদীশ এই বারে ত্রাণ কর সবে,
গ—তি হীনে তোমা বিনা কে আর তরাবে?
দ—হে প্রাণ, কৃপাদৃষ্টে চাহ একবার,
দ—ণ্ডদিতে তুমি, ত্রাণ করিতে সবার।
ল—ইতে শরণ তব ব্যগ্র মম মন,
নি—বার ভবের ভয় দিয়ে শ্রীচরণ।
বা—লক রোদন করে না হেরিয়ে মায়,

সি—হরয় প্রাণ মম না দেখি তোমায়।
নী—রোগ করহ দেশ চরণ ছায়ায়॥

অবলার রোদন।

সকলের পিতা তুমি জগত জীবন।
দয়া কর ওহে নাথ দিয়া শ্রীচরণ॥
পাপী তাপী বলে আমি লয়েছি শরণ।
ওহে পিতা কর মোর পাপ বিমোচন॥
যদি না চাহিবে তুমি কোথা যাব আমি।
চাহ পিতা একবার চাহ বিশ্বস্বামী॥
জগতের বন্ধু তুমি কাঙ্গাল শরণ।
অখিল কারণ পিতা অখিল তারণ।
অনাথিনী আমি নাথ নাহি কিছু জ্ঞান,
দয়া করি মোরে প্রভু কর কৃপাদান।
আহা মরি কি আশ্চর্য্য মহিমা তোমার।
দয়াগুণে পালিতেছ জগৎ সংসার॥
অপার মহিমা প্রভু যখন তোমার।
ভাবিয়ে আমার চিত্ত দেখে একবার॥
এখনত হয় মনে আশার সঞ্চার।
পাপিনী পাইবে ত্রাণ কৃপায় তোমার॥
দয়াময় প্রভু তুমি জগতের সার।
সকলি অসার আর সকলি অসার॥
দয়া দৃষ্টে চাও নাথ এদাসীর প্রতি।
জীবের জীবন তুমি অগতির গতি॥
অনাথের নাথ পিতা সাধক বৎসল।
কাতরে কাঁদি গো তাই পাইবারে বল॥

শ্রীমতী নবীন কালী দেব।
দিহি মেদম্মল্ল।

Printed at J. G. Chatterjea & Co.'s Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
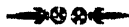
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০০ সংখ্যা। অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭৮। ৮ম ভাগ।

পঞ্জাববাসিনীদিগের সহিত বঙ্গীয় নারীদিগের শুভ সাক্ষাৎ।

পাঁচ ছয় মাস হইল আমাদিগের অত্রত্য দুইটী ভগিনী উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা লাহোরে অনেক দিন অবস্থিতি করেন। তথাকার বাহিরের দর্শনীয় বস্তু সকল কেবল দেখিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই, তথাকার নারীগণের অবস্থা যাহাতে অবগত হইতে পারেন, এবং তাঁহাদিগের সহিত নিকট যোগবন্ধন করিতে পারেন তজ্জন্য বহু প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের এই প্রকার সাধুচেষ্টা এবং এই সাধুচেষ্টার সুন্দর ফল দর্শন করিয়া আমরা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। যে বঙ্গীয় অবলাগণ গৃহের এক কোণে বসিয়া জীবনপাত করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যে দূরদেশে গিয়া নারীকুলের সহিত প্রণয় স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের এক প্রকার দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমাদিগের ভগিনীদ্বয় লাহোরের শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে তথাকার শিক্ষয়িত্রী ছাত্রীগণ তাঁহাদিগের যার পর নাই সমাদর করিয়াছিলেন।

তাঁহারা স্বহস্তে অতি সুন্দর শিল্পচিত্রিত কাগজে তাঁহাদিগের যে অভি-নন্দন সকল প্রদান করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। হিন্দি ও গুরুমুখী ভাষায় সে গুলি লিখিত, এই জন্য আমরা যতদূর সাধ্য অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম।

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া এই পত্র লিখিতেছি যে আমার প্রতি তিনি বড় কৃপাদৃষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন। যেহেতু এরূপ বুদ্ধিমান্, সর্ব্ব গুণ-গ্রাহী, পরমোপকারী, সমস্ত সভার ভূষণস্বরূপ শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় আমাদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সেই অনুগ্রহেই আমরা অবলাগণ বিদ্যারত্ন লাভ করিয়াছি এবং ইহলোক পরলোকের বিবিধ সুখ শান্তির উপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, আরও তাঁহারি কৃপায় এরূপ গুণবতী রমণীগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এপ্রকার বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক পৃথিবীতে দুর্লভ। যে দয়াময় পরমেশ্বর এইরূপ স্ত্রী পুরুষ পৃথিবীতে প্রেরণ করি-য়াছেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা কত কত লোকের উপকার সাধন করিতে-ছেন তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। এইরূপ স্ত্রীলোকদিগের শুভাগমন নিতান্ত প্রার্থনীয়। ইহাঁদিগের কথা শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অনেক স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

" রূপ যৌবনে সুশোভিত হইলেও এবং উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও যদি মনুষ্য বিদ্যাহীন হয়, তবে গন্ধহীন পুষ্পের ন্যায় শোভা পায়।"

" যে ব্যক্তি প্রথম বয়সে বিদ্যাভ্যাস না করে, দ্বিতীয় অবস্থায় ধন সংগ্রহ না করে, তৃতীয় অবস্থায় ধর্ম্মোপার্জ্জন না করে সে চতুর্থ অবস্থায় কি করিবে?"

বিন্দু বিন্দু জল একত্র হইয়া যেমন বৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং পরশ মণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হইয়া যায় সেইরূপ সাধু লোকের সহবাসে দুষ্ট লোক ভাল হয়।

(দস্তখত) দ্রৌপদী।

সকল উপমার যোগ্য, সকল গুণের আধার, সৌভাগ্যবতী এবং [illegible] আলোক স্বরূপা শ্রীমতী সৌদামিনী মজুমদার ও মহামায়া বসুর

আগমনে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে এমন লোকের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎকার সংঘটন করিলেন।

মন রূপ মুক্তা, বিশ্বাসরূপ সূত্র, ক্ষমারূপ অলঙ্কার, পরমেশ্বরের নামরূপ জপমালা, ধৈর্য্যরূপ মস্তকের ফুল, ব্রহ্মরূপ বস্ত্রে যাঁহারা ভূষিত, পাতিব্রত্য যাঁহাদের ধর্ম্ম এবং পরমেশ্বরের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি আছে এমন রমণীদিগকে আমরা আশীর্ব্বাদ করি।

(স্বাক্ষর) মেলারি।

সর্ব্বোপমান্বিত, সর্ব্বগুণাধার, শোভাবান্, আমাদের প্রভু এবং দুঃখীদের রক্ষক শ্রীমান্ মহারাজ লাট সাহেব এই বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিয়াছেন। এখানে অনেক প্রকার বিদ্যাশিক্ষা হয়, অনেক প্রকার পারিতোষিক প্রদত্ত হয় এবং ছয়মাসের পর পরীক্ষা হইয়া পারিতোষিক বিতরণ হইয়া থাকে। এখানে লেখা পড়া এবং সুচিকার্য্যও শিক্ষা হয়। আমাদিগের দেশে যিনি এ প্রকার কল্যাণকর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

অদ্যকার দিনে শ্রীমতী মহোদয়া সৌদামিনী এবং মহামায়ার এখানে আগমন হওয়াতে আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলাম।

(স্বাক্ষর) ক্ষেম কোয়ার।"

আমাদিগের দেশীয় ভগিনীদ্বয় পঞ্জাবী রমণীগণের সৌজন্য ও সহৃদয়তায় আপ্যায়িত হইয়া তাঁহাদিগকে যে প্রত্যভিনন্দন দিয়াছেন তাহা এস্থলে প্রকাশিত হইল।

"লাহোর শিক্ষয়িত্রী স্ত্রীবিদ্যালয়ের ছাত্রী ভগিনীগণ!

তোমাদের এই বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া আমরা অতীব আনন্দিত হইলাম। বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী এবং তোমাদের বিদ্যোপার্জ্জনে অনুরাগ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সভ্যতা ও ভদ্রতা দর্শন করিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি সুখী হইলাম। আমরা মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, এই বিদ্যালয়টি দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, এবং তোমরা এই বিদ্যালয় দ্বারা জ্ঞান ধর্ম্ম লাভ করিয়া পঞ্জাবের মুখ উজ্জ্বল কর; এবং তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষের সকল স্থানে মঙ্গল সংসাধিত

হউক। অজ্ঞান দুঃখিনী ভগিনীদিগের মঙ্গলোদ্দেশে যে ভ্রাতা পরিশ্রমের সহিত এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। আমরা হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই ভ্রাতার দৃষ্টান্তে যেন সকল বামাকুলহিতৈষী ভ্রাতা স্থানে স্থানে স্ত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া জ্ঞানহীন অবলাগণের মঙ্গল সাধন করেন। ভগিনীগণ: তোমরা যে আমাদিগের এই অভিনন্দন পত্র দান করিলে ইহা আমরা স্নেহ ও আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। আমরা আশা করি নাই যে তোমরা আমাদিগকে এ প্রকার স্নেহ-আলিঙ্গন দিবে। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, এবং আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে ভগিনী-স্নেহ বৃদ্ধিশীল করুন।

শ্রীসৌদামিনী মজুমদার।
শ্রীমহামায়া বসু।"

পঞ্জাবের সহিত বঙ্গদেশের এই শুভযোগ কাহার না আনন্দকর? এই যোগ যাহাতে স্থায়ী হইয়া উভয় প্রদেশের মঙ্গলপ্রসূ হয়, আমাদিগের ভগিনীগণ তজ্জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা করুন। মঙ্গলময় ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, যাহাতে এই শুভ উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

নারীপ্রকৃতির হীনাবস্থা।

আমেরিকাবাসী সুবিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারক থিয়োডোর পার্কার এক স্থানে বলিয়া গিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির উচ্চ ভাব সকল যেমন উৎকৃষ্ট এবং সুন্দর, তেমনি নীচ ভাবগুলি অতিশয় নিকৃষ্ট এবং কদর্য্য। বস্তুতঃ এই কথা অতি প্রকৃত। নারী সমাজের অবস্থা বিষয়ে আমাদের যতদূর অভিজ্ঞতা আছে, তাহাতে আমরা এই বাক্যের প্রমাণ বিশেষরূপে বঙ্গীয় নারীগণের প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। নারীপ্রকৃতি এমনি সুন্দর এবং কোমল, [illegible] এমনি কমনীয় উপাদানে সংরচিত হইয়াছে, যে তাহার বিন্দুমাত্র [illegible] ভাব দেখিলেই হৃদয়ে আঘাত লাগে। তাঁহাদের স্বাভাবিক

সদ্‌গুণ সকল নিতান্ত অপরিস্ফুট অবস্থায় থাকিয়াও সমস্ত সংসারকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে সত্য বটে, কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারের অবতার রূপে পরিণত হন তখন তাঁহাদের রমণীয়তা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। স্ত্রীরা যেমন সংসারকে শান্তির আলয় ও সুখের স্থান করেন, তাঁহারা স্বয়ং গৃহলক্ষ্মী হইয়া যেমন পরিবারের মধ্যে স্নেহ দয়া প্রেম পবিত্রতা বিস্তার করেন, তেমনি আবার তাঁহারা নিজেই সংসারের সহিত আপনাকে একীভূত করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ পান। তাঁহাদের হৃদয় হইতে যদি স্বার্থপরতা, সাংসারিক ভাব পৃথক্ করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে কি অপরূপ সৌন্দর্য্যই না আমরা দেখিতে পাইতাম!

নারীর নির্ম্মল সুকোমল প্রকৃতিকে কিসে এত হীন এবং বিকৃত করিয়া তোলে? কেবল সংসার, একমাত্র সাংসারিকতাই তাঁহাদের মধুময় প্রকৃতি পদ্মের কণ্টক হইয়া রহিয়াছে। স্ত্রীরা সংসার রাজ্যের রক্ষক হইয়া যখন সংসারকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন তখনই তাঁহাদের উন্নত মধুর ভাবগুলি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদিগকে সংসারের প্রতিকৃতি বলিয়াই বোধ হয়। এই জন্য আমাদের দেশের লোকেরা স্ত্রী বিয়োগ হইলে কহিয়া থাকেন আমার সংসার গত হইয়াছে। এক দিকে যদিও একথা সত্য যে স্ত্রীজাতির অভাবে সংসার শ্মশান, কিন্তু সংসারের ব্যাপার লইয়াই সাধারণতঃ তাঁহাদের জীবন গত হয় ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যেখানে পাঁচটী স্ত্রীলোক একত্রিত হন, সেখানে কে কি রন্ধন করিয়াছেন, কাহার অলঙ্কার বস্ত্র কিরূপ, এই সকল সামান্য বিষয় সম্বন্ধেই কথা বার্ত্তা হইয়া থাকে। রাজনীতি কি ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম কিম্বা জ্ঞানোন্নতি বিষয়ে আলোচনাত কিছুমাত্র দেখা যায় না। এই কারণ বশতঃ বামাগণের বিজ্ঞতাও বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। যৌবনাবস্থায় যেরূপ চঞ্চল মতি ও অসারতা, পরিণত বয়সেও সেই রূপ। প্রশান্তপ্রকৃতি গম্ভীরচিত্ত চিন্তাশীল নারী আমরা এদেশে কোথাও দেখিতে পাই না। বয়ঃক্রম অনুসারে তাঁহাদের তত্ত্ব জ্ঞান, চিন্তাশীলতা, বিষয়বৈরাগ্য, বিবেচনা শক্তি এ সকলের কিছুরই উন্নতি হয় না। পূজা করিতেছেন তাহাতেও এক হাতে জপের মালা

মুখে রন্ধনের গল্প চলিতেছে! স্বামী পুত্র পিতা ভ্রাতাগণের সহিত কোন সার কথা নাই, সংসারেই জীবন সংসারেই মৃত্যু। এসকল দেখিলে নারীদিগের উচ্চ উদ্দেশ্য আর কিছু আছে কি না তাহা স্থির করা কঠিন। অধিকাংশ পুরুষের জীবনও এই রূপে অতিবাহিত হয়, কিন্তু সাংসারিক নীচভাব সহজেই স্ত্রীজাতিকে অপদার্থ করিয়া ফেলে। এমন উন্নতিশীল নারী কয়জন দৃষ্টিগোচর হয় যাহাদের মুখে একটা বৈরাগ্যের কথা শ্রবণ করা যায় কিম্বা সারগর্ভ, কোন উপদেশ পাওয়া যায়? তথাপি এসমস্ত দুরবস্থা সত্ত্বেও প্রকৃতির জ্যোতি নারী-হৃদয় হইতে উদ্ভাসিত হইয়া মানবের কঠোর হৃদয়কে বিগলিত করে। এইজন্য আমাদের আরও ক্লেশ হয় যে এমন সুন্দর মনোহর ভাব সংসারের মলিন জঞ্জালে আবৃত হইয়া রহিয়াছে!

আমাদের কোন বন্ধু একটী স্ত্রীলোকের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত বলিয়াছেন তাহাতে একাধারে সাংসারিকতা এবং সাহসিকতার একটি নূতন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এই স্ত্রীলোকটীর বয়ঃক্রম এক্ষণে প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছে, বাসস্থান প্রথমে এদেশেই ছিল, অনেক দিন হইতে ছোট নাগপুরের মধ্যে কোন রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ব্রাহ্মণের বিধবা, সন্তানাদি আপনার লোক কেহ নাই। তিনি বিধবা হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিবার জন্য কন্যাকুমারী, কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম, হিংলেশ্বর প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যে সকল দুর্গম স্থানে গিয়াছিলেন তাহার সমস্ত বিবরণ তাঁহার কণ্ঠস্থ, এমন কি তাহা লিখিলে এক খানা ভূগোলপ্রস্তুত হইতে পারে। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে এত দূরদেশে কি তিনি একাকী গিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে "জনমের সঙ্গী নাই, করমের সঙ্গী আবার কে হইবে?" তিনি যেমন সাহসিক তেমনি কথাটীও অতি সার কথা। যাহউক তিনি একাকী পদব্রজে ঐ সমস্ত স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব অতি ভদ্র, বাঙ্গালী বাবুদের সঙ্গে দেখা হইলে অতি যত্নে তাঁহাদিগকে অতিথিসৎকার করেন। একদিকে এই তাঁহার মহত্ত্ব ও সাধুভাব, আর এক দিকে আবার চমৎকার সাংসারিক ভাব দেখ। তাঁহার পরিবার অতি বৃহৎ, প্রায় ২৮টী

বিড়ালের খবর তাঁহাকে লইতে হয়। এক্ষণে প্রায় ১৭।১৮টী বিড়াল আছে, তাদের জন্য তিনি সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন। অপরাহ্নে স্নান ভোজনাদি হইয়া থাকে। ঐ বৃহৎ বিড়াল পরিবারের প্রতি মানুষের ন্যায় ব্যবহার করেন, তাহাদের কথা বুঝিতে পারেন। বিড়াল মাতা প্রসব করিলে সন্তানের নাড়ীচ্ছেদনাদি জাতকর্ম্ম হইয়া থাকে, পরে যথাসময়ে বিবাহ দেন, তাদের মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন। বিবাহে গায়ে হরিদ্রা, ব্রাহ্মণ ভোজন, বাজনা বাদ্য প্রভৃতি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর আছে, খাট বিছানা আছে, অবিকল মানুষের ন্যায় তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। বিড়ালদিগের নাম জিজ্ঞাসা করায় তিনি আহ্লাদের সহিত তাহাদের গুণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে লাগিলেন। নাম সকলও মানুষের মত, রামগতি, রামপতি রামনিধু, রামতনু; কামিনী, ভব, মাতঙ্গিনী প্রভৃতি। আমাদের কোন বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন হেঁগা বামুনঠাকুরুণ! তুমি ওদের নিয়ে এমন কর কেন? তিনি বলিলেন বাপু! ওরা কি আর মানুষ নয়? সেই সকল বিড়ালের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিলে তিনি মহা বিরক্ত হন। কেহ যদি বলে "ওগো কোম্পানির হুকুম আসিয়াছে প্রতি গ্রামে এত বিড়াল ক্রয় করিয়া পাঠাইতে হবে" তাহা হইলে আর তাঁর প্রাণ বাঁচা ভার। কি বিপরীত ভাব! কল্পনার অধীন হইয়া তিনি বিড়ালদিগকে লইয়া জীবনের শেষ কাল কাটাইতেছেন।

এইরূপে যাঁহাদের কিছু নাই তাঁহারা সামান্য বস্তু লইয়া কালহরণ করেন। নারীর সুন্দর প্রকৃতি বৃথা বিনষ্ট হয় ইহা অত্যন্ত শোচনীয় বলিতে হইবে। যে সকল স্ত্রীলোক এক্ষণে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া সুখী হইতেছেন, তাঁহাদের উচিত যে কিছু বৈরাগ্য অভ্যাস করিয়া তাঁহাদের পরম মাতার নিকট পরিচিত হন। তাঁহাদিগকে যে সকল উন্নত মনোবৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে, যদি সে সকলকে প্রস্ফুটিত করিতে পারেন তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রম অতি সুখের স্থান হইবে। সামান্য নিকৃষ্ট ভাবের বশম্বদ হইয়া আর কাহার সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হইবে না। তাঁহাদের যেমন স্বাভাবিক কোমলতা মৃদুতা, দয়া সরলতা স্নেহ, প্রেম পবিত্রতা

আছে, তেমনি তাঁহারা উদারতা, মহত্ত্ব, বৈরাগ্য শিক্ষা করিয়া নারী-কুলের মুখ উজ্জ্বল করুন এই আমাদের অনুরোধ। এদেশে পুরুষের অত্যাচারে নারীরত্ন বহুদিন হইতে অনাদৃত হইয়া রহিয়াছে, নারীগণ স্বয়ং উৎসাহিত হইয়া আপনাদিগকে পুনরুদ্ধার করুন, সংসারের দাসত্ব না করিয়া তাহার উপর রাজত্ব করিতে থাকুন। নর-নারীর স্বীয় স্বীয় ভারার্পিত কার্য্য স্বাধীন ভাবে সম্পাদিত হইলেই জগৎ সুন্দর বেশ ধারণ করিবে। কবে আমরা বঙ্গসমাজে জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত, কর্ত্তব্যপরায়ণা নারীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া নয়ন প্রাণ শীতল করিব, তাঁহাদের পবিত্র মধুময় জীবন দেখিয়া শিক্ষা পাইব, তাহারই জন্য সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি।

অদ্ভুত বিবরণ।

গুহ্যপাণি জল-প্রপাত।

পাঠিকাগণ! দুর্ভাগ্য বশতঃ তোমাদের অদৃষ্টে আর দেশ ভ্রমণও ঘটিয়া উঠে না, বিশ্বপিতার অতি রমণীয় কার্য্য কৌশল সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দও লাভ করিতে পার না। ফলতঃ মনোহর দৃশ্য দেখিলে হৃদয়ের ভাব উদ্দীপ্ত হয়, বিবিধ বিষয়ের সুচারু জ্ঞান লাভ হয়, এই কারণে পর্য্যটকগণ বিবিধ স্থান পরিভ্রমণ করেন। গুহ্যপাণি একটী মনোহর দৃশ্য মধ্যে পরিগণিত। ইহা একটী সুন্দর জল-প্রপাত। দেরাদুনের দুই তিন ক্রোশ দূরে হিমগিরির শৃঙ্গস্থিত উপত্যকার মধ্যে এই প্রপাতটী প্রবাহিত হইতেছে। প্রথমতঃ পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশের যে স্থানে তিন চারিটী প্রপাত একত্র সম্মিলিত হইয়াছে, সে স্থানটী অতি সুন্দর, তাহার প্রবাহও অতিশয় শীতল। কিন্তু গুহ্য-পাণিটীর উদ্গম কৌশল যার পর নাই রমণীয়। ইহা একটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত দ্বিখণ্ড করিয়া বহির্গত হইতেছে। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয় যেন কে জল স্রোতের বহির্গমনের প্রতিবন্ধক দেখিয়া সুচারুরূপে খুদিয়া কাটিয়া দিয়াছে। ধন্য সেই পরমেশ্বর! যাঁহার কারু কার্য্য অবলোকন করিলে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইয়া

যায়। ঐ পর্ব্বত ভেদের চারুতা দেখিলে সহজেই মনে হইতে পারে, বুঝি ইহা মনুষ্যকৃত। সেটী যতবার এক দৃষ্টে দর্শন কর না কেন মনুষ্য হস্তের কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের অনুভব হয় না। ঐ প্রপাতটীর স্রোতঃ এতদূর বেগবান যে তাহার উপরে অনায়াসে পা রাখা যায় না এবং অত্যন্ত সবল লোক ভিন্ন উহার প্রতিকূলে গমন করা অন্যের দুঃসাধ্য। উহার মধ্যে প্রবেশ কর ক্রমেই তাহা এরূপ অন্ধকারাবৃত ও নিভৃত, যে তথায় ক্ষণকাল অবস্থিতি করিলে বোধ হয় যেন বহির্জ্জগতের সহিত কোন সম্বন্ধই নাই। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা যে অতি মনোহর তাহাই কেবল প্রতীত হয়। সুগভীর চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিম্বা যোগী ঋষি প্রকৃতির লোক সেই অশ্রুত ধ্বনি ও নিস্তব্ধতা ভাল বাসেন, সেই অদৃশ্য জগতের পরম মাধুরী সম্ভোগ করেন, জীবনের গভীর চিন্তনে সন্নিবিষ্টমনা হন। ইহার মধ্যে কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ উষ্ণ জল বিনির্গত হইতেছে, কোথাও বা কাষ্ঠখণ্ড প্রস্তরে পরিণত হইতেছে, কোথাও গন্ধকের গন্ধ উঠিতেছে। স্থানে স্থানে প্রস্তর সকল সোপান রূপে উঠিয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পর্ব্বত শ্রেণীতে পরিপূর্ণ। গুহ্য-পাণি যে গুহার মধ্য দিয়া স্থানান্তরে পড়িতেছে, তাহার মধ্যস্থল অনেক প্রকার প্রস্তরে পরিপূর্ণ। উহার সৌন্দর্য্য অতি অপূর্ব্ব, উহার উপরি ভাগে পাহাড়িলোকের বাস। তন্নিকটবর্ত্তী অধিবাসীরা দেখিতে অতি সরল। বিশেষতঃ তাহাদের নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক মুখশ্রী দেখিলে বোধ হয়, তাহাদের মধ্যে শান্তি ও কুশল বিরাজ করিতেছে। তাহাদের সুন্দর সঙ্গীত বড় মনোহর, কেবল একটু নূতন বলিয়া বোধ হয়। আমাদের দেশে সেরূপ সুর শুনিতে পাওয়া যায় না।

সরীসৃপ।

(২০২ পৃষ্ঠার পর।)

এক সময়ে প্রশান্ত মহাসাগরের ইষ্ট ইণ্ডিজ নামক দ্বীপ শ্রেণীতে এক দল সৈন্য ছিল, তাহাদিগের অধ্যক্ষ প্রতিদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ভ্রমণার্থে বহির্গত হইতেন। এক দিন তিনি একটী ভগ্ন অট্টালিকার

নিকট দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন ঐ বাটীর একটী পুরাতন ভগ্ন গৃহের এক স্থানে একটা ভয়ঙ্কর জন্তু নড়িতেছে, কিন্তু উহা কি প্রাণী তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। একটা অদ্ভুত জন্তু বোধ হওয়ায় উহাকে ভাল করিয়া দেখিতে তাঁহার কৌতূহল জন্মিল, তজ্জন্য সভয়-চিত্তে ধীরে ধীরে উহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। সর্পটীর সমস্ত শরীর গোলাকারে জড়ান ছিল। ঐ ব্যক্তি তন্নিমিত্ত কিয়দ্দূর গিয়া বোধ করিলেন উহা একটা ব্যাঘ্র অথবা তৎসদৃশ অপর কোন ভয়ঙ্কর জন্তু হইবেক। কিন্তু জন্তুটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন উহা ব্যাঘ্র নয়, একটা অপূর্ব্ব ভীষণাকার সর্প গৃহের একটা বৃহৎ গর্ত্তের মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। দেখিয়াই তাহাকে বধ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাদৃশ বৃহদাকার সর্পকে একাকী বধ করা অসম্ভব ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে সৈনিকদিগের আবাস স্থানে গিয়া তাহাদিগের ছয় জনকে সসঙ্গীন পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সহিত সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদিগের সমভিব্যাহারে উক্ত সর্পের নিকট উপস্থিত হইয়া সঙ্গীন দ্বারা উহাকে বিদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন। সৈনিকগণ তখন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সঙ্গীন দ্বারা এককালে ছয় জনে সর্পের গাত্রে আঘাত করিল। সর্পটী তৎকালে নিদ্রিত ছিল সুতরাং আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রত হইল। তখন সে তাহার বৃহৎ দেহ ক্রমশঃ বিস্তার করিতে আরম্ভ করিল এবং স্বীয় সুদীর্ঘ ও স্থূলাকার লেজ দ্বারা এমন বলপূর্ব্বক একটা আঘাত করিল যে পাঁচ জন সৈনিক সেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইল। ষষ্ঠ ব্যক্তি তাহার মাথার নিকট দাঁড়াইয়াছিল, তজ্জন্য তাহার গাত্রে তাদৃশ আঘাত লাগিল না। তখন সেই ব্যক্তি একাকী যথাসাধ্য সঙ্গীন দ্বারা সর্পকে দেয়ালের গায়ে চাপিয়া প্রহার করিতে লাগিল। সর্পও পুনঃ পুনঃ লেজ উত্তোলন করিয়া তাহাকে তদ্দ্বারা প্রহার করিবার চেষ্টা পাইল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। কারণ ঐ ব্যক্তি অতিশয় চতুরতা ও সাবধানতার সহিত আত্মরক্ষা করিতেছিল। ইত্যবসরে সেই আহত পাঁচ জন সৈনিক পুরুষ ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া সঙ্গীন দ্বারা পাঁচ দিক হইতে উহাকে দেয়ালে চাপিয়া পুনর্ব্বার

মারিতে লাগিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ প্রহার করাতে সর্পের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইল এবং সে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পরাস্ত হইল। পরিশেষে স্পন্দহীন হইয়া দেহ বিস্তার পূর্ব্বক ধরাতলে পড়িয়া রহিল।

জার্ম্মান দেশীয় কোন সংবাদ পত্রে এক ব্যক্তি এক খান পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে লেখক এইরূপে সর্প বিষয়ক একটী বৃত্তান্ত বর্ণন করেন।

একদা একটী নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড সর্প শিকারের জন্য পাইবার আশায় প্রতীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় সেই স্থানে একটী মহিষ চরিতে আসিল। সর্প মহিষকে দেখিবামাত্র তাহার উপরে পতিত হইল এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বলপূর্ব্বক আপন শরীর তাহার দেহে জড়াইয়া পেষণ করিতে লাগিল। মহিষ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চাৎকার শব্দ করতঃ প্রাণ-ভয়ে ইতঃস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু সর্পকে কোন প্রকারে দেহ হইতে দূর করিতে পারিল না। সে যত যন্ত্রণায় কাতর হইতে লাগিল, সর্পও তত বলপূর্ব্বক তাহাকে পেষণ করিতে লাগিল। এক এক বার মড় মড় শব্দে মহিষের দেহের অস্থি চূর্ণ হইতে লাগিল। এই প্রকারে সর্প ও মহিষের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আমি স্বচক্ষে সেই নদী পুলিনে দাঁড়াইয়া দর্শন করিয়াছি। পরিশেষে মহিষ এককালে বলহীন হইয়া পরাভূত হইল। তখন সর্প তাহাকে পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রকারে গ্রাস করিতে আরম্ভ করিল।

উপরি উক্ত ইস্ট ইণ্ডিস দ্বীপের ওলন্দাজদিগের উপনিবেশে এণ্ড্রী ক্লেয়ার নামক এক ব্যক্তি ঐ স্থানের শিকারীদিগের নিকট একটী বৃহৎ সর্প কিনিয়াছিলেন। তিনি তাহার দেহচ্ছেদ করিয়া তন্মধ্যে একটী মৃত হরিণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ঐ জাতীয় আর একটী বৃহৎ সর্পের দেহ পরীক্ষা করিয়া তন্মধ্যে একটী সশৃঙ্গ বন্য ছাগ দেখিয়া-ছিলেন এবং তৃতীয় একটী সর্পের মধ্যে গাত্রের কাঁটা সহিত একটী সজারু বাহির হইয়াছিল।

গার্হস্থ চিকিৎসা প্রণালী।

বঙ্গদেশ নানাবিধ পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে তাহা কাহারই অবিদিত নাই। কোন নগর কোন গ্রাম কোন পরিবার এককালে পীড়াশূন্য নহে। যাহাদিগের অর্থ সামর্থ আছে তাহারা সর্ব্বদাই চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের দুঃখের সীমা পরিসীমা নাই। অনেকে চিরদিন রোগ যন্ত্রণায় হাহাকার করিতেছে, কেহ অকালে প্রাণ ত্যাগ করিতেছে, তথাপি উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

এখন স্থানে স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইতেছে বটে, কিন্তু সেই সকল চিকিৎসালয়ে উপযুক্ত ঔষধ না থাকাতে বিশেষ উপকার হয় না। তথাপি তদ্দ্বারা যে উপকার হয় তজ্জন্য ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাঁহারা দাতব্য চিকিৎসালয়ে গমন করেন তাঁহারাই ঔষধ প্রাপ্ত হন, নতুবা ঔষধ পাইবার অন্য উপায় নাই। অনেক ভদ্র পরিবার রোগ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি প্রকাশ্য স্থানে ঔষধি ভিক্ষা করিতে যাইতে সম্মত নহেন। কোমলহৃদয়া বামাগণ পুত্র কন্যার পীড়া সন্দর্শন করিয়া কি প্রকার ব্যাকুলা হন তাহা সকলেই অবগত আছেন। দরিদ্র পরিবারে পুত্র কন্যার পীড়া হইলে স্নেহময়ী দুঃখিনী মাতা চতুর্দ্দিক শূন্য দেখিয়া কেবল অশ্রুপাত করেন, তথাপি কোন প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হন না। পূর্ব্বকালে প্রাচীনা গৃহিণীগণ শিশুসন্তানদিগের সামান্য সামান্য পীড়া হইলে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া দেশীয় সামান্য ঔষধ দ্বারা রোগোপশম করিতেন। বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীনা গৃহিণীদিগের গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালীও অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাহউক চিকিৎসা অভাবে যে দুঃখি-পরিবার বর্গের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

পাঠিকাগণ! তোমাদের মধ্যেও হয়ত কেহ কেহ ঔষধ পথ্য বিনা কষ্টভোগ করিতেছেন। এই দুঃখ হইতে মুক্ত হইবার জন্য কি তোমরা

চিন্তা কর না, কি উপায় অবলম্বন করিলে এই গুরুতর অভাব মোচন হইতে পারে? এবিষয়ে তোমাদের কি মত তাহা লিখিয়া প্রেরণ করিবে। আমাদের মত অমরা ক্রমে প্রকাশ করিতেছি।

১। পূর্ব্বকালে প্রাচীনা গৃহিণীগণ দেশীয় ঔষধ দ্বারা যে সকল রোগের প্রতিকার করিতেন সেই সকল ঔষধ যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হইবে। ডাক্তারি চিকিৎসা ভিন্ন রোগোপশম হয় না ইহা মনে করা উচিত নহে। অনেক রোগীর ডাক্তারি চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ দেখা যায় নাই, কিন্তু দেশীয় ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইয়াছে। দেশীয় ঔষধে রোগোপশম হওয়াই প্রার্থনীয়। বোধ হয় ঈশ্বরেরও ইহাই অভিপ্রায় যে, যে দেশে রোগ সেই দেশেই ঔষধ। রোগ বঙ্গদেশে, ঔষধ যদি ল্যাপল্যাণ্ডে থাকে তাহা হইলে যথাসময়ে উপযুক্ত ঔষধ পাওয়া অসম্ভব। যে সন্তান বঙ্গদেশে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার পানীয় দুগ্ধ ইংলণ্ডে থাকিলে যেমন তাহার জীবন সংশয় হয়, ঔষধ ভিন্নদেশীয় হইলেও রোগীর পক্ষে সেইরূপ জীবন সংশয় সন্দেহ নাই। যেখানে রোগ সেখানেই ঔষধ, যদি কোন কালে চিকিৎসাশাস্ত্র পূর্ণতা লাভ করে, তবে এই সত্য সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

আমেরিকাবাসী এক ব্যক্তি যক্ষ্মা রোগে মুমূর্ষু প্রায় হইয়াছিল। কোন ডাক্তার তাহার আরাম করিতে পারিল না। তখন সেই রোগির স্ত্রী বলিল যে, যেখানে রোগ সেখানেই ঔষধ; অতএব আমার উদ্যানেই তোমার ঔষধ আছে। ইহা বলিয়া সেই স্ত্রীলোক উদ্যানের প্রত্যেক ত্বক্ পত্র সিদ্ধ করিয়া স্বামীকে সেবন করাইতে আরম্ভ করিল, তাহাতেই সেই যক্ষ্মারোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। তখন ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া সেই ঔষধকে প্রশংসা করিলেন। সেই ঔষধের নাম "পেইন্‌কিলার" (বেদনা-নাশক) রাখিয়া বিক্রয় করিয়া সেই রোগমুক্ত ব্যক্তি এখন বিপুল ঐশ্বর্য্য-শালী হইয়াছে। সেই "পেইন্‌কিলার" এখন ভারতবর্ষেও বিক্রীত হইতেছে। অতএব দেশীয় ঔষধে অশ্রদ্ধা না করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দেশীয় ঔষধ সংগ্রহ করিয়া সেবন করা কর্ত্তব্য। এই জন্য বামাবোধিনীতে মধ্যে মধ্যে পরীক্ষিত সুলভ ঔষধের বিবরণ লেখা যায়।

২। যাঁহারা কিঞ্চিৎ ভাল রূপ লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা পুস্তক অধ্যয়ন করুন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ ব্যবহার করিতে শিক্ষা করুন। আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা অল্পমাত্র শিক্ষা করিলেও তাঁহাদের দ্বারা বিশেষ উপকার হইবে।

৩। ডাক্তারের সাহায্য ব্যতীত যতটুকু ডাক্তারি চিকিৎসা জানিলে উপকার হয় তাহা জানা কর্ত্তব্য। কথায় কথায় ডাক্তার না ডাকিয়া যাহাতে ডাক্তারি চিকিৎসার সাহায্য পাওয়া যায়, এরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা মানস করিয়াছি যে, শিশুগণের এবং বামাগণের সামান্য সামান্য রোগের উৎকৃষ্ট পরীক্ষিত চিকিৎসা বামাবোধিনীতে মাসে মাসে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। যে সকল রোগ অত্যন্ত কঠিন, সে সকল রোগেরও লক্ষণ ও চিকিৎসা লিখিত হইবে।

এরূপ গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিতে পাঠিকাগণ অভিলাষিণী কি না তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার।

(৩৯০ পৃষ্ঠার পর)

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরাজদিগের দুইটী কোম্পানি স্থাপিত হয় পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। এই দুই বণিক্‌দল আড়াআড়ি করিয়া পরস্পরের ক্ষতি করাতে ১৭০২ অব্দের ২২এ জুলাই সর্ব্বসম্মতিক্রমে একত্র সংমিলিত হইয়া যায় এবং তাহার নাম 'ইউনাইটেড কোম্পানী অব্ মার্চান্টস্ ট্রেডিং টু দি ইষ্ট' অর্থাৎ পূর্ব্বাঞ্চলে বাণিজ্যকারী মিলিত বণিক্ দল হয়। কোম্পানির নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে যাঁহাদের হস্তে তাহার কার্য্য চালাইবার ভার, সেই কোর্ট অব্ ডিরেক্টর্স সভারও নূতন বন্দোবস্ত হইল। দুই বণিক্ দল হইতে সমান সংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে মনোনীত হইলেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের আধিপত্য স্থাপনের প্রকৃত সূত্রপাত বলিতে হইবে। ডিরেক্টর সভা নূতন

উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কলিকাতাকে অট্টালিকা ও প্রশস্ত রাস্তা প্রভৃতি-তে সুসজ্জিত করিবার জন্য আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করিয়া তাহার চারিদিকে গড় কাটাইলেন এবং কামান স্থাপন করিলেন। এখন ইংরাজেরা এমন সবল হইয়া বসিলেন, যে নবাবের হুগলীস্থ সেনা-পতি তাঁহাদিগের সহিত সামান্য কলহ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন। এ সময়ে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের বেতনের যে ব্যবস্থা হইল, এখন তাহা শুনিলে হাসি পায়। প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ কর্ত্তা সাহেব মাসে ২৫০, কৌ-ন্সেলের ৮ জনের প্রত্যেক সভ্য প্রায় ৩৩ টাকা, নিম্নস্থ বণিকেরা ২৫৲ টাকা এবং কেরাণীরা ২॥ টাকা করিয়া বেতন পাইবেন স্থির হইল। কিন্তু তাঁহাদের বাজে আয় এত ছিল যে কোম্পানির যৎসামান্য চাকরও চারি ঘোড়ার গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতেন এবং তাহার আহার সময়ে নফত বাজিত! ইহাতে অল্পকাল মধ্যে কোম্পানির বাণিজ্যের কত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, বিলক্ষণ বুঝা যায়।

এই সময় হইতে ১৭৫৬ সালের পলাসীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় ৫০ বৎসর ইংরাজেরা বঙ্গদেশে নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য বিস্তার করেন, ইহার মধ্যে নবাব-দিগের অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে যে কিছু কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজেরা যেরূপ টানা কসার লোক, ভয় মৈত্রতা দেখাইয়া ফাঁকী দিবার পথ পাইলে ছাড়িতেন না। ১৭০২ অব্দে মুর্সিদ কুলিখাঁ নামে মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত এক ব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশের দেওয়ান হইয়া ক্রমে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা তিন সুবার নবাবী পদ পান। তিনি ইংরেজদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে উত্যক্ত হইয়া ১৭১৫ অব্দে ইংরাজেরা দিল্লীশ্বরের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। ইংরেজ দূতগণ প্রায় নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, এমত সময়ে সৌভাগ্যক্রমে একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের কন্যার সহিত সম্রাট্ ফিরোক সিয়ারের বিবাহের কথা হয়, (১)

(১) আমরা মনে করি হিন্দুদিগের একশ্রেণী যখন অন্য শ্রেণীর সহিত বিবাহ বন্ধন করেন না, তখন ভিন্ন জাতির সঙ্গে তাহাদের আদান প্রদান নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু সূর্য্যবংশাবতংস রাজপুতানার হিন্দুরাজগণ মুসলমান বাদসাহদিগের গৃহে কন্যাদান প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারা জাতিভ্রষ্ট হন নাই!

কিন্তু তাঁহার পীড়া কোন ক্রমে আরোগ্য না হওয়াতে তৎপক্ষে ব্যাঘাত ঘটে। এখন দূতদিগের মধ্যে হামিলটন নামে এক জন সার্জন ছিলেন, তিনি চিকিৎসাদ্বারা রোগ এককালে আরোগ্য করিলেন। তিনি কি পুরস্কার চান জিজ্ঞাসা করাতে ডাক্তার বাউটনের ন্যায় স্বদেশহিতৈষিতা প্রদর্শন করিলেন। যে সকল অনুগ্রহ লাভার্থ দূতগণ এতদিন সাধিতে-ছিলেন, তিনি তাহাই চাহিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল। ইহাদ্বারা ইংরাজেরা ৩০টী বিষয়ে অধিকার পান। তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান—যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ছাড়চিটী থাকিবেক তাহা এদেশীয় কোন সরকারী কর্ম্মচারী পরীক্ষা করিতে পারিবেন না, মুরসিদাবাদের টাঁকসালে সপ্তাহে তিন দিন কোম্পানির নামে টাকা মুদ্রিত হইবে; ইউরোপীয় বা এদেশীয় যে কোন ব্যক্তি কোম্পানির খাতক, তাহাকে প্রেসিডেন্ট সাহাবের হস্তে সমর্পণ করা হইবে; এবং ইংরাজেরা কলিকাতার চতুঃপার্শ্বে ৩৮টী নগর স্বেচ্ছামতে ক্রয় করিতে পারিবেন। ডাক্তরী চিকিৎসার গুণে ইংরেজেরা দ্বিতীয়বার এইরূপ আশাতীত ফল অনায়াসে লাভ করিলেন। যদি নবাব প্রতিপক্ষ না থাকিতেন, ইংরেজেরা সম্রাটের নিকট যে সকল অধিকার পাইলেন, তাহাতে অচিরাৎ অসীম ক্ষমতা ধারণ করিতেন সন্দেহ নাই।

পতি সম্মুখবর্ত্তিনী কোন অনুতাপিত পত্নীর বিলাপ।

প্রাণ নাথ! প্রাণ কেন করে এ প্রকার।
কি রোগ প্রবেশি হৃদি করে অধিকার॥
চিনিতে না পারি নাথ, একি রোগ হায়।
অন্তরে থাকিয়া রোগ অন্তর জ্বালায়॥
সুখের সামগ্রী সব হল বিষময়।
আনন্দ বিষাদে পূর্ণ একি বিপর্য্যয়॥

রতন ভূষণ আর মনোহর বসন।
সুস্বাদু আহার পান অমৃত তুলন॥
বিদ্যার মত্ততা আর ধনের গরিমা।
কত সুখ বিতরিত দিতে নাহি সীমা॥
সুধাধবলিত সৌধ পরি করি বাস।
হৃদয়ে হইত মরি কতই উল্লাস॥
দুগ্ধ-ফেণ-নিভ শয্যা, চামর ব্যজন।
সদত করিত মম হৃদয় রঞ্জন॥
দাস দাসীগণ সেবা কত তৃপ্তিকর,—
আছিল আছিল মম হৃদে নিরন্তর।
নিজ কান্তি দেখি মন কত শান্তি পেত।
সুরূপা বলিয়া সবে আদর করিত॥
ভাবিতাম মনে মনে "আমি গুণবতী।
মম উপদেশে গুণী হল কত সতী॥
শিল্পে সুনিপুণা আমি জানে সর্ব্বজন।
কত লোক-কাছে হই প্রশংসা ভাজন॥"
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ অহঙ্কার আদি।
কখন না ভাবি এরা মোর প্রতিবাদী॥
যত্ন করে ইহাদের রাখি হৃদি-ঘরে।
মনসুখে সেবিতাম পরম আদরে॥
বাহিরে ধার্ম্মিকা বলে দিতে পরিচয়।
ভীত না হইত হৃদি থাকিত নির্ভয়॥
কপট সরল ভাব রাখি রসনায়।
ভুলাইতে ভগ্নীগণে না হত সংশয়॥
কপট ধর্ম্মের বেশে হইয়া ভূষিতা।
বসিতাম তব পাশে হয়ে প্রফুল্লিতা॥

দেখিয়া এ ভাব মোর বিষণ্ণ বদনে।
এই কথা দিবা নিশি বর্ষিতে শ্রবণে॥
"হায় প্রিয়ে, মনে ভেবে দেখ ভাল করি।
তব হেতু কত শোক আমি হে সম্বরি॥
কভু হতে পার যদি ধার্ম্মিকা রমণী।
সন্তাপ বিষাদ মম ঘুচিবে তখনি॥
যখন সতীত্ব মণি বক্ষ-মণি জ্ঞানে।
দোলাতে পারিবে ধর্ম্ম স্বর্ণহার সনে॥
তখন হে প্রণয়িনি! জানিবে নিশ্চয়,
বিশুদ্ধ প্রেমতরঙ্গে ভাসিব উভয়॥
তা না হলে হৃদিশূল হৃদিতে রহিবে।
মনাগুণে চিরদিন জ্বলিতে হইবে॥"
তখন এ বাক্য সুধা বিষের সমান।
জ্বালাত নিয়ত এই অভাগীর প্রাণ॥
কিন্তু নাথ একি দেখি ভাব চমৎকার।
যাহারা আমার ছিল প্রীতির আধার॥
তারাই এখন হয়ে শত্রুর মতন।
দুখানলে দিবা নিশি করিছে দাহন॥
সুখ আশে, শান্তি আশে যাহাদের পাশে।
থাকিতাম অনুদিন গললগ্ন বাসে॥
যতন করিয়া কত করি প্রাণ-পণ।
অনুক্ষণ যাহাদের তুষিতাম মন॥
কেন না বিতরে শান্তি তারা এ সময়।
মাথা খাও বল নাথ বিদরে হৃদয়॥

(ক্রমশঃ)।

আদর্শ রমণী।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি কমটি নামক এক ভুবন বিখ্যাত পণ্ডিত জগতের মধ্যে স্ত্রীলোককে আপনার উপাস্য দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন এবং সকলকে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। একথা শুনিলে উক্ত পণ্ডিতকে বাতুল বলিয়া অনেকে হাস্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যের মধ্যে যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা বিবেচক ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে। খৃষ্টানেরা পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর এবং পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের এই ত্রিমূর্ত্তি ভাবনা করেন, হিন্দুগণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিবিধ ঈশ্বর স্বীকার করিয়া থাকেন। কমটি এ সকল দেবতা অস্বীকার করিয়াও এক প্রকার নূতন ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। তিনি মাতা, ভার্য্যা ও দুহিতা এই তিন দেবতার উপাসনার বিধি দিয়াছেন। তিনি স্ত্রীজাতির প্রকৃতিতে মোহিত হইয়া এরূপ পুত্তলিকা সৃজন করেন সন্দেহ নাই। মাতা হইতে ভক্তি, ভার্য্যা হইতে প্রীতি ও দুহিতা হইতে স্নেহ, স্ত্রীপ্রকৃতির এই তিন ভাব দ্বারা হৃদয়কে প্রশস্ত ও উন্নত করিতে পারিলেই মানব হৃদয়ের পূর্ণ উন্নতি সাধন হইবে এই তাঁহার উদ্দেশ্য প্রতীত হয়। বস্তুতঃ ঈশ্বরের হস্ত হইতে যে সুন্দর পবিত্র স্ত্রীপ্রকৃতি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, কোন্ ব্যক্তি না তাহার সমাদর করিবেন এবং তাহা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন?

আমরা কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখকের ভাব অবলম্বন করিয়া আদর্শ রমণী কি প্রকার, অর্থাৎ কিরূপ কন্যা, ভার্য্যা ও মাতা সাধারণের অনুকরণীয় তাহার একটী চিত্র এখানে প্রদর্শন করিতেছি, পশ্চাৎ এ বিষয়ের বিশেষ করিয়া আলোচনা করা যাইবে। যাঁহারা স্ত্রীগণকে বিলাসিনী ও পুরুষ-প্রকৃতি করা ইংরেজদিগের অভিপ্রেত বিবেচনা করেন, বর্ত্তমান প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের ভ্রম সংশোধন করিবেন।

মানবজাতির পক্ষে গৃহই সুখশান্তির আলয়, কিন্তু তাহা কেবল স্ত্রী-জাতির প্রভাবে। নারীগণ যদি গৃহ উজ্জ্বল না করেন তাহা হইলে গৃহ অন্ধকারময় ও দুঃখের আলয় মাত্র হইয়া থাকে। গৃহিণী ব্যতীত গৃহ

শ্মশান তুল্য। যেখানে স্ত্রীলোক সেখানে সস্নেহ দৃষ্টি, সুমিষ্ট ভাষা, সেবাতৎপর হস্ত, সহাস্য বদন এবং সান্ত্বনাকর হৃদয় সুখবর্দ্ধন ও দুঃখ প্রশমন করিয়া থাকে, স্ত্রীলোক অভাবে এ সকলের কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বস্তুতঃ রমণীই পরিবারের আত্মা ও জীবন।

সুশীলা কন্যা বাল্যকালে পিতা মাতা হইতে যেরূপ স্নেহ লাভ করেন, তাঁহাদিগের বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের প্রতি সেইরূপ স্নেহ কিসে প্রদর্শন করিবেন তাহারই জন্য ব্যস্ত হন। তাঁহার হৃদয়ের নববিকশিত প্রীতি পিতৃমাতৃ ভক্তিতে পরিণত হয়। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি করাতে তাঁহার যৌবনের শোভার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না, প্রত্যুত তাঁহার প্রণয়ীর চক্ষে তাঁহার রূপ অধিকতর মনোহর হয়। যে শান্তশীলা কন্যা গৃহের বাহিরে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান না, তিনি আমোদ ফেলিয়া রাখিয়া কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করেন এবং কর্ত্তব্য সাধনেই সুখ লাভ করেন। তিনি যে পরিণামে সুশীলা ভার্য্যা হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

মার্টিন লুথার বলিয়াছেন ধর্ম্মশীল, প্রিয়দর্শন ও ঈশ্বর পরায়ণ ভার্য্যা ঈশ্বরের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান। তিনি গৃহের প্রতি অনুরক্ত, তাঁহার স্বামী তাঁহার সহিত সমস্ত দিন সুখে যাপন করিতে পারেন এবং মনের সকল দুঃখ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে পারেন। বাইবেলে বলে পরমেশ্বর আদি পিতা আদমকে বন্ধু না দিয়া ভার্য্যা দান করিয়াছিলেন এবং আদম অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ প্রণয়িনীকে পাইয়া সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিলেন। ভার্য্যা পুরুষের অতি উপকারী এবং বহু সান্ত্বনার স্থল। এই কুটীরের অভ্যন্তরে কি সুদৃশ্য একবার দর্শন কর। স্বামী শিল্প সাহিত্যের পুস্তকে পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত রহিয়াছেন। তাঁহার হস্তে লেখনী, এবং তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, কিন্তু তাঁহার প্রেয়সী তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। পাছে তাঁহার মস্তিষ্ক কঠোর চিন্তায় প্রপীড়িত হয় এই ভয়ে কোমল করস্পর্শ দ্বারা তাঁহাকে দিবা স্বপ্ন হইতে জাগ্রত করিতেছেন এবং কিয়ৎক্ষণ অধ্যয়ন ক্লেশ হইতে বিরত হইবার জন্য সুমিষ্ট স্বরে আহ্বান করিতেছেন। জান্টিপি মহাত্মা সক্রেটিস্‌কে যেরূপে জাগ্রত করিতেন, তিনি সেরূপ ভাব প্রকাশ করেন না, কিন্তু অতি

সুকোমল স্নেহ সহকারে একবার তাঁহাকে অধ্যয়ন ক্লেশে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। তিনি সাধ্বী স্ত্রী, অতি সামান্য বিষয়ে যত্নশীল। তিনি জানেন যে ক্ষুদ্র কারণেও মানব হৃদয় দূষিত হইতে পারে। মনুষ্যের গৃহ বহু স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান্। অনেক বিবাহ প্রাতঃকালীন মেঘরঞ্জিত আকাশের ন্যায় আপাততঃ দেখিতে অতি সুশোভন, কিন্তু তাহা আবার প্রভাত মেঘডম্বরুর ন্যায় অচিরাৎ বিলীন হইয়া যায়। এরূপ হইবার কারণ কি? বিবাহের পূর্ব্বে পরস্পরের সন্তোষ সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের যেরূপ যত্ন থাকে পরে সেরূপ থাকেনা; তাহারা সদাই তাহাদিগের প্রীতি ঢালিয়া দিয়া নিঃশেষ করেন। বিবাহের পর কল্য ও পরশ্ব আছে তাহা ভুলিয়া যান, তাঁহারা বর্ষাকালের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারেন না। উপরে যে দম্পতির কথা বর্ণিত হইল তাহাদিগের ভাব এ প্রকার নয়। বিবাহের দিনে তাঁহাদিগের প্রণয় ব্রত উদ্‌যাপন না হইয়া আরম্ভ হয় এবং চিরজীবন তাহার সাধন চলিতে থাকে।

এইরূপ উৎকৃষ্ট ভার্য্যাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মাতা হয়েন। চারিদিকে তাঁহার সন্তানগণ উপবিষ্ট। তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ কুমার দোলার উপর নিদ্রিত এবং তিনি নিজে ক্ষিপ্র হস্ত হইয়া সানন্দে পরিবারের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য পরিশ্রমে ব্যস্ত। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য বিজ্ঞতা ও দয়ার পরিচয় দেয়। তিনি গৃহস্থ সমস্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান করেন, আপনি নিরাহার থাকিয়া অন্যকে আহার দেন এবং কদাচ আলস্যের অন্নগ্রাস গ্রহণ করেন না। সন্তানগণকে বিদ্যা, ধর্ম্ম ও যশোভাগী করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত চেষ্টা। তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন এবং স্বামীও তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করেন।

হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী।

হিন্দুজাতি বিবাহকে অতি পবিত্র ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহা ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কারের প্রধান সংস্কার এবং শূদ্রদিগের একমাত্র সংস্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। সকল হিন্দুশাস্ত্রকার

বিবাহকে যতদূর সাধ্য গম্ভীর ও পবিত্রবেশে সজ্জিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন এবং পতি ও পত্নীর সম্বন্ধ কেবল আমরণ নয়, মরণোত্তরও স্থায়ী ইহা প্রতিপন্ন করিতে আয়াসের ক্রটী করেন নাই। বিবাহদ্বারা দম্পতি এক হৃদয় হইয়া যায়, তাহাদের পরস্পরের সদ্ভাবেই পরিবারের শান্তি ও কল্যাণ ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পতি পত্নীর এবং পত্নী পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবেন, কেহ কাহাকে কোন বিষয়ে অতিক্রম করিবেন না, এজন্য বার বার উপদেশ দিয়াছেন। 'পতিরেকো গুরুঃস্ত্রীণাং' পতিই নারীদিগের একমাত্র গুরু এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহারা পতিসেবা দ্বারা স্ত্রীদিগের প্রকৃতির কোমলতা রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, আবার 'ধনেনবাসনা প্রেম্না' ধন দ্বারা বস্ত্র দ্বারা প্রেমদ্বারা স্ত্রীগণকে আদর করিবার উপদেশ দিয়া স্বামীদিগকে পত্নী-সমাদর শিক্ষা দিয়াছেন। পতির সহিত পত্নীর কেবল শারীরিক সম্বন্ধ নয়, তাঁহার আর এক নাম সহধর্ম্মিণী অর্থাৎ তিনি সকল ধর্ম্মকার্য্যে পতির সহায়তা করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের মতে সস্ত্রীক ধর্ম্মকার্য্যে যত ফল, অন্য প্রকারে ততদূর হইতে পারে না। পত্নীর সদ্গুণের উপর তাঁহাদের এতদূর আস্থা, যে সাধ্বী পত্নী আপনার গুণে দুরাচার পতিকেও স্বর্গে উদ্ধার করিতে পারেন এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সকল দেশে ও সকল জাতি মধ্যে পুরুষদিগের প্রভুত্ব ও অধিকার অধিক দেখা যায়, হিন্দুদিগের মধ্যেও সেইরূপ পক্ষপাতিতা দৃষ্ট হইবে, আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। পতি বিয়োগ হইলে স্ত্রীদিগকে যেরূপ বৈধব্য বেশ ধারণ করিয়া কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, পত্নী মরিলে পতির তদ্রূপ কোন আচরণ নির্দ্দিষ্ট নাই। পত্নী যেমন কোনক্রমে একাধিক স্বামীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না, পতিও একাধিক ভার্য্যা গ্রহণে অসমর্থ সেরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয় না। তথাপি এক ভার্য্যাতে সন্তুষ্ট থাকা প্রকৃত শাস্ত্রীয় বাক্য এবং ভার্য্যাভাবে ভার্য্যান্তর গ্রহণ না করা শিষ্টাচার সঙ্গত। হিন্দুজাতি অনেক পরিমাণে ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়াতে তাঁহাদিগের প্রচলিত আচার ব্যবহার মধ্যে অনেক কুসংস্কার ও দূষিত ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাহাহউক হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিবাহ প্রণালীর মর্ম্ম অনু-

...লন করিলে এই সার সংগ্রহ করিতে পারা যায় যে পতি ও পত্নী পরস্পরে পরস্পরকে পাপপথ হইতে ধর্ম্মপথে লইয়া যাইবার জন্য দায়ী, বিবাহ গার্হস্থ্যাশ্রমকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিবার প্রধান সোপান।

হিন্দুশাস্ত্রে অষ্টবিধ বিবাহের উল্লেখ আছে, সংক্ষেপে তাহার বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে :—

"ব্রাহ্মোদৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্য স্তথাসুরঃ।
গান্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমাধমঃ॥ মনুঃ॥

ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্ট প্রকার বিবাহ, তন্মধ্যে অষ্টম পৈশাচ অধম।

ব্রাহ্মোবিবরায় আহূয় দীয়তে শক্ত্যলঙ্কৃতা।
যজ্ঞস্থায়ত্বিজেদৈব আদায়ার্ষস্তু গোযুগম্।
চরতাং ধর্ম্মমিত্যুক্ত্বা সহ যা দীয়তেঽর্থিনে,
সকায়ঃ পাবয়েত্তজ্জ ষড় বংশ্যাংশ্চ সহাত্মনা।
আসুরো দ্রবিণাদানাদ্ গান্ধর্ব্বঃ সময়ান্মিথঃ।
রাক্ষসো যুদ্ধ হরণাৎ পৈশাচঃ কন্যকাচ্ছলাৎ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

যথাশক্তি কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া বরকে আহ্বানপূর্ব্বক যে কন্যাদান তাহার নাম 'ব্রাহ্মবিবাহ'। যজ্ঞে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে কন্যাদান 'দৈববিবাহ'। এক বৃষ ও গবী ধর্ম্মার্থে গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যাদান 'আর্য'। 'উভয়ে মিলিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম কর' ইহা কহিয়া কন্যার্থিকে কন্যাদান 'কায় বা প্রাজাপত্য'; তাহাতে আপনার সহিত ছয় পুরুষ পবিত্র হয়। ধনদান দ্বারা যে বিবাহ কৃত হয় তাহার নাম 'আসুর', মৈথুনেচ্ছায় বর ও কন্যার স্ব স্ব ইচ্ছাক্রমে যে বিবাহ তাহা 'গান্ধর্ব্ব', যুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক কন্যা হরণ 'রাক্ষস' এবং ছলে কন্যাগ্রহণ পৈশাচ বিবাহ।

চত্বারো ব্রাহ্মণস্যাদ্যা রাজ্ঞো গান্ধর্ব্ব রাক্ষসৌ।
আসুরো বৈশ্য শূদ্রাণাং, পৈশাচঃ সর্ব্বগর্হিতঃ॥ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥

প্রথম চারি বিবাহ ব্রাহ্মণের, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের বিধেয়, পৈশাচ বিবাহ সকলেরই পক্ষে নিন্দনীয়।

এক্ষণে শিষ্ট সমাজে ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত; প্রায় সকলেই যথাশক্তি কন্যাকে অলঙ্কৃত করিয়া বরকে আহ্বান পূর্ব্বক কন্যাদান করেন। আসুর, গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষসাদি বিবাহ ইতরদিগের মধ্যে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহা সাধারণতঃ ঘৃণিত।

(ক্রমশঃ)।

কুসংস্কার।

গ্রীস দেশীয় পণ্ডিত ডায়াগোরস স্বদেশীয় দেবদেবীর অর্চ্চনা গ্রাহ্য করিতেন না। সাগর দেব নেপচুনের পুরোহিতের সহিত একদা তাঁহার ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। পুরোহিত প্রথমে নানা প্রকার তর্ক ও প্ররোচন বাক্য দ্বারা পণ্ডিতের মন পৌত্তলিক পূজায় আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলেন। পণ্ডিত সে সমুদায় তর্ক খণ্ডন করিলেন। পুরোহিত অবশেষে নিজ ইষ্টদেব কিরূপ জাগ্রত দেখাইবার জন্য তাঁহাকে দেবমন্দিরে আনয়ন করিয়া একে একে নানাবিধ রজত কাঞ্চনের পূজোপহার দেখাইতে লাগিলেন। একস্থানে যে সকল জলযাত্রীরা ঘোর সামুদ্রিক বিপৎপাতে বিলোড়িত হইয়া কেবল এই দেবের কৃপাবলে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল তাহাদিগের চিত্রপট প্রদর্শন করিয়া পুরোহিত কহিলেন, পণ্ডিতবর! দেখুন দেখি এতদপেক্ষা সাগর দেবের কৃপাবলের আর কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে পারেন? ইহাতে কি আপনি স্বীকার করেন না এই উপাস্য দেবতা বাস্তবিক জাগ্রত? পণ্ডিতবর চতুরতার সহিত তাহার উত্তর দিলেন, পূজ্য পুরোহিতবর! আমি সমুদায় স্বীকার করি; কিন্তু আপনি আমাকে দেখান দেখি যে সকল লোক সাগরদেবের মানস করিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন তাহাদিগের চিত্রপট কোথায়? তাহাদিগের চিত্রফলক থাকিলে আমিও দেখাইতে পারিতাম যে রক্ষিতদিগের সংখ্যা অরক্ষিতদিগের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক ন্যূন। অতএব রক্ষিতজনগণ যে কেবল দেবের কৃপাবলেই বিপদ্বিমুক্ত হইয়াছেন কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? এস্থলে ডায়াগোরস যে প্রকৃত বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বাস্তবিক কোন বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচনা করিতে গেলে

তাহার ভাল মন্দ উভয়দিকই দেখা উচিত। এক দিকে যেমত অনুকূল দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তের সহায়তা করিতেছে, অন্য দিকে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত সম-ভাবে সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিচক্ষণ বিচারপতিগণ দুই দিকের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তবে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

মোকদ্দমাস্থলে যখন বাদী প্রতিবাদী দুই পক্ষ উপস্থিত হয়, তখন প্রত্যেকেই আপন আপন পক্ষের এমন অনুকূল যুক্তি প্রয়োগ করে, যে তাহার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য ও অখণ্ডনীয় বলিয়া বোধ হয়। বিচারক সুচতুর না হইলে হতবুদ্ধি হইয়া যান এবং যাহার সাক্ষ্য শেষে লন তাহাকেই হয়ত জয়ী করিয়া দেন। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বিচারপতিগণ প্রত্যেক পক্ষের প্রতি-কূল যুক্তি ধরিয়া অতি জটিল বিষয়েরও মীমাংসা করিয়া ফেলেন। কোন জমীদার যদি অধিকারস্থ সকল লোককে হস্তগত করিয়া এক ব্যক্তির প্রাণ-সংহার করে সহস্র ব্যক্তি তাঁহার স্বপক্ষেই বলুক, একব্যক্তি বিপক্ষে বলিলেই তাহার বাক্য অধিক বিবেচনা যোগ্য হইবে। এই কারণ একটী প্রতিকূল দৃষ্টান্ত শত শত অনুকূল দৃষ্টান্ত অপেক্ষাও অধিক প্রমাণস্থল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেই একমাত্র প্রতিকূল দৃষ্টান্তের সম্যক্ কারণ প্রকাশিত হয় ততক্ষণ কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা। বিজ্ঞান শাস্ত্রের আলোচনায় পণ্ডিতেরা যে দিন অবধি এইরূপ বিচারের পথ অবলম্বন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইহার মহোন্নতির সূত্রপাত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্ত নাই বলিয়া হাজার যুক্তি দেখাও বিফল হইবে, কেন না সূর্য্য পশ্চিমে অস্ত হইয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হইতেছে এই একটী প্রতিকূল দৃষ্টান্তও বর্ত্তমান রহিয়াছে। পণ্ডিত-প্রধান বেকন এইরূপ যুক্তিদ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের সকল বিষয় পরীক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

অনেকে বিচারস্থানে ও বিজ্ঞান আলোচনায় প্রতিকূল যুক্তি অবলম্ব-নের উপকারিতা স্বীকার করেন, কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে কেবল অনুকূল যুক্তি ধরিয়া চলিয়া থাকেন। কতব্যক্তি হাঁচি টিক্‌টিকি পড়িলে কার্য্য অসিদ্ধি স্থির করেন, একটী পাথর বাটী হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেলে বাটির অমঙ্গল চিন্তায় ব্যাকুল হন, সন্তানের পীড়াদি হইলে জল পড়াইয়া পান করাইয়া দেন, এবং প্রাতঃকালের কুস্বপ্ন দেখিলে বিপৎপাতের আশঙ্কা করেন।

ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, অনেকের ইহা হইতে এই রূপ ফল হইয়াছে, অতএব আমার ভাগ্যেও ঘটিতে পারে। কিন্তু অনেকের যে আবার সেরূপ হয় নাই এবং কোন্ কার্য্যের প্রকৃত কারণ কি, তাহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। এইরূপ বিশ্বাস ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল কুসংস্কারের মূল এবং অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিও তাহার হস্ত হইতে মুক্ত নহেন।

কিন্তু স্ত্রীজাতি প্রচলিত ধর্ম্মভ্রম ও কুসংস্কারাদির দুর্গ স্বরূপ। তাঁহারা আবহমান কাল এই সকল ভ্রান্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদিগের প্রণীত 'মেয়েলি শাস্ত্র' যাহাকে বলা যায়, তাহার অধিকাংশই কেবল কুসংস্কারের খেলা মাত্র। তাহা যত আলোচনা করা যায়, ততই হাস্য ও ক্ষোভের উদয় হয়। স্ত্রীলোকদিগের এরূপ দুর্গতির কারণ কি? স্বভাবতঃ তাঁহাদিগের বিশ্বাস-বৃত্তি প্রবল। তাহা সত্য না পাইলে কল্পনাকে আশ্রয় করে, সুতরাং কাল্পনিক ব্যাপার সকল তাঁহাদিগের নিকট অভ্রান্ত সত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। তাহার উপর যদি বুদ্ধি শক্তির চালনা না হয়, সে বিশ্বাসের মূল কি, কতদূর তাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত বিবেচনা করিবার সাধ্য থাকে না, সুতরাং কুসংস্কার দৃঢ় হইয়া যায়, তাহা দূর করে কাহার সাধ্য! অদ্ভুত ও অলৌকিক ঘটনা সকল শ্রবণ করিলে স্ত্রীলোকেরা অগ্রে তাহা বিশ্বাস করেন। সামান্য উপায়ে কেহ কোন অসম্ভব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে শুনিলে স্ত্রীলোকেরা আস্থাপূর্ব্বক তাহারও উপর নির্ভর করেন। এইরূপে কত-জন হৃতসর্ব্বস্ব ও গত-জীবন হইয়াছেন, তথাপি কুসংস্কার পরিত্যাগ করেন নাই। কুসংস্কার-মূলক কার্য্য সকলের শত শতবার কোন ফল প্রত্যক্ষ না হইলেও তাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসের ক্রটি হয় না। যদি সহস্র বার কার্য্য করিয়া একবার একটী অনুকূল দৃষ্টান্ত পাইলেন, তাহা-তেই তাঁহারা জয়োল্লাস করিয়া সহস্র প্রতিকূল দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করেন। যাঁহারা যথার্থ বুদ্ধিমতী ও সত্য-পরায়ণা, তাঁহারা প্রচলিত কুসংস্কারের দাস হইয়া চলিবেন না, তাহার অনিষ্টকারিতা দেখিয়া প্রতিকূল দৃষ্টান্ত দ্বারা আপনাদিগের বিশ্বাস সকলের পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করুন, কত সংস্কারের অসারতা দেখিতে পাইবেন এবং সত্য জ্যোতি তাঁহাদিগের হৃদয় সমুজ্জ্বল করিতে থাকিবে।

নূতন সংবাদ।

১। ১৩ ই অক্টোবর শুক্রবার রাণী স্বর্ণময়ীর বাটীতে এক বৃহতী সভা হইয়া তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। সভাস্থলে তৎপ্রদেশের যাবতীয় ইউরোপীয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী, রাজা, মহাজন ও তালুকদার, তদ্ভিন্ন বর্দ্ধমান ও কলিকাতারও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। কমিসনর প্রথমে রাণীর বদান্যতা বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। এরূপ সম্মান প্রদানস্থলে সচরাচর খেলোয়াত দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোক বলিয়া এস্থলে তাহা হয় নাই। পারস্য ভাষায় লিখিত এক থানি সনন্দ পাঠ করিয়া উহা বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দিয়া রাণীর হস্তে প্রদান করা হয়। কমিসনরের আসনের ২।৩ হস্ত মাত্র দূরে রাণী যবনিকার অন্তরালে উপবেশন করিয়াছিলেন। রাণী সনন্দ গ্রহণানন্তর সকলে শুনিতে পান এরূপ স্পষ্ট ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "তিনি প্রশংসা বা পুরস্কার লাভের নিমিত্ত অর্থদান করেন না, লক্ষ্মীনারায়ণ এবিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দেন।" সোম প্রকাশ।

২। এডুকেশন গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, "বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী ইলামবাজারের সন্নিকট ধল্লা নামক পল্লিগ্রামে জনৈক নীচজাতীয় স্ত্রীলোক সন্তান প্রসবানন্তর পীড়াক্রান্ত হয় এবং সেই পীড়ায় তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া বন্ধুবান্ধবেরা তাহাকে শ্মশানে লইয়া গিয়াছিল। অনন্তর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যমকালে স্পন্দন অনুভব করিয়া বাহকেরা বন্ধনমোচন করিলে সে বারিপান অভিলাষে মুখব্যাদান করায় বারিপ্রদান করিলে পর জীবন প্রাপ্ত হইয়া উঠে।" কত লোক অসাবধানতা প্রযুক্ত জীবন থাকিতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়!!

৩। বরাহনগরে একটী অসবর্ণ বিধবাবিবাহ ব্রাহ্মমতে সম্পন্ন হইয়াছে। বর রিসড়া-নিবাসী হীরালাল সাহা, বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। পাত্রী ব্রাহ্মণজাতীয়া, বয়স ৩০ বৎসর।

৪। নর্ম্মানের হত্যাকারী আবদুল্লার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৫। ২৭ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার বেলা প্রায় ৮টার সময় একটী সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছে। ইহার স্থিতি ১১টা পর্য্যন্ত ছিল। ঐ দিবস রাত্রে দুইবার ভূমিকম্প হয়।

৬। বিলাতের মধ্যে ওলাউঠার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, তাহাতে অন্যান্য স্থান অপেক্ষা বার্মিংহাম্ নগরের অল্পক্ষতি হয়। ঐ স্থানের অধিকাংশ লোক পিতল ও তাঁবার কাজ করে। তাঁবা ওলাউঠার একটী মহৌষধ, অনেক চিকিৎসক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৮৬৪ ও ৬৫ অব্দে পারিসের ভয়ঙ্কর ওলাউঠায় পিতল ও তাম্র ব্যবসায়ীদিগের হাজার করা ৬ জন মরিয়াছে কোথায় কোথায় মুলেই তাহাদের ওলাউঠা হয় নাই। যেখানে ওলাউঠা হয়, শরীরে কোনপ্রকার তাম্র ধারণ করা প্রত্যেকের পক্ষে উচিত।

বামাগণের-রচনা। (১)

সন্ন্যাসীর উপাখ্যান।

ছিলেন কাননে এক সন্ন্যাসী সুজন।
শৈশব হইতে তাঁর তপস্যাতে মন॥
স্থবির হয়েছে মুনি শুভ্র বর্ণ কেশ।
দেখিলে ভক্তি হয় দেবতা বিশেষ॥
পবিত্র ধার্মিক অতি সেই তপোধন।
ফল মুল মাত্র তিনি করেন ভোজন॥
যত কাঠুরেরা যায় কাষ্ঠ আহরণে।
দেখে এক মুনি সদা বসে যোগাসনে॥
সংসারেতে হিতাহিত যাহা কিছু হয়।
কাঠুরেরা তথা সব সন্ন্যাসীরে কয়॥
কেহ বলে কালি এক দাতার বাটীতে।
সর্ব্বস্ব লইয়া চোরে গেছে যামিনীতে॥
কেহ বলে ধার্ম্মিকের একটী নন্দন।
মরে গেলে শোকে সাধু করিছে ক্রন্দন॥
কেহ বলে আছে এক পাপী দুরাচার।
সুখের সাগরে মুঢ় দিতেছে সাঁতার॥
শুনিয়ে এসব কথা মুনি মনে করে।
তবেকি ঈশ্বর নাই ত্রিদিব উপরে॥
আমি জানি ঈশ্বরের যথার্থ বিচার।
তবে কেন শুনি সদা এত অত্যাচার॥
এইরূপে তপোধন ভাবিতে ভাবিতে।
স্থির করিলেন যাই পৃথিবী ভ্রমিতে॥
কানন হইতে মুনি বাহির হইয়া।
ধীরে ধীরে চলিলেন ঈশ্বরে স্মরিয়া॥
অটবী হইতে করে নগরে গমন।
পথে এক যবা সঙ্গে হয় দরশন॥
দেখিতে সুন্দর অতি যুবা মহাশয়।
দেবতা সমান তাঁরে দেখে বোধ হয়॥

সার কথা ইহাতে আছে, কিন্তু স্থানে স্থানে বর্ণনার অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবে। এই রচনাটী যে সরল ও অনর্গল হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয়। ইহাদ্বারা লেখিকার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি ও কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইতেছে। এই তাঁহার প্রথম প্রকাশ্য লেখা, অধিকতর প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে।

---

(১) লেখিকা "Pernell's Hermit" পার্ণেলস্ হারমিট্ নামক প্রসিদ্ধ ইংরাজী কাব্যের গল্পটী তাঁহার স্বামীর নিকট শুনিয়া এই দীর্ঘ পদ্যটী রচনা করেন। মুলের প্রায় সকল

তপস্বী যুবায় তথা হয় পরিচয়।
যুবক কহিছে "কোথা যাবে মহাশয় ?"
মুনি বলে "চিরদিন থাকি তপোবনে।
সংসারেতে যাহা হয় জানিব কেমনে॥
তাই বাঞ্ছা এত দিনে করেছি মনন।
সংসার ভ্রমণে তাই করেছি গমন"॥
শুনিয়া যুবক কহে "শুন তপোধন।
আজ্ঞা হলে তব সঙ্গে করি পর্য্যটন"॥
মুনি বলে "চল তবে গিয়া দুই জনে।
রজনী করিব বাস কাহার ভবনে"।
এইরূপে দুই জনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
পাইলেন অট্টালিকা উত্তম দেখিতে॥
শোভাকরে বড় বড় দ্বার বাতায়ন।
অসুর সমান দ্বারে দ্বারপালগণ॥
তপস্বী বলেন চল ইহার ভিতর।
রাত্রিবাস করে প্রাতে যাইব সত্বর॥
দ্বারের নিকটে গিয়া কহে দ্বারীগণে।
দ্বার ছাড়ি দেহ বাপু অতিথি দুজনে॥
শুনি এক দ্বারী গেল জিজ্ঞাসা করিতে।
গৃহকর্ত্তা কহিলেন ভিতরে আনিতে॥
যুবক তপস্বী পরে গেলেন ভিতর।
গৃহকর্ত্তা করিলেন বহু সমাদর॥
অনুমতি করিলেন সেবকে ডাকিয়া।
পদ ধুয়াইয়া দেহ গালিচা পাতিয়া॥
সোণার ঝারিতে জল আনি ভৃত্যগণ।
দুই পথিকের পদ করে প্রক্ষালন॥
আর এক ভৃত্য আসি করিয়া যতন।
বসিতে বলিল তথা পাতিয়া আসন॥
গালিচা উপরে বসি যুবা তপোধন।
গৃহকর্ত্তা সঙ্গে করে কথোপকথন॥
আহারের আয়োজন করিয়া বিস্তর।
ভোজন করিতে দিল করি সমাদর॥
স্বর্ণথালে রুটী দিল যতন করিয়া।
উত্তম মদিরা দিল গেলাস ভরিয়া॥
মধুর মেওয়ি ফল রাখে থরে থরে।
সোণার গেলাসে জল আনিদিল পরে॥
আহার করিয়া শেষে যুবা তপোধন।
উত্তম পর্য্যঙ্কে গিয়া করিল শয়ন॥
সুখেতে যামিনী বাস করিয়া সেখানে।
প্রভাত হইল দেখি উঠে দুই জনে॥
কর্ত্তার নিকটে গিয়া কহে মুনিবর।
"প্রভাত হয়েছে মোরা যাইব সত্বর"॥
কহিলেন গৃহ স্বামি করিয়া বিনয়।
"আহার করিয়া কিছু যাহ মহাশয়"॥
শুনিয়া তাঁহার কথা কহে তপোধন।
"প্রভাতে আহারে আর নাহি প্রয়োজন"॥
শুনি গৃহকর্ত্তা তাঁহাদের প্রতি কয়।
"ইহা না করিলে দুঃখ হবে অতিশয়"॥
এতবলি গৃহকর্ত্তা করি আয়োজন।
কাল-যোগ্য দিল কিছু খাইতে ভোজন॥
সোণার গেলাসে জল আনিদিল পরে।
সোণার বাটীতে সুরা দিল যত্ন করে॥
আহার করেন শীঘ্র যুবা মুনিবর।
স্বর্ণবাটী চুরী যুবা করিল সত্বর॥
গোপনে লইয়া বাটী পকেটে রাখিল।
চুরী করিয়াছে যুবা কেহ না দেখিল॥
ভোজন হইলে শীঘ্র যুবা তপোধন।
বিদায় লইয়া শীঘ্র করিল গমন॥
অট্টালিকা হতে যুবা বহুদূর গিয়া।
মুনিরে দেখান বাটী বাহির করিয়া॥

দেখিয়া সোণার বাটী মুনি মনে করে।
কেন আনিলাম সঙ্গে এহেন পামরে॥
এতক্ষরে আমাদের যতন করিল।
যতনের ফল তার উত্তম ফলিল॥
তপস্বী যুবার প্রতি কিছু না বলিয়া।
চলে যান পরমেশে স্মরণ করিয়া॥
এইরূপে দুই জনে করেন গমন।
অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল গগণ॥
ঘন ঘন সৌদামিনী হতেছে তখন।
সত্বর গমন করে যুবা তপোধন॥
মেঘ দেখি দুইজনে ভাবিত হইল।
হুড় হুড় শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল॥
অতি কষ্টে দুইজনে করেন গমন।
দেখিলেন হর্ম্ম্য এক নিকটে তখন॥
বাড়ির দেওয়াল উচ্চ নাহি বাতায়ণ।
দেখিলেই বোধ হয় কৃপণ ভবন॥
তাহার ভিতরে যান করিতে প্রবেশ।
দ্বার বন্ধ রহিয়াছে দেখিলেন শেষ॥
উচ্চৈঃস্বরে দুইজনে ডাকিতে লাগিল।
কতক্ষণ পরে আসি দ্বার খুলে দিল॥
ভিতরে প্রবেশ করে যুবা তপোধন।
গৃহকর্ত্তা উভয়েরে জিজ্ঞাসে তখন॥
"কিজন্য ডাকিতে ছিলে তোমরা দুজনে।
কিবা মনে করে বলো এসেছ এখানে"?
শুনিয়া তাহার কথা কহে তপোধন।
"বৃষ্টিতে হয়েছে আর্দ্র সকল বসন॥
দুই খানি বস্ত্র দেহ ছাড়িয়া ফেলিব।
কিঞ্চিৎ খাবার দেহ উভয়ে খাইব"॥
শুনিয়া কৃপণ কহে নাহিক বসন।
খাবার দিতেছি কিছু করহ ভোজন॥

পোড়া রুটী টক্ সুরা আনিয়া কৃপণ।
কহিল আহার করে করহ গমন॥
যাহা দিল তাহা লয়ে আহার করিয়া।
উঠিল দুজনে শীঘ্র যাইব বলিয়া॥
যাইবার কালে যুবা গিয়া শীঘ্র কোরে।
সোণার বাটীটী দিল কৃপণের করে॥
দেখিয়া সন্ন্যাসী মনে ভাবিছে তখন।
চুরী করা বাটী এরে করিল অর্পণ॥
এত যত্ন আমাদের যে জন করিল।
তার বাটী চুরী করে কৃপণেরে দিল॥
তথাপি যুবাকে মুনি কিছু না বলিল।
কৃপণের গৃহ হতে বাহির হইল॥
বাহির হইয়া শীঘ্র যুবা তপোধন।
পূর্ব্ব মত দুই জনে করেন গমন॥
যুবকতপস্বী পরে যাইতে যাইতে।
অস্তে গেল দিন মণি দেখিতে দেখিতে॥
দেখিয়া নিকটে এক গৃহস্থ ভবন।
তথায় গমন করে যুবা তপোধন॥
ছোট খাঁট বাড়ি খানি পরিষ্কার অতি।
দেখিলেই বোধ হয় গৃহস্থ বসতি।
দেখিয়া গৃহের কর্ত্তা যুবা তপোধনে।
সমাদর করিলেন আনি নিকেতনে॥
কহিলেন "আজি মম সৌভাগ্য হইতে।
তোমাদের পদ ধূলি পড়িল বাড়িতে"॥
বসিতে আসন দিয়া কহে সমাদরে।
আসিয়াছ যদি তবে বসো দয়া করে॥
বসেন আসন পরি যুবা তপোধন।
গৃহ কর্ত্তা জিজ্ঞাসিল "কোথায় গমন"॥
শুনিয়া তাঁহার কথা কহে দুই জনে।
গমন করেছি মোরা পৃথিবী ভ্রমণে॥

রজনী হইল অতি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আসিলাম তাই মোরা তোমার বাটীতে”।
শুনিয়া গৃহের কর্ত্তা উঠিয়া সত্বর।
খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিল বিস্তর ॥
উত্তম উত্তম দ্রব্য আনিয়া যতনে।
ভোজন করিতে দিল যুবা তপোধনে ॥
বসিলেন দুইজনে ভোজন করিতে।
গৃহকর্ত্তা সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ॥
আহার হইলে সাঙ্গ উভয়ে উঠিয়া।
গৃহকর্ত্তা নিকটেতে বসিলেন গিয়া ॥
বহুক্ষণ করিলেন ধর্ম্ম আলাপন।
উঠিলেন পরে সবে করিতে শয়ন ॥
তপস্বী যুবক গিয়া শয়ন করিল।
গৃহকর্ত্তা তাঁহাদের নিকটে শুইল ॥
শয়ন করিয়া দেখে সন্ন্যাসী যুবক।
নিকটে শুইয়া আছে একটী বালক ॥
দেখিল যখন সবে নিদ্রিত হইল।
উঠিয়া যুবক সেই বালকে মারিল ॥
গলাটী টিপিয়া মেরে করিল শয়ন।
দেখিলেন মাত্র তাহা সেই তপোধন ॥
তপস্বী ভাবিছে মনে একি সর্ব্বনাশ।
কেমনে পাপীষ্ট শিশু করিল বিনাশ ॥
মারিল বালকে তাহা সন্ন্যাসী দেখিয়া।
ভাবেন যাবনা আর ইহারে লইয়া ॥
পুত্র শোকে গৃহকর্ত্তা করিছে ক্রন্দন।
জানেনা যে যুবা বধ করিল নন্দন ॥
মৃত্যু দেখি পিতা মাতা ভাবিল মনেতে।
মরে গেল শিশু বুঝি কাশিতে কাশিতে ॥
করিলেন পিতা মাতা শোক সম্বরণ।
ভাবিল ঈশ্বর [illegible]করিল হরণ ॥

নিশা অবসান হলো; আলোক দেখিয়া।
ডাকিতেছে পাখিগণ গাছেতে বসিয়া ॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে প্রাতঃ সমীরণ।
নিদ্রা ভঙ্গে উঠিলেন পথিক দুজন ॥
কর্ত্তার নিকটে গিয়া কহিল তখন।
“প্রভাত হয়েছে মোরা করিব গমন ॥„
শুনিয়া গৃহের কর্ত্তা কহে দুই জনে।
সেবক দিতেছি আমি তোমাদের সনে ॥
যুবক তপস্বী শীঘ্র করেন গমন।
গৃহকর্ত্তা সঙ্গে দিল ভৃত্য এক জন ॥
সত্বর গমন করে বাহির হইয়া।
তিন জনে কতদূর গেলেন চলিয়া ॥
যাইতে যাইতে পথে নদী ভয়ঙ্কর।
উচ্চ বৃক্ষ-শাখা মাত্র সেতু তদুপর ॥
শাখার উপর দিয়া হবে পার হতে।
ভৃত্যে আগে করি দোঁহে চলিল পশ্চাতে।
আগে আগে ভৃত্য তবে সত্বর চলিল।
কাছে গিয়া যুবা তারে ঠেলে ফেলে দিল।
জলেতে ডুবিয়া তার হইল মরণ।
সন্ন্যাসী যুবার প্রতি কহিছে তখন ॥
“ওরে নরাধম তুই আমার সহিতে।
কেন এসেছিলি বল্ পৃথিবী ভূমিতে ॥
কি দোষ পাইয়া তুই ইহারে বধিলি।
কি দোষে বা তুই সেই শিশুরে মারিলি ॥„
এই মাত্র মুনিবর যুবা প্রতি কয় ॥
যুবার শরীর দিব্য হলো জ্যোতির্ম্ময় ॥
পৃষ্ঠ দেশে দুই পাখা করি প্রসারণ।
পৃথিবী হইতে করে শূন্যেতে গমন ॥
অপরূপ দেখি মুনি আশ্চর্য্য হইল।
আকাশ হইতে যুবা মুনিরে কহিল ॥

"তুমি অতি সাধু আমি জানিলাম মনে।
কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য জানিবে কেমনে॥
কিরূপে কখন তিনি করেন বিধান।
মনুষ্য কি বুঝে তাহা করে অনুমান॥
[illegible] পাইবে তুমি পৃথিবী ভিতর।
এইরূপে অত্যাচার হতেছে বিস্তর॥
যাহা ইচ্ছা করে নর নাহিক বারণ।
বিধাতা করেন তাহে মঙ্গল সাধন॥
দাতার সোনার বাটী চুরী করে আমি।
কৃপণে দিলাম তাহা দেখিয়াছ তুমি॥
তার পরে যাইলাম গৃহস্থ ভবন।
রাত্রে বধিলাম আমি তাহার নন্দন॥
পরেতে সেবক সঙ্গে আসিতে আসিতে।
দিলাম তাহারে ফেলে নদীর বারিতে॥
চুরী আদি নর হত্যা করিলাম এত।
ইহার অধিক পাপ আছে আর কত॥
এই সব দেখি তুমি ভাবিতেছ মনে।
ঈশ্বর থাকিতে অবিচার কি কারণে?
জ্ঞাননাক বলে তুমি অবশ্য ভাবিবে।
বুঝাইয়া দিলে তবে বুঝিতে পারিবে॥
স্বর্ণ বাটী চুরী কেন করিলাম আমি।
বুঝায়ে দিতেছি শুন মন দিয়ে তুমি॥
ঐশ্বর্য্য অনেক আছে দেখাবে বলিয়া।
স্বর্ণ পাত্রে খেতেদিল যতন করিয়া॥
[illegible] আমরা কহি খাইবনা আর।
[illegible] বলিয়া তবু করালে আহার॥
[illegible] স্বর্ণ বাটী চুরী করি তার।
চুরী করে আড়ম্বর না দেখাবে আর॥
কত কষ্ট আমাদের দিল সে কৃপণ।
তবু তারে স্বর্ণ বাটী করেছি অর্পণ॥
কখন অতিথি সেবা করে না কৃপণ।
হাতে হাতে লাভ পেলে করিবে এখন॥
তার পরে যাইলাম গৃহস্থ ভবন।
অত্যন্ত ধার্ম্মিক সাধু সেই মহা জন॥
ঈশ্বরের প্রতি তাঁর যত ভক্তি ছিল।
সন্তানে দেখিয়া তাহা ভুলিতে লাগিল॥
সন্তানের জন্য যদি ঈশ্বরে ভুলিবে।
গতি কি হইবে তার কিরূপে তরিবে?
এই জন্য তার শিশু করিছি সংহার।
শিশু গেলে তাঁরে ভক্তি হইবে তাঁহার॥
তার পরে ভৃত্য সঙ্গে আসিতে পথেতে।
তাহারে দিলাম ফেলে এই কারণেতে॥
সেই ভৃত্য সেই দিন ভেবেছিল মনে।
রাত্রেতে করিবে চুরী প্রভুর ভবনে॥
অমন সাধুর ধন বৃথায় যাইবে।
সেধন থাকিলে কত শুভ কর্ম্ম হবে॥
সেই জন্য তারে বধ করিয়াছি আমি।
ঈশ্বর নাহিক,-তাহা ভাবিও না তুমি॥
এখন তপস্বী তুমি জানিও নিশ্চয়।
ঈশ্বরের অবিচার কখন না হয়,,॥
শুনিয়া তখন মুনি যুড়ি দুই কর।
তথা বসি উপাসনা করিল বিস্তর॥
কতক্ষণ উপাসনা করি তপোধন।
তপস্যা করিতে গেল সেই তপোবন॥

গয়া। শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী।

Printed at J. G. Chatterjee & Co's Press, 115, Amherst Street.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"
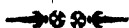
কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০১ সংখ্যা } পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭৮ { ৮ম ভাগ

আদর্শ জননী।

আমিরা পূর্ব্বে নারীজাতির প্রকৃত আদর্শ কি, তাহার উল্লেখ করিয়াছি, আধ্যাত্মিক রাজ্যে স্ত্রীজাতির যে কোন প্রকার বিশেষ কার্য্য আছে, তাহাও বলা গিয়াছে। কিন্তু রমণীদিগের সম্বন্ধ ভেদে সেই আদর্শের বিভিন্ন ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ও তাহাদের কার্য্যেরও বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগ লক্ষিত হয়। ফলতঃ মাতার প্রকৃত জীবনগত স্বর্গীয় কার্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে স্ত্রীজাতির সুন্দর আদর্শ পরিদৃষ্ট হইতে পারে না। নারীগণ যখন যৌবনাবস্থায় অবস্থান করেন, পুত্রের মুখাবলোকনে বঞ্চিত থাকেন, তখন তাঁহাদের হৃদয় উচ্চতর আদর্শ নিরীক্ষণ করিতে পারে না। অতএব অগ্রে মাতার আদর্শ কিরূপ তাহা বিবৃত হইতেছে। দয়াময় পরমেশ্বর আপনার মাতৃভাবের প্রতিনিধি করিয়া জননীর হৃদয়কে সংগঠিত করিয়াছেন। পৃথিবীর দুঃখভার, সন্তানসন্ততি রক্ষণ পালনের দায়িত্ব মাতার স্কন্ধে সমর্পিত হইয়াছে। অতএব মাতার কর্ত্তব্য অতিশয় গুরুতর। যে মাতার হৃদয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগে পরিপূর্ণ না থাকে, সে মাতা আপনার কর্ত্তব্য প্রতীতি করিতে পারেন না; যে মাতা ঈশ্বরের নিকট হইতে আপনার গুরুতর কার্য্যভার বুঝিয়া লইতে না পারেন, সে মাতা

সন্তানদের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবহার করিতে অক্ষম। বলিতেও লজ্জা হয়, পাঠিকাগণ! অদ্যাপি বঙ্গসমাজে একটী জননীও যথাবিহিত রূপে শিক্ষিত হন নাই, অদ্যাপি এক জনও মাতার উপযুক্ত সদ্গুণান্বিতা হইতে পারেন নাই, এখন একটী জননীও আপনাকে উচ্চতর গুরুভারে আক্রান্ত মনে করেন না। সুতরাং বঙ্গ সমাজের মধ্যে পারিবারিক কুশল, শান্তি, পুণ্য, রমণীয়তা ও মাধুর্য্য আশানুরূপ লক্ষিত হইতেছে না। মাতা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, পারিবারের কুশল সংস্থাপনকর্ত্রী, সকলের সেবিকা এবং গৃহের শ্রী ও সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তিমতী দেবতাস্বরূপ। কিন্তু হায় পাঠিকাগণ! এই বঙ্গদেশের সমস্ত পরিবারের মধ্যে মাতার অনুসরণ করিয়াই কত সন্তান অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ, হিংসা দ্বেষ, কলহ বিবাদ প্রভৃতি অসাধুভাবের অনুকরণ করে ইহা কে না জানে? সেই সকল ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ জীবন-বিনাশক ভাব পরিপোষণ করাতে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে কতই না ক্লেশ ভোগ করিতে হয়! অবশেষে স্বর্গীয় মানব প্রকৃতি আসুরিক প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়। এমন কি সেই সকল দোষ অস্থি মাংস মজ্জাগত হইয়া উঠে, চরমে অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অসৎ প্রবৃত্তি সকল এতদূর পরিপক্কাবস্থায় উপনীত হয়, যে তৎকালে উজ্জ্বলতর জ্ঞানালোকে ও উন্নত শিক্ষাতেও তাহা অপনীত হয় না। যাহা হউক মহিলাগণ যখন জননীর পদবীতে আরোহণ করেন, তখন তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে নূতন কার্য্যক্ষেত্র প্রসারিত হয়। তখন তাঁহাদের সম্পূর্ণ অবস্থান্তর হয়, ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের প্রীতি-প্রবাহও প্রশস্ত ভাব ধারণ করে। অতএব জননীর বিশেষ ও উন্নততর লক্ষ্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে স্বকর্ত্তব্য সাধন করিতে তাঁহারা কি প্রকারে সমর্থ হইবেন?

এক্ষণে দেখা আবশ্যক যে মাতাকে কোন্ কোন্ সাধুভাব উপার্জ্জন করিতে হইবে। প্রথমতঃ প্রতি জননীকে, উপলব্ধি ও বিশ্বাস করা চাই যে তিনি প্রত্যেক সন্তানের জন্য শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মে সম্পূর্ণ দায়ী। আমার মঙ্গলে তাহাদের মঙ্গল, আমার অমঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল। [illegible] জননীর সহিত সন্তানের যেরূপ নৈকট্য সম্বন্ধ, এরূপ আর [illegible] কাহারও সহিত হওয়া অসম্ভব। মাতার শোণিতে কন্যা পুত্রের

শরীর পরিপুষ্ট হয়, তাঁহার পীড়ায় সন্তানকে পীড়া ভোগ করিতে হয়। সুতরাং যাঁহার সহিত সন্তানের এতদূর গূঢ় সম্বন্ধ, স্বীয় তনয় তনয়াকে কিরূপ স্বর্গীয় চক্ষে দেখিতে হইবে ইহা কি অজ্ঞাত থাকা তাঁহার পক্ষে কখন উচিত? সন্তানের কোন প্রকার দোষ সংস্পর্শ ঘটিলে মাতার অস্থির-তার আর সীমা পরিসীমা থাকিবে না। তাঁহাকে মনে করিতে হইবে যেন আপনি স্বয়ং সেই দোষে দোষী। অতএব এতদূর আপনাকে দায়ী মনে করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ সেই পরম স্নেহময়ী জননী পৃথিবীর যাবৎ দুঃখী ধনী, সাধু অসাধু, জ্ঞানী মূর্খ সকলকে যেরূপ উদার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন ও সকলের সঙ্গে ব্যবহার করিতেছেন, সেইরূপ প্রতি জননীকে ঈশ্বরের ঐ ভাব অনুকরণ করিয়া সন্তান সন্ততি প্রভৃতি সমস্ত পরিবারবর্গকে দেখিতে হইবে ও তাহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। জননীর একটী প্রধান কর্ত্তব্য সেই দয়াময় পরমেশ্বরের উদারতা, স্নেহ, কোমলতা, সরল ব্যবহার, বাৎসল্য, প্রীতি, সহিষ্ণুতা, প্রতি জনকে আপনার বলিয়া তত্ত্বাবধান এই গুণ গুলি বিশেষ করিয়া লাভ করা। গৃহের মধ্যে জননীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের আলোকে সকলের মুখ আলোকিত হইবে। ভয়ের অনুরোধে কার্য্য থাকিবে না। পবিত্রতা মাতার হৃদয় হইতে সকলের আত্মাতে প্রতি-ফলিত হইয়া একটী আশ্চর্য্য স্বর্গীয় জীবন সম্পাদন করিবে। বাল্যহৃদয়কে আদেশ দ্বারা কোন কার্য্য করিতে বাধ্য করা বিধেয় নহে, কিন্তু যাহাতে জীবনের উচ্চতরভাব নিচয়ের সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া সন্তানগণ ভিতরে ভিতরে মোহিত হইবে তাহাই উৎকৃষ্ট উপায়। জননীর ঈশ্বরানুরাগে ও ভক্তিতে পরিবার বর্গের সকলেরই ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তি স্বভাবতঃ উদ্দীপ্ত হইবে; পিতা মাতার দৃষ্টান্তে, মাতা পিতার আদর্শে কার্য্য করাতে উভয়ের জীবনের সৌন্দর্য্য দ্বিগুণতর বৃদ্ধি হইবে। স্বার্থপরতা মাতৃ-হৃদয়ে বাস করিতে পারিবে না; হিংসা দ্বেষ, কলহ বিবাদ, অবিশ্বাস অভক্তি তাঁহার চিত্তকে বিন্দু মাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমরা এইরূপ জননী চাই। যে পরিবারের মধ্যে ঈদৃশী জননী বাস করেন, সে পরিবার স্বর্গতুল্য। সে পরিবার আদর্শের স্থল। জননীর বিশ্বাস ভক্তি

অনুরাগ সন্তানসন্ততি ও আত্মীয়বর্গ সকলেই সাধু হইবে, তাঁহার ন্যায়, সদ্ব্যবহার ও নিঃস্বার্থ ভাবে অন্যান্য ব্যক্তিরও মনুষ্যের প্রতি প্রেম সদ্ভাব শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে, তাঁহার ক্ষমা তিতিক্ষা ও ধৈর্য্যে সকলে ক্ষমাশালী ও সহিষ্ণু হইবেন। ইহাই মাতার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। শুকপক্ষীর মত কথা মুখস্থ করাইলে আত্মার প্রকৃত শিক্ষা হয় না, কিন্তু আত্মার জ্ঞান, ভাব, প্রেম ন্যায় সত্য, ভক্তি, অনুরাগ প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া স্বকীয় সৌন্দর্য্যে বালকদিগকে মোহিত করিবে। তাহাদের বল আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তৎসমুদায় জীবনের স্বাভাবিক গুণে পরিণত হওয়াই যথার্থ শিক্ষা। এশিক্ষা মাতা ভিন্ন আর কাহার নিকট পাইবার সম্ভাবনা নাই। মাতার জীবনটী জ্ঞান ধর্ম্ম, প্রীতি সদ্ভাব, উদারতা ক্ষমার আদর্শ হওয়া আবশ্যক। পাঠিকাগণ! তোমরা এরূপ জীবন যদি পুত্রের সমক্ষে প্রদর্শন করিতে না পার, তবে তোমরা একদিকে পুত্রহত্যার পাতকে অপরাধী। সন্তানের শরীর রুগ্ন ও বিনষ্ট হওয়া যেরূপ দুঃখের কারণ; তাহার মানসিক প্রকৃতিতে কোন দোষের সঞ্চার হওয়া তদপেক্ষা অধিক। হা! তোমাদের জন্যই যে পুত্র কন্যার কোমল আত্মা বিনষ্ট হয় ইহা কি দেখিয়াও দেখিবে না? ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?

গার্হস্থ্য চিকিৎসাপ্রণালী।

শিশু-চিকিৎসা।

আহারের অনিয়মেই শিশুদিগের পীড়া জন্মিয়া থাকে। এজন্য প্রথমেই আহার বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। দয়াময় পরমেশ্বর শিশুদিগের জীবন রক্ষার জন্য মাতৃস্তনে যে উপাদেয় দুগ্ধদান করিয়াছেন, তাহাই শিশুদিগের একমাত্র আহার। মাতৃস্তনে দুগ্ধ থাকিলে শিশুদিগকে অন্য আহার প্রদান করিবে না। অস্মদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের সংস্কার [illegible] পায় না, তাইতে শিশু-সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট হয় না। এ সংস্কার [illegible] মূলক। [illegible] বিবেচনা করিলেই যায়।

স্তনে দুগ্ধ দিয়াছেন। মাতৃস্তনে দুগ্ধ না থাকিলে অগত্যা বাধ্য হইয়া অন্য দুগ্ধ পান করিতে হয়। দেখা গিয়াছে যে সকল বালক কেবল মাতৃস্তন্য পান করে, তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট এবং নীরোগ। অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত মাতৃ-দুগ্ধ পান করাইবে, অধিক কাল মাতৃস্তন্য পান করাইলে সন্তান এবং মাতার উভয়েরই অপকার হয়। মাতা গর্ভবতী এবং পীড়িতা হইলে তাহার স্তন্য সন্তানকে পান করাইবে না। এ অবস্থায় ধাত্রী রাখিয়া দুগ্ধপান করান কর্ত্তব্য। যে সে স্ত্রীলোককে ধাত্রী রাখা উচিত নহে। শিশুর মাতার যে বয়স, ধাত্রীর বয়স ঠিক সেইরূপ হইবে। ধাত্রী নিযুক্ত করিবার পূর্ব্বে ডাক্তার দ্বারা ধাত্রীর শরীর পরীক্ষা করান আবশ্যক, কোন পীড়া থাকিলে সে ধাত্রীকে নিযুক্ত করিবে না। ধাত্রীর শরীরের প্রতি যেমন দৃষ্টি রাখা উচিত, চরিত্রের প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। অসচ্চরিত্রা ধাত্রীর দুগ্ধ পান করিয়া শিশুদিগের নানা প্রকার পীড়া হয়, ইহা প্রত্যক্ষ করা গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে কলিকাতার কোন কোন ভদ্র পরিবারে বেশ্যা দিগকে ধাত্রী নিযুক্ত করিয়া সন্তানদিগের শরীরকে জন্মের মত নিস্তেজ ও কলুষিত করিয়া ফেলিতেছেন। অতএব ধাত্রী নিয়োগ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে। যাঁহাদিগের সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়, সুতরাং অর্থাভাবে ধাত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন না, অথচ গর্ভবতী কিম্বা পীড়িতা মাতার দুগ্ধ পান করিয়া শিশু-সন্তান পীড়িত হয়, তাঁহাদিগের অন্য প্রকার দুগ্ধ প্রদান করা আবশ্যক। অন্য প্রকার দুগ্ধের মধ্যে গর্দ্দভের দুগ্ধই উপকারী। কিন্তু বঙ্গদেশে সর্ব্বস্থানে গর্দ্দভ-দুগ্ধ পাওয়া দুর্ঘট, সুতরাং গোদুগ্ধ না দিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শিশুদিগের অধিকাংশ পীড়াই গোদুগ্ধ পান করিয়া হয়। এজন্য অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গোদুগ্ধ পান করাইতে হইবে। যতটুকু দুগ্ধ ততটুকু জল মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ করিয়া পান করাইবে। কলিকাতার দুগ্ধে জল মিশ্রিত করা অনাবশ্যক।

শিশুর অক্ষুধা এবং অনিচ্ছা সত্ত্বে ঝিনুক করিয়া গণ্ডে পিণ্ডে দুগ্ধ পান করান অত্যন্ত অন্যায়। তাহাতে মন্দাগ্নি হইয়া পেটের পীড়া ও পেট কামড়ানি হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস যে, শিশুকে

প্রাতেও পিত্তে দুগ্ধ পান না করাইলে শিশু-সন্তান হৃষ্ট পুষ্ট হয় না। এইরূপ সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহারা শিশুদিগকে হৃষ্ট পুষ্ট করিতে গিয়া চিররুগ্ন করিয়া ফেলেন। অতএব শিশুদিগের অনিচ্ছাতে কোন মতেই দুগ্ধপান করাইবে না। দুগ্ধপান করিতে ক্রন্দন করিলেই ক্ষান্ত হইবে। শিশুদিগকে দুগ্ধ পান করাইবার জন্য রবারের নলযুক্ত এক প্রকার বোতল পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে দুগ্ধ রাখিয়া রবারের নলটী শিশুর মুখে দিলে শিশু স্তনের ন্যায় আবশ্যকমতে সেই বোতলের দুগ্ধ পান করে। বোতলের মধ্যে অনেকক্ষণ দুগ্ধ রাখিবে না, দুই ঘণ্টার অধিক থাকিলেই দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যায়। শিশু ৫।৬ মাসের হইলে বোতল কিম্বা ঝিনুকের প্রয়োজন হয় না। ক্ষুধার সময় বাটীতে দুগ্ধ রাখিয়া শিশুর মুখের নিকট ধরিলে সে আনন্দে ইচ্ছাপূর্ব্বক পান করে। এ প্রকার অভ্যাস করাইলে দুগ্ধ পান করাইতে আর কোন কষ্ট যন্ত্রণা হয় না। শিশুদিগের অনিচ্ছায় দুগ্ধ পান করাইতে হইলে বলিদানের আয়োজন করিতে হয়, কেহ শিশুর হাতে ধরে, কেহ পা ধরে, কেহ জুজুবুড়ী সাজিয়া ছালা মুড়ীদিয়া 'হাঁও, মাঁও, খাঁও, মানুষের গন্ধ পাঁও' বলিয়া ভয় দেখাইতে থাকে। তাহাতে পীড়ারও উৎপত্তি হয় এবং শিশু চিরকালের জন্য ভীরু-স্বভাব হয়। এজন্য পুনঃ পুনঃ সাবধান করা যাইতেছে, শিশুদিগের অক্ষুধা ও অনিচ্ছাতে ভয় দেখাইয়া যন্ত্রণা দিয়া বলপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করান অত্যন্ত অন্যায়।

শিশুদিগের দন্ত উঠিলে সুজি, সাগু, এরারুট্ প্রভৃতি লঘু পদার্থ দুগ্ধের সহিত আহার করিতে দিবে। আমাদিগের দেশে অন্নপ্রাশন প্রথা অতি উৎকৃষ্ট রীতি। আর্য্যজাতি সকল কার্য্যই ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া করিতেন। পরমেশ্বর দন্তোদ্‌গমন দ্বারা শিশুদিগের অন্নাহারের কাল নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছেন। সেই দয়াময় বিশ্ববিধাতাকে পূজা করিয়া শিশুদিগকে প্রথম অন্নদান করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দন্ত উঠিলেই যে, শিশুদিগকে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অন্য আহার দিবে, তাহা নহে। পঞ্চমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত দু[illegible] সঙ্গে সুজি, রুটি, অন্ন, ব্যঞ্জন [illegible] আহারে

অধিক আহার না দিয়া অল্প মাত্রায় বারে বারে প্রদান করিবে। আহার বিষয়ে সাবধান থাকিলে বালক বালিকার প্রফুল্ল মুখশ্রী দেখিয়া পিতা মাতা অপার আনন্দ ভোগ করেন। যাহারা অসাবধানতা প্রযুক্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাদের অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কে আছে?

শিশুদিগের পেট কামড়ানি।

শিশু নিয়ত ক্রন্দন করিতেছে, কিছুতেই ক্রন্দন নিবারণ করা যায় না। এ অবস্থায় পেট-কামড়ানি বা কাণ কামড়ানী হইয়াছে মনে করা কর্ত্তব্য। পেট কামড়ানী হইলে পেট চাপিলে শিশু আরাম পাইবে। পেট কামড়ানি স্থির হইলে তৎক্ষণাৎ কাষ্টর্ অয়েলের জোলাপ দিবে। ১ মাস হইতে ৩ মাসের শিশুকে ছোট চামচের এক চামচে হইতে দুই চামচে দিবে। ৫ মাস হইতে ১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ২ চামচে হইতে ৩ চামচে দিবে। কাষ্টর্ অয়েলের পরিবর্ত্তে হরিতকির জোলাপ উত্তম। শিশুদিগকে সিকি খানা হইতে আধ খানা পর্য্যন্ত হরিতকি বাটিয়া গরম জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইবে। এরূপ জোলাপে পেট কামড়ানি নিবারণ না হইলে দিবসের মধ্যে ৩৪ বার চূণের জল খাওয়াইবে।

আধছটাক চূন আধসের জলে গুলিবে। চূণ নীচে জমিয়া পরিষ্কৃত জল উপরে থাকিবে। সেই পরিষ্কৃত চূণের জল শিশিতে ঢালিয়া রাখিবে। চূণের জলে বেদনা নিবারণ না হইলে সোডি বাইকর্ব্ব্ ১ গ্রেন্ অর্থাৎ আধ রতি, এনিসি অয়েল্ ২ ফোটা অল্প জলের সহিত সেবন করাইবে। পেটে গরম জলের ফোমেণ্ট্ (সেক) করিবে। এইরূপ চিকিৎসায় আরাম হইবে।

কাণ কামড়ানি।

কাণে গরম জলের পিচকারি দিবে। মনসা সিজের পাতা গরম করিয়া তাহার গরম রস এক ফোঁটা কি দুই ফোঁটা কাণে দিবে। ইহাতে কাণ কামড়ানি নিবারণ না হইলে টিংওপিয়াই ৫ মিনিম্, মিসি-

রিন্ ১৫ মিনিম্ মিশ্রিত করিয়া ইহার এক ফোঁটা কাণে দিলে কাণ কামড়ানি আরাম হইবে।

এবার এই পর্য্যন্ত লিখিত হইল। অবকাশমতে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বিবিধ শিক্ষা।

১। অসাধারণ অধ্যবসায়—মেথডিস্ট্ নামক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা জন্ ওয়েস্লি যে মহদ্ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন, নিজ জীবনের এক মুহূর্ত্তও তাহা হইতে বিরত হয়েন নাই। তিনি কখন স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহাকে প্রতিদিন ন্যূনকল্পে বিশ ত্রিশ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিতে হইত; এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে যাইতেও তিনি লিখন পঠনাদি হইতে বিরত হইতেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে প্রতি দিনই তিন, চারি, এমন কি পাঁচ বারও বক্তৃতা করিতে হইত।

২। তাম্রকূট বিষবিশেষ—আমেরিকাখণ্ডে অতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তমাক জন্মিয়া থাকে। তথায় আকস্মিক মৃত্যুর কারণানুসন্ধায়ী রাজ-পুরুষেরা শব পরীক্ষা করিয়া অপরিমিত-তাম্রকূট-সেবনই মৃত্যুর হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩। স্থূলকায়ের সমুচিত দণ্ড—প্রাচীন স্পার্টাবাসীদিগের মধ্যে এরূপ আইন ছিল যে তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির দেহ এক নির্দ্দিষ্ট স্থূলতা পরিমাণ অতিক্রম করিলে তাহাকে কঠোর কশাঘাত সহ্য করিতে হইত। পলিদস-পুত্র নক্লিস একবার এই আইন লঙ্ঘন করায় রাজ-সমক্ষে আনীত হন। তথায় সকলে তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে যে যদি তুমি শীঘ্র হ্রস্বদেহ না হও, তাহা হইলে তোমাকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হইতে হইবে।

৪। ধাত্রীর শান্ত থাকার প্রয়োজন—চিকিৎসক প্লেফেয়ার বলেন যে, স্ত্রীলোকের হৃদয়ে ক্রোধের অথবা বিরক্তির সঞ্চার হইলে তাহার স্তন্য দুগ্ধের রূপ বিকৃত হয়। অতি কোপাবিষ্টা স্ত্রীলোকের দুগ্ধ

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সম্পূর্ণরূপ অম্ল বোধ হয়। অতএব শিশুর কল্যাণার্থ শান্ত প্রকৃতি রক্ষা করা ধাত্রীর পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

৫। মিসরীয় উপদেশ—প্রাচীন মিসরবাসীরা নিম্নলিখিত পঞ্চ উপ-দেশকে উপদেশের সার বলিয়া জানিতেন :—

পিতামাতাকে যথোচিত মান্য কর—ধর্ম্মপথে থাক—প্রত্যহ দিবসে দুইবার ও রাত্রিকালে দুইবার গাত্র ধৌত কর—অল্পাহারে সন্তুষ্ট হও—গুপ্ত কথা প্রকাশ করিও না।

৬। জ্ঞানলাভের উৎকৃষ্ট উপায়—পণ্ডিত-চূড়ামণি লক্‌কে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "মহাশয়! আপনি কিরূপে এমন প্রগাঢ় জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন?" মহাত্মা লক্ তাহাতে এই উত্তর দেন "আমি যৎকিঞ্চিৎ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি তাহা এই উপায়ে লাভ করিয়াছি, যে যাহা আমি জানিতাম না তাহা জানিবার নিমিত্ত কাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে কখন লজ্জাবোধ করি নাই।"

৭। কোপ করায় মনুষ্যত্ব ও ক্ষমায় ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশ পায়—উচ্চপদাভিষিক্ত জনৈক রাজকর্ম্মচারী নিজ কর্ত্তৃপক্ষীয় হইতে কোন বিশেষ অপকার-গ্রস্ত হন। অপকৃত ভদ্রলোক তখন কিঙ্কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু হইয়া মহাত্মা সর্ ইয়ার্ডলি উয়িলমটের নিকট গমন করেন। নিজদুঃখ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া রাজকর্ম্মচারী সর্ ইয়ার্ডলিকে জিজ্ঞাসা করেন "মহাশয় এস্থলে কোপ প্রকাশ করা কি মনুষত্ব নহে?" সর্ ইয়ার্ডলি উত্তর করিলেন, কোপপ্রদর্শন মনুষ্যত্ব বটে, কিন্তু ক্ষমা ঈশ্বরীয় ভাব।"

৮। পীচফলের শাঁস বিষ বিশেষ—চিকিৎসক কর্টিং বলেন যে তিনি তিন বৎসর বয়স্ক এক শিশুকে অধিকমাত্রায় পীচফলের শাঁস ভক্ষণ করায় হতচেতন হইতে দেখিয়াছেন।

৯। জলৌক-বায়ুমান—একটী এক-পোয়া বোতলের চারিভাগের তিন ভাগ জলপূর্ণ করিয়া ও তন্মধ্যে একটী জলৌকা (জোঁক) ছাড়িয়া দিয়া বোতলের মুখ সূক্ষ্ম-তাম্র-সূত্র-নির্ম্মিত আচ্ছাদনে আবৃত কর। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে ও শীতকালে পক্ষে দুই একবার জল পরিবর্ত্তন করিতে হয়। বোতলটী তোমার শয়নাগারের জানালায় রাখ। যখন বায়ু স্থির থাকে, তখন

জলৌকা বোতলের তলে সঙ্কুচিত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। যদি কোন দিন প্রাতঃকালে দেখ যে জলৌকা বোতলের সর্ব্বোপরি ভাগে উঠিয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে কতিপয় ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হইবে। ঝটিকার প্রাক্কালে লঘুকায় জীবটী বোতলের ভিতর অতি দ্রুতবেগে চলিয়া বেড়াইতে থাকে ও যে পর্য্যন্ত ঝটিকা প্রবল না হয় তদবধি স্থির হয় না। কোন অসাধারণ ঝঞ্ঝাবাতের কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে জলৌকা প্রায় জল হইতে পৃথক্ হইয়া বাস করে।

১০। কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ—বিবি জুলিয়া ডি রুবিনী নিজ কন্যাকে যে সদুপদেশ দিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক বিবাহিতা স্ত্রীর মনে রাখা আবশ্যকঃ—"মধুর প্রকৃতি, স্বামীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ ও তাঁহার যাহাতে মঙ্গল হয় তদ্বিষয়ে অবিশ্রান্ত মনোযোগই পত্নীর কর্ত্তব্যের সার ও সুখের আধার! কুমারীর যে রূপলাবণ্য ও রসিকতা মনোহরণ করে, সে রূপ ও সে রসিকতা কত দিন প্রীতিকর হয়? যে বস্তু তোমার স্বামীর আনন্দদায়ক তাহাকে কদাচ তুচ্ছবোধ করিও না। তাঁহার প্রতি তোমার যে কর্ত্তব্য গুরুতর, তাহা তিনি স্বীয় প্রাপ্য বলিয়া গণনা করিবেন; কিন্তু তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তুমি সামান্য বিষয়ে যে মনোযোগ দিবে, তাহা তিনি তাঁহার প্রতি তোমার প্রকৃত অনুরাগের নিদর্শন জ্ঞান করিবেন। স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধনে অথবা স্নেহ প্রদর্শনে ত্রুটি করেন, স্ত্রী যেন তাহা অপরের কাছে প্রকাশ না করেন। ইহা হইলে পরিণয় সূত্র এককালে দ্বিখণ্ডিত হয় ও বিবাহের মাহাত্ম্য লোপ পায়।"

১১। এক সন্ধ্যা আহার—সুবিখ্যাত শারীর-তত্ত্ববিদ্ হন্টর (যাঁহার জীবন চরিত আমাদিগের পাঠিকারা সকলেই চরিতাবলীতে পাঠ করিয়া থাকিবেন) সর্ব্বদা বলিতেন যে অধিকাংশ লোক যে পরিমাণে আহার করা আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আহার করেন বলিয়া অধিকাংশ রোগ অপেক্ষাকৃত উৎকট হইয়া দাঁড়ায়। একজন বিখ্যাত চিকিৎসক কোন সুস্থশরীর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তুমি কি নিয়মানুসারে চলিয়া থাক?" তাহাতে এই উত্তর পান, "আমি কেবল

একসন্ধ্যা আহার করি।" ইহাতে চিকিৎসক প্রত্যুত্তর করেন "ভাই! এ কথা যদি তুমি সকলের কাছে প্রকাশ কর, তাহা হইলে আমাদিগের অন্ন হওয়া দুর্ঘট হইবে।" এদেশের বিধবাগণ একাহারী বলিয়া অনেক পরিমাণে সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন।

১২। নীতিকথা—ডাক্তার ফ্যাঙ্কলিন্ কেবল নিম্ন লিখিত নিয়ম অনুসারে চলিয়াই এত উন্নত হইতে পারিয়াছিলেন:—

মিতাহার—উদরে যত ধরে তাহা হইতে অল্প পরিমাণে আহার করিও। মৌন—যাহাতে তোমার নিজের অথবা অন্য কাহার উপকার হয়, তদ্ভিন্ন কোন কথা কহিও না। প্রতিজ্ঞা—যাহা তোমার করা উচিত কেবল তাহা করিতেই প্রতিজ্ঞা করিবে ও যাহা প্রতিজ্ঞা করিবে তাহা কদাপি অসম্পন্ন রাখিও না। পদ্ধতি—যে বস্তুর যে স্থান, সে বস্তুকে সেই স্থানে রাখিও; যে কর্ম্মের যে সময় সেই সময়ে সে কর্ম্ম করিও। মিতব্যয়—যে ব্যয়ে তোমার অথবা অন্য কাহার উপকার নাই, তাহা কদাপি করিও না। পরিশ্রম—সময় নষ্ট করিও না; সর্ব্বদা কোন ফলদায়ক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিও; অনর্থ কর্ম্মে কখন নিযুক্ত থাকিও না। অকপটতা—তোমার মনে যে ভাব, বাক্যে যেন তাহা হইতে অন্য ভাব প্রকাশ না হয়। ন্যায়পরতা—কাহারও অপকার করিও না। মিতাচার—কেহ তোমার অপকার করিলে তাহার শোধ তুলিও না। পরিচ্ছন্নতা—তোমার দেহ, পরিচ্ছদ ও আবাস ভূমিকে কখন অপরিষ্কৃত রাখিও না। শান্তি—সামান্য বিষয় বা যে ঘটনা অতিক্রম করা যায় না, তাহা যেন তোমার শান্তিভঙ্গ না করে। বিনয়—সকলের নিকট বিনীত হবে।"

১৩। শিশুর ধর্ম্মভাব—ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম চারলসের কন্যা রাজকুমারী আন যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ানা, তখন তাঁহাকে একজন পরিচারক অন্তিমকাল আগত জানিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বলাতে আসন্ন মৃত্যুকালে ভূপালবালা উত্তর করেন "আমি কোন দীর্ঘ প্রার্থনা করিতে অক্ষম, অতএব এই মাত্র প্রার্থনা করি হে জগদীশ! আমার চক্ষুতে জ্যোতি দেও, যেন আমি কাল নিদ্রা না যাই।" নিষ্পাপ শিশু এই কথা বলিতে বলি-

তেই পুণ্যধামে অন্তরিত হইল। তাহার বয়ঃক্রম চারি বৎসরও হয় নাই। ধ্রুব প্রহ্লাদের অসাধারণ ধর্ম্মভাব অসম্ভব নয়।

১৪। বধিরের সহিত আলাপ—বধিরের সহিত আলাপ করিতে গেলে আমাদিগের ইহা জানা অতি আবশ্যক যে আমরা উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে অন্যে আমাদিগের কথা যত না শুনিতে পায়, আমাদিগের উচ্চারণ বিশদ ও স্বর স্পষ্ট হইলে তদপেক্ষা অধিক শুনিতে পায়। বস্তুতঃ মনুষ্য-স্বরের কীদৃশী শক্তি তাহা অনেকে জানেন না। কথিত আছে বাগ্মিকুল চূড়ামণি চ্যাথামের অল্পস্ফুট কথাও হাউস্ অব কমন্স্ নামক সভার প্রত্যেক স্থানে স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যাইত; এবং পাদরি হুইট্‌ফীল্ড্ কোন অনাবৃত স্থলে বক্তৃতা করিলে তাহা অনেক দূর হইতে উপলব্ধ হইত।

১৫। জ্ঞানী ও নির্ব্বোধ—স্পেন্ রাজ্যেশ্বর ফার্ডিনাণ্ড সর্ব্বদা বলিতেন, আমি নিম্নলিখিত চিহ্নদ্বারা জ্ঞানীকে নির্ব্বোধ হইতে প্রভেদ করিতে পারি:—ক্রোধ সম্বরণ, গৃহকার্য্যে সুশৃঙ্খলা সংস্থাপন, ও পত্র রচনায় অনর্থক বিষয়ের অনুল্লেখ।"

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দয়া।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ-সিংহাসনে আরূঢ় হইবার কয়েক দিন মাত্র পরে একটী সৈনিক পুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। দণ্ডাজ্ঞা পত্রে মহারাজ্ঞীর স্বাক্ষর গ্রহণ নিমিত্ত জনৈক রাজকর্ম্মচারী তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রাজ্ঞীর কোমল চিত্ত প্রাণদণ্ডের আদেশ পত্র পাঠ করিয়াই যুগপৎ ভয় ও দুঃখে আচ্ছন্ন হইল। তিনি তখন কাগজ খানি হস্তে লইয়া কর্ম্মচারীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করত জিজ্ঞাসা করিলেন "এই দুর্ভাগার স্বপক্ষে আপনার কি কিছু বলিবার নাই?" মহামান্য ডিউক অব ওএলিংটন(১) ঐ কাগজ হস্তে করিয়া আনিয়াছিলেন, তিনি

---

(১) ইনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ওয়াটার্ লু যুদ্ধক্ষেত্রে ফরাসী সম্রাট্ মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টকে পরাজয় করিয়াছিলেন।

উত্তর করিলেন "ঐ ব্যক্তি তিন বার সৈনিক দল হইতে পলায়ন অপরাধে দোষী হইয়াছে, অতএব উহার অনুকূল পক্ষে আমার কিছু বলিবার নাই।" রাজ্ঞী উত্তর শুনিয়া বলিলেন "আপনি পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া দেখুন।" বীরশ্রেষ্ঠ ডিউক রাজ্ঞীর হৃদ্গত ভাব বুঝিয়া এই উত্তর করিলেন "ঐ ব্যক্তি সৈনিক কার্য্যে নিঃসংশয় নিন্দিত ও অপরাধগ্রস্ত হইয়াছে, কিন্তু এক ব্যক্তি উহাকে সচ্চরিত্র বলিয়া সাক্ষ্য দান করিয়াছে। অতএব অপরাধ সকল সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি সচ্চরিত্র হইতে পারে।" রাজ্ঞী এই কথা শুনিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন "আপনি আমার সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করুন" এবং তৎক্ষণাৎ সেই কাগজের উপর স্পষ্টাক্ষরে এই শব্দটী লিখিলেন "ক্ষমা করিলাম।" দয়ার্দ্রচিত্ত রাজ্ঞীর হস্ত হইতে যখন ক্ষমা শব্দ নির্গত হইল, তখন হৃদয়ের ব্যাকুলতাবশতঃ তাঁহার হস্ত কাঁপিয়াছিল।

ডারা নামক আর একটী সৈনিক পুরুষ রাজবিদ্রোহ দোষে দোষী সপ্রমাণ হইয়া ছিল। তজ্জন্য তাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। দণ্ডাদেশ-পত্রে রাজ্ঞীর স্বাক্ষর নিমিত্ত রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন এবং ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড দ্বারা অপর বিদ্রোহীদিগকে ভয় প্রদর্শন না করিলে মহা অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু রাজ্ঞী কোন মতে তাঁহাদিগের প্রার্থনা অনুমোদন করেন নাই। কিয়দ্দিন পরে কর্ম্মচারীদিগের পুনঃ পুনঃ অনুরোধের হাত ছাড়াইতে না পারিয়া এক দিবস তিনি অনুমতি পত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন, কিন্তু স্বাক্ষর করিবার সময় অশ্রু সম্বরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে করিতে স্বাক্ষর করেন। এই প্রকারে অনুমতি পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিবার এক ঘণ্টা কাল মধ্যে তাঁহার হৃদয় এতদূর ব্যাকুল হইয়া উঠিল যে ঐ কাগজ তিনি পুনর্ব্বার চাহিয়া পাঠাইলেন এবং তাহা লইয়া স্বহস্তে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

উপন্যাস।

চন্দ্রের জামা পরিবার সাধ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তির সন্তুষ্ট হইবার বাসনা।

গ্রীকদিগের পুরাণে একটী কৌতুক-জনক গল্প আছে। আমাদের দেশের অজ্ঞ লোকদিগের ন্যায় গ্রীকেরাও চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জড়পদার্থকে সচেতন ও দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করিত। যাহাহউক সে জন্য গল্পের মিষ্টতার কিছু হ্রাস হয় না এবং তাহা হইতে যদি কোন নীতি শিক্ষা পাওয়া যায়, অবশ্য গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। একদিন চন্দ্র আদুরে ছেলের ন্যায় আপনার মাতাকে বলিলেন, মা! আমি শীতে বাতাসে বড় কষ্ট পাই, আমার গার মত একটী জামা করিয়া দেও না।' চন্দ্রের মাতা দুঃখিতা হইয়া বলিলেন 'বাছা: তোমার কষ্টে কি আমার কষ্ট বোধ হয় না; তাই তুমি আবার একথা আমাকে বলিবে? যা হোক্ আমি অনেক দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া ইহার কোন উপায় করিতে পারি নাই, কখন যে পারিব তাহারও আশা নাই।' চন্দ্র বলিলেন 'কেন মা?' তাহার মাতা বলিলেন 'বাছা! তুমি যে কখন কোন্ আকারে থাক তাহার ঠিক নাই। আজি দেখি তুমি থালার মত গোল, কালি দেখি তুমি কাস্তের মত বাঁকা একটা রেখা—তোমার দুইধারে দুই শিঙ্, আর একদিন দেখি তুমি চন্দ্রপুলির মত আধখানি, আবার একদিন দেখি তুমি মুখভাঙ্গা কুঁজোর মত প্রায় পুরপুরি গোল। তোমার জামা না গোল, না লম্বা, না খাঁট, না চৌকোণা কিছুই হইবে না। তোমার গার মত জামা করিয়া দেওয়া বাপু আমার সাধ্য নহে।'

চাঁদের মার ছেলে হদ্দ পনরটী আকার ধারণ করে, তাহাই ঠিক্ করিয়া জামা করিতে তিনি পারিলেন না। আমরা দেখিতে পাই এমন খামখেয়াল ও নির্ব্বোধ অনেক স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহাদের মন কখন যে কি আকার ধারণ করে, তাহা ঠিক করা মনুষ্যের অসাধ্য। তাঁহারা সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট-চিত্ত, দুঃখের অবস্থায় যেমন, সুখের অবস্থায় তেমন; সজনেও যেমন নির্জ্জনেও তেমন। তাঁহারা স্বামীদিগকে জ্বালাতন করিয়া মারেন,

ক্ষণে ক্ষণে এক এক প্রকার ইচ্ছা, এক এক প্রকার রুচি প্রকাশ করেন, স্বামীরা প্রাণপণে তাঁহাদের সন্তোষ সাধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহারা সন্তুষ্ট হন না। দেখ, এমনও স্থল আছে যে তাঁহারা অট্টালিকায় বাস করিতেছেন, দাস দাসীতে বেষ্টিত, সর্ব্বাঙ্গে মণিমুক্তা ও সোণার গহনা পরিয়াছেন, যখন যে সাধ তাহা পূর্ণ হইতেছে, তথাপিও তাঁহাদের মন সন্তুষ্ট বা প্রসন্ন দেখা যায় না। কোন অবস্থাই তাহাদের মনের মত হয় না। এরূপ নারীগণ নিজেও কষ্ট পান, আত্মীয়দিগকেও যার পর নাই বিরক্ত করেন। চাঁদের মার কথা তাহাদের স্মরণ করিয়া চিন্তা করা উচিত কি জন্য তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না? চন্দ্রের আকার যদি একপ্রকার হইত, তাহার মাতা তাহার জন্য সুন্দর জামা করিয়া দিয়া তাহাকে সুখী করিতেন, আপনিও সুখী হইতেন। আমাদের খামখেয়াল রমণীগণ যদি সুবোধ হন এবং মনের ভাব এক প্রকার করেন, তাহাদের আত্মীয়গণ তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার উপায় করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা আপনারাও সুস্থিরচিত্ত হইতে সমর্থ হন তাহার সন্দেহ নাই।

স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন।

স্ত্রী যার নাহিক হায়! শ্রী তার কোথায়,
শ্রীপতিও (১) স্ত্রী বিহনে শোভা নাহি পায়।
আজ্ঞাকারী দাস দাসী থাক বহুতর,
পা (উ) ক শোভা অশ্ব রথে শোভিত চত্বর,
ধন ধান্য পরিপূর্ণ থাকুক আলয়,
স্ত্রী অভাবে তবু লোকে "গৃহ-শূন্য" কয়।
আহা! কিবা ভাগ্যধর ধরায় সেজন,
সরলা সুশীলা যার রমণী রতন।
যে জন মনেতে জানে "আমার গৃহিণী,
আমার মনের মত বিশুদ্ধচারিণী;

(১) ধনপতি, অতুল ঐশ্বর্য্যবান্‌ও।

আমাতে যে অনুরক্ত মনের সহিত—
মোর হিতাহিতে ভাবে নিজ-হিতাহিত ;
আমি যে তাহার সদা ভাল চেষ্টা পাই,
সন্দেহ প্রিয়ার তাতে কিছুমাত্র নাই ;—
হিত ভাবি যাহা আমি কহি যে সময়,
তাহে প্রতিকুল প্রিয়া কভু নাহি হয় ;
দ্বেষ গর্ব্ব কপটতা না জানে কেমন,
কর্কশ বচন নাহি মুখে কদাচন ;
নিষিদ্ধ বিষয় যাহা, তাহে পুনরায়,
অগ্রসর কভু নাহি নিরখি তাহায়।
সুখের কেমন স্বাদ জানে সেই জন,
সে সুখ হরিতে নারে কেহ কদাচন।
কুটিরো প্রাসাদ সম তাহার নয়নে,
অবিরত সুখ স্রোত বহে তার সনে ॥
স্ত্রী সুলভ অই গুণ মধুরতাময়।
তাকে নিরক্ষর প্রিয়া যদি নাহি হয়,
সোণায় সোহাগা তবে আবার কেমন,
কারে বলে বল মণি কাঞ্চন মিলন ?
একেত কুসুমাবলী আনন্দ আধার,
সৌরভ থাকিলে তার তুলনা কি আর ?
স্বভাবতঃ পক্ষি জাতি দেখিতে সুন্দর,
সুস্বর হইলে তাহে কত মনোহর !
আহা ! বিদ্যা গুণযুত পতি-পরায়ণা
রমণী রতন যেই পেয়েছে ললনা,
ধন্য পুণ্যবান্ সেই নাহিক সংশয়,
আত্মারই সুখ তার সকল সময়॥

শব্দ বিজ্ঞান।

শব্দবিজ্ঞানে শব্দ কি, ইহা কিরূপে উৎপন্ন ও বিস্তারিত হয় তাহা জানা যায়। বায়ুমণ্ডলের কম্পন দ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়। ইহার দৃষ্টান্তঃ— একটা ঘন্টা যখন বাজে, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে থাকে, তাহার কোন স্থান যদি নখ দিয়া আস্তে আস্তে স্পর্শ করা যায় আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই কম্পনদ্বারা বায়ু আহত হয় এবং চারিদিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত চাপিয়া একত্র হয়। চাপা বাতাস ক্ষণমাত্রে বিস্তৃত হয় এবং তদ্দ্বারা তাহার উপর যে চাপ পড়িয়াছিল তাহা নিকটস্থ বায়ুতে চালাইয়া দেয়। কোন স্থির সরোবরের উপর একখণ্ড প্রস্তর পড়িলে যেমন চারিদিকে তরঙ্গমালা উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশঃ তরঙ্গের পরিমাণ ও বেগের হ্রাস হয়, সেইরূপ কম্পমান ঘণ্টার প্রত্যেক কম্পনে ঘনীভূত বায়ুর তরঙ্গমালা বিস্তারিত হইতে থাকে। কম্পিত বায়ু অবশেষে কর্ণে উপস্থিত হয়; তথায় তাহা অতি কোমল স্নায়ু সূত্রে আঘাত করিলে মনোমধ্যে শব্দ জ্ঞানের উদয় হয়।

বায়ুর একটী নাম শব্দবহ। শব্দ চালনার জন্য বায়ুর মধ্যবর্ত্তিতা বা সাহায্য যে আবশ্যক তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বায়ু নির্য্যান (Air Pump) যন্ত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া তন্মধ্যে ঘণ্টা বাজাও, কোন শব্দ শুনিতে পাইবে না। অস্থূল বা তেলা পদার্থ সকল শব্দ চালনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, বরফ, জল এবং কঠিন মৃত্তিকার উপরিভাগ ইহার দৃষ্টান্ত। হাতুড়ী পেটা যেখানে হয়, তাহার অল্পদূরস্থ লোকে তাহার শব্দ যত না শুনিতে পায়, সরোবর বা নদীর পরপার হইতে তদপেক্ষা স্পষ্টরূপে তাহা শুনা যায়। প্রসিদ্ধ আছে, অসভ্যজাতিরা শত্রু বা শিকারীজন্তুর সমাগম জানিতে হইলে ভূমিতে কর্ণ দিয়া বুঝিতে পারে। লণ্ডন নগরের এক প্রকাশ্য স্থানে কতকগুলি সানাই ও বাঁশী পূর্ণ একটী যন্ত্র আছে, শানাইর মুখে যে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তৎক্ষণাৎ একটী অদৃশ্য রমণীর স্বরে তাহার উত্তর শুনিতে পাইবে। এই অলৌকিক ব্যাপারের কারণ এই, যন্ত্রের [illegible] মধ্য দিয়া নিকটবর্ত্তী একটী দূর পর্য্যন্ত গুপ্ত পথ আছে, বাঁশী

সকল তাহার মধ্য দিয়া শব্দ চালাইয়া দেয়। ভাল ভিজান দেবদারুর কড়ীর এক সীমায় নথ দিয়া খোঁট, তুমি নিজের কাণে কোন শব্দ পাইবে না; কিন্তু ২০।২৫ হাত দূরে অপর সীমায় কাণ দিয়া থাকিলে অপর ব্যক্তি তাহা শুনিতে পাইবে।

বায়ুর ন্যায় জলও শব্দ সঞ্চালক। জলের মধ্যে একটী ঘন্টা বাজাও, জলের উপরে তাহার শব্দ শুনা যাইবে। শ্রোতার কর্ণ যদি জলের ভিতর থাকে, শব্দ আরও স্পষ্ট শুনা যায়। বালকেরা জলে এক প্রকার খেলা করে। এক জন বালক পুষ্করিণীর এক পারে যটা অঙ্গুলি দেখাইবে, আর এক বালক অপর পারের নিকট ডুব দিয়া তাহা গণিয়া বলিতে পারে। ইহার মধ্যে শব্দ বিজ্ঞানের একটী কৌশল আছে। যে বালক ডুব দেয়, তৃতীয় একজন বালকের সঙ্গে সে গড়িয়া রাখে যে প্রথম বালক যটা অঙ্গুলি দেখাইবে, জলের মধ্যে হস্ত বা পদ দ্বারা সে যেন ততটা শব্দ বা আঘাত করে। এই শব্দ অনেক দূর হইতেও জলমগ্ন বালকের কর্ণে স্পষ্ট যায়, এই জন্য সে অনায়াসে বলিতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ যখন স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ তাপমান যন্ত্রের ৩২ ডিগ্রী থাকে, তখন শব্দ এক সেকণ্ডে ১১২৫ ফিট অর্থাৎ ৭৫০ হাত গমন করে। উত্তাপ যে পরিমাণে অধিক হয়, শব্দ সেই পরিমাণে অধিকদূর বিস্তৃত হয়, এবং যে পরিমাণে হ্রাস হয়, শব্দ তত কমদূর যায়। ইহার মধ্যে এই একটী আশ্চর্য্য যে শব্দ কঠিন বা ক্ষীণ, গম্ভীর বা তীক্ষ্ণ হউক, সকলের বেগ এক সমান হইবে। ইহার কারণ, শব্দ দ্বারা বায়ুতে যে কম্পন হয়, সূক্ষ্মই হউক আর বিস্তারিত হউক তাহার প্রত্যেকটীতে সমান সময় লাগে। এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিলে শব্দ সংক্রান্ত যে সকল অলৌকিক ঘটনা শুনা যায় তাহার মর্ম্মভেদ হইতে পারে এবং কিছুই আর বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না।

প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনি অর্থাৎ শব্দের পরিবর্ত্তে যে শব্দ হয়, ইহা শব্দ বিজ্ঞানের একটী অতি কৌতুহলজনক বিষয়। নদী তীরে তরঙ্গের প্রতিঘাতের যে কারণ, ইহারও [illegible] সেইরূপ। একটী তরঙ্গ যখন উচ্চ তীরে আঘাত

করে, ইহা যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে আবার নিক্ষিপ্ত হয় এবং তথা হইতে পুনরায় তীরে আঘাত করে। শব্দের তরঙ্গ সকলও আসিতে আসিতে বাধা পাইলে প্রতিহত হয় এবং পুনরায় বাধক দ্রব্যে আঘাত করিয়া থাকে, ইহাতেই প্রতিধ্বনি উৎপন্ন হয়। যে বস্তু শব্দের বাধা জন্মায় তাহা যত সমতল হয়, প্রতিধ্বনি তত সম্পূর্ণ রূপে শুনা যায়। অসমতল স্থান হইতে শব্দ তরঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ফিরিয়া আইসে, এই জন্য তাহা গোলমাল হইয়া যায়, পরিষ্কার ধ্বনি কর্ণগোচর হয় না। মন্দিরের ভিতরের মত গোলাকার আবরণ হইলে প্রত্যেক স্থান হইতে প্রতিঘাত একটী মধ্যবিন্দুতে একত্র হয় এবং তাহাতে ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি শুনা যায়।

যে স্থান হইতে শব্দ করা যায়, প্রতিধ্বনি সে স্থানে ফিরিয়া আসিতে অল্প বা অধিক বিলম্ব হয়, বাধক বস্তুর দূরত্বের উপর এই বেগ নির্ভর করে। শব্দ এক সেকণ্ডে ১১২৫ ফিট বা ৭৫০ হাত গমন করে, কোন পর্ব্বত ইহার অর্দ্ধেক দূরে অর্থাৎ ৩৭৫ হাত দূরে থাকিলে শব্দের প্রতিধ্বনি আসিতে ঠিক্ এক সেকণ্ড লাগে। এক সেকণ্ডে আমরা যটী বর্ণ উচ্চারণ করি, তাহার প্রতিধ্বনি স্পষ্টাক্ষরে শুনা যাইবে। অধিক বাক্য হইলে তাহার শেষ কথা গুলি প্রতিধ্বনির প্রথম কথার সহিত মিশাইয়া যায়।

একটী শব্দ করিলে কখন কখন দুই, তিন, বা চারিটী প্রতিধ্বনি শুনা যায়। কোন স্থানে শব্দকে বাধা দিবার যতগুলি বেঁক থাকে, ততগুলি প্রতিধ্বনি হয়। মন্দির বা গির্জ্জার মধ্যে শব্দ করিলে শব্দের তরঙ্গ খিলানের একদিক্ হইতে আর একদিকে বাধা পাইয়া ক্রমাগত গম্ভীর নাদে প্রতিধ্বনি করিতে থাকে। রাইন নদীর তীরে লরলি নামক স্থানে এইরূপ প্রতিধ্বনি কর্ণগোচর হয়। বায়ু যদি অনুকূল হয়, নদীর একদিকে একটী বন্দুক আওয়াজ করিলে নদীর উভয় তীরে পর্য্যায়ক্রমে অনেকবার প্রতিধ্বনি শুনা যায়। ওয়েলসের মিনাই প্রণালীর উপর যে ঝুলান সেতু আছে তাহাতে এক প্রকার আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি হয়। সেতুর একদিকে হাতুড়ীর শব্দ করিলে সাঁকোর ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেক কড়ী হইতে একাদিক্রমে শব্দ হয় এবং প্রায় ৯০ হাত দূরে সেতুর অপর দিক্ হইতে প্রতিধ্বনি

শুনিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন জল ও সাঁকোর মধ্যে শব্দের প্রতিশব্দ অনেক বার উত্থিত হয়, এমন কি এক সেকেণ্ডের মধ্যে ২৮ বার শুনা যায়।

কৃত্রিম অঙ্গ বিকৃতি।

মনুষ্য-শরীর ঈশ্বরের হস্তে সংগঠিত হইয়া যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহা অতি সুশ্রী ও কমনীয় এবং তাহা যৌবনকালে পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন হইয়া থাকে। অঙ্গ সকল প্রথমতঃ কেমন নমনীয় এবং সুসৌষ্ঠব, মস্তক উন্নত ও গোলাকৃতি, দেহ সরল ও ঋজু, পাদদেশ বিস্তৃত এবং স্বেচ্ছামত চলনশীল! যদি সুস্থ অবস্থা হয়, দেহের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সকলও স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে। বস্তুতঃ শরীর যদি বার্দ্ধক্য বা পীড়ায় অভিভূত না হয় অথবা আত্যন্তিক পরিশ্রম ও অত্যাচারে ভগ্ন হইয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্যের ব্যত্যয় হয় না। প্রকৃতির কার্য্য কদর্য্য বা অসম্পূর্ণ নয়, যে তাহার পরিবর্ত্তন বা রূপান্তর করিয়া আমরা উৎকর্ষ সাধন করিব। কোন কোন স্থলে আকস্মিক বিকলাঙ্গ বা কুৎসিত আকার দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও অনেকটা মনুষ্যের কোন না কোন প্রকার অত্যাচার বশতঃ, এবং তৎসংখ্যা এত অল্প যে তাহা নিয়মের মধ্যে কদাচ ধর্ত্তব্য নহে। বস্ত্রালঙ্কার যদি সুরুচি-পূর্ব্বক পরিধান করা হয় তাহা হইলে আকারের কিছু পরিমাণে শোভা-বৃদ্ধি এবং ত্রুটিশোধন করা যায়, এ প্রকার রীতি যুক্তিসিদ্ধ এবং সর্ব্ব-বাদিসম্মত তাহার সন্দেহ নাই। মস্তকে স্বাভাবিক অল্প চুল থাকিলে পরচুলা পরিধান করা এবং দন্তে পোকা ধরিলে কৃত্রিম দন্ত ব্যবহার করা যদিও আবশ্যক নয়, কিন্তু বিশেষ আপত্তির বিষয়ও নহে।

আবশ্যক স্থলে সুরুচি অনুযায়ী রূপের এইরূপ উৎকৃষ্টতা সাধন করিলে দূষ্য হয় না। কিন্তু শরীরে যন্ত্রণা দিয়া, বলপূর্ব্বক আকারের পরিবর্ত্তন করা এবং মাংসপেশী সকলের ক্রিয়া অবরোধ করা অন্য প্রকার বলিতে হইবে। এ প্রকার চেষ্টায় কেবল যে উন্মাদতা ও নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় এমত নহে, কিন্তু অধর্ম্মের সঞ্চার হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে

হইবে যে, স্বভাব এবং সুবিচার মতে যে অবয়বের অধিক উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে না, দেশাচার মতে ও স্বেচ্ছানুসারে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে সকল দেশের লোককেই সচেষ্ট দেখা যায়।

কৃষ্ণবর্ণ প্রায় সকল জাতি শরীর চিত্রিত করিয়া থাকে; কেহ মুখমণ্ডল, কেহ বাহু ও হস্তপদ এবং কেহ কেহ সমুদায় দেহ চিত্রিত করে। তাহারা আপনাকে ভাল করিয়া দেখাইবার জন্য শরীর চিরকালের মতও অঙ্কিত করে। এই অস্বাভাবিক উপায় দ্বারা শরীরকে সুশোভিত করিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, চর্ম্মের ক্রিয়া সকল সম্পাদনে ব্যাঘাত জন্মে এবং মুখভঙ্গী ভয়ঙ্কর ও হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে।

আমেরিকার এসকুইমক্স নামে এক অসভ্যজাতি নীচের ঠোঁট বিঁধাইয়া তন্মধ্যে কাঠের, হাড়ের বা উদবিড়ালের দাঁতের গহনা পরে। ঠোঁট চিরিয়া গহনা পরা হয় কেবল নয়, সেই গহনার ভারে ঠোঁটের কিয়দংশ ঝুলিয়া পড়ে, তাহাতে নীচের পাটীর দাঁত ও মেড়ে বাহির হয়। ইহা ঐ জাতির নিকট একটী সৌন্দর্য্য! এদেশীয় রমণীদের নাক কান ফুঁড়িয়া প্রচুর গহনা পরার রীতিটি বড় অধিক সভ্যতাসূচক নয়। দক্ষিণ সমুদ্রস্থ দ্বীপবাসীরা ও অন্যান্য কতকগুলি অসভ্যজাতি নাক বিঁধিয়া ঐ রূপ গহনা ঝুলাইয়া থাকে। প্রাচীন সিরিয়া দেশের লোকদের মধ্যেও এইরূপ ব্যবহার ছিল।

আফ্রিকাস্থ কতকগুলি জাতি করাতের দাঁতের মত দাঁত করিয়া থাকে। তাহাদের উদ্দেশ্য এই, ইন্দুর ধরিবার করাতে কলের দাঁত সকল যেমন পরস্পর দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়, উপর ও নীচের পাটীর দাঁতও তেমনি করিয়া বসিবে। নিগ্রোদের একে পুরু ঠোঁট ও হাঁ করা গাল, তাহার উপর এইরূপ ভয়ঙ্করাকৃতি দাঁতে যে কি শোভা হয়, একবার চিন্তা করিলেই বুঝা যায়।

ভারতবর্ষের কতকগুলি সন্ন্যাসী কল্পিত ধর্ম্মসাধন উদ্দেশে ঊর্দ্ধবাহু হয় এবং মস্তকের উপর অধিককাল হস্ত উত্তোলন করিয়া রাখাতে ক্রমে বাহু আর নমনীয় হয় না। কেহ কেহ বহুকাল হস্ত মুঠা করিয়া থাকে, তাহাতে নখ বৃদ্ধি হইয়া হাত ফুঁড়িয়া যায় এবং আঙুল আর নড়িতে

পারে না। আর এক শ্রেণী হাত পার নখ কাটে না এবং তাহা পাখির নখরের মত করিয়া ফেলে।

চিনদেশে দীর্ঘ নখ সম্ভ্রান্ত পদস্থ লোকের চিহ্ন। আহার বৃত্তি লাভার্থ যে পরিশ্রম করিতে হয় না, তাহা ইহা দ্বারা প্রকাশ পায়। ইংলণ্ডেও এইরূপ এক সকের দল আছে, তাহারা বড় নখের জন্য বড় অহঙ্কারী, কেন না তাহাদের হস্ত অকর্ম্মণ্য হইয়াছে! চিনদিগের নখ এক বিঘত লম্বা হইয়া থাকে, অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে বংশ শলাকার ঠেকা দিয়া তাহা সোজা করিয়া রাখিতে হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের যুবকেরা ট্রাউসার নামক এক প্রকার শক্ত চামড়ার বন্ধনদ্বারা হাঁটু শক্ত করেন যে, চলিবার সময় পা একটু বেঁকিয়া না যায়। এই বাঁধনে ক্রমে পা ও উরু এক হইয়া পড়ে। যৌবনকালে তত বোধ না হউক, বৃদ্ধকালে ইহার ফলভোগ হয়। হাঁটু না বেঁকিয়া পা একগাছি লাঠি হইয়া থাকিবে ইহা স্বভাবের অভিপ্রেত নয়। সৈনিকেরা যেরূপে চলন অভ্যাস করে, তদ্দ্বারাও তাহাদের শরীর বিকৃত হইয়া যায় এবং বৃদ্ধকালে তাহার কষ্ট বিলক্ষণ অনুভূত হয়।

কেবল নিউ জিলাণ্ডবাসী অসভ্যজাতি মুখমণ্ডল চিত্র করিয়া অস্বাভাবিক মূর্ত্তি ধারণ করে এরূপ নয়, সুশিক্ষিত ইউরোপীয় বিবিরাও এ বিষয়ে কোনমতে ন্যূন হইবার নন। ইহাঁরা নানাবিধ পাউডার মাখিয়া মুখ বিকৃত এবং শরীর অসুস্থ করিয়া ফেলেন। মুখে ব্রণাদি কোন রোগ যখন প্রকাশ পায়, তখন জানা উচিত শরীরাভ্যন্তরস্থ মহৎ পীড়া নিবারণের জন্য এইরূপ স্বাভাবিক উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু রোগের চিকিৎসা না করিয়া মুখে রঙ মাখিয়া তাহা ঢাকিলে হিতে বিপরীত ঘটিয়া থাকে। ভিতরের রোগ ভিতরে বাড়িতে থাকে, পাউডার মাখিয়া মুখের স্বাভাবিক কান্তি এককালে বিনষ্ট হয়, শেষে অনাবৃত মুখ যার পর নাই কুৎসিত হইয়া পড়ে।

পাকা চুলে কলপ দেওয়ারও দোষ বিস্তর। কলপ কোন প্রকার ধাতু হইতে রাসায়নিক কৌশলে প্রস্তুত হয়, তাহা চুলের উন্নতিকারী না হইয়া বিলক্ষণ ক্ষতিকারক হয়। অনেক বিচক্ষণ বিবী হানিকারক রঙ না মাখিয়া স্বাভাবিক শাদা চুল ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহাঁদের রুচি স্বাভাবিক ও ভদ্র বলিতে হইবে।

গৃহ-চিকিৎসা।

পরীক্ষিত সুলভ ঔষধ।

আধকপালে মাথাধরার ঔষধ। ১—শ্বেতচন্দন ও কর্পূর একত্র থলে মাড়িয়া বেদনার স্থানে দিলে আশু প্রতীকার হয়। ২—ডালচিনির তৈল দ্বারা মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। ৩—ছোট এলাচ খোসার সহিত জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয়।

মাথাধরার ঔষধ। ১—শীতল জলে নেকড়া ভিজাইয়া মাথায় দিবে। ২—অডিকলম মাথায় দিবে। ৩—এয়ারলোসের ঘ্রাণ লইবে। এয়ারলোস তৈয়ার করিবার প্রণালী এই, নিশাদল ও কলিচুণ সমান ভাগ মিশ্রিত করিয়া একটী শিশির ভিতর রাখিবে, ইহার সহিত কোন সুগন্ধ দ্রব্য যোগ করিলে ভাল হয়। ইহাতেও রোগ আরোগ্য না হইলে জোলাপ লইতে হইবে।

ছর্দ্দী—অত্যন্ত ছর্দ্দী হইলে প্রাতঃকালে ও বৈকালে অর্দ্ধ কুচ পরিমাণ কর্পূর সেবন করিবে ও সর্ব্বক্ষণ কর্পূরের ঘ্রাণ লইবে। আর গরম জলে কিয়ৎক্ষণ পা ডুবাইয়া রাখিবে।

গাত্রবেদনা—[illegible]ন স্থানে বেদনা হইলে প্রথমতঃ গরম জলে ফেলানেল কাপড় ভিজাইয়া তাহা নিংড়াইয়া অর্দ্ধঘণ্টা কাল সেঁক দিবে। পরে তারপিণ তৈল ও কর্পূর একত্র মিশ্রিত করিয়া বেদনাস্থানে মালিস করিবে।

অজীর্ণ ও পেট ফাঁপার ঔষধ। ১—সৈন্ধব লবণ, বিটলবণ ও কর্পূর প্রত্যেক এক কুচ ওজন জুয়ান তিন কুচের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাতিলেবুর রস দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। ইহাতে যেরূপ একটী বটিকা হয়, সেইরূপ ২৮টী বটিকা প্রস্তুত করিয়া দিবসের মধ্যে দুই তিন বার সেবন করিতে হইবে। ২—আদা, মৌরী, গোলমরিচ ও লবণ সমান সমান ভাগ লইয়া সেবন করিবে। ৩—সিকি কাঁচ্চা আদার রস ও লবণ ১৫ কুচ ওজনে মিশাইয়া সেবন করিবে।

ভেদবমীর ঔষধ—প্রথমে কর্পূর আট কুচ, হিঙ্ ছয় কুচ, শুঁট চূর্ণ চারি কুচ এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া আটটী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবেক। ইহার এক একটী বটিকা প্রত্যেকবার ভেদ হইবার সময় অথবা দুই ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হইবে। কিন্তু যদি অধিক বার ভেদ হইতে থাকে, আর এই ঔষধে ভেদ

বন্ধ না হয়, তবে সিকি কুঁচ ওজনের আফিম একটী একটী বটিকাতে যোগ করিয়া সেবন করিলে আশু প্রতীকার হইবেক। প্রস্রাব বন্দ হইলে দুই কুচ পরিমাণ সোডা এক ছটাক শীতল জলের সহিত সেবন করিলে উপকার দর্শিবে। এইরূপ চিকিৎসায় অনেক ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য হইয়াছে বলিয়া ইহা সাধারণের গোচর করা যাইতেছে।

ক্রমির উত্তম ঔষধ। পলাস বিচি প্রথমে গরম জলে ভিজাইয়া রাখিবে [illegible] অল্প সিদ্ধ করিবে। তাহা হইলে তাহার সমুদায় খোসা একেবারে উঠিয়া যাইবে, আর যখন দেখিবে যে উত্তম রূপে শুখাইয়াছে তখন গুঁড়া করিবে। তাহা হইলে ঔষধ ব্যবহার যোগ্য হইবে। ২০ গ্রেণ অর্থাৎ [illegible]তি মাত্রায় দিবসে তিন বার সেবন করিতে হইবে। এইরূপ চারি দিবস সেবন করিলে সকল ক্রমি নাশ হইবে। তাহার পর অর্দ্ধ ছটাক ভেরাণ্ডার তৈল পান করিতে হইবে।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার গড়ের মাঠে প্রতি বৎসর শীতকালে কয়েকটী আমোদকর ক্রীড়া হইয়া থাকে। ইউরোপ বা আমেরিকা হইতে কতকগুলি লোক এখানে আসিয়া সকল আমোদকর কার্য্য করেন এবং যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গৃহে ফিরিয়া যান।

আমাদিগের পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কেহ গড়ের মাঠের সারকস্ অর্থাৎ শারীরিক অদ্ভুত কৃত্য সকল দেখিয়াছেন। উহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য এক প্রকার ভোজবাজী হইয়া থাকে এবং নানা বিষয়ক নাটকের মনোহর অভিনয়ও হয়। অধিকাংশ ইংরেজ ঐ সকল আমোদকর বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিয়া দর্শন করিতে গিয়া থাকেন কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত পুরুষদেরও ঐ সকল আমোদ সম্ভোগ করিতে অভিরুচি দেখা যাইতেছে এবং কেহ কেহ ঐ সকল নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ [illegible]তে সপরিবার যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এবৎসর হেলার সাহেবের অদ্ভুত বাজী বলিয়া এক প্রকার ঐন্দ্রজালিক বাজী হইতেছে, তাহা যাহারা দেখিতেছেন তাঁহারা প্রশংসা করিতেছেন। গলা হইতে পা পর্য্যন্ত একটী ছবী হইয়াছে কিন্তু মুণ্ডটী জীবন্ত পদার্থের ন্যায় নড়িতেছে [illegible] হাসিয়া কথা

করিতেছে। কখন কখন গান করিতেছে। গাছ হইতে হঠাৎ ফলফল হইতেছে। পক্ষীকে মারিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বাঁচান হইতেছে। সম্মুখে কাপড় ধরিয়া তাঁহা হইতে ফুলের তোড়া প্রভৃতি দ্রব্য বাহির করা হইতেছে। এই প্রকারে প্রতি সপ্তাহে নূতন নূতন আশ্চর্য্য বাজী দেখান হইতেছে। আমাদিগের দেশের অজ্ঞান লোকদিগের এরূপ সংস্কার আছে যে যাঁহারা ঐ রূপ আশ্চর্য্য বাজী করিতে পারেন, তাঁহারা এক প্রকার মন্ত্র জানেন তাহা দ্বারা উহা হইয়া থাকে। কিন্তু ফলতঃ তাহা নয়। কারণ মানুষের বাক্যের বা কোন শব্দের এমন কি শক্তি থাকিতে পারে যদ্দ্বারা এমন আশ্চর্য্য ঘটনা হইবে? সভ্য ইংরাজ প্রভৃতি বাজীকরগণ আমাদিগের দেশের বাজীকরদিগের ন্যায় মন্ত্র ইত্যাদি কোন মিথ্যা কথা দ্বারা লোকদিগকে প্রতারিত করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন নানাবিধ দ্রব্য-সংযোগ-গুণ ও কৌশল দ্বারা উহা হইয়া থাকে।

২। বিলাতে "ভিক্টোরিয়া তর্ক সভা" নামে বিদ্যালোচনার যে একটী সভা আছে তথায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক একত্র হইয়া মিস ফেথফুল নামক এক বামাকুল হিতৈষিণী রমণীকে কতকগুলি সুন্দর ও মূল্যবান রৌপ্যনির্ম্মিত বস্তু স্মরণার্থক উপহার দিয়াছেন।

৩। মিস কলেট নাম্নী বিলাতের এক সুবিখ্যাত বিদ্যাবতী ও সাধুশীলা মহিলা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত ইংরাজীতে লিখিতেছেন।

৪। উদয় পুরের মহারাণী সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক "ষ্টার অভ ইণ্ডিয়া" অর্থাৎ ভারত নক্ষত্র নামক উচ্চ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫। আমেদাবাদে সম্প্রতি একটী স্ত্রীবিদ্যালয় হইয়াছে। সুপ্রণালীতে উহার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে। এক জন ইউরোপীয় রমণী তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ বিদ্যালয়ের নিমিত্ত একটী নূতন গৃহ শীঘ্র নির্ম্মিত হইবে।

৬। বিলাতে একটী মহিলা অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণার্থে স্পার্জন নামক এক বিখ্যাত ও মাননীয় দেশহিতৈষী সাহেবের হস্তে দুই লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ অর্থ দ্বারা উক্ত সাহেবের কর্ত্তৃত্বে তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য অতি সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতেছে।

সম্প্রতি ঐ সদাশয়া মহিলা অনাথা বালিকাদিগের নিমিত্ত ঐ রূপ প্রচুর অর্থ স্প্যারজন্ সাহেবের হস্তে দান করিয়াছেন।

৭। আমাদিগের পাঠিকাগণ রাণাঘাটের নিকটস্থ হরিবপুরের স্বয়ংবরা কন্যার কথা শুনিয়া থাকিবেন। ঐ কন্যার পিতা উপযুক্ত কুলীন বর না পাওয়াতে বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। কন্যা ইত্যবসরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মূর্খ কুলীনের হস্তে আত্ম সমর্পণ করার দোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পিতার অগোচরে আপন মনোনীত এক যুবকের পাণি গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা তজ্জন্য আদালতে বরের নামে নালিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ংবরা হইয়াছেন তন্নিমিত্ত বিবাহ স্থির রাখিয়া জজ সাহেব নালিশ অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

৮। লক্ষ্ণৌ টাইম্‌স নামক সংবাদ পত্রে প্রথমতঃ ইহা লিখিত হয় এবং অন্যান্য সংবাদ পত্র উহা উদ্ধৃত করিয়াছে যে, চিন দেশের রাজধানী পিকিনে সহস্র বৎসরেরও অধিক হইল এক খানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র চলিয়া আসিতেছে। উহার আকৃতি অতি বৃহৎ এবং রেসমের উপরে মুদ্রিত হয়।

৯। সোমপ্রকাশ বলেন "সে দিন কলিকাতায় একটী বালিকা প্রদীপ লইয়া খেলা করিতেছিল এমন সময় তাহার কাপড় ধরিয়া উঠিল। চীৎকার করাতে সকলে আসিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে বালিকাটীর মৃত্যু হইয়াছে।"

১০। সংবাদপত্র সকলে লিখিত হইয়াছে আলীগড় জেলার অন্তঃপাতী গোপালপুর গ্রামে এক বনিকের স্ত্রী এককালে ৬টী সন্তান প্রসব করিয়াছে। তন্মধ্যে ২টী পুত্র ৪টী কন্যা। তাহারা জীবিত আছে। এককালে ৬টী সন্তান জন্মিবার কথা পূর্ব্বে শুনা যায় নাই। তবে পুরাণের লেখা সত্য বলিয়া মানিলে এককালে ৬০,০০০ পুত্র প্রসব হওয়াও সম্ভব।

১১। মুসলমান বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থে সম্প্রতি বোম্বাইয়ে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যে দিবস বিদ্যালয় প্রথম খোলা হয়, সেই দিনেই ৫০ টী ছাত্রী উহাতে প্রবেশ করিয়াছে।

১২। সংবাদ পত্র সকলে লিখিত হইয়াছে জেলা রাজসাহীতে একটী

বালক আছে, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই কেবল তাহার স্থানে দুইটী ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, কিন্তু সে বধির নহে। যখন কেহ কথা কহে সে হাঁ করিয়া মুখের দ্বারা কথা শ্রবণ করিয়া থাকে। কর্ণ ও মুখের ছিদ্রের পরস্পর যোগ আছে, এইজন্য শব্দ মুখের ছিদ্রের দ্বারাও শুনা যায়।

১৩। সুলভ সমাচার লিখিয়াছে যে সাহেবদের মধ্যে একটী রীতি আছে যে, কোন কোন নিমন্ত্রণ উপলক্ষে সাহেব বিবি সকল হাত ধরাধরি করিয়া মনের খুসিতে মহা নৃত্য করিয়া থাকেন। যে সকল বিবি এই নৃত্যে যোগ দেন তাঁহারা সাধ্যমত বেশ ভূষা করিয়া থাকেন। মার্কিণ দেশে এক জন বিবি তাঁহার খোপায় গ্যাসের আলোর বাহার করিয়া এই নাচে নাচিতে যাইবেন। খোপার ভিতর তিনি পরচুলার বিড়া দিয়া মস্ত একটা খোন্দল করিবেন, তাহার ভিতরে গ্যাসের হাঁড়ি থাকিবে।

১৪। ইণ্ডিয়ান মিরার সংবাদ পত্রে লক্ষ্ণৌ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন তথায় এক ভদ্র পরিবারে প্রতি দিন ঈশ্বরোপাসনা হইত। ঐ বাটীতে একটী বিধবা পরিচারিকা ছিল, সে তাহা প্রতি দিন দেখিয়া ও শুনিয়া ক্রমে ক্রমে ঈশ্বর প্রেমে অনুরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু বাহ্য ভাবে তাহা কিছু প্রকাশ করিত না। সম্প্রতি সে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হওয়ায় তাঁহার ঈশ্বরোপাসক প্রভুকে সবান্ধবে তাহার শয্যার নিকট বসিয়া ঈশ্বরের নাম করিতে অনুরোধ করে। তাহার প্রভু তাহার নিকট তজ্জন্য উপাসনা ও নামগান করেন। দুঃখিনী বিধবা একবার নাম গান শুনিয়া পুনরায় মধুর ব্রহ্ম নাম গান করিতে বলেন এবং এমনই একান্ত চিত্তে ও কাতর প্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হন যে, মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত, তখনও "দয়াময় আমার পরিত্রাণ কর" এই শব্দ কাতর স্বরে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। পরিবারস্থ ও উপস্থিত সমস্ত লোক তাহাতে করুণার্দ্র হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে তিনি এমনই শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন যে অসার সংসারের সমস্ত বস্তু হইতে মনকে ফিরাইয়া সেই অভয় চরণে তিনি আশ্রয় লইতে সমর্থা হইয়াছেন ইহা সকলেরই প্রতীতি হইল।

১৫। আমাদিগের মহারাজ্ঞী

বিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অভ ওএল্‌স অতিশয় কঠিন জ্বর বিকার রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। পীড়ার অবস্থা এতদূর মন্দ হইয়াছিল, যে কয়েক দিন রাজপুত্র মুমূর্ষু প্রায় হইয়া শয্যাগত ছিলেন। ভার্য্যা ও ভ্রাতা ভগ্নীগণ দিন যামিনী তাঁহার শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতেন। চতুর্দ্দিকে এমনই আশঙ্কা প্রচারিত হইয়াছিল যে কখন অশুভ সংবাদ উপস্থিত হয় ইহার জন্য চিন্তা হইয়াছিল। প্রতি দিন তারের খবর দ্বারা পীড়ার অবস্থার সংবাদ কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেলের কাছে আসিয়া থাকে। পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে পীড়ার কিছু প্রতীকার সংবাদ আসিয়াছে। চিকিৎসকেরা এখন আশা করিতেছেন তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিবেন।

১৬। কলিকাতা ফ্রি চর্চ্চ ইনষ্টিটিউসন নামক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মিচেল সাহেবের বাটীর উদ্যানে একটী সখের বাজার বসিয়াছিল। অনেক সম্ভ্রান্ত সাহেব ও বিবি এবং কয়েক জন দেশীয়া ভদ্র মহিলা ঐ বাজারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয়দিগের এইরূপ সখের বাজার প্রভৃতি সাধারণের মনোরঞ্জন উপায় সকল দ্বারা সৎকর্ম্ম সাধন অতিশয় প্রশংসনীয়। উক্ত বাজারে সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলারা বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিলেন। সেই সকল বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য ও দর্শক দিগের নিকট হইতে প্রবেশ টিকিটের অর্থ যাহা সংগৃহীত হইয়াছে সেই সমস্ত টাকা দরিদ্রদিগের উপকারার্থে প্রদত্ত হইবেক।

১৭। লণ্ডনের ভারতবর্ষীয় সামাজিক উন্নতি বিধায়িনী সভা কলিকাতার ভারত সংস্কার সভার অধীন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে দেড়শত টাকা প্রেরণ করিয়াছে। বিদেশীয় লোকের এরূপ সাহায্য বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শক।

১৮। বিলাতে কনেকটীকট নামক স্থানে খৃষ্টান ধর্ম্মের ইউনিটেরিয়ান নামক সম্প্রদায়ের একটী উপাসনালয়ে একটী স্ত্রীলোক আচার্য্য ও উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ উপাসনালয়ের উপাসকগণের মধ্যে এক ব্যক্তি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে নারীজাতির স্বর্গীয় ধর্ম্মভাব পুরুষ জাতির লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। পুরুষ জাতির কঠোর প্রকৃতির শিক্ষা অপেক্ষা নারীর

কোমল হৃদয়ের শিক্ষা ধর্ম্মোন্নতির বিশেষ উপযোগী।

১৭। আমাদিগের রাজকুমারের যে উৎকট পীড়ার সংবাদ পাঠিকাগণ শুনিয়াছেন তাহার আরোগ্য সংবাদ আসিয়াছে। যেখানে চিন্তা ও দুঃখ প্রচারিত হইয়াছিল এখন আনন্দ ধ্বনি হইতেছে।

বামাগণের রচনা।

কুলীন বহু বিবাহ।

হালিসহর পত্রিকাতে কোন সুবিজ্ঞ কুলীন মহাত্মা লিখিয়াছেন যে যাহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে, যাহাদের মান সম্ভ্রম বংশ মর্য্যাদার মূলে নিদারুণ কুঠারাঘাত করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় উদ্যত হইয়াছেন, যাহাদিগকে চিরকালের জন্য দুঃখ সাগরে নিমগ্ন করিতে যাইতেছেন তাহাদিগকে একবারও এই বিষয় জিজ্ঞাসা করা কি উচিত নহে? কিন্তু আমাদের বিবেচনায় হতভাগিনী কুলীনকন্যাগণের প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয় দয়া প্রকাশ করিয়া বহু বিবাহ নিষেধ জন্য যে পুস্তক প্রকটন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পদোপযোগীই হইয়াছে। ঐ পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বোধ হয়, তিনি কেবল অবলা কুলীন কন্যাগণের হিতসাধন উদ্দেশে ঐ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। অধুনা হালিসহর পত্রিকাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দোষ উল্লেখ করিয়া কেবল দ্বেষ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কুরীতি সংস্করণ বিষয়ে সমুৎসুক হইয়াছেন, ইহা কোন্ ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম না করিবে? কেবল খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভাশয়ে ও কুলীনদিগকে খর্ব্ব করিবার মানসে এতদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কেবল স্ত্রীজাতির মঙ্গল সাধনে ও দেশের কুরীতি দূর করিবার মানসে তাঁহার সরলান্তঃকরণে জগদীশ্বর এতাধিক দয়া প্রদান করিয়াছেন।

কুলীনের কন্যা যত, চির দিন মান হত,
বিষাদেতে করে হায় হায়!
কুলীন যাদের পতি, সুখ নাই এক রতি,
অসুখেতে জীবন কাটায়।

না পেয়ে পতির সুখ, শুষ্ক দেহ শুষ্ক মুখ,
দিবানিশি ভাবে হা হুতাশ।
জীবন যৌবন ধন, দিয়া সব বিসর্জ্জন,
দাসী প্রায় গৃহে করে বাস॥
চর্কা কাটা টাকা গুলি, যতনে বাক্সেতে তুলি,
কুলবতী রাখে প্রাণপণে।
তবু নাহি পায় মন, বৃথায় করে যতন,
কান্ত নাহি তোষে আলাপনে॥
অবলার গতি পতি, পতির আশায় সতী,
থাকে সদা চাতকিনী প্রায়।
সে পতিরে কত নারী, ফেলিয়া নয়ন বারি,
বৎসরান্তে দেখা নাহি পায়॥
পিতার ভবনে বাস, কোন সতী বারো মাস,
সার করে মাতুল আশ্রয়।
মনোরথ নাহি পোরে, ভাসে নয়নের নীরে,
তিল মাত্র নাহি সুখোদয়॥
নারীর কপাল মন্দ, কিরূপে হবে আনন্দ,
নিরানন্দে থাকে সর্ব্বক্ষণ।
বল্লাল হইয়া কাল, পাতিয়া কৌলীন্য জাল,
নারী মীন বধে অগণন॥
তরুহীন হয়ে লতা, আশ্রয় সে পায় কোথা,
বারিহীন শুষ্ক সরোবর।
অবলা কমল প্রায়, মাতঙ্গে দলিলে তায়,
থাকে কি সে শোভার আকর॥
সধবা বিধবা বেশ, নাহি দেখি সুখলেশ,
শতগ্রন্থি অঙ্গে যার বাস।
কি কষ্টেতে কাটে দিন, কুলবালা দীন হীন,
চিরদিন পরাধীন বাস॥

কুলনারী কোন ধনী, ধনীর হয়ে রন্ধনী,
রন্ধনেতে কাটিতেছে কাল।
সোণা অঙ্গে কালি মাখা, শশাঙ্কে কলঙ্ক রাখা,
মুখ বাঁকা কান্ত নন কাল॥
লজ্জা মান তেয়াগিয়া, কেহ কুলে কালি দিয়া,
কুপথেতে করে পদার্পণ।
কোন সতী শুদ্ধমতি, ধ্যান করে নিজ পতি,
পাবে পতি এই আকিঞ্চন॥
অবলাবান্ধবগণ, অধীনীর নিবেদন,
কুলীন কন্টক কর দূর।
কর কিছু সদুপায়, সতী কিসে পতি পায়,
আনন্দিত হোক অন্তঃপুর॥

বর্দ্ধমানের মারীভয় নিবারণার্থ প্রার্থনা।

কোথা ওহে দয়াময়, কোথা ওহে দয়াময়।
দেখা দেহ দেখা দেহ বিপদ সময়॥
বুঝি তব সৃষ্টি যায়, বুঝি তব সৃষ্টি যায়।
তুমি বিনা কেবা রাখে করে সদুপায়॥
একি হল দেশে জ্বর, একি হল দেশে জ্বর।
জ্বর জ্বর রব সদা শুনি নিরন্তর॥
জ্বরে কেহ নাহি বাকি জ্বরে কেহ নাহি বাকি।
অচেতন পড়ে আছে কেবা মেলে আঁখি॥
জ্বরে দুঃখী লোক যত জ্বরে দুঃখী লোক যত।
মস্তকেতে হাত দিয়া কাঁদে অবিরত॥
কোথা পাবে টাকা কড়ি কোথা পাবে টাকা কড়ি।
একালেতে নাহি খাটে কবিরাজ বড়ি॥
চাহি ঔষধের দাম চাহি ঔষধের দাম।
কোথা পাবে মিকচর তুমি যারে বাম॥

কত অকালেতে মলো কত অকালেতে মলো।
দীনের দুর্গতি শুনে চক্ষে আসে জল ॥
আছে যত ধনি জন আছে যত ধনি জন।
জ্বরে জ্বরে অস্থি চর্ম্ম কালীর বরণ ॥
আছে যুবাগণ যত আছে যুবাগণ যত।
মদ মাংস প্যাঁজ রুটি নহে মলো মত ॥
জ্বরে রুচি নাহি কিছু জ্বরে রুচি নাহি কিছু।
বলে ইচ্ছা হয় খেতে আম জাম নিচু ॥
যত বালক রতন যত বালক রতন।
পিলা পুরাতন জ্বরে হতেছে পতন ॥
আহা তাদের জননী আহা তাদের জননী।
দিবানিশি করিতেছে হাহাকার ধ্বনি।
দেখে ফেটে যায় প্রাণ দেখে ফেটে যায় প্রাণ।
ওহে নাথ দয়া করে কর কৃপা দান ॥
কত যুবতী অঙ্গনা কত যুবতী অঙ্গনা।
পিলে জ্বরে পাইতেছে বিষম যন্ত্রণা ॥
আছে বৃদ্ধ যত লোক আছে বৃদ্ধ যত লোক।
জ্বরে অঙ্গ কাঁপিতেছে পাইতেছে শোক ॥
নাহি তাদেব মরণ নাহি তাদের মরণ।
রোগে শোকে রাত্রি দিন হতেছে দাহন ॥
ওহে অনাদি কারণ ওহে অনাদি কারণ।
অকাল মরণ নাথ কর নিবারণ ॥
হও তুমি পিতা মাতা হও তুমি পিতা মাতা।
স্বরাজ্য রাখহে নাথ বিশ্বের বিধাতা ॥
আছি ডাক্তরের কাছে আছি ডাক্তরের কাছে।
তবু হৃদয়েতে জ্বর গাঢ় পশিয়াছে ॥
কত খালি হল শিসে কত খালি হল শিসে।
দিবানিশি আছে লোক ঔষধেতে মিশে ॥
তবু নাহি যায় জ্বর তবু নাহি যায় জ্বর।
জীবের আরোগ্য কর দয়ার সাগর ॥

শ্রী লক্ষ্মীমণি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০২ সংখ্যা { মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭৮ } ৮ম ভাগ

নারীদিগের ধর্ম্মভাব।

ধর্ম্ম বিষয়ে নরের যেমন, নারীরও তেমনি অধিকার। বিশেষ এই নারীর হৃদয় কোমল, সুতরাং ধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে অধিক সহজ ও স্বাভাবিক। একজন বহুদর্শী ধর্ম্মোপদেষ্টা বলিয়াছেন ' বিশ্বাস, আশা ও দয়া ধর্ম্মের এই তিনটী প্রধান বা সার অঙ্গ। আমরা এই তিন বিষয়েই পুরুষ অপেক্ষা নারীদিগের শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাই। পুরুষেরা শত শত তর্ক ও যুক্তিদ্বারা যে সত্যে বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে পারেন না, নারীগণ তাহা অনায়াসে গ্রহণ করেন এবং যাহা একবার গ্রহণ করিলেন প্রাণান্তে তাহা পরিত্যাগ করেন না। নাস্তিকতা বা অবিশ্বাস তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। সংসারে দুঃখ কষ্ট ঘটিলে পুরুষদের ন্যায় স্ত্রীগণ যেমন ভাবিয়া ভাবিয়া নিরাশ হন না—ধর্ম্মসাধনে হাতে হাতে ফল না পাইলেও তাঁহারা ভাবী আশা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকেন, যেন তাহা হস্তগত রহিয়াছে। মানব সমাজে রমণীগণ স্নেহ দয়ার আধার, সুতরাং তাঁহাদিগের দয়ার বিরুদ্ধে কোন কথা কেহ কহিতে পারেন না। যে সকল ব্যক্তি পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকল দেশেই পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীদিগের অধিক দয়া দেখিয়া যার পর নাই মোহিত হইয়াছেন। অতএব নারীপ্রকৃতি স্বভাবতঃ যে ধর্ম্মসাধনের অনুকূল, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মপথে দুইটী ভয়ানক শত্রু আছে—সাংসারিকতা ও

কুসংস্কার। তাঁহারা একদিকে যেমন সত্য সহজে প্রত্যক্ষ করেন, অন্যদিকে সংসার বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের হৃদয়কে টানিতে থাকে। সংসারের সুখের আসক্তিতে তাঁহারা ঈশ্বরের চরণে আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিতে পারেন না, তাহার মধ্যে সংসারকে স্থান দেন। সংসারও প্রবল হইয়া ক্রমে তাঁহাদিগের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে। একমাত্র ঈশ্বরে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া যে প্রকৃত বৈরাগ্য সাধন করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগের মধ্যে বড় অধিক দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা সংসারকে ধর্ম্মময় না করিয়া ধর্ম্মকে সংসারময় করিয়া ফেলেন। পতি, পুত্র, ঘর, সংসার এইসকল চিন্তাতেই সর্ব্বক্ষণ সুখ অনুভব করেন এবং প্রার্থনাস্থলে 'আয়ু দেও, যশ দেও, ভাগ্য এই' এই সকল সাংসারিক কামনা করিতে ভাল বাসেন। যাঁহার ধ্যানে জ্ঞানে সংসার, তিনি ঘোর সংসারী হইয়া পড়িবেন আশ্চর্য কি? ঈশ্বর তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইতে পারেন না। এই কারণে নারীগণ সংসারের শত শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ ভোগ করেন।

কুসংস্কারও ধর্ম্মপথের সামান্য কণ্টক নয়। নারীগণের মনে যেমন বিশ্বাস ও আশা সহজে সঞ্চার হয়, তেমনি ভ্রম ও অজ্ঞানতা তাহার সহিত মিশিয়া ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে। এত বড় মেয়েলি শাস্ত্র ইহা হইতে রচিত হইয়াছে। ধর্ম্মসাধন করিবার জন্য কতকগুলি মত ও প্রণালী চাই। কিন্তু বাহিরের প্রণালী স্থান কাল ও পাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং তাহা কখন আবশ্যক, কখন অনাবশ্যক হইয়া থাকে। তাহাকে সার ভাবিয়া চিরকাল সমান ভাবে ধরিয়া থাকিলে সত্য ও ঈশ্বরকে ভুলিতে হয়। তণ্ডুলের শাঁস ফেলিয়া তুঁষ খাইয়া থাকিতে হয়। কত স্ত্রীলোক এইকারণে ধর্ম্মের কতকগুলি বাহ্য নিয়ম রক্ষা করেন, সে গুলি কি কারণ তত অনুভব করেন না। এই কুসংস্কারকে যত আদর করিয়া গ্রহণ করা হয়, অন্ধতা ততই বাড়ে, সত্যের আলোক চক্ষু হইতে অন্তর্হিত হয়।

স্ত্রীগণ যদি সংসার ও কুসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরকে একমাত্র হৃদয়ের প্রিয়ধন ভাবিতে পারেন এবং সকল ধর্ম্মকর্ম্মের সার গ্রহণ করিতে পারেন, অচিরাৎ তাঁহাদিগের প্রকৃতি স্বর্গীয় বেশ

ধারণ করে। ঈশ্বরের পূজা ও জগতের কল্যাণব্রতে তাঁহাদিগের জীবন উৎসর্গ হয়, মানব সমাজও পরম পবিত্রভাবে অনুরঞ্জিত হয়।

দম্পতির প্রতি উপদেশ।

গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্লুটার্ক বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের কর্ত্তব্য বিষয়ে কতকগুলি অতি সার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তদনুসারে চলিলে পরিবার মধ্যে অনেক পরিমাণে সুখশান্তি লাভ করা যাইতে পারে। আমরা তাহা হইতে কয়েকটী সুনীতি নিম্নে সঙ্কলন করিলাম। ইহা পাঠ করিলে যেমন গৃহধর্ম্ম শিক্ষা হয়, তেমনি অতি পুরাকালে গ্রীক জাতির মধ্যে যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল তাহাও জানা যায়।

১। প্রাচীন গ্রীকেরা প্রণয়াধিষ্ঠাত্রী বিনস (১) দেবীর প্রতিমার নিকট বাগ্‌দেব মারকুরীর (২) মূর্ত্তি স্থাপন করিতেন। ইহাদ্বারা তাঁহারা প্রকাশ করিতেন যে দম্পতির পরস্পরের কথোপকথনেতেই বিবাহের প্রধান সুখ লাভ হয়। তাহারা আরও ক্রপা, অনুবোধ ও বাগ্‌দেবীর মূর্ত্তি একত্র রাখিতেন অর্থাৎ দম্পতি পরস্পর কলহ বিবাদ করিবেন না, কিন্তু কোমল বচন দ্বারা পরস্পরের হৃদয় আকর্ষণ করিবেন।

২। সোলনের উপদেশ, কন্যা বিবাহবস্ত্র পরিধান করিবার পূর্ব্বে যেন কিছু সুগন্ধ দ্রব্য আহার করিয়া যায় অর্থাৎ মনুষ্য যেন নববিবাহিত পত্নীর শ্বাস প্রশ্বাস ও সম্ভাষণে বিবাহের প্রথম মধুরতা সম্ভোগ করিতে পারে। (৩)

৩। বিয়োসিয়াতে একটী প্রথা ছিল, কন্যা যখন বিবাহের অবগুণ্ঠন পরিধান করিত, তখন তাহার মাথার উপর 'আস্পারেগস্' নামে এক বন্য বৃক্ষের ডাল রাখা হইত। এই গাছের ডাল কণ্টকময়, কিন্তু ফল অতি সুমিষ্ট। ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে যে নবোঢ়া যদি ধীরভাবে বিবাহজনিত

(১) আমাদিগের যেমন প্রণয়ের দেবতা কামদেব ও তাহার পত্নী রতি, গ্রীকদের সেইরূপ কিউপিড ও তাহার মাতা বিনস।

(২) মারকুরী অতি সদ্বক্তা ছিলেন বলিয়া দেবগণের দূতের কার্য্য করিতেন।

(৩) দুঃখের বিষয় হিন্দুদিগের কন্যাগণ বিবাহকালে মুখে 'গো' দিয়া থাকেন, এবং পতি পত্নীতে অনেককাল পর্য্যন্ত সম্ভাষণই হয় না॥

প্রথম কষ্ট সকল বহন করিতে পারেন, পরিণামে অতি সুখকর হইবেন এবং তাহাতে নিজের ও স্বামীর উভয়েরই সুখোদয় হইবে। স্বামীর প্রথম বাগ্‌বিতণ্ডা ও ভৎর্সনাতে যে স্ত্রী ঘৃণা প্রদর্শন করেন, তিনি মৌমাছির হুলের আঘাত খাইলেন, কিন্তু মধু পাইলেন না। সেইরূপ যে স্বামী পত্নীর প্রথম তাচ্ছিল্য ও বিরক্তি সহ্য করিতে না পারেন, তিনি সুমধুর আঙুর ফল অন্যের তরে রাখিয়া কাঁচা ফল খাইয়া টকে মরেন।

৪। নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে যাহাতে কোন বিবাদ বিষম্বাদ না হয়, তজ্জন্য বিশেষরূপে সচেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। নূতন প্রস্তুত পাত্র সকলে অল্প আঘাত লাগিলেও ভাঙ্গিয়া যাইবার ও কদাকার হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু মাল মসলা সকল কিছুকাল একত্র হইয়া জমাট থাকিলে আগুণ ও অস্ত্রে সহসা তাহার কিছুই করিতে পারে না।

৫। খড় কুটাতে আগুণ যেমন শীঘ্র ধরে, তেমনি শীঘ্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যৌবন ও বাহ্যসৌন্দর্য্যে যে প্রণয় শিখা প্রজ্বলিত হয়, তাহাও অধিককাল স্থায়ী হয় না। পরিণাম দর্শিতা ও সুবিবেচনার সহিত যে প্রণয় সঞ্চারিত হয়, তাহাই চিরস্থায়ী হইয়া থাকে।

৬। চারে মাদক দ্রব্য মিশাইয়া ছিপ ফেলিলে ক্ষুধার্ত্ত মৎস্য শীঘ্র ধৃত করা যায়, কিন্তু তাহা বিস্বাদ হয় এবং আহার করিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা। যে সকল রমণী গুণজ্ঞান করিয়া স্বামীদিগকে আপনাদিগের সম্পূর্ণ বশে আনিতে চান, তাঁহারা সেবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, কিন্তু আপনাদিগকে চিরকালের জন্য পাগল, নির্ব্বোধ ও জড়ের ভার্য্যা করিয়া ফেলেন। (৪)

৭। যে নারী জ্ঞানী ও বিবেচক স্বামীর অনুগত ভার্য্যা না হইয়া অবিবেচক নির্ব্বোধের শাসনকর্ত্রী হইতে চান, তিনি পথভ্রমণ করিতে গিয়া চক্ষুকর্ণ বিশিষ্ট নেতাকে পরিত্যাগ করেন এবং অন্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া বিপথে পতিত হন।

(৪) এদেশেও এমন নির্ব্বোধ অনেক স্ত্রীলোকের কথা শুনা যায়, তাহারা ঔষধ খাওইয়া গুণজ্ঞান করিয়া স্বামীর সোহাগিনী হইতে গিয়া শেষে তাহার প্রাণনাশ বা বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া আপনারাই চিরদুঃখিনী হইয়াছেন।

৮। কতকগুলি চড়নদার নিজে দুর্ব্বল বলিয়া উচ্চ ঘোড়াকে হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া পিটের উপর চড়ে এবং তাহাকে তেজে চলিতে দেয় না। কতকগুলি স্বামী নিজে অনুপযুক্ত বলিয়া উন্নতপ্রকৃতি ও গুণবতী ভার্য্যার উপর অত্যাচার করে এবং পদে পদে তাহাকে দমন করিয়া আপনার মত হীন করিতে চাহে। ইহা কখনও উচিত নহে। স্বামী আপনি যাহাতে ভার্য্যার উপযুক্ত হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন্।

৯। চন্দ্র সূর্য্য হইতে যখন অত্যন্ত দূরে থাকে, তখনি পূর্ণ আকার ধারণ করিয়া উজ্জ্বল বেশে প্রকাশিত হয়, কিন্তু যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় ততই ম্লান হইয়া অবশেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। স্বামীর সহিত পতিব্রতা ভার্য্যা ঠিক্ ইহার বিপরীত ব্যবহার করেন। স্বামী নিকটে থাকিলে তিনি আপনার কান্তি ও সদ্‌গুণের শোভা ধারণ করেন, কিন্তু তাঁহার অসাক্ষাতে গৃহমধ্যে নিস্তব্ধ ও ম্লানভাবে কালযাপন করেন।

১০। একটী বীণাযন্ত্রের উপরের তারের সহিত নীচের তার সকল যখন একতান হয়, তখনি সুস্বর শ্রবণ করা যায়। যে পরিবারে স্বামী ও ভার্য্যা পরস্পরে একমত হইয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পাদন করেন, সে পরিবারে সুখশান্তি নিত্যকাল বিরাজ করে। অথচ স্বামী গৃহের কর্ত্তা বলিয়া অধিক প্রশংসা লাভ করেন।

হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী।

(২৫২ পৃষ্ঠার পর)

হিন্দুশাস্ত্রমতে যে অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার প্রত্যেকেই বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করা আবশ্যক।

বৈবাহিক ক্রিয়ার মধ্যে এই কয়েকটী প্রধান:—১ বাগ্‌দান, ২ বিবাহ দিবসের পূর্ব্বাহ্নে নান্দীশ্রাদ্ধ, ৩ রাত্রিতে কন্যাদান, ৪ বিবাহ দিন হইতে চতুর্থ দিবসের মধ্যে কুশণ্ডিকা। বিবাহের বৈধকার্য্য কয়েকটীর বিশেষ বিবরণ লিখিবার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিবাহের সাধারণ কয়েকটী বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক।

হিন্দুশাস্ত্রমতে কি পুত্র কি কন্যা ইহাদের বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স কত তাহার কিছুই ঠিক্ নাই। 'আমি তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব' কেহ কাহার সহিত এইরূপ বাক্যে বদ্ধ হইলেই বাগ্দান হইল এবং অনেকস্থলে তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণে হিন্দুদিগের কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে বালক বালিকার জন্মের পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া থাকে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কেন না তাহাদিগের পিতা মাতা পরস্পরকে বাগ্দান করিয়া থাকেন। (১) যাহাহউক বাল্যবিবাহ-রূপ জঘন্য প্রথা ইদানীন্তন কালে যেরূপ প্রচলিত হইয়াছে, হিন্দুদিগের প্রাচীন স্বাধীনতা ও সভ্যতার সময়ে সেরূপ ছিল না বিলক্ষণ বোধ হয়। তখন কন্যাদিগের স্বয়ংবরা হইবার প্রথা ছিল। যেরূপ বয়সে বিবেচনা শক্তি জন্মে, সেইরূপ বয়সে তাঁহারা আপনাপন পতি মনোনীত করিয়া লইতে পারিতেন। আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ সকলে অনেক স্বয়ংবর সভার বর্ণনা আছে। তাহাতে রাজকন্যাদিগের সহিত বিবাহার্থী হইয়া নানা দেশ হইতে রূপবান্, গুণবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণ সমাগত হইতেন, রাজকন্যাগণ সভামধ্যে মাল্যচন্দন হস্তে লইয়া পরিচারিকা সঙ্গে একে একে সকলের পরিচয় লইতেন এবং যিনি মনোনীত হইতেন তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতেন। রাজাদিগের মধ্যে যে প্রথা ছিল, সাধারণে কোন না কোনরূপে তাহার অনুকরণ করিত, সন্দেহ নাই।

কন্যাদান হিন্দুদিগের বিবাহের একটী প্রধান লক্ষণ। পূর্ব্বকালে যখন স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন কন্যা স্বাধীনভাবে আপনার যোগ্যবর মনোনীত করিয়া বিবাহ করিতে পারিতেন, ইহা উল্লেখ করা গিয়াছে। অনেকদিনাবধি সে প্রথা এককালে রহিত হইয়াছে। আজিকালি কন্যার শৈশবাবস্থায় বিবাহ দিবার যেপ্রকার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; তাহাতে সে সময়ে তাহাদিগের কিছুমাত্র বিবেচনাশক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, পতিকে মনোনীত করা দূরের কথা। কন্যা স্বয়ং বিবাহ করিতে অক্ষম, এজন্য তাহাকে

(১) দাক্ষিণাত্য বৈদিকদিগের পুত্র কন্যার জন্মমাত্রেই বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতে হয়। এমন কি মাতারা পরস্পরে গর্ভাবস্থায়ও বাগ্দান করিয়া থাকেন, তাহাকে পেটে পেটে সম্বন্ধ বলে।

পাত্রস্থ করিবার কতকগুলি অধিকারী নির্ণীত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

"পিতা পিতামহো ভ্রাতা সকুল্যো জননী তথা।

কন্যাপ্রদঃ পূর্ব্বনাশে প্রকৃতিস্থঃ পরঃ পরঃ॥"

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য অর্থাৎ দশম পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতি ইহারা যথাক্রমে কন্যাদানে অধিকারী অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে অগ্রে যাঁহার নাম তিনি প্রথমে পরে অন্যান্য ব্যক্তি অধিকারী।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতঃ পিতুঃ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা।

মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে,

তস্যা মপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ। নারদঃ।"

প্রকৃতিস্থ থাকিতে পিতা স্বয়ং কন্যাদান করিবেন, অথবা পিতার অনুমতিতে ভ্রাতা দান করিবেন। তৎপরে মাতামহ, মাতুল, সকুল্য ও বান্ধব; সকলের অভাবে মাতা কন্যাদানের অধিকারিণী। তিনি অপ্রকৃতিস্থ হইলে তাঁহার পিতৃপক্ষ দানে অধিকারী হইবে।

যথাকালে কন্যা সম্প্রদানার্থ হিন্দুদিগের শাস্ত্রে অতি কঠিন শাসন আছে এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে ঘোর পাতকে পতিত হয় এই তাঁহাদিগের বিশ্বাস।

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যঃ কালেচানুপযন্ পতিঃ

মাতৃশ্চারক্ষিতা পুত্রঃ দণ্ড্যোধর্ম্মেণ পাপভাক্। বৃহস্পতিঃ।

কালে যে পিতা কন্যাদান না করে, কালে যে পতি পত্নী সংসর্গ না করে, ও যে পুত্র মাতাকে পালন না করে, তাহারা পাপী ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে দণ্ডনীয়।

শাস্ত্রে কন্যার ঋতু না হইতে হইতে এবং তাহার স্তন উঠিবার পূর্ব্বে বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যা ঋতুমতী হইলে হিন্দুদিগের নিকট তাহা মহাপাতক বলিয়া গণ্য।

"যাবন্তু কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি, তুল্যৈঃ সকামামপিযাচ্যমানাং,

তাবন্তি ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতা পিতৃভ্যা মিতি ধর্ম্মবাদঃ॥"

বশিষ্ঠঃ॥

সকামা ও তুল্য বরের প্রার্থিতা কন্যা যতবার ঋতুমতী হয়, তাহার

পিতা মাতা তত সংখ্যক জীবহত্যার পাতকী হয়েন, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের বাক্য।

কত বয়সে কন্যা ঋতুমতী হয়, হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের এই বাক্য তাহার প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

"দশমে কন্যকা প্রোক্তা ততঃ ঊর্দ্ধং রজস্বলা।"

দশ বৎসর পর্য্যন্ত কুমারীকে কন্যা বলা যায়, তাহার অধিক হইলে রজস্বলা অর্থাৎ ঋতুমতী বিবেচনা করিতে হইবে।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং।
অদীয়মানা ভর্ত্তার মধিগচ্ছেদ্ যদি স্বয়ং
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥ মনু॥

মনু বলেন কন্যা ঋতুমতী হইলে তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে, তৎপরে আপনার যোগ্য পতি বরণ করিবে। কন্যাকে বিবাহ না দিলে সে যদি স্বয়ং বরণ করে তাহাতে তাহার বা তৎ পতির কিছুমাত্র পাপ হইবে না।

বাল্য বিবাহরূপ অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য শাস্ত্রের এত চেষ্টা কেন ঠিক্ বুঝিতে পারা যায় না। কন্যা দুশ্চরিত্রা হইয়া পাছে কুল কলঙ্কিত হয় এই ভয় একটী কারণ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের একটী প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে যে তাঁহারা বলিয়াছেন যতদিন যোগ্যপতি পাওয়া না যায়, ততদিন কন্যা অবিবাহিত থাকিলে দোষ নাই।

কাম মামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥ ॥ মনুঃ॥

ঋতুমতী হইলে বরং মরণ পর্য্যন্ত কন্যা গৃহে থাকিবে, তথাপি গুণহীনকে কন্যাদান করিবে না।

যাহাহউক সাধারণতঃ বিচার করিলে দেখা যায়; হিন্দুশাস্ত্রকারেরা বিবাহবিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতার পথ বড় রাখেন নাই এবং অধিক বয়স না হইয়া যত অল্পবয়সে তাহাদিগকে পাত্রস্থ করা যায় তাহার চেষ্টা পাইয়াছেন। নিতান্ত নিরুপায় না হইলে হিন্দুকন্যা বহুদিন কুমারী অবস্থায় থাকিতে পারেন না এবং চিরজীবন কুমারীব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিবার কথা প্রায় এদেশে শ্রুতিগোচর হয় না।

শব্দবিজ্ঞান।

প্রতিধ্বনির গৃহ ও গহ্বর।

মন্দির ও গিরজাতে শব্দ করিলে উলটা শব্দ অর্থাৎ প্রতিধ্বনি শুনা যায়, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। মনুষ্যেরা আশ্চর্য্য প্রতিধ্বনি শুনিবার জন্য মন্দির ও গিরজা স্থানে স্থানে আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইটালীর অন্তঃপাতী পিসানগরে একটী প্রসিদ্ধ গিরজা আছে, যুবানী পিসানো ইহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা। তিনি এরূপ সুন্দর কৌশলে ইহা গঠন করিয়াছেন, যে নীচে একটী ছোট শব্দ করিলে উচ্চৈঃস্বরে ও অনেকক্ষণ ধ্বনিয়া তাহার দুইটী প্রতিধ্বনি হইতে থাকে। দুইব্যক্তি পরস্পরে গিরজার উলটা দুই দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া অস্পষ্টস্বরে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে পারে, অথচ তাহাদিগের মাঝখানে যত লোক থাকিবে, কেহ তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিতে পাইবে না। ইহার কারণ এই, গিরজার গুম্বজ অর্থাৎ হাঁড়া ডিম্বাকৃতি, সেই ডিম্বাকৃতি হাঁড়ার দুই কোণে সকল শব্দ আসিয়া জমে, এইজন্য তাহার নীচে দাঁড়াইয়া প্রতিশব্দ শুনা যায়। পারিসের মানমন্দির* এবং লণ্ডনের সেণ্টপলের গিরজাতেও এইরূপ প্রতিধ্বনি হয়। শেষোক্ত গৃহটীর বেড় ২৮০ হাত এবং তাহার গুম্বজের বেড় প্রায় ২৮৭ হাত। গৃহের মধ্যে প্রাচীরের কাছ ঘেঁসিয়া বরাবর পাথরের আসন আছে। যে দ্বার দিয়া দর্শকেরা প্রবেশ করে, তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকে আসনের কিছু স্থান মাদুরে মোড়া। দর্শক আসনের উপর বসিলে প্রদর্শনকর্ত্তা প্রায় ২৮০ হাত দূরে প্রাচীরের কাছে অস্ফুটস্বরে কথা কয়, দর্শকের কানে তাহা অতি উচ্চ শব্দ বোধ হয় এবং দ্বার রুদ্ধ করিলে বজ্রধ্বনির মত বাজিতে থাকে। দর্শক গৃহের মাঝখানে দাড়াইলে সেরূপ শুনিতে পায় না এবং শব্দকারীর কাছে দাঁড়াইলে আরও কম শুনিতে পায়।

গ্রিসদেশে ট্রোপোনিয়স্ নামে একটী প্রসিদ্ধ গহ্বর আছে, ঐদেশের প্রাচীনকালের যাজকেরা তাহাহইতে লোকদিগকে দৈববাণী শুনাইত। গহ্বরটী আশ্চর্য্য কৌশলে নির্ম্মিত এবং তাহার নিকট ফুস ফুস শব্দ করিয়া

* যে উচ্চ বস্তু হইতে জ্যোতির্বিদেরা সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্র আদির বিষয় গণনা করেন।

যাজকেরা গম্ভীরধ্বনি বাহির করিত তাহার আর সন্দেহ নাই। কতস্থানে লোকে প্রতিধ্বনির তত্ত্ব জানে না বলিয়া কতপ্রকার মিথ্যা ভূতের ভয়, দৈববাণী ইত্যাদি অমূলক কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হইয়া থাকে।

অন্তৰ্ধ্বনি বা আকাশবাণী।

মানুষ হরবোলারা যেমন অভ্যাস দ্বারা নানা রকম জন্তুর স্বরের নকল করিতে পারে, তেমনি পেটের ভিতর হইতেও এক প্রকারে কথা কহিতে পারে; তাহাতে এমনি ভ্রম জন্মে যে বোধ হয় শব্দ তাহারা করিতেছে না, অন্য কোন বস্তু বা স্থান হইতে আসিতেছে। শব্দকারী যখন ঠোঁট, মুখ বা কোন অঙ্গভঙ্গী না করিয়া এই শব্দ করে, তখন ভ্রমটী আরও সম্পূর্ণ হয়। এইরূপ শিক্ষা করিতে গেলে শব্দবিজ্ঞানের কতকগুলি মূল নিয়ম জানিতে হয়, অর্থাৎ শব্দের দূরত্ব নিকটত্ব, উচ্চতা মৃদুতা ইত্যাদি জানা চাই এবং তৎসঙ্গে অঙ্গভঙ্গী দমন রাখা চাই; সুতরাং এ ক্ষমতাটী বহুদিনের অভ্যাস দ্বারা আয়ত্ত করিতে হয়। আর একটী বাহিরের উপায় জানা অতি আবশ্যক অর্থাৎ যে দিক্ হইতে শব্দের আগমন অনুমান করাইতে হয়, বাক্য, দৃষ্টি বা অঙ্গচালনা দ্বারা শ্রোতার মন সেই দিকে আকৃষ্ট রাখা আবশ্যক। এবিষয়টী অতি সহজে বুঝা যাইতে পারে। আমরা একসঙ্গে যদি দশজন থাকি, আর একজন মনোযোগের সহিত কোন দিকে মাথা হেলায়, আমরাও অজ্ঞাতসারে সেইদিকে মাথা হেলাইয়া থাকি। যাহারা পেটে কথা কয়, তাহারা এ কৌশলটী বিলক্ষণ বুঝে। তাহারা হয়ত শ্রোতাদিগকে ভুলাইবার জন্য বলে "ঐ শুন ঘরের ছাদ হইতে কে কি বলিতেছে" অথচ পেটের ভিতর হইতে কথা বলিতেছে লোকে তাহা বুঝিতে পারে না। আজি কালি ইটালী ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে অনেক অন্তর্ভাষী দেখা যায়। তাহাদের শিক্ষা দেখিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা চতুর্দ্দিকস্থ যে কোন পদার্থ হইতে হউক শব্দ শুনাইতে পারে, শব্দের প্রতিধ্বনি ঠিক্ বলিতে পারে এবং একতান বাদ্য কাছে

আসিতেছে বা দূরে যাইতেছে ঠিক্ নকল করিতে পারে। বস্তুতঃ তাঁহাদের কৌশলে অতি চতুর ও সতর্ক ব্যক্তিকেও ঠকিতে হয়।

পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে অন্তর্ধ্বনি (পেটে কথা বলিবার) বিদ্যার অনুশীলন হইতেছে। এদেশের পুরাণে কত স্থানে আকাশবাণীর বর্ণনা আছে। পূর্ব্বকালের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা আপনাদিগের কথায় লোকের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইবার জন্য যে এই-রূপ কৌশল অবলম্বন করিতেন তাহা অসম্ভব নয়। এখনকার ভূতের রোজারা এই বিদ্যার প্রসাদে অন্ন করিয়া খায়। তাহারা অন্ধকার ঘরের মেজেতে বসিয়া লোকদিগকে বলে "ঐ শুন চালের মটকা বা ছাদের কড়ী হইতে ভূত বলিতেছে" এই বলিয়া বিকটাকার অনেক শব্দ করে। অবোধ লোক সত্য সত্য উপর হইতে কথা আসিতেছে ভাবিয়া ভীত ও অবাক্ হইয়া যায়, ভূতড়েদের পেটেতেই যে এত বিদ্যা আছে বুঝিতে পারে না।

কৃত্রিম অঙ্গবিকৃতি।

শিরঃ পীড়ন।

মস্তক স্বভাবতঃ গোলাকৃতি। ভ্রূ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মাথার খুলি সম্মুখে ফুলিয়া আছে দেখাযায়। কোন কোন জাতির কপাল অন্যান্য জাতির অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন দেখাযায় বটে, কিন্তু মস্তকের সাধারণ গোল আকার সকল জাতিতেই লক্ষিত হয়। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায়, পূর্ব্বকালের কোন কোন জাতি বালকদিগের মাথা দীর্ঘাকার করিবার জন্য পেষণ করিত। হিপক্রেটিস্ নামে একজন গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত কৃষ্ণ সাগর তীরস্থ দীর্ঘশীর্ষ একজাতির উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন "ঐ জাতির চক্ষে লম্বাচাঁদের মুখ মহাত্মার লক্ষণ। এইজন্য তাহাদের মধ্যে প্রথা ছিল সন্তান জন্মিবা মাত্র তাহার কোমল মস্তকটী তাহারা হস্তদ্বারা চাপড়াইয়া লম্বা করিত; পরে কাঠ, দড়ী, চামড়া ইত্যাদি জড়াইয়া রাখিত; যতদিন গোল আকার মাথা লম্বা না হইত ততদিন খুলিত না। প্রথমে

কষ্ট করিয়া এইরূপ করিতে হইত, কিন্তু ক্রমে অভ্যাসদ্বারা বিকৃত মস্তক স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইল। তখন আর কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না সন্তান সকল দীর্ঘাকার মস্তক লইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে লাগিল।'

স্পেনীয় জাতি যখন দক্ষিণ আমেরিকাতে প্রথম বাস করেন, তখন পেরু (১) জাতির মধ্যে বলপূর্ব্বক মস্তক দীর্ঘাকার করিবার প্রথা প্রচলিত দেখিতে পান। এই প্রথা এরূপ জঘন্য ও নিষ্ঠুর ছিল যে স্পেনীয় ধর্ম্মযাজকেরা কঠিন আইন প্রচার ও দণ্ড বিধান দ্বারা ইহার নিবারণ করেন। স্পেনীয়েরা যে সকল দেশে প্রবেশ করেন নাই, সেখানে এই কুপ্রথা আরও অধিক দিন প্রবল ছিল। উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসী-দিগের মধ্যে বিশেষতঃ অরিগণ ও ভাঙ্কোবর দ্বীপবাসিদিগের মধ্যে ইহা অত্যন্ত প্রচলিত। তাহারা যেমন অসভ্য ও দুর্দ্দশাপন্ন, মস্তক বিকৃত করিবার জন্যও সেইরূপ অনুরাগী।

টাউন সেণ্ড নামে এক সাহেব ১৮৩৪ অব্দে আমেরিকার আদিম নিবাসী দিগের অবস্থা দর্শনার্থ গমন করেন। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে দশ বারোটী জাতি মস্তক চাপ্‌টা করিবার জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা গোল মাথা ঘৃণাজনক বোধ করে এবং যাহার চাপটা মাথা ও চিত-কপাল না হয় তাহাকে কোন উচ্চপদ লাভ করিতে দেয় না। মাথা চাপ্‌টা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। ওয়ালা মেট্ নামক জাতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহাকে এক খণ্ড তক্তার উপর শোয়াইয়া দেয়। ঐ তক্তার চারিধারে পাট ও চামড়ার দড়ী বাঁধা থাকে, তাহাদ্বারা বালকটীকে জড়াইয়া বাঁধা হয়। তক্তার উপর দিকে বালকটীর মাথা রাখিবার উপযুক্ত একটী খোদল করা থাকে, এবং চামড়া বাঁধা ছোট একখানি তক্তাও থাকে। খোদলে মাথার পশ্চাৎভাগ ঠিক হইয়া বসিলে কপালের উপর তক্তাখণ্ড চাপিয়া দেওয়া হয় এবং দড়ী ও চর্ম্ম সূত্রদ্বারা বড় তক্তার সহিত দৃঢ়রূপে বন্ধন করা হয়। যতদিন কপালের হাড় শক্ত হইয়া না

(১) ইহাদিগের দেশ হইতে অয়ম্ম কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

যায়, ততদিন অর্থাৎ চারি হইতে আট মাস পর্য্যন্ত শিশুদিগকে এই অবস্থায় থাকিতে হয়। গুরুতর পীড়া ভিন্ন এ নিয়মের অন্যথা হয় না। যে জাতিরা একটু বুদ্ধিমান্ তাহারা কপালের উপর তক্তার পরিবর্ত্তে মাদুর খণ্ড দড়ী দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেয়। কাযস্ নামে একজাতি দেখিতে সুগঠন এবং সমধিক মেধাবী, তাহাদিগের মধ্যে কেবল এই ভয়ঙ্কর প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না।

টাউন সেণ্ড স্বচক্ষে একটী বিকৃত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন। "আজি দেখিলাম, একটী ছেলের মাথা সবে তক্তা হইতে বাহির করা হইয়াছে। আমি এমন ভয়ঙ্কর ও কদাকার চেহারা কখন দেখি নাই। মাথার সম্মুখ ভাগটী সম্পূর্ণ চাপ্টাইয়া গিয়াছে। মজ্জার উপর চাপ দেওয়াতে তাহা মাথার পশ্চাৎ দিকে ঠেলিয়া উঁচু হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র চক্ষু দুটী আধ বুরুল উচু হইয়া বাহির হইয়াছে। তাহার আকার প্রকার দেখিয়া আমার গায় জ্বর আসিল, কিন্তু আবার তাহার মধ্যে এমনি অঙ্গভঙ্গী দেখিতে লাগিলাম, যে কোনমতে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না। তাহার মাতা তাহাকে আদর করিতে করিতে হাসাইবার চেষ্টা করিল, তাহাতে তাহার মুখভঙ্গী এমন কৌতুকজনক হইল যে আমরা যে কয়জন দেখিতেছিলাম, এককালে বিকট হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বালকটী সেই শব্দে ভয় পাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার মুখশ্রী দেখিতে বরং কিছু ভাল হইল।"

কুসংস্কারের কি প্রভাব! মস্তকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কুৎসিত বোধ হইল, আর তাহাকে নানা প্রকারে বিকৃত ও কদাকার করিয়া তুলিয়া শোভা বাহির করিতে হইল। চাপড়াইয়া গাল লম্বা করিলে, চাপিয়া বাঁধিয়া মাথা চাপ্টা করিলে মজ্জাও যে খারাব হইয়া বুদ্ধিভ্রংশ হয় এবং পীড়া জন্মে ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু এসকল বিষয় অসভ্য জাতিদিগের গ্রাহ্য হয় না। আমাদিগের কয়েকটী আত্মীয় পঞ্জাব অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তথায় এইরূপ মাথা নষ্ট করিবার একপ্রকার ভয়ঙ্কর প্রথা দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা বলেন কতকগুলি ব্যক্তির মাথা বাল্যকালে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকড়াইয়া দেওয়া হয়। এই সকল ব্যক্তি চিরকালের মত জড় হইয়া থাকে,

কিছু বুঝিতে সুঝিতে পারে না। ইহারা কেবল পশুর মত খাটিয়া বেড়ায় এবং সামান্যরূপে জীবন ধারণ করে। হায়! মনুষ্য ইচ্ছা পূর্ব্বক এমন করিয়াও স্বজাতির দুঃখ বাড়াইয়া থাকে, ইহা ভাবিতে গেলে হৃদয় অত্যন্ত কাতর হয়।

পতি সম্মুখবর্ত্তিনী অনুতাপিতা পত্নীর বিলাপ।

(২৪৬ পৃষ্ঠার পর।)

কেমনে সহিব আমি এ বিষম জ্বালা!
কে পরায়ে দিল গলে বিষময়ী-মালা?
হৃদি সর হতে ছিঁড়ি সুখ সরোজিনী।
কে আজি করিল মোরে এ হেন দুখিনী॥
ডাকি ধনে, ডাকি যশে, ডাকিবন্ধুগণে।
কেহ না আইসে মম সান্ত্বনা কারণে॥
দুর্দ্দিন দেখিয়া দূরে পলাল সবাই।
হৃদি শুরু শুরু করে বল কোথা যাই?
জানিতাম আগে যদি এরা প্রবঞ্চক।
প্রতারণা বিষপোরা, অবলা নাশক॥
তা হলে কি তবাদেশ করিয়া হেলন।
দাসী ভাবে সেবিতাম তাদের চরণ।
ওরে প্রেয় কুহকিনি, কলুষ গেহিনি!
সখী ভাবে এসে, শেষে বধিলি পাপিনি!
হা সখি! সর্ব্ব-মঙ্গলা শ্রেয়ঃ, গুণবতি।
তব অপমানে পাই এ হেন দুর্গতি॥
করিতে দাসীরে সখী সৌভাগ্য শালিনী।
কত রূপে বুঝাইতে দিবস যামিনী॥

প্রেয় পিশাচীর পড়ে মায়া বাওয়ায়।
তোমারে ছাড়িয়া শেষে মরি প্রাণ যায়!
নাথ হে নিশ্চিন্ত কেন রহিলে বল না?
আর যে বাঁচে না তব অভাগী ললনা!
মানিতাম যদি তব হিত উপদেশ।
তা হলে কি পোড়া প্রাণ পেত এত ক্লেশ॥
উহু উহু জ্বলে মরি পাপাগুন তেজে।
কে আছে এমন বন্ধু, এতেজ নিস্তেজে॥
মন রে, মনের মত তবু কি হবে না।
আর কি যাতনা পেতে আছে রে বাসনা?
সংসারের মুখ পানে আর কেন চাও।
শান্তিধাম কোথা তা কি দেখিতে না পাও?
কোথা হে করুণানিধি, শান্তির আধার!
অভাগীর দশা প্রভু দেখ একবার।
যে ভূষণে বিভূষিত করিয়া আমারে।
পাঠাইয়া ছিলে নাথ ভবের মাঝারে॥
অবলা দুর্ব্বলা পেয়ে, দুষ্ট ছয় জন।
ভুলায়ে লয়েছে মম সে সব রতন।
পথ হারা হয়ে নাথ, প্রান্তরে পড়িয়ে।
খর তাপে হিয়া মোর যাইছে জ্বলিয়ে॥
ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় প্রাণ করে হাহাকার।
সত্যান্ন, শান্তির জল, দেও কৃপাধার॥
সকলি ত ছেড়ে পিতা গেল অনাথারে।
তুমি কি পারিবে নাথ, ছাড়িতে আমারে?
অনন্ত দয়ার উৎস তুমি প্রেমময়!
শীতল করিবে এই জ্বলন্ত হৃদয়॥
স্নেহময়ী মাতা, তব স্নেহে পরাজিত
হইবে হইবে এই কলুষিত চিত।--

এই আশা বলবতী হোক্ মোর হৃদে।
আর হবে না প্রাণ সহস্র বিপদে॥
ভগ্নীগণ! কর যোড়ে করি নিবেদন।
হওনা হওনা কেহ আমার মতন॥
সতর্ক হও গো সবে আমারে দেখিয়ে।
কাঁদিতে হবে না শেষে পথ হারাইয়ে!

পূরাণ কথা।

গৌতমী লুব্ধক সংবাদ।

মহাভারত গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের যে সকল আচার ব্যবহার, রীতি নীতি প্রচলিত ছিল অবগত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে অনেক গুলি অতি চমৎকার চমৎকার আখ্যায়িকা আছে. তাহা নীতি ও ধর্ম্ম উপদেশে পরিপূর্ণ। সে কালের পণ্ডিতগণ সাধারণের মনে নীতি শিক্ষা দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার জন্য এইরূপ আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেন। গৌতমী নাম্নী একটী শান্ত শীলা ধর্ম্মপরায়ণা রমণীর সহিত একটী ব্যাধের কথোপকথন বলিয়া যে গল্প আছে তাহা আমরা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

গৌতমীর পুত্রকে একটী সর্পে দংশন করিয়া মারিয়া ফেলে। সেই সময়ে এক ব্যাধ তথায় উপস্থিত। ব্যাধ গৌতমীকে পুত্রশোকে আকুল দেখিয়া বলিল 'মা অনুমতি কর, তোমার পুত্রের প্রাণহন্তা এই দুষ্ট সর্পের প্রাণ সংহার করি। গৌতমী ব্যাধকে ক্ষান্ত হইতে বলিয়া উপদেশ দিলেন:—

'ন পাপং প্রতি পাপঃস্যাৎ সাধুরেব সদা ভবেৎ।
আত্মনৈবঃ হতঃ পাপো যঃ পাপং কর্ত্তু মিচ্ছতি।
দগ্ধং হি সোঽনুহতি হতমেবানুহন্তি চ।
মৃতং মারয়তে চান্যো যঃ পাপে পাপমাচরেৎ॥

কেহ অপকার করিলে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রত্যপকার করিবেক না, মনুষ্য নিজে সর্ব্বদা সাধু থাকিবেক। যে অন্যের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সে পাপাত্মা স্বয়ং মরে। যে ব্যক্তি অনিষ্টকারীর অনিষ্ট করে সে দগ্ধকে আবার দাহন করে, হত ব্যক্তিকে হনন করে এবং মৃতব্যক্তিকে পুনরায় মারে। অর্থাৎ শত্রুরও অনিষ্ট ইচ্ছা করিলে পাপ হয়, তাহারও উপকার করিতে হইবে।

ব্যাধ এই কথা শুনিয়া উত্তর করিল।

"ন পাপানাং বধে পাপং বিদ্যতে কিল শোভনে।
তস্মাদেনং বধিষ্যামি নৃশংসং শিশুঘাতিনং॥,,

ভদ্রে! পাপকারীর বধে কোন পাপ নাই, অতএব এই শিশুঘাতক নিষ্ঠুর সর্পের আমি প্রাণবধ করিব। এবিষয়ে আমাকে নিবারণ করিবেন না।

গৌতমী ব্যাধকে সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইলেনঃ-

"সুলভাঃ পুরুষা লোকে সাধবঃ সাধুকারিষু।
অসাধুষু পুনঃ সাধু দুর্লভঃ পুরুষোত্তমঃ॥
তে সাধবঃ সুজন্মান স্তৈর্বিশ্বং ভূষিতা চ ভূঃ।
অপকারিষু ভূতেষু যে ভবন্ত্যপকারিণঃ॥
দুঃখিতেভ্যোঽপি ভূতেভ্যো মৃত্যুরোগজরাদিভিঃ।
ভূয়ঃ কোঽদুঃখ মপর মন্যেভ্যো দাতুমর্হতি॥
দুঃখং দদাতি যোঽন্যস্য ধ্রুবং দুঃখং স বিন্দতি।
তস্মান্ন কস্যচিৎ দুঃখং দাতব্যং দুঃখ ভীরুণা॥"

উপকারীর প্রতি উপকার করেন, জগতে এমন লোক অনেক দেখা যায়, কিন্তু অনিষ্টকারীর ইষ্ট করেন এরূপ সাধুলোক নিতান্ত দুর্লভ। যাঁহারা অপকারীর উপকার করেন, সেই সাধুব্যক্তিদিগের জন্ম সার্থক, তাঁহারা পৃথিবীর ভূষণ স্বরূপ। মৃত্যু রোগ জরাতে যে জীবগণ ক্লেশ পাইতেছে, দয়ালুহৃদয় হইয়া কোন্ ব্যক্তি আবার তাহাদিগকে দুঃখ দিতে চাহেন? যে ব্যক্তি অন্যকে দুঃখ দেয়, সে নিশ্চয়ই দুঃখ ভোগ করে। অতএব যিনি দুঃখের ভয় করেন, অপর কাহাকে দুঃখ দেওয়া তাঁহার উচিত নয়।

পুত্রশোককাতরা গৌতমীর এইরূপ ধৈর্য্য দেখিয়া এবং তাঁহার মুখ

হইতে এইরূপ সাধু উপদেশ শুনিয়া কাহার হৃদয় না সাধুভাবে পূর্ণ হয়? অন্যায় কার্য্য দেখিয়া ব্যাধ রাগে উন্মত্ত হইয়া সর্পকে তখনি মারিতে উদ্যত হইয়াছিল, কিন্তু যাঁহার পুত্রনাশ হইল, তাঁহার এইরূপ সাধুতা দেখিয়া লজ্জিত হইল এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিল। বস্তুতঃ এরূপ দয়াধর্ম্মের উদাহরণ সর্ব্বরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বলেন তাঁহাদিগের ধর্ম্মে দয়ার যেরূপ উপদেশ এরূপ আর কুত্রাপি নাই। তাঁহাদিগের ধর্ম্মসংস্থাপক মহর্ষি ঈশা বলিয়া গিয়াছেন "শত্রুকে প্রেম কর, যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে তাহাদিগকে ভাল বাস, যাহারা তোমাকে শাপ দেয়, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, যাহারা তোমাকে কটুবাক্য বলে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর।" নৃশংস য়িহুদীরা ঈশাকে ক্রুশে অর্থাৎ প্রেকে বিদ্ধ করিয়া যখন মারিল, তখনও তিনি হত্যাকারীদিগের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন "পিতা! ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ ইহারা কি করিতেছে জানে না।" এই সকল উন্নত উপদেশের জন্য খৃষ্টধর্ম্মের এত গৌরব! আমরা খৃষ্টধর্ম্মের সুনীতি সকল আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিব। কিন্তু এদেশীয় শাস্ত্রে সেইরূপ উন্নত উপদেশের অভাব নাই দেখিয়া আমাদিগের মনে কত আনন্দ হয়! এদেশের শাস্ত্রের নীতিরত্ন সকল সংগ্রহ করিয়া তদনুসারী চরিত্র গঠন করিতে পারিলে আমাদিগের জীবন সাধুতার আদর্শ হইতে পারে।*

ব্রাহ্মিকা সমাজ।

প্রায় ৫০ বৎসর হইতে যায়, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতকাল ব্রাহ্মগণ আপনা আপনি অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা করিতেন, উপাসনালয়ে ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিত হইয়া আনন্দ লাভ করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের স্ত্রীগণকে যে সহধর্ম্মিণী করিতে হইবে, তাহাদিগের সহিত একত্র হইয়া যে পবিত্র পরিবার বন্ধন করিতে হইবে তাহার প্রতি তাঁহারা এককালে উদাসীন ছিলেন বলিলে অধিক হয় না। স্বার্থপরতা দ্বারাই

---

* [illegible] সালের সোমপ্রকাশের আর্য্যধর্ম্ম প্রস্তাব অবলম্বন করিয়া লিখিত।

স্বার্থহানি হয়। ব্রাহ্মগণ এতকাল আপনাদিগের স্বার্থপরতার ফল ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কত ব্রাহ্ম পৌত্তলিক ও কুসংস্কারাপন্ন ভার্য্যার প্রভাবে স্বয়ং পৌত্তলিক ও কুসংস্কারাপন্ন জীবন বহন করিতে বাধ্য হইলেন, কত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পথে শুষ্কতা ও সুখের অল্পতা দেখিয়া সংসারে আস্তে আস্তে আসিয়া মিশিয়া গেলেন, কত ব্রাহ্ম কষ্টে শ্রেষ্ঠে ক্ষীণভাবে ধর্ম্মজীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। বিবেচক ব্রাহ্মগণ আপনাদিগের এই দুর্ভাগ্যের জন্য অনেক ক্ষোভ ও অশ্রুপাত করিয়াছেন। কিন্তু এতদিনের পর তাঁহাদিগের দুঃখের দিন অবসান বোধ হইতেছে। তাঁহারা আপনাদিগের স্ত্রীগণকে সহধর্ম্মিণী করিতে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন এবং কতকগুলি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাই আজি আমরা ব্রাহ্মিকা সমাজ এই নাম শ্রবণ করিতেছি। এখন এই ব্রাহ্মিকাসমাজদ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ দিন দিন স্থায়ী হইবে, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতি লাভ করিবে এরূপ আশা হইতেছে।

ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি আমাদিগের এত আশা কেন? এদেশের স্ত্রীগণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্য। নারী প্রকৃতির যে কতদূর মহত্ত্ব আছে, তাহা তাঁহাদিগের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে না। বিদ্যার অভাব, চিরাগত কুসংস্কারের সেবা এবং জনসমাজে তাঁহাদিগের অতি নিকৃষ্ট ভাবে অবস্থিতি এই সকল কারণে তাঁহাদের কোনপ্রকার উন্নতিরও সম্ভাবনা দেখা যায় না। ব্রাহ্মগণ যেমন ভারতের সুপুত্র হইয়া তাঁহার সর্ব্বপ্রকার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, মাতৃভাষা, মাতৃধর্ম্ম, মাতৃরীতি পদ্ধতি সকল যেমন তাঁহাদিগের দ্বারা সংশোধিত হইয়া ভারতবাসী সাধারণের আদর্শস্থল হইতেছে, ব্রাহ্মিকাদিগের দ্বারা সেইরূপ এদেশের আদর্শ নারীসমাজ সংগঠিত হইবে এই আমাদিগের আশা। তাঁহারা একদিকে বিজাতীয় সভ্যতার বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া তাহার উন্নত ভাব সকল গ্রহণ করিবেন, অন্যদিকে স্বজাতীয় কুসংস্কার ও পাপাচার পরিহার করিয়া তাহার সদ্গুণ সকল সংরক্ষণ করিবেন। এখন ব্রাহ্মিকা সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহাদিগের অনেকেই আবার ব্রাহ্মের স্ত্রী বলিয়াই ব্রাহ্মিকা নামে আখ্যাত। কিন্তু আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি সুসময় আসিতেছে। প্রকৃত ঈশ্বরাগত ভারতকন্যাগণ

স্বদেশীয় বন্ধুরা আপনাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবেন এবং তাঁহাদিগের ক্ষমতায় দেশের যতদূর কল্যাণসাধন হইতে পারে তাহার ত্রুটি করিবেন না।

আমাদের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্ম সমাজকে আদরের চক্ষে দেখেন, তাঁহাদিগের অবগতির জন্য আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি এদেশীয় নারীগণ ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে স্থান লাভ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল সাধন করিতেছেন। কলিকাতায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের যে উপাসনা মন্দির সংস্থাপিত আছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের উপাসনার একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। তথায় ৪০। ৫০ টী ব্রাহ্মিকা সমাগত হন, বর্ষিয়সী হিন্দুরমণীগণও তাহাতে মধ্যে মধ্যে গিয়া যোগ দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে কলিকাতায় শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বামাহিতৈষিণী নামে একটী সভা আছে তাহাতে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয় সকল আলোচনা করেন। গত ১১ই মাঘ ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে যে মহোৎসব হয়, তাহাতে কয়েকদিবস ব্রাহ্মিকাগণ সামাজিক উপাসনার আনন্দ সম্ভোগ করেন। বিশেষ আহ্লাদের বিষয়, তাঁহারা একদিন সকল স্ত্রীলোকে মিলিয়া স্বতন্ত্র উৎসব করেন। ব্রাহ্মিকা সমাজের এই উৎসব সমস্ত দিবস স্থায়ী হইয়াছিল, তাহাতে স্ত্রীলোকগণ সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন পূর্ব্বক উপাসনা করেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ধর্ম্মবিষয়ক নানা প্রকার কথোপকথন করিয়াছিলেন। বৎসর বৎসর ব্রাহ্মিকাদিগের উন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী হইতেছি। ঈশ্বর করুন, ব্রাহ্মিকা সমাজ বদ্ধমূল হইয়া এদেশের নারীসমাজের উন্নতির সহায় হউক।

ব্রাহ্মিকাগণের প্রতি এখন আমাদের বক্তব্য, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প বলিয়া তাঁহারা যেন কিছুতেই নিরাশ না হন। ঈশ্বর তাঁহাদের সহায় এবং স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অনেক সদাশয় পুরুষ ও রমণী তাঁহাদের উৎসাহদাতা রহিয়াছেন। সদ্‌গুণদ্বারা তাঁহারা সমাজমধ্যে একটী গণনাস্থলে আসিলে দেশীয় বহুসংখ্যক মহিলাকে আপনাদিগের দলস্থ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রতি বিনয়বচনে নিবেদন, কদাচ ভিন্নজাতীয়দিগের অনুকরণ

স্থির হইবেন না। অন্য গাছের তোলা ফুল ত্বরায় শুষ্ক হইয়া ও পচিয়া যায়। গাছের নিজের ফুলে যথার্থ শোভা সৌন্দর্য্য এবং তাহাতেই উপাদেয় ফল উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মিকাগণ! তোমরা যতদিন স্বদেশীয় নারীকুলকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করিয়া ভারতমাতার হৃদয়ের গভীর দুঃখ দূর করিতে না পার, ততদিন বাহিরে বৃথা চাক্‌চিক্য দেখাইয়া বিদেশীয় লোকের নিকট প্রশংসা পাইতে যাইও না। বরং দুঃখিনীর বেশে মাতার সেবায় প্রাণদান কর। তাহাতে তোমাদের প্রাণধারণ সার্থক হইবে, দেশের চিরকালের কল্যাণ হইবে।

ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার বিস্তার।

(২৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ইংরেজেরা কিরূপে বঙ্গদেশ জয় করিলেন ইহা শুনিতে সকলেরই কৌতূহল হইয়া থাকে এইজন্য সংক্ষেপে ইহার বৃত্তান্ত লেখা যাই- তেছে।

১৭৫৬ অব্দের ৯ই এপ্রেল সিরাজদ্দৌলা তাঁহার মাতামহ আলিবর্দ্দীর উত্তরাধিকারী হইয়া বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যা এই তিন সুবার অর্থাৎ প্রদেশের নবাব হন। শাস্ত্রে বলে—

" যৌবনং ধন সম্পত্তিঃ প্রভুত্ব মবিবেকতা।
একৈক মপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং ॥,,

যৌবন, ধন, কর্ত্তৃত্ব আর অবিবেচনা ইহার এক একটী অনিষ্টের কারণ. চারিটী একত্র হইলে যে কি হয় বলা যায় না। সেরাজদ্দৌলার ভাগ্যে তাই ঘটিয়াছিল, সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার অত্যাচারে দেশ শুদ্ধ লোক ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার দৌরাত্ম্যে ধনীর ধন, মানির মান ও সতীর সতীত্ব রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী এবং অধীনস্থ জমীদার প্রভৃতি বড় বড় লোক তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরেজবণিকেরা তাঁহার অত্যাচারে জ্বালাতন হইয়া তাঁহার

বিরুদ্ধে রাজসম্পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন এবং ছলে বলে কৌশলে এত বড় রাজ্য হস্তগত করিলেন।

ইংরেজদিগের সহিত নবাবের বিবাদের প্রথম সূত্র এই, ঢাকার শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। তৎপ্রতি সেরাজদ্দৌলার লোভদৃষ্টি পড়াতে তিনি আপন পুত্র কৃষ্ণদাসের সঙ্গে সমুদায় অর্থ গোপনে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস জগন্নাথ যাত্রার ছলে কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজ বনিকদের অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের শরণাপন্ন হন। নবাব এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সমুদায় অর্থ সমেত কৃষ্ণদাসকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করা হয় এই বলিয়া ড্রেক সাহেবকে পত্র লিখিলেন। ইংরেজেরা তখন নবাবকে ভয় করিতেন, কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলেন না। এই সাধু কার্য্য করিয়া তাঁহারা আপাততঃ নবাবকে বিজাতীয় ক্রোধে প্রজ্বলিত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু পরিণামে ভারত সাম্রাজ্য লাভ যে ইহার ফল কিছুই জানিতেন না। এই সময়ে বাঙ্গালায় ফরাসীদের সঙ্গে ইংরাজদিগের বিবাদ চলিতেছিল, তাহাতে ইংরেজেরা কলিকাতার দুর্গ ভাল করিয়া মেরামত করিতেছিলেন। নবাব ইংরেজদের এইপ্রকার ব্যবহারে ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া কলিকাতা আক্রমণ করিতে আসিলেন। ইংরেজদের না ছিল যথেষ্ট সৈন্যসামন্ত, না ছিল ভালরূপ অস্ত্রশস্ত্র। তাহার উপর ড্রেক প্রভৃতি কর্ত্তা সাহেবেরা নবাবের আগমন শুনিয়াই ভয়ে জাহাজে পলাইলেন। এই সময়ে সাহসী হলওয়েল সাহেব ইংরেজদের সেনাপতি হইয়া দুইদিন যুদ্ধ করিলেন,অবশেষে পরাস্ত মানিয়া সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। দুর্গে সমুদায় ১৪৬ জন ইংরেজ ছিল, নবাব দুর্গ অধিকার করিয়া সেনাপতি মাণিকচাঁদের হস্তে তাহাদিগের রক্ষার ভারার্পণ করিয়া গেলেন। মাণিকচাঁদ রাত্রিকালে সুবিধামত অন্য স্থান না পাইয়া ১২ হাত দীর্ঘ ও ৮ হাত প্রশস্ত একটী কয়েদঘরে এতগুলি লোককে বদ্ধ করিলেন। একে দারুণ গ্রীষ্মকাল, তাহাতে গৃহের দুইদিকে দুইটী মাত্র গবাক্ষ, ইংরেজেরা সমস্ত রাত্রি তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ও ঠেসাঠেসি করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিলেন। প্রহরীরা তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হওয়া দূরে থাকুক আমোদ করিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সেরাজউদ্দৌলার আদেশে কারাগারের দ্বার

খোলা হইল, ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন মাত্র ইংরাজ মৃতকল্প হইয়া বাঁচিয়া আছে দেখা গেল। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অন্ধকূপহত্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। নবাব অতঃপর ইংরেজদের ধনাগার হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র পাইয়া বিরক্ত হইলেন। যাহাহউক বঙ্গদেশে ইংরেজদিগকে নির্ম্মূল করিয়া তিনি পরমসুখী হইলেন এবং কলিকাতার নাম আলীনগর রাখিয়া রাজধানীতে প্রস্থান করিলেন।

এই সময়ে মান্দ্রাজে ইংরেজদের ক্ষমতা বিস্তারিত হইতেছিল। তথায় অসাধারণ যুদ্ধ-বুদ্ধি-সম্পন্ন ক্লাইব নামে এক বীরপুরুষ সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি ১৭ বৎসর বয়সে সামান্য কেরাণী হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আসেন, কিন্তু অল্পদিন পরে যুদ্ধবিদ্যা ভাল লাগাতে তাহাতে প্রবৃত্ত হন এবং যে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন তাহাতেই জয় লাভ করিতে লাগিলেন। মান্দ্রাজে অন্ধকূপহত্যার সংবাদ গেলে তথাকার কর্ত্তা সাহেবেরা ৯০০ ইউরোপীয় ও ১৫০০ সিপাই সেনা সেনাপতি ক্লাইব ও জাহাজ অধ্যক্ষ ওয়াটসনের সঙ্গে দিয়া বঙ্গদেশে পাঠাইলেন। ইহাঁরা অল্পদিন মধ্যে নবাবের সৈনাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া কলিকাতা পুনরায় অধিকার করিলেন। নবাব সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে আসিলেন, কিন্তু শত্রুদিগের বিক্রমে ভীত হইয়া সন্ধি করিলেন। তাহাতে ইংরেজদের অনেক লাভ হইল। তাঁহারা মুরসিদাবাদের টেঁকশালে কোম্পানির টাকা ছাপিবার অধিকার পাইলেন, যে সকল স্থান ও স্বত্ব হারাইয়াছিলেন ফিরিয়া পাইলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতি পূরণের টাকা পাইবার আশ্বাস পাইলেন।

নবাবের কিন্তু আসন্নকাল উপস্থিত, সুতরাং বিপরীত বুদ্ধি ঘটিতে লাগিল। তিনি একবার ইংরেজদিগের প্রতি আদর করেন, আবার তাহাদের প্রতি রাগ করিয়া তাহাদের বিপক্ষ ফরাসীদিগকে আহ্বান করেন। একবার ক্লাইবের নিকট ক্ষমা চান, আবার তাঁহার পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। ক্লাইব বুঝিলেন, ইংরাজদের প্রতি তাঁহার মর্ম্মান্তিক রাগ ও দ্বেষ, তিনি থাকিতে তাহাদের ভদ্রস্থতা নাই। এই সময়ে সেরাজ-উদ্দৌলার অত্যাচারে দেশের বড় বড় লোক তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। নবাবের প্রধান সেনাপতি মিরজা

কর, দেওয়ান রায়দুর্লভ এবং অতুল ধনশালী জগৎ শেঠ, উমীচাঁদ প্রভৃতি ইহার মধ্যে ছিলেন। ইহাঁরা এই ষড়যন্ত্রে ইংরাজদিগের সাহায্য চাহিলেন এবং ইংরেজেরাও ব্যগ্র হইয়া ইহাঁদের সহিত যোগ দিলেন। স্থির হইল ইংরেজেরা নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইবেন, মিরজাফর অধীনস্থ সৈন্যগণকে লইয়া তাহাদের সহকরিতা করিবেন, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে মির্জাফর নবাব হইবেন এবং ইংরেজেরা নবাবের অত্যাচারে যে ক্ষতি সহ্য করিয়াছেন তাহার পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে।

১৭৫৭ অব্দের ২৩ এ জুন অর্থাৎ অন্ধকূপ হত্যার একবৎসর পরে বিখ্যাত পলাসীর যুদ্ধ সংঘটন হইল। ক্লাইবের সৈন্য তিন হাজার মাত্র, নবাবের প্রায় তাহার সতর গুণ। কিছুক্ষণ দুইদলে জয়পরাজয় হইয়া মধ্যাহ্ন-সময়ে নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর মদন হত হইলেন। নবাব তদ্দর্শনে ভীত হইয়া সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলেন, তাহার সৈন্যগণও ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে বিস্তারিত হইয়া পড়িল। ক্লাইব অনায়াসে জয় লাভ করিলেন। এই সামান্য যুদ্ধদ্বারা এদেশে ইংরেজদিগের আধিপত্য স্থাপিত হইল। মিরজাফর সাক্ষাৎ ভাবে ইংরেজদিগের সহকারিতা করিতে পারেন নাই, তাহার কারণ এই সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সহিত যুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে ষড়্‌যন্ত্রের সংবাদ পান। তিনি মিরজাফরের পায় পড়িয়া অনেক ক্রন্দন ও স্তব স্তুতি করেন এবং 'তিনি নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন না' এই কথাটী কোরাণ ছুঁইয়া শপথ করাইয়া লন। মিরজাফর ধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্য করিতে যাইতে পারেন নাই। যাহাহউক তিনি যদি নবাবের পক্ষে থাকিতেন, ইংরেজদের জয়ের আশা দুরাশা হইতে সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধে ইংরেজদের জয় লাভ সম্পূর্ণ ঈশ্বর প্রদত্ত বলিতে হয়। ক্লাইব এতবড় সাহসী বীর হইয়াও নিরাশ হইয়া যুদ্ধের ইচ্ছা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার তৎকালে যে অবস্থা ছিল তাহাতে একটী রাজত্বের বিরুদ্ধে কোনক্রমেই দণ্ডায়মান হইতে পারিতেন না। এদিকে দেশের প্রধান প্রধান লোক নবাবের বিরোধী ও ইংরাজদিগের পক্ষ ছিলেন। তাহার উপর নবাব আপনার সমুদায় সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। ইহাতে ইংরেজেরা অনায়াসে

বাহুবলে ... জয় করিয়াছেন যদি বলেন সে তাঁহাদের অনেকটা ভ্রম ও জোরের কথা। তাঁহারা সামান্য বণিক্ হইয়া আসিয়া স্বদেশ অপেক্ষা একটা ... রাজ্যের আধিপত্য অল্পায়াসে লাভ করিবেন ইহা তাঁহাদিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। যাহাহউক তাঁহারা ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশলে মুসলমান দিগের অত্যাচার হইতে বঙ্গদেশকে উদ্ধার করিয়াছেন ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। এ কার্য্যে এদেশীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে আহ্বান ও সাহায্যদান করেন তজ্জন্য এদেশের প্রতি জেতার ন্যায় অত্যাচার না করিয়া বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী।

শিশুদিগের উদরের পীড়া।

দিনের মধ্যে ৬।৭ বার তরল মল নির্গত হয়, শিশুও ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বালকের উদরের পীড়া হইলে দুঃখিনী মাতার কষ্টের সীমা পরিসীমা নাই। বালকের মল পরিষ্কার করিতে করিতে কোন কোন মাতা এত বিরক্তা হইয়া উঠেন যে ক্রোধে অধীরা হইয়া বালকের মৃত্যু পর্য্যন্ত কামনা করেন। কিন্তু বালক যে তাঁহারই অসাবধানতায় ও অবিবেচনায় কষ্ট পাইতেছে তাহা একবারও চিন্তা করেন না। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আহারের দোষে বালকের উদরের পীড়া হয়। বালকের অনিচ্ছায় বলপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ আহার দেওয়া, বাসি দুগ্ধ প্রদান করা, অধিক মিষ্ট দ্রব্য আদর পূর্ব্বক দেওয়া এই সকল কারণে বালকের উদরের পীড়া হয়। মাতার পীড়া থাকিলে সেই পীড়িতা মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া অনেক বালক পীড়িত হয়। পূর্ব্বে এই সকল কারণের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বালকও কষ্ট পায় না, মাতাও শোক দুঃখে কাতর হইয়া অধীরা হন না।

ঐ সকল গুরুপাক বস্তু আহার করিয়া বালকের উদরের অম্লরসের বৃদ্ধি হইয়া উদরের পীড়া হইয়া থাকে। কোন কোন বালকের উদরে কৃমিতে

বৃদ্ধি হইয়াও উক্ত পাড়ার প্রাচুর্ভাব হয়। এজন্য রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। মল ছেক্‌ড়া ছেক্‌ড়া,জমা জমা, দুধতোলার মত, সাদা বর্ণের হইলে অম্লরসের আধিক্যই বিবেচনা করিতে হইবে।

মল ত্যাগের সঙ্গে পেট কাঁমড়ানি, দাঁত কিড়ি মিড়ি, নাক চুলকানি, ঘুমের ঘোরে মধ্যে মধ্যে চম্‌কে উঠা, এসকল লক্ষণ থাকিলে কৃমীই স্থির করিতে হইবে।

চিকিৎসা।

অম্লাধিক্য বশতঃ হইলে, বয়স বিবেচনা করিয়া ক্যাস্টর্ অয়েল্ কিম্বা হরিতকীর জোলাপ দিবে। ইহাতে ভয় পাওয়া উচিত নহে। জোলাপে বিশেষ উপকার বোধ না হইলে চুনের জল খাদ্য বস্তুর সঙ্গে দিবে। বোনসুঁট সিদ্ধ করিয়া তাহার জল খাওয়াইবে। কম্পাউণ্ড্ চক্‌পাউডার্ উইথ্-ওপিয়ম্—৫ গ্রেন্ (২॥ রতি) ইহাতে এক পুরিয়া হইবে, এরূপ তিন পুরিয়া দিনে সেবন। অথবা টিং ওপিয়াই ৩ ফোঁটা সোডি বাইকার্ব্ব্ ১ গ্রেন্ (আধ্-রতি),বিস্‌মথ্ কার্ব্ব ॥ আধ্‌গ্রেন্, জল ২ ড্রাম ইহাতে একমাত্রা হইবে এরূপ তিন মাত্রা দিনে সেবন।

কৃমী জন্য হইলে, সেণ্টুনাইন ১ গ্রেন্ অথবা বন্ বন্ ১ টা খাওয়াইয়া জোলাপ দিবে। ইহাতে কৃমী নির্গত হইয়া আরাম না হইলে উপরোক্ত ঔষধ সেবন করাইবে। উপরে যে ঔষধের পরিমাণ লেখা হইল তাহা এক বৎসরের বালকের জন্য। বয়স বিবেচনা করিয়া পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করিবে। পথ্য—এরারুট্, সাবুদানা, গাধার দুগ্ধ বা গোরুর দুধে জল মিশ্রিত করিয়া। মাতার পীড়া থাকিলে প্রাণান্তেও মাতৃস্তন্য প্রদান করিবে না। মাতৃস্তন্য রহিত করাতে অনেক শিশু আরোগ্য লাভ করিয়াছে। দুধছাড়ার সময় বালক অত্যন্ত ক্রন্দন করে, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক প্রসূতি স্তন্যদুগ্ধ দিয়া বালকের প্রাণ নাশ করেন। স্তনে কুইনাইন মাখাইয়া রাখিলে, অথবা টিং আইওডিন্ মাখাইলে বিস্বাদ প্রযুক্ত বালক, স্তন মুখে দিতে চাহিবে না।

উদরের পীড়া অনেক দিনের হইলে ফ্লানেলের দ্বারা সর্ব্বদা বালকের উদর জড়াইয়া রাখিবে।

এই সকল উপায়ে রোগ উপশম নাহইলে উত্তম সুবিজ্ঞ কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করাইবে। উদরের পীড়া, আমাশয়. কাশি. পুরাতন জ্বর এসকল রোগে কবিরাজি দিগের চিকিৎসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক বিজ্ঞ সাহেব ডাক্তারও ইহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব কবিরাজ দিগকে অবজ্ঞা নাকরিয়া তাঁহাদের সাহায্য লওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

নূতন সংবাদ।

১। যাহাতে স্ত্রীগণের পরিচ্ছদ বিষয়ক অপব্যয় নিবারণ ও মিতাচার অভ্যাস হয় তজ্জন্য ইংলণ্ডে একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে।

২। নাটোরের মহারণী শিবেশ্বরী ভবানীপুরস্থ এক বিদ্যালয়ে দুইশত টাকা দান করিয়াছেন।

৩। সুলভ সমাচারে লিখিত হইয়াছে. বিলাতের খবরের কাগজে একটী বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে যে একটী নূতন যন্ত্র খাঁদা নাকে প্রতিদিন একঘণ্টা করিয়া রাখিলে তাহা শীঘ্রই সুডৌল এবং টিকল হয়। মূল্য আনা বার মাত্র।

৪। কুপথগামিনী বিবি দিগকে সৎপথে আনয়নার্থে কলিকাতাস্থ কতকগুলি ধার্ম্মিক ইংরাজ পুরুষ উদ্যোগী হইয়া একটী অনাথিনী আলয় স্থাপিত করিয়াছেন। কতকগুলি সাধুশীলা সদ্বংশীয়া মহিলা দুশ্চারিণী ভগ্নীদিগকে পাপ পথ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ঐ অনাথিনী আলয়ের মহৎ ও পবিত্র কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। যাহাতে সেই অপবিত্র অবলাগণ অসৎ স্থান ও অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া এই পবিত্র আলয়ে অবস্থিতি করত সৎ সহবাস, উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা দ্বারা সচ্চরিত্রা হন এবং ঈশ্বরের পবিত্র কন্যা হইয়া আপনার ও সংসারের মঙ্গল সাধন করেন ইহাই তাঁহাদিগের মহা ব্রত। হায়! কত সহস্র সহস্র বঙ্গ কুলাঙ্গনা কুসংসর্গ, পাপের প্রলোভন, দোষাকর দেশাচারের কঠিন শাসন ও দারিদ্র্য নিবন্ধন নরক সদৃশ পাপ পঙ্কে পতিত হইয়া হাহাকার করিতেছে! কবে এমন পুণ্যবতী সতী সকল ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সকল পাপীয়সীর নিমিত্ত

ইউরোপীয় ভগ্নীদিগের ন্যায় মহাব্রতে ব্রতী হইবেন ?

৫। অবলাবান্ধবে এই সংবাদটী দৃষ্ট হইল :—"আমরা কোন বিশ্বস্ত আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইলাম, অত্রত্য বিখ্যাত দত্তপরিবারের বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কন্যাদ্বয় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রায় তিন বৎসর হইল বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত পিতার সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন। অজ্ঞানান্ধ বঙ্গবালাদিগের পক্ষে কি এত দূর সৌভাগ্য হইবে যে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদার শিক্ষা লাভ করিয়া বঙ্গাঙ্গনাগণের মুখোজ্জ্বল করিবেন ?

৬। আমরা এক ভদ্র ব্যক্তির মুখে শুনিলাম জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তঃপাতী বশীর হাট সবডিবিজনের অন্তর্গত ঝোড়া ডাঙ্গী নামক গ্রামে এক জন বাগদির বাটীতে প্রায় এক মাস হইল একটী গাভী প্রসব হইয়াছে। বৎসটীর চারিটী মাথা; সম্মুখের দিকে দুইটী পশ্চাতে পায়ের দিকে দুইটী, ইহার মধ্যস্থলে একটী লেজ ঝুলিতেছে।

৭। ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহার সাহায্যদান করিবার জন্য আমাদিগের লেপ্টনণ্ট গবর্ণর কেম্বেল সাহেব বাবু কেশবচন্দ্র সেনকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ে সুচারুরূপে শিক্ষা-দিবার জন্য বিলাত হইতে একটী সুশিক্ষিতা বিবী আসিতেছেন।

৮। আমেরিকার এক সংবাদ পত্রে লিখিয়াছে, অনেক স্থানে পায়রা চিটী পত্র বহিয়া লইয়া যায় ইহা সকলে জানে, কিন্তু এখানে একটী পায়রা একঘণ্টার মধ্যে প্রায় ২০০ ক্রোশ দূরে সংবাদ লইয়া গিয়াছিল এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার কখন হয় নাই। পক্ষীটী তীরের মত ছুটিয়াছিল, বাতাসের ঘর্ষণে তাহার সমুদায় পালক উঠিয়া যায়। কিন্তু তাহার গলায় চিটী খানি যেমন বাঁধা তেমনি ছিল। পক্ষী তথাপি বেদম হইয়া পড়ে নাই !

৯। পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রে লাপলণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেরা শীতকালে যেমন অরোরা বোরিয়ালিস্ নামে এক প্রকার উত্তরীয় আলোক দেখিতে পায়, মধ্যে ভারত বর্ষের উত্তরাংশের লোকেরা [illegible] সেইরূপ আলোক দেখেন।

রাত্রি প্রায় ১১ টার সময় উত্তরের সমুদায় আকাশটী হঠাৎ অতি সুন্দর উজ্জ্বল রক্তবর্ণ আলোকে সুশোভিত হইয়া উঠিল। সূর্য্য পাটে বসিলে পশ্চিমের আকাশ যেরূপ উজ্জ্বল হয়, ইহা তদপেক্ষাও প্রভাময় হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ইহা পাণ্ডুবর্ণ ও ক্রমে ক্রমে বায়লেট অর্থাৎ পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল হইয়া উঠিল। আলোকের কিরণ সকল এক কেন্দ্র হইতে বিকীর্ণ হইয়া লড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। পরে দক্ষিণ ভাগ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং উত্তর অংশ আশ্চর্য্য লালবর্ণ ধারণ করিয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইল। এরূপ ঘটনা আর কখন হয় নাই। ইহার প্রকৃত কারণ না জানাতে মূর্খ লোকেরা নানা অমঙ্গলের আশঙ্কা করিতেছে।

১০। কাগমারীর জমীদার শ্রীমতী জাহ্নবী চৌধুরাণী মহোদয়া ভারত সংস্কার সভার দাতব্য বিভাগে ৫০্ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন।

১১। গত ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের চত্বারিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন [illegible] তির জন্য বিশেষ চেষ্টা নাই বলিয়া বাবু সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ আক্ষেপ ও অনুযোগ করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এবারকার নূতন ব্যাপারের মধ্যে কয়েকটী বিশেষ প্রয়োজনীয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন পটল ডাঙ্গার গোলদীঘির ধারে চারি পাঁচ সহস্র সমাগত ব্যক্তির সম্মুখে অতি উচ্চ ও গম্ভীরস্বরে সংক্ষেপে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে একটী মনোহর বক্তৃতা করেন, তাঁহার তৎকালীন মূর্ত্তি ও ভাব দেখিলা বোধ হইতেছিল তিনি যেন আকাশের সূর্য্য ও বায়ুর সহিত একত্র হইয়া স্পষ্টরূপে ঈশ্বরকে দেখাইয়া দিতেছেন। ব্রহ্মমন্দিরে ১১ই মাঘের রাত্রে 'কাঙ্গালের ধন কোথায় তুমি' এই গানটী অতি কোমল বামাস্বরে গীত হইয়া শ্রোতাদিগের হৃদয় সুধাভিষিক্ত করিয়াছিল। জগদীশ্বর নারী গণের কোমল কণ্ঠ যে স্বর্গীয় সুখের আকর করিয়াছেন ইহাতে তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইল। ১৪ই মাঘ শুক্রবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে ব্রাহ্মিকাদিগের বিশেষ উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎপূর্ব্ব দিন টাউন হলে কেশব

বাবুর একটী কর্ম্মবিষয়ক ইংরাজী বক্তৃতা হয়, তাহাতে কতক গুলি বালিকা পরিচ্ছদ প্রকাশ্যরূপে সভা- [illegible] করেন। ভগিনীদিগের [illegible] ইংরাজী বুঝিতে অসমর্থ [illegible] সময়ে এপ্রকার আক- [illegible] প্রচার হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড় দুঃখিত হই- য়াছি। বোধ হইল তাঁহারা অন্যের উত্তেজনায় বা সামান্য কৌতূহল চরিতার্থ করিবার বাসনায় বৃথা অনেক কায়ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা অধিক বিবে- চক হন এবং উদ্দেশ্যহীন ও অপ্র- স্তুত হইয়া অন্ধজড়ের ন্যায় কোন কার্য্য না করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত অভিলাষ। যাহা হউক, বামাগণ এস্থলে বাঙ্গলায় যে একটী সঙ্গীত করেন তাহা সুন্দর হইয়াছিল এবং এবারে ব্রাহ্মেরা স্ত্রীগণের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টান্বিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

১২। সম্প্রতি কলিকাতার নিকট বেলঘরিয়াতে ভারত আশ্রম নামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আমরা পশ্চাৎ লিখিব। অনেকগুলি ব্রাহ্মপরিবার এখানে একত্র হইয়াছেন। একটী অতি মনোহর উদ্যানে বাসস্থান মনোনীত হইয়াছে। আশ্রমবাসী পুরুষ ও স্ত্রীগণের সাধারণ দৈনিক কার্য্যপ্রণালী এইরূপ চলিতেছে— প্রাতে ৬॥ টার সময় ভ্রমণ, ৮টা স্নান, ৯টা উপাসনা, ১১টা ভোজন, ১হইতে ৪॥ কর্ম্মকার্য্য ও পাঠ, ৫টা সন্ধ্যাভ্রমণ, রাত্রি ৭টা উপাসনা, ৯টা ভোজন, ১১টা শয়ন। শ্রদ্ধাস্পদ বাবু কেশবচন্দ্র সেন আশ্রমের অধ্যক্ষ- তার ভারগ্রহণ করিয়া সপরিবারে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন।

বামাগণের রচনা।

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই।

বিদ্যার সদৃশ অমূল্য ধন এই পৃথি- বীতে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। দেখুন এক বিদ্যাতে ইংরাজেরা কত কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুকৌশল কল বাহির করিতেছেন, স্থলের মধ্য দিয়া বাষ্পীয় রথে গমনাগমন করিতেছেন, টেলিগ্রাফ্ প্রস্তুত করিয়া কত দেশ দেশান্তরের সংবাদ আনিয়া দিতেছেন, আর অন্য অন্য প্রদেশে নানা প্রকার ক্ষমতা বিস্তারিত করিয়া মনুষ্যের উপকার করিতেছেন। অতএব বিবে- চনা করিয়া দেখিলে বিদ্যার সমতুল্য সহকারী আর কেহই হইতে পারেন না। পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতি কেহই ইঁহার ন্যায় বন্ধু হইতে পারে- ন না, যেহেতু যতক্ষণ মনুষ্যের আপ- নার অর্থ উপার্জ্জনের ক্ষমতা থাকে ততক্ষণ পরিবারবর্গ তাঁহার অধীনে থাকে ও তাঁহাকে যথাসাধ্য মান্য

করে, কিন্তু যখন আপনি নিতান্ত অক্ষম হইয়া পড়েন তখন আর কেহই তাঁহার বাক্য গ্রাহ্য করে না এবং সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে থাকে। কিন্তু দেখুন দুঃসময় হইলে বিদ্যা কখনই পরিত্যাগ করেন না। বিদ্যা আমরণ কাল সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া নানা প্রকার সদুপদেশ প্রদান করিয়া মনুষের মঙ্গল সাধন করেন, যদ্যপি দৈবাৎ ভয়ানক মনুষ্যরহিত স্থানে কেহ উপস্থিত হন, তবে বিদ্যা দেহে থাকিলে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। বিদ্যাধন যত পরিমাণে দান করা যায় তত পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। বিদ্যা ধনকে কেহ অপহরণ করিতে পারেন না, যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে নির্ভয়ে লইয়া ভ্রমণ করা যায়। কিন্তু অন্য অন্য যত ধন আছে সকলই দানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও যথা তথা সঙ্গে লইয়া গমন করা যায় না, কেননা চোরের ভয়টি অগ্রেই করিতে হইবে। আহা! বিদ্যা যে এমন বস্তু ইহা আবার কেহ কেহ অনাদর করিয়া থাকেন। হতভাগ্য মূর্খেরা বিদ্যা ধনে বঞ্চিত হইয়া যাবজ্জীবন অতিবাহিত করে। আহা! অসভ্যকে সভ্য, নীচকে উচ্চপদস্থ এবং জঙ্গলময় অরণ্যকে উত্তম সহর বিদ্যা বিনা কেহই করিতে পারে না। অতএব হে মহাশয়গণ, এমন যে অমূল্যধন বিদ্যা, ইহাতে বঞ্চিত হইয়া আমি কত যে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি ও দিবা নিশি মনোমধ্যে অনিত্য চিন্তা-করত অনর্থক কাল হরণ করিতেছি তাহা এস্থলে লেখা বাহুল্যমাত্র। কি করি এ আক্ষেপ করা আমার বৃথা, তবে যদি বালিকাবস্থায় বিদ্যা শিক্ষা করিতাম তাহা হইলে এই দুঃসহ বিদ্যাবিরহ যন্ত্রণাতে দগ্ধ হইতাম না। এক্ষণে সেই জগৎ পিতা জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, যেন মূর্খা স্ত্রীলোকের ন্যায় কোন জঘন্য কার্য্যে প্রবৃত্ত না হই।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী
কুমারহট্ট থাষবাটী।

ঈশ্বর এক মাত্র গতি।

এস এস সবে মেলি, যত ভগ্নী গণে।
লইব শরণ গিয়া, অনাথ শরণে॥
দয়াময় দীন নাথ, দয়ার সাগর।
করিবেন আমাদের দুষ্কৃতি অন্তর॥
আমরা অবলা অতি, হই জ্ঞান হীনা।
কেবা আছে জ্ঞান বুদ্ধি দিতে তিনি বিনা॥
মুক্তি দাতা, বুদ্ধি দাতা, সকলি সেজন।
করিবেন দুঃখ নাশ, ডাক অনুক্ষণ॥

লোক নিন্দা, লজ্জা ভয়ে, কেমন করিয়া।
গরল খাইব বল, হস্তেতে তুলিয়া॥
সত্য সনাতন যিনি, অখিল তারণ।
তাঁহারে ছাড়িয়া কারে, করিব ভজন॥
মিথ্যা কাল্পনিক লয়ে, করিলে পুজন।
সময় যাইবে বয়ে, নিকট মরণ॥
মরণান্তে তথায়, কিবলে দাঁড়াইব।
কি বলে পিতার কাছে, উত্তর করিবো॥
তাই বলি সবে মেলি, এস ভগ্নীগণ।
করুণা ময়ের পদে, লইগে শরণ॥
কাতর হইয়ে গিয়া, পড়ি তাঁর পদে।
অবলার বল, তিনি, জানি পদে পদে॥
মাতা হতে স্নেহ বড়, আমাদের প্রতি।
সে স্নেহ তুলনা দেয়, কাহার শকতি॥
তুলনা মিলেনা, তাঁর জগতের মাঝে।
মৃত্তিকা পুতুলে, তাঁর তুলনা কি সাজে?
ভয়ঙ্কর কথা বড়, ভয় হয় অতি।
ঈশ্বরে করিলে ব্যঙ্গ কি হইবে গতি?
যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি সৃষ্টির কারণ।
তাঁহারে স্বহস্তে কেবা করিবে গঠন?
সূর্য্য হতে তীক্ষ্ণ, চন্দ্র হতে স্নিগ্ধকর।
সে জ্যোতি তুলনা করে, বল কোন নর?
ধরা হতে ধৈর্য্য তাঁর, অনন্ত মহিমা।
অসীম তাঁহার দয়া, কে করিবে সীমা॥
থাকেন হইয়ে ব্যাপ্ত সমস্ত ভুবন।
অদৃশ্য রূপেতে, সবে করেন রক্ষণ॥
সে জ্যোতি প্রকাশ হয়, হৃদয় আগারে।
ভক্তি ভাবে ডাকে সদা, যেজন তাঁহারে॥
কি বলে ডাকিব মোরা, না জানি ডাকিতে।
অবলারে হবে নাথ, করুণা করিতে॥
ধন্য ধন্য জগদীশ, করুণা নিধান।
প্রণতি করিহে পদে, কর ভক্তিদান॥

শ্রীমতী কমনীয়া কান্তা সেন।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৩ সংখ্যা { ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭৮ } ৮ম ভাগ

গবর্ণর জেনারল লর্ড মেয়োর শোচনীয় মৃত্যু।

গত আশ্বিন মাসে যে নিদারুণ হত্যাকাণ্ডটী এই কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থলে দিবা দ্বিপ্রহরের আলোক মধ্যে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগের পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। এই শোচনীয় ঘটনাটীর চারি মাস কাল গত না হইতে হইতে পুনর্ব্বার আর একটী সমধিক ভয়ঙ্কর ও আকস্মিক মৃত্যু ঘটনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছে। যিনি আমাদিগের মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ ভারতরাজ্যের সর্ব্বোচ্চ আসনে আসীন হইয়া বহু সংখ্যক প্রজাপুঞ্জের ধন সম্পত্তি, মান মর্য্যাদা, শরীর মন রক্ষা করত রাজ্যের কুশল ও কল্যাণ সাধন করিতেছিলেন; যিনি শাসনকর্ত্তৃগণের মস্তক স্বরূপ হইয়া সমস্ত গুরুতর ব্যাপারের মীমাংসা ও নিষ্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন; যিনি একাকী সর্ব্বোপরি উচ্চ দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক ভারতবাসী বিবিধ জাতি ও সম্প্রদায়ের অভাব অবস্থা প্রভৃতি জ্ঞাত হইয়া সমস্ত প্রজাবর্গের সন্তোষ সাধন ও উন্নতি বিধানের গুরুচিন্তাভার বহন করিতে ছিলেন; যিনি সেই সৎ সংকল্প ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্যকরূপে সাধনাভিপ্রায়ে দেশ দেশান্তরে নিরন্তর ভ্রমণ করত প্রজাবর্গের অবস্থা ও অভাব স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলেন; যাঁহার সর্ব্বোচ্চ পদ মর্য্যাদা রক্ষার্থে ভারতের সর্ব্বস্থান শকট, অশ্ব, হস্তী,

সৈনিক প্রভৃতি দ্বারা শোভিত হইয়া রহিয়াছে; যাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ মাত্র মহামান্য ভারতভূপতিদিগকে রাজভক্তি প্রকাশার্থে দিগদিগন্তর হইতে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদান করিতে হয়; যাঁহার দর্শনে সমস্ত ভারতবাসী অবনতশির হইয়া সম্মান প্রকাশ করেন; যাঁহার শরীর রক্ষার্থে ভীমদর্শন বীরপুরুষগণ অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক অহর্নিশি শরীর বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, এমন পরাক্রমশালী সর্ব্বজন-সম্মানিত ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা এক অতি সামান্য কারাদ্বীপবাসী ব্যক্তির হস্তে নিহত হইয়াছেন!!! ব্রহ্মদেশ পরিদর্শন করিয়া উড়িষ্যায় যাইবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল (প্রধান শাসন কর্ত্তা) গত মাঘ মাসে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ব্রহ্মদেশ হইতে উড়িষ্যায় যাইবার পথে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের মধ্যে এণ্ডামান নামক এক দ্বীপপুঞ্জ ও তন্মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার নামে একটী প্রশস্ত দ্বীপ আছে। যে সকল ব্যক্তি কোন অপরাধে দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে ঐ দ্বীপে প্রেরণ করা হয়। ঐ দ্বীপের কয়েদীদিগের অবস্থা ও রাজকার্য্য দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনারেল গত ২৭ শে মাঘ বেলা ৯॥০ টার সময় জাহাজ হইতে ঐ স্থানে অবতরণ করেন। দ্বীপস্থ দর্শনীয় বস্তু সকল দর্শন করিয়া অপরাহ্ণে তিনি তত্রস্থ হারিয়েট নামক পর্ব্বতে উঠিয়া সূর্য্যাস্তের শোভা দেখিবার উদ্যোগ করিলেন। কয়েকজন রাজকর্ম্মচারী ও আটজন প্রহরী তাঁহার সহিত পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া পর্ব্বত প্রদেশের উচ্চস্থান হইতে গভীর সাগর বক্ষে সূর্য্যাস্তের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া বিশ্রান্ত ও পুলকিত হই-লেন। অতঃপর পারিষদবর্গ ও প্রহরীগণের সহিত তিনি পর্ব্বত হইতে নামিতে আরম্ভ করিলেন। যখন পর্ব্বতের নিম্নদেশে আসিলেন, তখন সায়ংকালীন অন্ধকার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল। তজ্জন্য কয়েকটা মশাল জ্বালিয়া আনয়ন করা হইল। পারিষদবর্গ প্রহরীগণ এবং মশালধারী ব্যক্তিরা গবর্ণর জেনারালের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতে লাগি-লেন। কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক গবর্ণর জেনারেল জাহাজের নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠের সেতুর উপর উপস্থিত হইয়া একটু ক্লান্ত হইলেন এবং পারিষদ

বর্গ একটু পশ্চাতে পড়িলেন। প্রহরীগণ কয়েকপদ দূরে থাকিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল এবং দুইজন মসালধারী অগ্রে যাইতে লাগিল। এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি পশ্চাৎ দিক হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া একখান ছুরী দ্বারা গবর্ণর জেনারেলের বামস্কন্ধে আঘাত করিল এবং তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ স্কন্ধে আর এক আঘাত করিল। সহচরগণ এই আকস্মিক ঘটনা দেখিবামাত্র দৌড়িয়া আসিয়া শত্রুকে আক্রমণ করত ভূতলে ফেলিল। গবর্ণর জেনারেল আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ সম্মুখে দৌড়িয়া গিয়া জলে পড়িলেন। সহচরগণ অবিলম্বে তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া একখান খোলা গাড়ীতে বসাইলেন এবং যে জাহাজে তাঁহার পত্নী ছিলেন, অতি ত্বরিত হইয়া তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু পথে যাইতে যাইতেই দেখিলেন আর তাঁহার কোন চৈতন্য নাই। যে সময় তিনি আহত হইয়া জলে পড়িয়াছিলেন, তখন অস্পষ্টস্বরে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রায় কেহ বুঝিতে পারেন নাই। তৎপরে জল হইতে তাঁহাকে উঠাইলে আর কোন কথা বলেন নাই। বোধ হয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। স্বামীর জাহাজে আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাঁহার ভার্য্যার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, তিনি তজ্জন্য তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথের দিকে তাকাইয়া ছিলেন। এমন সময় লর্ড মেওকে লইয়া অমাত্যগণ ব্যস্তসমস্ত ভাবে জাহাজে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের দর্শন মাত্র লেডী মেও ব্যাকুলচিত্তে লর্ডমেও কৈ? বলিয়া দেখিতে আসিলেন এবং তাঁহার অবস্থা দেখিয়াই লর্ডমেও নাই এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন! জাহাজস্থ সমস্ত লোক বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল! তৎক্ষণাৎ অস্ত্রচিকিৎসকগণ আসিয়া প্রাণ রক্ষার্থে যথাসাধ্য উপায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহাদের প্রভু একেবারে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ, আর তাঁহার চৈতন্য নাই। গভীর শোকবেদনায় সমস্ত অমাত্য ও আত্মীয়বর্গ একেবারে অভিভূত হইলেন। আকস্মিক বজ্রপাতস্বরূপ এই পতিবিয়োগ যন্ত্রণা ললনার কোমলচিত্তকে শতধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। হায়! তাঁহার পরম সুহৃদ প্রিয়তম স্বামী তাঁহার জন্য কোন চিন্তা করিলেন না, একটী কথাও কহিলেন না। সেই অপরিচিত স্থানে তাঁহাকে অনাথিনী করিয়া ইহ

জীবনের মত তিনি এক বারে চলিয়া গেলেন। যথার্থই তিনি প্রাণপতি হারাইয়া সেই সাগরজলে অর্ণবপোতে একাকিনী ভাসিতে লাগিলেন। চিকিৎসক গণ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন দুরন্ত দস্যু এক আঘাতে তাঁহার হৃদয়স্থ শোণিত স্থান অবধি বিদ্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ সংহার করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তখন প্রাণ শূন্য দেহ মাত্র বলিয়া তাঁহারা সেই চিরমাননীয় রাজপ্রতিনিধিকে পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রাণকান্তের মৃত দেহ সেই বিদেশে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি পতির দেহ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে গমন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তজ্জন্য গত ৬ ই ফাল্গুন সেই মৃত দেহ কলিকাতায় আনয়ন করা হয় এবং তাহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রকাশার্থে অতি সমারোহ পূর্ব্বক শোক চিহ্ন ধারণ করত গঙ্গার ঘাট হইতে গবর্ণমেণ্টের গৃহে দেহ আনীত হয়। যাঁহারা সেই শোকাবহ ব্যাপার সে দিবস দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারাই জানেন যে কি বিষাদের অন্ধকার সে দিবস সমস্ত জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। মৃত মহাত্মার শিশুসন্তানের পিতৃহীন অসহায় ভাব, আত্মীয়গণের বিষণ্ণ বদন, শোক উদ্দীপক বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে শোকাবনত মস্তকে ভদ্র সৈনিক পুরুষদিগের মন্দ মন্দ পদ সঞ্চারণ, অপর সাধারণ ব্যক্তিদিগের ম্লান বদন এবং স্বামি শূন্য রাজপ্রাসাদের শোকাচ্ছন্ন দৃশ্য দর্শন করিয়া অনেকের অশ্রুপাত হইয়াছিল।

সুলভ সমাচার নামক সংবাদ পত্রে এই শোচনীয় মৃত্যু সম্বন্ধীয় সবিশেষ সমস্ত বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, যাঁহারা তাহা পাঠ করিয়াছেন বিশেষ বৃত্তান্ত সকল জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন। যাঁহারা তাহা পাঠ করেন নাই, এখন পাঠ করিলে আদ্যোপান্ত বিবরণ জানিতে পারিবেন। যে সময়ে এই শোকাবহ ভয়ঙ্কর সংবাদটী কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল, অনেকেই এই অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ফলতঃ আমরা প্রথমতঃ ইংরাজী সংবাদ পত্রে উহা পাঠ করিয়া মনে মনে সন্দেহ করিতে লাগিলাম, সহসা বিশ্বাস করিতে পারি নাই এবং সম্মুখবর্ত্তী বন্ধুদিগকে উহা একবার দুইবার তিনবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ মধ্যে মহানগরীর

জনসাধারণের মধ্যে সংবাদটী প্রচারিত হইল। সকলেই পরস্পরকে সভয়চিত্তে সংবাদটীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু প্রায় কেহ কাহার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরদিন সুলভ সমাচার প্রভৃতি কাগজে ইহা প্রকাশিত হইল। তখন তাহাদিগের বিশ্বাস হইতে লাগিল। সুলভ সমাচার গ্রহণ জন্য সমস্ত সহরের সাধারণ লোক ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং সুলভ সমাচার কার্য্যালয়ে এত লোকের জনতা হইল, যে গ্রাহক দিগকে দিয়া উঠা কষ্টকর হইল। হাজার হাজার সুলভ ছাপা হইতে লাগিল তথাপি সংকুলন হইল না। পরিশেষে লোক সকল সুলভ না পাইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। নগরের চতুর্দ্দিকে বিষম ভয় ও শোকের হাহাকার ধ্বনি উঠিল। রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ গৃহে ভ্রাতা ভগিনী, স্ত্রী জননী ও আত্মীয় স্বজন সহিত শোকার্ত্ত হইলেন এবং কত কোমলহৃদয়া অবলা নিজ পরিবারের শোকের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পারিবারিক উপাসনা স্থানে, প্রকাশ্য মন্দির সকলে পরলোকগত মহাত্মার আত্মার মঙ্গলের নিমিত্ত এবং তাঁহার শোকাকুলিত বিধবা পত্নীর হৃদয়ের সান্ত্বনার জন্য শোকসন্তাপ-হরণ দীনশরণের নিকট হৃদয়ের প্রার্থনা বিনির্গত হইতে লাগিল। যেন ভারত মাতা স্বামিশূন্যা হইয়া বিধবা ভগ্নীর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষস্থ সমস্ত সম্প্রদায়ের লোক একে একে আপন আপন হৃদয়স্থ শোকসূচক পত্র মাননীয়া লেডি মেওর সমীপে বিষণ্ণ ভাবে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর গত ১০ই ফাল্গুণ প্রকাশ্যরূপে গবর্ণমেণ্ট বাটীর বৃহৎ সোপান শ্রেণীর উপর অতি প্রত্যূষে গম্ভীর ভাবে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অমাত্যবর্গ, আত্মীয় স্বজন, স্বদেশী বিদেশী সকলেই সাশ্রু নয়নে তাঁহাকে বিদায় দান করত পূর্ব্বের ন্যায় মহাসমারোহে শোকচিহ্ন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিলেন। সেই প্রাতঃকালীন শান্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে যখন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার শোকজনক অনুষ্ঠান আরব্ধ হইল এবং সমস্বরে পুরোহিত গণের সহিত দর্শকগণ ক্রন্দন স্বরে শোকসঙ্গীত মৃদুস্বরে গান করিতে লাগিলেন তখন বোধ হইতে লাগিল যেন স্বভাবের সমস্ত বস্তু শোকার্ত্ত হইয়া নীরব হইয়া

পড়িল। ফলতঃ তখন পাষাণসম কঠোর হৃদয়ও বিগলিত হইয়া-গেল।

এই প্রকারে স্বামীর দেহ সর্ব্বসাধারণ শোক ও সম্মান পূর্ব্বক বিলাতে প্রেরিত হইলে পতিশোকাতুরা বিধবা রমণী কয়েক দিবস নির্জ্জনবাসে অবস্থিতি করত দীনবেশে ভারতবর্ষের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। তিন বৎসরকাল পূর্ব্বে যে দিবস স্বামীর সহিত রাজকীয় মর্য্যাদায় সুশোভিত হইয়া এই ভারতবর্ষে তিনি আগমন করেন, সে দিবস তাঁহার অন্তঃকরণ কিরূপ উৎসাহ ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, আর সেই নৃপতি-সদৃশ স্বামীকে হারাইয়া যে দিবস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন সে দিন তাঁহার হৃদয় কিরূপ শোকভরে ম্রিয়মান হইল! যে ভারতবর্ষকে তিনি সুখ সম্পদ ও আনন্দের ভূমি বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের চির শোক বিষাদের নিদান হইল। তিনি স্বামীর মৃতদেহ ইংলণ্ডে সমাহিত করিয়া যে সমাধিস্থান নির্ম্মাণ করিবেন, ভারত-বাসিকৃত নিষ্ঠুরতা ও কৃতঘ্নতার স্তম্ভস্বরূপ হইয়া তাহা চিরদিন বিরাজ করিবে। হায়! হতভাগ্য ভারতের কি দুর্দ্দশা! কোথায় আমরা আজ কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে অভিনন্দনপূর্ব্বক আমাদিগের প্রজাবৎসল কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজপ্রতিনিধিকে বিদায় দান করিব, না মহা অপরাধে কলঙ্কিত হইয়া লজ্জাবনতমুখে রোদন করিতে হইল। হায়! কেন এমন নরকুলকলঙ্ক-স্বরূপ দুর্ব্বৃত্ত পিশাচ সকল মনুষ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করে?

ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে ঐ নরহত্যাকারী পাপাত্মা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমাস্থিত পেসোয়ার প্রদেশ নিবাসী এক মুসলমান বংশজাত। বাল্যকাল হইতে ঐ নরাধম দুইটী নরহত্যা মহাপাতকে কলঙ্কিত হইয়াছিল। পরিশেষে এক জন আত্মীয় লোকের প্রাণ নাশ করিয়া পেসোয়ারের কমিসনার (শাসন কর্ত্তা) কর্ত্তৃক দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয় এবং তদবধি পোর্ট ব্লেয়ার নামক দ্বীপে বাস করিতেছিল। উহার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর; ইংরাজ দিগের ন্যায় দেখিতে গৌরবর্ণ সুশ্রী এবং অতিশয় সাহসিক ও বলবান। গবর্ণর জেনেরল ঐ দ্বীপে গমন করিবেন ইহা শুনিয়া অগ্র হইতে সে তাঁহার প্রাণ বিনাশের সঙ্কল্প

করিয়াছিল; পরে সায়ং কালে কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগ-গ্রহণপূর্ব্বক এই চিরস্মরণীয় পশুবৎ নির্দ্দয় কার্য্যের দ্বারা আপনাকে মহাপাতকী বলিয়া জগতে পরিচয় দান করিল এবং ভারতবাসী নিরীহ প্রজাদিগকে দুর্ব্বিবহ ও দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া গেল!!!

বামাগণের মানসিক উন্নতি।

করুণাময় জগদীশ্বরের কৃপায় এদেশে নারীশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে; পূর্ব্বের অজ্ঞানান্ধকারের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে স্ত্রীশিক্ষার ইদানীন্তন অবস্থা আমাদিগের মনে যথেষ্ট আশা সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এদেশের দুঃখের নিশি অবসান করিবার নিমিত্ত সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর আমাদিগকে উন্নত জ্ঞানশালী ইংরাজদিগের রাজত্বের অধীন করিয়া দিলেন; তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত, সাহায্য ও উৎসাহে যেরূপ পুরুষেরা জ্ঞানলাভ করিতে যত্নবান্ হইতেছেন, সেইরূপ ঈশ্বরের কন্যাগণও জ্ঞান ধর্ম্মে আপনাদিগকে উন্নত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল পল্লীগ্রামের লোকে পূর্ব্বে স্ত্রীশিক্ষার নাম শুনিলে খড়্গাহস্ত হইতেন, সে সকল স্থানেও এক্ষণে বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। চতুর্দ্দিকেই উন্নতি ও উৎসাহের লক্ষণ। কিন্তু এমন উৎসাহ ও উন্নতির মধ্যেও আমরা দুঃখবিপদের কারণ দেখিতে পাই। যদিও একদিকে অনেক গুণবতী ভগিনী জ্ঞানালোচনায় সাতিশয় অনুরক্ত, তথাপি অন্যদিকে শত শত নারী জ্ঞান লাভের জন্য কিছুমাত্র লালায়িত নহেন। হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যালয়ে কেহ বা পিতৃ-ভবনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়নাদি করিতে শিক্ষা করিয়া রামায়ণাদি পুস্তকই আপনাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করেন। তাঁহাদিগের যেমন একদিকে অবিবাহিতাবস্থার শেষ হয়, অন্যদিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতিরও শেষ হয়। কাহারও বা স্বামী উপযুক্ত উৎসাহ প্রদান করেন না, কোন কোন স্থলে উৎসাহ দেওয়া দূরে থাকুক বাধা প্রদান করেন; কাহারও পরিবারস্থ অন্য স্ত্রীলোকগণ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়েন; কেহ বা সময়ের

উপযুক্ত ব্যবহার না জানাতে সাংসারিক কার্য্যের স্রোতে বিদ্যানুশীলনকে ভাসাইয়া দেন; কেহ বা অসৎ সংসর্গে পড়িয়া আপনাদিগের অল্প-বিদ্যাকে অসৎ পুস্তকালোচনার উপায় স্বরূপ করেন। এই রূপে বর্ষে বর্ষে কত বুদ্ধিমতী নারী যে ঈশ্বরপ্রদত্ত বুদ্ধিশক্তির অপব্যবহার করিয়া আপনাদের ও বঙ্গদেশের উন্নতির পথ রোধ করিতেছেন তাহা বলা যায় না। এই জন্যই আমাদের বিষাদ, এই জন্যই আমাদের দুঃখ।

স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা কি কি উপকার হইতে পারে, ইহা না থাকিলে কত অপকার হয় এইরূপ বিষয় অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে কিরূপে বামাগণ জ্ঞান ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারেন, তাহা বিশেষরূপে বিবেচনা করা আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগের লেখাপড়া করা উচিত বলিয়া লিখিতে শিখিলাম ও কতকগুলি পুস্তক পাঠও করিলাম, দুই চারিটী কবিতা প্রস্তুত করিতেও শিখিলাম, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম লাভ করিয়া মনের উন্নতি সাধন করা তাহা যদি না হইল তবে সে পুস্তক পাঠের ফল কি? কবিতা প্রস্তুত করিয়াই বা উপকার কি? লেখা পড়া কি হাস্যরসোৎপাদক কতকগুলি পুস্তক পড়িয়া বৃথা আমোদ করিবার জন্য, না বন্ধুবান্ধব দিগকে পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগের নিকট কেবল প্রশংসিত হইবার জন্য? এ উভয়ের কোনটীই বিদ্যানুশীলনের যথার্থ উদ্দেশ্য হইতে পারে না। উন্নতিশীল মানব প্রকৃতি নিতান্ত বিকৃত না হইলে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। এই জগতের চতুর্দ্দিকেই উন্নতির ব্যাপার। বিশেষতঃ জগদীশ্বর মনুষ্যের মন ও আত্মাতে এরূপ আশ্চর্য্য ভাব সকল প্রদান করিয়াছেন, যে তাহারা উন্নত না হইলে যথার্থ সুখের অধিকারী হওয়া যায় না। জ্ঞানের উন্নতিতেই মনের প্রকৃত সুখ, ধর্ম্মের উন্নতিতেই আত্মার প্রকৃত শান্তি। যদি আমরা এই উভয়ের উন্নতিসাধন করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারি না। বহুবিধ পুস্তক পাঠে অনেক সদুপদেশ পাইলাম, কিন্তু সেই উপদেশের অনুরূপ কিছুই কার্য্য করিলাম না, তবে সে পুস্তক পাঠ করা না করা, সে সদুপদেশ পাওয়া না পাওয়া উভয়ের কোন প্রভেদ রহিল না। যদি পুস্তকলব্ধ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলাম, শত সহস্র আশ্চর্য্য বিষয় পাঠ করিয়াও

যদি মনের অন্ধকার দূর না হইল, মনের সঙ্কীর্ণতা পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল, তবে সুশিক্ষিতা ও অশিক্ষিতার কি প্রভেদ রহিল? তবে মূর্খতা ও জ্ঞান যে তুল্যমূল্য হইল। যিনি শত শত পুস্তক পাঠ করিয়াও উপার্জ্জিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলেন, তাঁহা অপেক্ষা যিনি একখানিমাত্র পুস্তকের উপদেশ জীবনের কার্য্যে নিয়োজিত রাখিয়াছেন, তিনি অধিক জ্ঞানবতী ও অধিক আদরণীয়া। যখন যে উপদেশ পাঠ বা শ্রবণ করিবে তাহাই জীবনের উদ্দেশ্য কর, মনের যথার্থ উন্নতি হইবে। ঈশ্বর পুরুষদিগের সহিত নারীদিগকে হিতাহিত জ্ঞানে সমান অধিকার দিয়াছেন; অতএব ভগিনীগণ! তোমাদের সকলেরই পুস্তকের সার উপদেশ নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতার—সেই শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার কর। প্রত্যেক পুস্তক পাঠের সময় তাহার সদুপদেশ সঙ্কলিত করিয়া কোন স্থানে লিখিয়া রাখ, সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রাণপণে যত্ন কর। তোমাদিগের মনে সাধু উদ্দেশ্য থাকিলে ঈশ্বর তাহা সফল করিবেন; তোমাদের নিজের কেবল যত্ন ও পরিশ্রম আবশ্যক। ভগিনীগণ! তোমাদিগের মধ্যে কি কেহ এরূপ আছ যে মনের উন্নতির জন্য সাংসারিক কার্য্যের সময় হইতে কিছু সময় কর্ত্তন করিয়া নিজে কিছু পরিশ্রম ও যত্ন করিবে না? "সমুদায় জীবের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ পদার্থ।" এরূপ শ্রেষ্ঠ মনের উন্নতি সাধনের জন্য কে না অগ্রসর হইবে? মনকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানিয়া এবং ইহার উন্নতি করা কর্ত্তব্য জানিয়া কে আর সে বিষয়ে উদাসীন থাকিতে পারে?

এক্ষণে মানসিক উন্নতির পক্ষে কোন্‌টী প্রধান উপায় দেখা আবশ্যক। কেহ কেহ মনে করেন অনেক পুস্তক পড়িলেই যথার্থ উন্নতি হয়। কিন্তু সেই পুস্তক গুলি কিরূপ মনোযোগের সহিত পাঠ করা হইয়াছে তাহাই বিবেচনা করা উচিত। অনিয়মিত রূপে কতক গুলা পুস্তক পাঠ করিলে তাহাতে বিশেষ ফল দর্শে না, বরঞ্চ অপকারেরই সম্ভাবনা। সেরূপ পাঠের যেমন সারত্ব নাই, তাহাতে কোন বিশেষ জ্ঞান লাভ করাও যায় না। মনে যদিও অনেক ভাব সঞ্চিত হইতে পারে বটে, কিন্তু সেরূপ জ্ঞানসঞ্চয়ে লাভ কি? অনিয়মিত পাঠে পুস্তকের সার সত্য সকল উত্তম

রূপে নির্ব্বাচন করা যায় না, সুতরাং সারবান জ্ঞানও লাভ করা যায় না। নিয়মিতরূপে মনোযোগের সহিত যদি সমস্ত জীবনে কেবল দশখানি মাত্র সৎপুস্তক পাঠ করা যায় তাহাতে যে উপকার হয়, একবৎসরে অ-নিয়মিতরূপে শত শত পুস্তক পাঠ করিলেও সে ফল দর্শে না। অতএব ভগিনীগণ! অল্প পুস্তক পাঠ কর তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাহা পাঠ করিবে তাহা মনোযোগের সহিত হৃদয়ে গ্রথিত করিতে চেষ্টা কর। পুস্তকলব্ধ জ্ঞান তাহা হইলে যথার্থ সারবান্ হইবে। পঠিত সত্য সকল জীবনের কার্য্যে যদি দেখাইতে না পার, তাহাহইলে অধ্যয়নাদি সকলই বৃথা।

অনেক স্ত্রীলোক জ্ঞানলাভের জন্য স্বামী কিম্বা শিক্ষকের উপর নির্ভর করেন। কিন্তু সেই নির্ভরের ভাব যত অল্প হয় ততই ভাল। অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিলে কোন কালেই উন্নতি হইবে না। কোন কোন দুরূহ বিষয় বুঝিবার জন্য অন্যের সাহায্য আবশ্যক বটে, কিন্তু নিজের চেষ্টা, নিজের যত্ন ও নিজের পরিশ্রম ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান লাভে সমর্থ হওয়া যায় না। আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টা ভিন্ন জ্ঞান লাভ করা যায় না। যদি নিজে প্রাণ পণে চেষ্টা না করা যায়, কোন মহৎ কর্ম্মই সফল হয় না। পরের নিকট উপদেশ লইব, সন্দেহ দূর করিয়া লইব, কিন্তু কার্য্য নিজে করিতে হইবে। এই পৃথিবীতে যিনি কোন মহৎকর্ম্ম সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেই নিজের যত্ন ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতে দেখা গিয়াছে, এরূপ কোন ব্যক্তি অন্যলোকের উপর নির্ভর করেন নাই। অন্যে দুরূহ স্থল বুঝিতে সাহায্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু কেহ কাহার হইয়া কি পাঠ অভ্যাস করিয়া দিতে পারে? মূর্খের নামে সঙ্কল্প করিয়া কেহ জ্ঞানলাভ করিলে কি মূর্খ ব্যক্তির মানসিক উন্নতি হইতে পারে? জ্ঞানলাভ বিষয়ে প্রতিনিধি দিলে চলে না। জ্ঞানের পথ বড় সহজ নয়। এই পথে যাইতে হইলে কায়িক মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রম আবশ্যক। অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্মের ন্যায় ইহাতে একজনের পরিবর্ত্তে অন্যে পরিশ্রম করিলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না। জ্ঞানলাভ স্বায়াসসিদ্ধ, অতএব সকলে নিজে নিজে যত্নবতী হও, ঈশ্বরের কন্যা হইবার উপযুক্তা হও। জ্ঞান ও ধর্ম্মোপার্জ্জনই প্রধান সাধন এবং ধর্ম্মই মনুষ্যের যথার্থ মনুষ্যত্বের নিদর্শন।

দম্পতির প্রতি উপদেশ।

(২৯১ পৃষ্ঠার পর।)

১১। একটী উপন্যাস আছে এক সময়ে সূর্য্য ও পবন আপনাদিগের মধ্যে কে বড় এই কথা লইয়া বিবাদ করিতেছিলেন। পথে একজন লোক চলিতেছে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমাদিগের মধ্যে যিনি উহার শরীর হইতে বস্ত্র ছাড়াইয়া লইতে পারিবেন তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিব। প্রথমতঃ পবন দেব আস্ফালন করিয়া প্রবল ঝড় বহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পথিক গাত্র বস্ত্র পরিত্যাগ না করিয়া শীত প্রযুক্ত শরীরে আরো দৃঢ়রূপে জড়াইতে লাগিল। পবন কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া অবশেষে পরাস্ত মানিলেন। তৎপরে সূর্য্যদেব কিছুমাত্র দম্ভ না করিয়া শান্তভাবে আপনার প্রখর কিরণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, পথিক দারুণ গ্রীষ্মে ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া কেবল গাত্রবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া নিরস্ত হইল না—জামা ও পরিধেয় কাপড় পর্য্যন্ত তৎক্ষণাৎ খুলিয়া ফেলিল। ইহা হইতে দম্পতি একটী বিশেষ উপদেশ শিক্ষা করিতে পারেন। কাহার পত্নী অবাধ্যা, অতিব্যয়শীলা বা আড়ম্বরপ্রিয়া হইলে স্বামী যদি কঠিন শাসনে নিবারণ করিতে যান, বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে। স্বামীও দুরন্ত একগুঁয়ে হইলে স্ত্রীর গঞ্জনাতে তাঁহার চরিত্র সংশোধন হয় না। এরূপ স্থলে সদ্‌যুক্তি ও অনুযোগ ধীরভাবে প্রয়োগ করিলে কি স্ত্রী কি পুরুষ আপনাদের নির্ব্বোধতা বুঝিয়া নিতান্ত লজ্জিত হন এবং কেবল বড় দোষ নয়, সকল কু অভ্যাস অচিরে পরিত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

১২—রোমদেশীয় কোন সম্ভ্রান্ত লোক কন্যার সম্মুখে স্ত্রীর প্রতি প্রণয় নিদর্শন প্রকাশ করাতে সভাধ্যক্ষ কেটো তাহাকে সেনেট সভা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। স্ত্রীপুরুষের নিগূঢ় স্নেহ নিদর্শন অন্যের সম্মুখে না হইয়া নির্জ্জনেই শোভা পায়। ইহা জনতার মধ্যে হইলে আরও [illegible] অপরের সম্মুখে স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের স্নেহ প্রদর্শনে [illegible] বোধ, তাহাদিগের [illegible] ক্রোধ বিরক্তি প্রকাশ করা না

নিন্দনীয়। উভয়স্থলেই লোককে জানাইবার সুখেচ্ছাটী পরিত্যাগ না করিলে প্রকৃত প্রণয় রক্ষা পায় না।

১৩—দর্পণ মণিমুক্তা বাঁধান হইলেও যদি তাহাতে মুখের ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা না যায়, তাহা রাখিবার প্রয়োজন কি? যে স্ত্রীতে সমবেদনা এবং আপনার অনুরূপ ভাব লক্ষিত না হয়, ধনাঢ্যা বলিয়া তাহার পাণিগ্রহণে কি ফল? কতক গুলি স্ত্রীলোকের এরূপ স্বভাব, তাঁহাদের নিকট স্বামী যখন একটু স্নেহ সান্ত্বনার আশা করেন, উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক তাহাকে বিদায় করেন; কিন্তু তিনি যখন গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, সামান্য পরিহাসআমোদে তাহাকে বিরক্ত করিতে যান। যে দর্পণে হাসিবার সময় কান্নামুখ এবং কাঁদিবার সময় হাস্য মুখ দেখায়, তাহা নিকটে রাখিয়া কে সুখীহইতে পারে?

১৪—যুবক যুবতীগণ কি ভাবে দর্পণে মুখ দেখিবেন তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মহাত্মা সক্রেটিস্ উপদেশ দিয়াছেন "যদি সুন্দর না হও, ধর্ম্মভূষণে ভূষিত হইয়া আপনাকে সুন্দর করিতে চেষ্টা কর। যদি সুরূপ হও, দেখিও অধর্ম্ম কলঙ্কে যেন কুরূপ করিয়া না ফেলে।"

১৫—যে সকল ব্যক্তি পত্নীদিগকে এক সঙ্গে মনের সুখে আহার করিতে না দেয়, তাহাদের স্ত্রীরা কোণে বসিয়া অধিক করিয়া আহার করে। যে স্বামীরা গৃহে আমোদ করিবার সুবিধা না পান, তাঁহারা আমোদ সম্ভোগ জন্য বাহিরে পর্য্যটন করিতে উৎসুক ও বাধ্য হন। ভার্য্যা ও ভর্ত্তা পরস্পর সন্তুষ্ট হইতে না পারিলে পরস্পরে অন্য সুখের উপায় চিন্তা করিয়া থাকেন।

গার্হস্থ্য চিকিৎসা প্রণালী।

আমাশয়ের পীড়া।

[illegible] রক্ত [illegible] নির্গত, উদরে বেদনা, বেগমাত্রেই অত্যন্ত [illegible] [illegible] এই সকল থাকিলে [illegible] পীড়া [illegible]

ইহার সঙ্গে রক্ত থাকিলে তাহাকে রক্তামাশয় বলে। যে নাড়ীদ্বারা মল ত্যাগ হয় তাহাকে অন্ত্র বলে। সেই অন্ত্রে প্রদাহ অর্থাৎ রক্তাধিক্য বশতঃ বেদনা হইয়াই এই রোগের উৎপত্তি হয়। এ রোগ অনেক দিন থাকিলে অন্ত্রের মধ্যে গোল গোল ক্ষত (ঘা) হয়। সেই সকল ক্ষত হইতে আম ও রক্ত নির্গত হয়। এই ক্ষত বৃদ্ধি হইলে অন্ত্র পচিয়া খসিয়া পড়ে, সে অবস্থায় প্রায় কেহ রক্ষা পায় না। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, প্রথমে উদরের পীড়া হইয়া তাহার পর আমাশয় হয়। এজন্য উদরের পীড়া হইবার যে সকল কারণ, আমাশয়েরও সেই কারণ বলিতে হইবে। চিকিৎসা। প্রথমেই জোলাপ দিবে। আমাশয়ে হরিতকীর জোলাপ সর্ব্বোত্তম, ইহাতে কিছুমাত্র উদ্বেগ হয় না অথচ উত্তমরূপে দাস্ত হয়।

সোডিবাইকার্ব্ব্ ১ গ্রেন্, পল্‌ভইপিক্যাক্ ১ গ্রেন্, ডোভার্স পাউডর ১ গ্রেন্ ইহাতে এক পুরিয়া হইবে এরূপ তিন পুরিয়া দিনে সেবন। ইহাতে বমন হইলে ইপিক্যাকের ভাগ কিছু কমাইয়া দিবে। রক্ত থাকিলে গ্যালিক্ এসিড্ ১ গ্রেন্, ইপিক্যাক্ ১ গ্রেন্, ডোভার্স পাউডর ১ গ্রেন্ ইহাতে এক পুরিয়া হইবে এরূপ তিন পুরিয়া দিনে সেবন। তেলাকুচার পাতার রস বড় চামচের এক চামচে চিনির সঙ্গে সেবন করিলে রক্তামাশয় ভাল হয়।

পথ্য, উদরের পীড়াতে যে সকল পদার্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমাশয়েও সেই সকল দ্রব্যই পথ্য।

এ রোগেও ফ্লানেল দিয়া উদর জড়াইয়া রাখিতে হইবে।

আমাশয় অনেক দিন থাকিয়া অন্ত্র পচিবার উপক্রম হইলে উত্তম তুঁতে সিকি গ্রেন্, ১ গ্রেন্ ডোভার্স পাউডারের সঙ্গে দিনে ৩ বার প্রদান করিবে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি এ সকল রোগে কবিরাজি চিকিৎসা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমাদের মতে প্রথম হইতেই কবিরাজ দ্বারা চিকিৎসা করান আবশ্যক। রোগ বৃদ্ধি হইলে যখন নিতান্ত অসাধ্য হয় তখন স্বয়ং ধন্বন্তরিও আরাম করিতে অক্ষম হন। আমাশয় পীড়াকে কখনই সামান্য মনে করিবে না। অনেক বালক এইরূপ ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করে।

কাস।

কাস রোগ বালকের প্রাণ নাশক। কিন্তু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের এবিষয়ে দৃষ্টি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বালক বালিকা খালি গায়ে খালি পায়ে শীতে হিমে জলে বিচরণ করে। সেই সকল হিম, জল শরীরে প্রবেশ করিয়া কাসরোগকে আনয়ন করে; একটু সাবধান থাকিলে বালক এই দুঃসহ রোগযন্ত্রণা ভোগ করে না।

কাসীর বৃদ্ধি হইলে অনেক বালকের নিশ্বাস বদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হয়। কাসীর সঙ্গে একজ্বর থাকিলেই প্রায়ই বালকের প্রাণনাশক শ্বাসরোধ রোগের উৎপত্তি হয়। প্রথমাবধিই চিকিৎসা করিবে।

চিকিৎসা। প্রথমে জোলাপ দিবে। উত্তম রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া গেলে বমন করাইবার ঔষধ দিবে। পল্ভইপিক্যাক্ ৪ গ্রেন্ ইহাতে এক পুরিয়া হইবে, বমন না হওয়া পর্য্যন্ত ১৫ মিনিট্ অন্তর ইহার এক একটা পুরিয়া সেবন করাইতে হইবে। পুরিয়া খাওয়াইয়া কিছু দুগ্ধ খাইতে দিবে তাহা হইলে শীঘ্র বমন হইবে। বমন হইয়াও নিশ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট থাকিলে বুকে ব্লিষ্টার্ অথবা মষ্টার্ড্ প্লাষ্টার্ দিবে। বুকের ভার ও বেদনা অল্প থাকিলে এমনিয়া লিনিমেণ্ট কিম্বা ক্যাম্ফার লিনিমেণ্ট দ্বারা বুকে মালিস করিবে। টিং ক্যাম্ফার্ কম্পাউণ্ড ৫ ফোঁটা, ভাইনম ইপিকাক ৫ ফোঁটা, ক্যাম্ফারমিক্শচর্ ২ ড্রাম ইহাতে একমাত্রা হইবে, এরূপ তিন মাত্রা দিনে সেবন। একষ্ট্রাক্ট অফ্ বেলেডনা ॥ আধ গ্রেন্, সাল্ফেট অফ্ জিঙ্ক ৪ গ্রেন্, জল ২ আউন্স; ২ ড্রাম মাত্রায় দিনে ৩ বার সেবন।

কুক্সুরীর পাতার রস একচামচে পরিমাণে ২।৩ বার খাওয়াইলে ক্লেদ বমন হইয়া কাসের উপকার হয়। দুগ্ধ, এরারুট্ প্রভৃতিই পথ্য।

ফ্লানেল দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া রাখিবে। সর্ব্বদা পায়ে মোজা [illegible]। যাহাতে কিছুমাত্র হিম না লাগে তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী [illegible] হইবে। যাহাতে রোগের উৎপত্তি না হয় তাহারই প্রতি দৃষ্টি রাখা [illegible] রোগ হইলে চিকিৎসা করান উত্তম ব্যবস্থা নহে, কিন্তু যাহাতে [illegible] না হয় তাহাই উত্তম ব্যবস্থা। সাবধান থাকিলে [illegible]

তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বাটী পরিষ্কার, গৃহ পরিষ্কার, বস্ত্র পরিষ্কার, শরীর পরিষ্কার, বিশুদ্ধ জলবায়ু, সুপাচ্য খাদ্যদ্রব্য আহার এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে প্রায় রোগ হয় না। অনেক দুষ্টিকৃপণ লোক পরিষ্কার থাকিতে প্রথমে ব্যয় করে না, পরে ঔষধের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। দয়াময় পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপায় বিধান করিয়াছেন। মনুষ্য তাহাতে অবহেলা করিয়া কষ্ট পায়।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

গৃহিণীর গুণদোষে সংসারের সুখাসুখ। তাঁহার কার্য্য সুসম্পাদিত হইলে তাঁহার স্বামী, পুত্রকন্যা, অনুচরবর্গ সকলে সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া তাঁহাদিগের স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে মনোযোগী ও যত্নশীল হয়েন। গৃহিণীর কার্য্যদোষে ক্লেশ বা অসুখ হওয়াতে কখন কখন সচ্চরিত্র গৃহস্বামীও ক্রমে অসচ্চরিত্র হইয়া পড়েন, কেননা যে পরিমাণে তাঁহার মন সংসারে পরিতৃপ্ত থাকে সেই পরিমাণে সংসারের সুখবর্দ্ধনেও তাঁহার মনোযোগ হয়, এবং সংসারের বিশৃঙ্খলাবশতঃ তাঁহার মনে ইহার প্রতি যতদূর বিতৃষ্ণা জন্মে, ততই তাঁহার নিজস্বভাবানুসারে হয়ত তিনি সুরাপায়ী বা বেশ্যাসক্ত হয়েন অথবা বৈরাগ্যবশতঃ উদাসীনের ন্যায় সংসারে বাস করেন। গৃহিণীর ব্যবহার দোষে যদি গৃহস্বামীর এমন দশা ঘটনার সম্ভাবনা, তবে যে সকল সন্তানসন্ততির লালন পালন শিক্ষাদির সমস্ত ভারই গৃহিণীর হস্তে, তাহাদিগের যে কতদূর দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে তাহার সীমা করা যায় না। সন্তানাদি শিষ্ট, বাধ্য, সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইয়া কুলের গৌরব ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে, অথবা তাহারা দুষ্ট, অবাধ্য, মূর্খ ও দুশ্চরিত্র হইয়া কুলের কলঙ্ক ও দেশের কণ্টকস্বরূপ হইয়া উঠে। ইহার কারণও গৃহিণীর গুণদোষ। গৃহিণীর উপরেই তাঁহার নিজের, তাঁহার স্বামী প্রভৃতি সকল গুরুজনের এবং তাঁহার পুত্রকন্যাপ্রভৃতি প্রতিপালিত সকলের হিতাহিত ও সুখস্বচ্ছন্দতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সাংসারিক সুখ তাঁহারই হাতে, তিনি কার্য্যে পটু ও আচারে লক্ষ্মী হইলে সংসারের সুখ ঐহিকের পরমসুখ বলিয়া বোধ হয়।

গৃহিণীর গুণেই কোন কোন লোক সামান্য আয় দ্বারা বৃহৎ সংসারের ভরণ পোষণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে বহুসন্তানদিগকে লালনপালন ও কৃতবিদ্য করিতে সমর্থ হয়েন। তাঁহার সংসারের এমন শৃঙ্খলা এবং সন্তানাদির এরূপ সচ্চরিত্র যে, তাহা দেখিয়া তাঁহার চতুর্গুণ ধনশালী ব্যক্তিও সেরূপ গুণশালিনী গৃহিণীর অভাবে সকল বস্তুরই অভাব ও বিশৃঙ্খলাবশতঃ অল্প পরিবার হইলেও সকলকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে বা সন্তানাদিকে সুশিক্ষিত করিতে না পারিয়া ঐ সুভার্য্যপুরুষকে আপন অপেক্ষা সহস্রগুণে ধনী বলিয়া বিবেচনা করেন।

গৃহিণীর স্বভাব ও কার্য্যদক্ষতা এবং সংসারের অবস্থা এরূপ সূত্রে আবদ্ধ যে গৃহিণী ভাল হইলেই পরিবারের সকলে সুখী হইবে এবং সন্তানাদি সুশীল হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই।

ধন অধিক হইলে সামান্য অন্নস্থানে পলান্ন বা মোটা চাদরের স্থানে শাল এইমাত্র বিশেষ হয়, অথবা বই বগলে ছাতি হাতে বিদ্যালয়ে না যাইয়া সন্তানাদি গাড়ি বা পালকিতে যাইতে পারে। কিন্তু সে ভিন্নতা দ্বারা মনে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং সুখী হওয়া উচিত, কেননা নিয়তই দেখা যায় যে সুবোধ মাতা যে বালকদিগকে কষ্টে প্রতিপালন করেন, তাহারাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দেশের অলঙ্কারস্বরূপ হয়েন ও যথার্থ মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। প্রচুর ধন না থাকিলে এবং দাস দাসী অনেক রাখিতে না পারিলে যে সংসারের কর্ম্ম সুচারুরূপে চলে না, অথবা পণ্ডিত শিক্ষক রাখিতে না পারিলে যে সন্তানাদির বিদ্যাভ্যাস ভাল হয় না, এসকল কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। অল্পধন বা অপরের অল্প সাহায্যে যে গৃহিণী স্বীয় কার্য্যকৌশল ও সুনিয়মদ্বারা সুন্দররূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ গুণ এবং তাঁহারই যথার্থ সুখ। দরিদ্রপত্নী হইয়া কেহ রাজার মার ন্যায় শেষদশায় সুখে থাকেন, কেহ বা রাণীর ন্যায় সুখের অবস্থায় পড়িয়াও শেষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। এই ভাগ্যচক্র যেমন [illegible] দোষগুণে, তেমনি অনেক স্থলে গৃহিণীর দোষগুণেও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এমন কথা কখন কখন শুনাযায়, যে অমুকের ধনস্থানে শনির দৃষ্টি আছে কিছুতেই কুলান হয় না, সন্তানের স্থানে [illegible] আছে, তাই ছেলেরা রুগ্ন বা কুচরিত্র, অথবা অমুকের [illegible] [illegible] বিক্রম, ছেলেগুলি দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, ও ঘরে [illegible]

তাদের সঙ্গে কথা কহিলে কেমন তৃপ্তি হয়! বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে ভাগ্যের অপেক্ষা কর্ম্মেরই দোষগুণ অধিক। কোন কোন সংসারে অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব একত্রে বাস করিয়াও নির্ব্বিরোধে কালযাপন করিতেছে, আবার কোন কোন সংসারে কেবল ভর্ত্তা ও ভার্য্যায় পরস্পর শাপে নেউলের মত বিবাদ বিষম্বাদ নিত্য ঘটিতেছে. ইহারও কারণ অনুসন্ধান করিলে কেবল গৃহিণীর দোষগুণমাত্র লক্ষিত হইবে। কোন নির্ধনী পুরুষের সংসারেও আবশ্যক বস্তু চাহিবামাত্র পাওয়া যায়, কোন কোন ধনবানের ঘরেও হয়ত সামান্য জিনিশের আবশ্যকতা হইলেই দোকানে লোক পাঠাইতে হয়—তাঁহার প্রয়োজন শেষ হইলে জিনিশে আর বস্তু থাকে না, দুদিন পরে আবার কিনিতে হয়। কোন কোন সংসারে শুনিবে যে অমুক জিনিশটি তিন পুরুষ ব্যবহার হইতেছে, কোন কোন সংসারে আজ সমুদায় জিনিশ নূতন বন্দোবস্ত করিয়া সংগ্রহ করিয়া দিলে, পর বৎসর বা পর মাসে হয়ত তাহার দশটার মধ্যে একটা দেখিতে পাওয়াও ভার। এ সকল কেবল গৃহিণীর দোষ গুণের ফলমাত্র। ক্রিয়াকাণ্ডেও দেখা যায় কোন কোন স্থলে অল্প ব্যয়ে কত লোক আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, কোথাও বা চতুর্গুণ খরচে তাহার অর্দ্ধেক লোককেও ভাল করিয়া ভোজন করাইতে পারা যায় না, প্রাত্যহিক আহারের আয়োজনেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। এইরূপ নানাবিধ সাংসারিক সামান্য ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখিলে গৃহিণীর গুণেই কি সুখের সংসার হয় তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। গৃহিণীর গুণ না থাকিলে সংসারে কি স্বামীর, কি সন্তান সন্ততির, কি অপরের না আহার করিয়া, না আরাম করিয়া, না কোন কার্য্য করিয়া সুখ লেশমাত্র অনুভব হয়, কিন্তু গুণবতী গৃহিণী থাকিলে সংসারই স্বর্গতুল্য স্থান বোধ হয়।

স্বামী যদি যথেষ্ট ধনবান্ না হয়েন, তথাপি সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর যখন তিনি ঘরে আসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন গুণবতী গৃহিণীর ঘর দুয়ারের পারিপাট্য দেখিয়া ও তাঁহার নিরলঙ্কার বদনশোভা, কমনীয়তা ও মধুরতাগুণে সন্তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিয়া যেরূপ সুখে কালাতিপাত করেন অনেক ধনবানের ভাগ্যে সেরূপ হয় না।

সন্তানাদি যদিও অবস্থাক্রমে সুদূরস্থ বিদ্যালয় হইতে পুস্তকাদি ভারে ও আগমন ক্লেশে কষ্টে গৃহে প্রত্যাগত হয়, তথাপি তাহারা মাতার স্নেহপূর্ণ সম্ভাষণে তাবৎ ক্লেশ বিস্মৃত হয় এবং যথাহৃত সামান্য আহারে পরিতৃপ্ত বোধ করিয়া নিজ নিজ পুস্তকালাপ বা নানা হিতগর্ভ বাক্যালাপে মনোনিবেশ করে—কাহারও অণুমাত্র ক্লেশের কারণ থাকে না। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও গরীয়সী, তন্মধ্যে গুণবতী গৃহিণী থাকিলে নিজ নিজ গৃহকে ইন্দ্রভবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নারীগুণ বিষয়ে মহাভারতে কথিত আছে। যথা—

" সংসারের মধ্যে নারী হয় শ্রেষ্ঠতর।
সর্ব্বসুখে সুখী নারী না জানে পামর॥
নারী লয়ে নরলোক সংসারী বলায়।
নানাধন উপার্জ্জয় নারীর সহায়॥
দান যজ্ঞ ব্রত সঙ্গে সস্ত্রীক হইয়া।
পিতৃলোক তুষ্ট করে পুত্র জন্মাইয়া॥
রাজ্য ধন অট্টালিকা আছয়ে যাহার।
নারীশূন্য গৃহ তার শ্মশান আকার॥
সংসার অসার সার রমণীর সঙ্গ।
যেহেতু পুরুষ নারী হয় এক অঙ্গ॥
গ্রহবশে নিজবাসে দুঃখী যেই জন।
কোন রূপে করে যেই উদর ভরণ॥
গুণবতী নারীসহ যদি করে বাস।
তাহার নিকট স্বর্গবাস উপহাস॥
ইহকালে ভার্য্যা হৈতে বহে নানা সুখ।
পরকালে কভু তার নাহি হয় দুখ॥,,

হিন্দুদিগের বিবাহ প্রণালী।

(৩০০ পৃষ্ঠার পর)

কিরূপ স্ত্রী ও কিরূপ পুরুষ পরস্পরকে বিবাহ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ শাসন দেখা যায় এরূপ আর কুত্রাপি নহে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিনযুগে হিন্দুরা অন্যজাতির সহিত বিবাহ বন্ধন করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যেও বিবাহ প্রচলিত ছিল। মনুর মতে উচ্চশ্রেণীর পুরুষ নীচ শ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিলে দোষ হয় না, কিন্তু নীচশ্রেণীর পুরুষ উচ্চশ্রেণীর কন্যাকে বিবাহ করিবে না। পুরাণাদি পাঠ করিলে দেখা যায় পূর্ব্বকালে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে জাতিবিচার ছিল না। জনকনন্দিনী সীতাকে বিবাহ করিবার জন্য পরশুরাম প্রভৃতি ব্রাহ্মণ প্রার্থী হইয়াছিলেন এবং দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় দ্রুপদরাজ প্রতিজ্ঞা করেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র যে জাতীয় ব্যক্তি হউক লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে তাহাকে কন্যাদান করিবেন। কলিযুগে পূর্ব্বপ্রথা অনেকগুলি রহিত হয় এবং তৎসঙ্গে এই অসজাতীয় ও অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে :---

সমুদ্র যাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং।
দ্বিজানা মসবর্ণাতু কন্যাসূপযম স্তথা॥
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জানাহুর্ম্মনীষিণঃ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

সমুদ্র ভ্রমণ, গৃহস্থের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যর অসজাতীয় কন্যার সহিত বিবাহ ইত্যাদি কর্ম্ম পণ্ডিতেরা কলিযুগে নিষেধ করিয়াছেন।

ইহাদ্বারা বোধ হইতেছে অসবর্ণ বিবাহ না হওয়া একটী নূতন প্রথা এবং ইহাদ্বারা হিন্দুদিগের জাতিবিভাগ দৃঢ়তররূপে স্থাপিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে অনুদারতা বৃদ্ধি করিয়াছে। যাহাহউক এক বংশীয় ও নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা অতি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। একক্ষেত্রে একপ্রকার শস্য বপন করিলে

যেমন কৃষিকার্য্যের উন্নতি হয় না, যাহাদিগের পরস্পরের সঙ্গে রক্তের সংস্রব তাঁহাদিগের পরস্পরের বিবাহে বংশ ক্রমে দুর্ব্বল ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে এবং তাহার কোন দোষ ও হীনতা থাকিলে চিরকাল থাকিয়া যায়। এই-রূপে অনেক বংশ লোপ পাইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দুগণ ইহা বুঝিয়া যে সুনিয়ম করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে হয়।

পিতার সপিণ্ড (১) সগোত্র (২) ও সমান প্রবরদের (৩) মধ্যে এবং মাতা-মহের সপিণ্ড ও সমানোদকের (৪) মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

বোধায়ন ঋষির মতে কেহ না জানিয়া যদি পিতার সগোত্রাকে বিবাহ করে, জানিতে পারিলেই আর তাহার সহিত সংসর্গ করিবেক না, মাতার ন্যায় তাহাকে পালন করিবেক।

উদ্বাহতত্ত্বে বলে—

সমান গোত্র প্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্যচ।
তস্যামুৎপাদ্য চণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

এক গোত্রা কিম্বা এক প্রবরার সহিত বিবাহ কি সংসর্গ করিলে ব্রাহ্মণত্ব যায় এবং তদুৎপন্ন সন্তান চণ্ডাল হয়।

এ বিষয়ে মনুর ব্যবস্থা এই,

অসপিণ্ডাচ যা মাতু রসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দার কর্ম্মণি মৈথুনে॥

যে কন্যা মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ মাতা যাহাকে পিণ্ড দেন তাঁহাকে পিণ্ড দেন না এবং পিতার গোত্রের নহেন, সেই কন্যাই দ্বিজদিগের বিবাহ ও সংসর্গের উপযুক্ত।

---

(১) পিণ্ডদাতা হইতে সাতপুরুষ অর্থাৎ অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতা পর্য্যন্তকে সপিণ্ড বলে।

(২) কাশ্যপ, গৌতম প্রভৃতি এক পূর্ব্বপুরুষ যাঁহাদিগের তাঁহারা সগোত্র।

(৩) গোত্রের মধ্যে নানা বিভাগ আছে তাহার নাম প্রবর, ইহা এক পূর্ব্বপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন সন্তান হইতে হয়।

(৪) যাহারা একজনকে শ্রাদ্ধ তর্পণ করিবার অধিকারী।

নারদ বলেন,—

আসপ্তমাৎ পঞ্চমাচ্চ বন্ধুভ্যঃ পিতৃমাতৃতঃ।
অবিবাহ্যো সগোত্রাচ সমান প্রবরা তথা॥

পিতামাতার বন্ধু হইতে সপ্তম ও পঞ্চম পর্য্যন্তকে এবং সগোত্রা ও সমান প্রবরাকে বিবাহ করিবে না।

এইরূপ সকল ব্যবস্থাপকগণই প্রায় একবাক্য হইয়া নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেবল নিষেধ করিয়াছেন এরূপ নহে, তাহা পাপ বলিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধি দিয়াছেন।

পরিণীয় সগোত্রান্তু সমান প্রবরাস্তথা।
তস্যাং কৃত্বা সমুৎসর্গ দ্বিজশ্চান্দ্রয়ণং চরেৎ॥
মাতুলস্য সুতাঞ্চৈব মাতৃগোত্রাস্তথৈবচ॥ বশিষ্ঠঃ॥

কোন দ্বিজ সগোত্রা, সমান প্রবরা, মাতুলসুতা এবং মাতৃ সগোত্রাকে বিবাহ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চান্দ্রায়ণ করিবে। (৫)

এইরূপ পিসীর কন্যা বা মাসীর কন্যাকে, মাতার সগোত্রা ও সমান প্রবরাকে বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে ও তাহারে পরিত্যাগ করিয়া প্রতিপালন করিবে।

প্রিয়সখীর প্রতি কোন অবলার খেদোক্তি।

প্রাণসখি, একি দেখি ঘোর অমঙ্গল।
সুশিক্ষা প্রসবে কি গো বিষময় ফল?
সুধাধার চন্দ্রমার সুবিমল ভাস।
তামসীর তমোজাল করে না কি নাশ?

---

(৫) ব্রাহ্মণ ও দ্বিজদিগের প্রতি যে বিধি তাহা শূদ্রেতেও বর্ত্তে।

ব্রততী* স্তবক পুষ্পে হইলে শোভন।
আর কি বিনম্র ভাব করে না ধারণ?
ছিলাম ভাল যে মোরা যখন অজ্ঞান।
জ্ঞান আশে হত হলো হিতাহিতজ্ঞান॥
অজ্ঞানতা অন্ধকারে ছিলাম যখন।
প্রগল্‌ভতা দোষ এত ছিল না তখন॥
না ছিল এতেক গর্ব্ব এত অহঙ্কার।
দয়া, মায়া, স্নেহ শূন্য হৃদয় আগার॥
ভয়ে ভয়ে কত কাজ করেছি সাধন।
লজ্জাসখী ছিল সদা হৃদয়ে গোপন॥
জ্ঞানী কি অজ্ঞানী যত নিজ পরিজন।
সকলের প্রতি ছিল স্নেহান্বিত মন॥
শ্বশুর ভাশুর স্বামী দেবর সোদর।
হতেন সকলে সুখী না ভাবিয়া পর॥
জেনেছি জেনেছি ওগো জেনেছি নিশ্চয়।
সামান্য জ্ঞানের ফল হয় বিস্ময়॥
তুই, চারি পাতা পড়ে জ্ঞানী হতে চাই।
তাই জ্ঞান মুখে ভাল পড়িয়াছে ছাই।
তাই এত বাহ্য শোভা তাই এত ভাণ।
ঠেকারে গগণ ফাটে কে আছে সমান?
ছাড়ি অন্তরের বল, ত্যজি গুরুভয়।
স্বেচ্ছাচারী হয়ে ফিরি, না করি সংশয়॥
খেটে খেটে যদি পতি যায় যমালয়।
বসন ভূষণ সাধ তবু না মিটয়।
লজ্জা নাই মা রাঁধুনী শ্বশ্রু হলে দাসী।
কড়ার গতর নাই ভোজনে বিলাসী॥

* লতা।

কখন বা উন্নতির করি একশেষ।
দেশী বেশ ছাড়ি—ধরি বিবিয়ানা বেশ,
বিলাতী রমণী সহ থাকি দিবা নিশি।
দেশীয় আচারে ক্রমে হইতেছি দ্বেষী॥
এই কি উন্নতি চিহ্ন একি স্বাধীনতা?
এতে কি হইবে শুভ থাকিবে ভদ্রতা?
যে যায়, যাউক হেন উন্নতি সাধনে।
আমিত যাব না কভু অবুঝের সনে।
অনুকরণেতে আর নাহি প্রয়োজন।
বাহিরের সভ্যতায় নাহি ভিজে মন॥
ইচ্ছা হয় ত্যজিয়া এ বিলাস নগরী।
বনের হরিণী হয়ে থাকি, সহচরি॥
কৃত্রিম-বেশ ধারী হর্ম্ম্য করি পরিহার।
কুটীরবাসিনী হয়ে থাকিব আবার॥
সামান্য অসন আর সামান্য বসনে।
কাটাব জীবন-কাল পল্লি বালা সনে॥
স্বভাবের শোভা হেরি জুড়াব নয়ন।
পাইব স্বভাব হতে শিক্ষা অগণন॥
শুনী শিখাইবে সখি কৃতজ্ঞতা বল!
পিপীলিকা শিখাইতে সঞ্চয় কৌশল॥
আলস্য ঘুচিবে, দেখি মধু মক্ষিকারে।
উপদেশ দিবে সদা শ্রম করিবারে॥
বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রেম যতন করিয়া।
কপোত মিথুন হতে লইব বাছিয়া॥
দয়াবতী কুক্কুটীকে হেরিলে স্বজনি!
অপত্য স্নেহের বল বাড়িবে অমনি॥
ফলভারাক্রান্ত তরু পাশে সদা গিয়া।
বিনম্রতা উদারতা লইব শিখিয়া।

লজ্জাবতী [illegible] সখি, হেরি লজ্জাবতী।
লজ্জার আদর্শ কিবা সেই লতা সতী!!
ধীরতার শিক্ষা দিবে ধরণী আপনি।
পৃথ্বী সম ধীরা আর কে আছে এমনি?
পরিমলময় ফুল্ল গুলাব প্রসূন।
পবিত্রতা হৃদয়ের বাড়াবে দ্বিগুণ!
বিমল নির্ঝর হেরি দয়া স্রোতস্বতী
শুষ্কভাব পরিহরি হবে বেগবতী।
বিভুপ্রেমে ভাসিবে এ মলিন হৃদয়।
ফুটিবে ভক্তির ফুল ঘুচিবে সংশয়॥
এই রূপে শিক্ষা গুরু স্বভাবের স্থান!
শিখিব সকল ধর্ম্ম পাব তত্ত্বজ্ঞান॥

কৃত্রিম অঙ্গবিকৃতি।

পদ-পীড়ন।

পার চেটো কতকগুলি ছোট ছোট হাড় বন্ধনী দ্বারা একত্র করিয়া তৈয়ার হইয়াছে। পার গুল্ফ (গোড়ালি) হইতে বুড়ো আঙ্গুলের আগা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর বক্ররেখা দেখা যায়, চলিবার সময় ইহা হ্রস্ব দীর্ঘ এবং নমনশীল হইয়া থাকে। চলিতে চলিতে যতবার ভূমির উপর পার চাপ দেওয়া যায়, শরীরের ভরে এবং অগ্রসর হইবার বেগে ইহা ততবার কিয়ৎ পরিমাণে বাড়িয়া থাকে। ইহা সত্য কি না যদি বুঝিতে চাও, প্রথমে বসিবার সময় পার চেটোর দীর্ঘতা মাপ, পরে দাঁড়াইবার সময় কত পরিমাণ হয় দেখ। একখানি কাগজের উপরে পা রাখিয়া গোড়ালি এবং পার অঙ্গুলির অগ্রভাগের দাগ করিয়া লইলেই হয়। ইহাতে বসিবার অপেক্ষা দাঁড়াইবার সময় পার পরিমাণ আধ বুরুল অধিক দেখিতে পাইবে।

[illegible] জুতা পরিধান করেন, পার এই স্থিতিস্থাপকতা অর্থাৎ হ্রাস [illegible] শক্তিটী যাহাতে রক্ষা পায়, এমন আল্‌গা ও নমনীয় জুতা

পরিধান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। যদি পা জুতার মধ্যে কুকড়িয়া থাকে এবং সচ্ছন্দরূপে চলিতে না পারে অনেক অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হয়! যুবা ব্যক্তিরা পা দুখানি খুট খুট করিয়া চলিবে বলিয়া ছোট ছোট বুট ও জুতা পরিতে ভাল বাসে। এক সময়ে উচ্চ হিলওয়ালা পাদুকা পরিবার জন্য বিবীদিগের অত্যন্ত সক ছিল। ইহাতে শরীরের সমুদয় ভার সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অনর্থক অনেক কষ্ট দিত এবং চলন বার পর নাই কদাকার দেখাইত! সৌভাগ্য ক্রমে এ কুৎসিত প্রথা এখন রহিত হইয়াছে।

পার গোড়ালি এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ সমতল হইবে ইহাই ঈশ্বরের অভিপ্রায়, সুতরাং জুতার হিল অত্যন্ত উচ্চ করিয়া পরা স্বাভাবিরুদ্ধ। স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করিলে সর্ব্বস্থলেই কষ্ট, অঙ্গবিকৃতি এবং অন্যপ্রকার দণ্ডভোগ করিতে হয়, এস্থলেও তাহার অন্যথা হয় না!

চিনদেশে স্ত্রীলোকদিগের পা বিকৃত করা একটী প্রচলিত নিয়ম বোধ হয়। সে দেশে স্ত্রীলোকের পা গরুর খুরের মত ক্ষুদ্র গোলাকার হইলে রূপের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হয়। এরূপ ভয়ানক কদাকার চিনদিগের চক্ষে কিরূপে সৌন্দর্য্যের আধার হইল তাহার কারণ বুঝা যায় না। সকল দেশেই ফ্যাসন যুক্তি তর্কের অধীন নয়। আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে চিন রমণীগণের পা অন্যদেশীয় দিগের ন্যায় স্বাভাবিক ছিল। সকল দেশে রাজবাটী হইতে ফ্যাসনের (নূতন ধরণ) সৃষ্টি। ইংলণ্ডের এক রাজার গোদা পা থাকাতে চাপসা জুতা পরিতেন, একসময়ে ইংলণ্ডের সকল লোকে সেইরূপ জুতা সভ্যতার চিহ্ন বলিয়া পরিতে লাগিল। চিনদিগের রাজ পরিবারের কোন সোহাগিনী রমণীর ক্ষুদ্র পা ছিল, তাহার দেখা দেখি অন্য মহিলারা তাহাই সৌন্দর্য্যের কারণ বলিয়া চাটুবাদ করিতে লাগিল। চাটুবাদেরা যেমন প্রভুর দোষগুলি গুণ বলিয়া তাহার নকল করে, চাটুকারিণীরা কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সেইরূপ অনুকরণ করিতে লাগিল। বড় দলের রমণীদিগের আচার ইতর রমণীরা সহজে অবলম্বন করিল। ইহাতে ক্রমে ক্রমে চিন রমণীদিগের রুচি বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

চিনদিগের মধ্যে যে কারণে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হউক, ইহা সর্ব্বসাধারণ

রূপে প্রচলিত, এবং উক্ত জাতির আচার সকল হিন্দুদিগের ন্যায় অপরি-বর্ত্তনীয়, সুতরাং ইহা যে বহুকাল স্থায়ী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। ইউরোপীয় ভ্রমণকারীরা এই প্রথা স্বচক্ষে দর্শন ও পরীক্ষা করিয়া যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে হৃদয় ব্যথিত হয়।

সম্ভ্রান্ত ঘরে একটী কন্যা সন্তান জন্মিলেই মাতা তাহার পা কিরূপে কুঁকড়াইয়া ছোট করিবেন এই ভাবনায় আকুল হন। তিনি কুমারীর পার অঙ্গুলি গুলি পার তলার দিকে মুড়িয়া শক্ত ফিতা দিয়া বাঁধিয়া দেন, ইহাতে পা একখানি খুরের ন্যায় হইয়া থাকে। প্রতিদিনই নূতন বাঁধন দেওয়া হয়, নূতন ফিতা দিয়া বাঁধিবার সময় পা যা কিছু খোলসা পায়। এইরূপ চাপে সন্তানের অনেক ব্যথা লাগে সন্দেহ নাই, কিন্তু কে তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে? সন্তান কাঁদুক, মূর্চ্ছা যাউক, খেঁচুনী হইয়া মরুক, কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত নাই। যত চাপ যাউক না কেন তথাপি স্বাভাবিক নিয়মে পা কিছু না কিছু না বাড়িয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং যত বাড়ে তত চাপ দেওয়া হয়, ইহাতে সন্তানের ক্লেশের আর বিরাম হয় না। পাঁচ ছয় বৎসর যন্ত্রণা সহিয়া সন্তানের মজক বিকড়াইয়া যায়। পার বৃদ্ধি যত বন্দ হয়, যাতনা তত কমিতে থাকে। পাঁচ ছয় বৎসর শেষ হইলে পা দুখানি যেন পেষা ও কোঁকড়ান দুটী মাংসপিণ্ড হয়। আঙ্গুল গুলি পার তলায় কুঁকড়িয়া চাপটিয়া থাকে, পার উপরি ভাগ নরম মাংসের ডেলা এবং তাহার মধ্যে পার নলি যেন গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে বোধ হয়।

দুর্ভাগ্য বালিকা এত কষ্ট সহিয়া যখন বড় হয়, তখন তাহার পা ৩ অথবা ৫ বুরুল মাত্র হয়। দুগাছি কাঠির উপর ধড়টী রাখিয়া সে যেন বেড়াইতে থাকে। এইরূপ ঠুঁটো পা চিন দিগের চক্ষে যার পর নাই সুন্দর। পা দু বুরুল হইলে চিনেরা তাহা দেবতা বলিয়া পূজা করে, শত মুখে তাহার প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারে না। কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্য কাল্পনিক। ইহার উপর হইতে চাক্‌চিক্য পোসাক যদি খুলিয়া ফেলা যায়, ইহা মড়ার মাংসের মত নির্জ্জীব এবং ধোবানীর হাতের মত [illegible] দেখায়। কিন্তু কাল্পনার এমনি গুণ যে, যে বিকৃত অঙ্গ মানুষের

চক্ষে কখন পড়ে না তাহাই স্ত্রীজাতির সৌন্দর্য্যের একশেষ ও প্রধান লক্ষণ বলিয়া আদৃত হয়। চিন রমণীরা ভ্রমণের সময়ও মাতালের মত এ পাশ ও পাশ চলিতে থাকে এবং লাঠি অথবা ছোট বালিকার স্কন্ধ না ধরিয়া চলিতে পারে না। "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" ইহাকেই বলে।

পদপীড়নরূপ ঘৃণিত ব্যবহার চিনদিগের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে অধিক চলিত। নিম্ন শ্রেণী অথবা চিন দেশবাসী তাতার দিগের মধ্যে ইহার বড় প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। তাহারা যখন এরূপ করে, সম্ভ্রান্ত ঘরে বিবাহ দিবে এই তাহাদের লক্ষ্য। ধনী ও বিলাসী লোকেই স্বভাবকে অধিক বিকৃত করেন এবং যেমন কর্ম্ম তেমন ফলও ভোগ করিয়া থাকেন।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

সত্য। মা [illegible]আমাদের কি খিদে পায় নি? তোমার ভাত রাঁধিতে এত দেরি হ[illegible]ন?

মা। বাছা! তোমরা এইখানে একটু বসো। [illegible] দেরী হয় বুঝিতে পারিবে।

সু। মা [illegible] এই যে চাল এক ফুট হয়েছে। [illegible]চ্ছা, জলটা একবার উঠছে, আবার নামছে কেন?

সত্য। [illegible] হলে সব চাল ফুটবে কেন?

মা। সত্য যা বলছ ঠিক বটে, [illegible] এর ভিতর বড় আশ্চর্য্য কৌশল আছে। তোমরা হয়ত মনে কর একটী লোহার শিকের এক দিক্ আগুনে ধরিলে যেমন সব শিকটা তপ্ত হয়, তেমনি এক হাঁড়ি জলের নীচে জ্বাল দিলে তার তাত নীচে হইতে ক্রমে উপরের জলে উঠিবে। তা হয় না। আগুনে হাঁড়ীর তলা তাতে, সেই তলায় যে জল লাগিয়া থাকে তাই তলা তাতিয়া গরম হয়, উপরের জল যেমন শীতল তেমনি থাকে। এটী কেন হয় বলিতে পার?

সু। হাঁ মা! তুমি আকর্ষণ বুঝাইবার সময় বলিয়াছিলে, সোণা লোহা ইত্যাদি ধাতু পরিচালক অর্থাৎ তাড়িত কিম্বা উত্তাপ তাহার এক দিকে লাগিলে অপর দিক পর্য্যন্ত চালাইয়া দেয়, কিন্তু কাচ জল ইত্যাদি অপরিচালক অর্থাৎ তাড়িত ও উত্তাপ চালাইয়া দিতে পারে না।

সত্য। জল যে পরিচালক নয়, তা আমি দেখিয়াছি। দেখ মা, এক একটা পুকুরে দুপর বেলা রৌদ্রের তাতে উপরের জল যেন ফুটিতে থাকে, কিন্তু খুব নীচে হাত দিয়া কি ডুব দিয়া দেখিলে কেমন ঠাণ্ডা বোধ হয়। জল যদি পরিচালক হইত, উপরের তাত নীচে গিয়া সব জল গরম করিয়া দিত।

মা। এখন বুঝিলে ত হাঁড়ীর তলা তাতিলে এককালে সব জল

তাতে না, তা হলে ভাত অতি শীঘ্র রাঁধিয়া ফেলিতাম।

সু। তবে মা, শেষকালে হাঁড়ীর সব জল তাতে কেন?

স। আমার বোধ হয়, নীচে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাত দিলে একটু একটু করিয়া ক্রমে উপরের জলও গরম হইয়া যায়।

মা। আসল কারণটী তোমরা এখনও বুঝ নাই। জল যেমন অপরিচালক, এইজন্য নিজের উত্তাপ অন্য বস্তুতে চালাইয়া দিতে পারে না; সেইরূপ ইহার আর একটী গুণ আছে গরম করিলে হাল্কা হইয়া যায়।

স। তা আমি দেখিছি। আমি জল গরম করিয়া এত হাল্কা করিতে পারি যে ধোঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে।

সু। জলইত হালকা হইয়া ধোঁয়া হয়। আচ্ছা মা তার পর কি বল?

মা। হালকা জিনিষ উপরে উঠে ও ঘন জিনিষ নীচে থাকে ইহা তোমরা জান?

সু। হাঁ মা। বাতাসের চেয়ে ধোঁয়া হালকা বলিয়া উপরে উঠিয়া যায়।

মা। ঘন বস্তু হাল্কা জিনিষকে নীচে থাকিতে দেয় না ঠেলিয়া উপারে তুলিয়া দেয়। তাই দেখ হাঁড়ীর তলার জল প্রথমে তাতিয়া হাল্কা হইল। উপরের জল ঠাণ্ডা সুতরাং ভারী এই জন্য নীচে নামিয়া হাল্কা গরম জলকে উপরে তুলিয়া দিল। তাহা আবার ঠাণ্ডা হইয়া নীচে নামে এবং গরম জল উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে যত তাত দিবে, জলের মধ্যে ততই উঠা নামা ও তোল পাড় হইতে থাকে। এইরূপ করিয়া উপরের জল নীচে নামিয়া ও নীচের জল উপরে উঠিয়া সমুদায় জল গরম করিয়া দেয়।

সু। পুকুরের জল সেরূপ করিয়া গরম হয় না কেন?

মা। পুকুরের জলের উপরে সূর্য্যের তাপ পড়ে, ইহাতে উপরের জল গরম হইয়া হালকা হয়। হালকা জল আরো গরম হইলে বাষ্প হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, নীচে নামে না। নীচের জল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি থাকে। অধিক তাত ক্রমাগত লাগিলে জলের অধিক থাক গরম হয় এই মাত্র।

সত্য। মা এই বারে ভাত টগ বগ করিয়া ফুটিতেছে। এক হাঁড়ী জল সব কোথায় গেল?

মা। তুমি যে জল ধোঁয়া করে উড়িয়ে দিতে পার বলে ছিলে তা, কতক জল ধোঁয়া হয়ে উড়ে গেছে। কতক জল চালের মধ্যে গিয়া দেখ বড় বড় ভাত করিয়াছে। আর কতক জল ঘন হইয়া ফেণ হইয়াছে। এখনও দেখ জলের সঙ্গে তাতের কেমন গুণ। এখনও নীচের জল উপরে, উপরের জল নীচে তাড়াতাড়ি যাইতেছে, ইহাতেই টগ্ বগ্ শব্দ হইতেছে। সত্য! ভাত হয়েছে খেতে বসো।

স। মা! জল গরম হবার এমন আশ্চর্য্য কল আমরা জানিতাম না।

নূতন সংবাদ।

১। আহম্মদাবাদে একজন আশীবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, দশম বর্ষীয়া এক বালিকাকে বিবাহ করিয়াছে। এরূপ বিবাহের অনিষ্ট ফল এদেশের লোক দেখিয়াও দেখে না। কুসংস্কার ও দেশাচার লোকের বুদ্ধি বিবেচনা একেকালে লোপ করিয়া দেয়!

২। মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পীড়া আরোগ্য জন্য ২৭ শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার মহারাণীর অধিকৃত ভারত বর্ষ প্রভৃতি সমস্ত রাজ্যের প্রজাগণ স্ব স্ব ধর্ম্মমন্দিরে ঈশ্বরোপাসনা করিয়াছিলেন এবং সে দিবস সকল স্থানের কার্য্যালয়ে আনন্দের অবকাশ দানের আদেশ হইয়াছিল। আমরাও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 'রাজপুত্র' দীর্ঘজীবী হউন্।

৩। আমাদিগের মহারাজ্ঞীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পীড়া হইতে আরোগ্যলাভে বাবু কেশবচন্দ্র সেন আনন্দ প্রকাশ করিয়া মহারাজ্ঞীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন রাজ্ঞী প্রসন্ন হইয়া নিজ কার্য্য সম্পাদক দ্বারা তাহার এইরূপ উত্তর দান করিয়াছেন।

"প্রিয় মহাশয়! আপনি আমাকে যে প্রীতিকর পত্র খানি লিখিয়াছিলেন আমি অবিলম্বে তাহা রাজ্ঞীর গোচর করিয়াছি। রাজকুমারের শুভ আরোগ্যলাভে আপনি যেরূপ আন্তরিক প্রীতি ও রাজভক্তি সূচক শব্দ সকল ব্যবহার দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, রাজ্ঞী তাহাতে সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। আমি আহ্লাদের সহিত বলিতেছি রাজকুমার এখন দিন দিন বল লাভ করিতেছেন এবং যদি সুস্থ থাকেন ২৭ শে মার্চ্চে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মহোৎসবে যোগদান করিবেন।"

৪। আমাদিগের মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার একটী সুন্দর পাথরের প্রতিমূর্ত্তি বোম্বাই নগরে আনীত হইয়াছে। উক্ত ইংলণ্ডে প্রস্তুত করিতে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিটীকে কতকগুলি উন্নত ভাবসূচক মনোহর কারু কার্য্য দ্বারা শোভিত করা হইয়াছে।

কলিকাতাস্থ রাজভক্তিপরায়ণ প্রজাগণ কর্ত্তৃক ঐরূপ একটী মূর্ত্তি আনীত হইয়া রাজধানীতে স্থাপিত হয় ইহা আমাদিগের প্রার্থনা।

৫। গবর্ণর জেনারালের হত্যাকারী দুর্ব্বুদ্ধি যবন সিয়ার আলির পোর্টব্লেয়ার দ্বীপে ফাঁসী হইয়াছে। সে কি জন্য লর্ড মেওর প্রাণনাশ করিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করাতে বলিয়াছে "ঈশ্বর আমাকে হত্যা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।" যখন তাহার ফাঁসী দিবার সমস্ত উদ্যোগ হয়, তখন অবধি সে কোন ভয় বা অনুতাপ প্রকাশ করে নাই। বরঞ্চ সেই সময় উচ্চৈঃস্বরে কোরাণ ধর্ম্ম শাস্ত্রের বাক্য সকল বলিয়াছিল এবং মুসলমানদিগকে সম্মুখে রাখিয়া আর সকলকে (কাফার দিগকে)

সম্মুখ হইতে যাইতে করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত ক্রোধ ও ঈর্ষ্যার ভাব প্রকাশ করিয়াছিল। এমন কথাও বলিয়াছিল যে "কমাল দিয়া আমার চক্ষু ঢাকিয়া দেও, আমি মৃত্যুর সময় কাফেরদিগকে দেখিব না।" ঐ দুরাত্মা এমনই নরশোণিত লুব্ধ ছিল যে সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তাকে হনন করিয়াও তাহার হিংস্র প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয় নাই। হাতকড়ি দ্বারা দুইজন প্রহরীকে আঘাত করিয়া তাহাদিগের প্রাণনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। হায়! মনুষ্য হৃদয় কিরূপে এমন হিংস্রক পশুবৎ ভাব ধারণ করে!

৬। গবর্ণর জেনারেলের মৃত্যু হওয়ায় ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতর সভ্য মান্যবর ষ্ট্রাচি সাহেব কয়েক দিবসের নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তৎপরে মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা লর্ড নেপিয়র মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়া কয়েক মাসের নিমিত্ত প্রতিনিধি প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। সংবাদ পত্র সকলে প্রকাশিত হইয়াছে বিলাতস্থ পার্লেমেণ্ট নামক মহাসভার একজন প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ ও ধনাঢ্য সভ্য ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্ত্তৃ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি শীঘ্র ভারতবর্ষে আগমন করিবেন।

৫। আমাদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারালের সহধর্ম্মিণী লেডি নেপিয়ার মান্দ্রাজে অবস্থিতিকালে তত্রত্য স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনে যথেষ্ট যত্ন ও অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তিনি কলিকাতায় আসিবার সময় ঐ নগরস্থ একটী বালিকাবিদ্যালয়ে এইরূপ পত্র লিখিয়া আসিয়াছেন,—"একটী আকস্মিক শোচনীয় ঘটনা বশতঃ স্বামীর সহিত আমার হঠাৎ কলিকাতায় গমন করিতে হইল। ইহা অতিশয় দুঃখের বিষয় যে তোমাদিগের নিকট হইতে যথারীতি বিদায় গ্রহণেরও আমি সময় পাইলাম না। যে সকল সুখের দিন তোমাদিগের মধ্যে যাপন করিয়াছি তাহা কখনই ভুলিতে পারিব না। তোমরা প্রত্যেকে আমার প্রীতি গ্রহণ কর। ঈশ্বর তোমাদিগের বিদ্যালয়ের মঙ্গল করুন এবং তোমাদিগের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুন।"

৭। ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয় যে ভারতবর্ষের সহিত ইংলণ্ডের যোগ নিকটতর হইবার সূত্রপাত হইতেছে। স্ত্রীকুলহিতৈষিণী কতকগুলি ইউরোপীয় মহিলা তাঁহাদিগের ভারতবর্ষীয় ভগ্নীদিগের সহিত যোগ স্থাপনে এতদূর যত্নবতী হইয়াছেন যে অনেক পরিশ্রমে বাঙ্গালাভাষা শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে শিখিয়াছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা পত্র আসিয়াছে তাহা দেখিলে আনন্দ হয়। বিশেষতঃ হস্তাক্ষর অতি প্রশংসনীয়। এ দেশীয় মহিলারা এতেও কি লজ্জিত হইয়া আপনাদের উন্নতির জন্য যত্নবতী হইবেন না?

৮। পারিস নগরে এক ব্যক্তি তাহার পালিত একটী কুকুরকে এত ভাল বাসিত যে তাহার মৃত্যুতে সে আত্মহত্যা করিয়া কুকুরের সহমরণে গিয়াছে। ইতর জন্তুর প্রতিও মানুষের এত স্নেহ সম্ভব।

৯। শ্যামের রাজা ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আসিয়াছেন। একখান সংবাদ পত্রে লিখিত হইয়াছে ইহাঁর ৬০টী ভ্রাতা এবং ৪০টী ভগ্নী আছেন। ইহার পিতার ৩০০ মহিষী ছিলেন। ইহার নিজের ৩২ টী আছেন। ইহার বয়স সবে সতর বা আঠার বর্ষ হইবে।

১০। মেদিনীপুরের একটী ভদ্রকুলোদ্ভবা স্ত্রীলোক স্বামী ও ছয় বৎসরের একটী পুত্র সন্তান পরিত্যাগ করিয়া পতিগৃহ হইতে খৃষ্টানদিগের নিকট গমন করিয়াছেন এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়াছেন।

১১। এডুকেশন গেজেটে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন "রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কোন গ্রামে বিবাহ উপলক্ষে মনসার পূজাস্থলে রাত্রিতে গাওনা হইতেছিল। সেই আসরে এক ব্যক্তি বানর সং সাজিয়া বিবিধ রঙ্গে নৃত্য করিতেছিল, এমন সময় দৈবাৎ তাহার গায়ের লম্বা লম্বা রোমে অগ্নি ধরিয়া গিয়া লঙ্কাকাণ্ড উপস্থিত হয়। ভাগ্যক্রমে হনুমানটীই পুড়িয়া লঙ্কা রক্ষা হইয়াছে।" দাহ্য পদার্থ লইয়া আগুণের কাছে খেলা করা কোন ক্রমে উচিত নয়।

বামাগণের রচনা।

মহাত্মা লর্ডমেয়োর মৃত্যুতে খেদ।

ভারতের অমঙ্গল শুনে প্রাণাকুল।
একি সর্ব্বনাশ চারিদিক হুলস্থূল॥
স্থূলভে করিয়া পাঠ লর্ডের মরণ।
বজ্রাঘাত সম হৃদে লাগিল বেদন॥
দিবা নিশি কাঁদে প্রাণ ঝরে দুনয়ন।
লেখনী অশক্ত শোক করিতে বর্ণন॥
সেই দিন জজের মৃত্যু করিয়া শ্রবণ।
ভাবিতাম মনে এই অনিত্য জীবন॥
এবার শুনিয়া হলো ব্যাকুল হৃদয়।
নরহত্যাকারি মূল কে করিবে ক্ষয়॥
আহা ভগ্নি লেডী মেয়ো মৃতপতি লয়ে।
সতত ভাবিছ মনে বিষাদিত হয়ে॥

কি বলে বুঝাব ভগ্নি সাধ্য কিছু নাই।
কেবল তোমার শোকে পরিতাপ পাই॥
বৈধব্য বিরূপ বেশ করিয়া ধারণ।
কিরূপেতে দেশে যাবে ভাবি অনুক্ষণ।
ইচ্ছা করে লেডী তব নিকটেতে যাই।
নয়নের নীর নিজ অঞ্চলে মুছাই॥
দু জনে আসিলে ভগ্নি আমাদের তরে।
ভাসিলে ভারতে আজি দুঃখের সাগরে॥
আহা চন্দ্রমুখী সুখী হইবে কেমনে।
নিয়ত বরিষে ধারা আয়ত নয়নে॥
আহা ধনী কৃশাঙ্গিনী কনক বরণী।
কে হরিয়া নিল তব হৃদয়ের মণি?
যে হেরিছে তোমারও মলিন বদন।
সেই জন করিতেছে অশ্রু বরিষণ॥
পতি হীনা হয়ে সতী যাইতেছ ফিরে।
ভারতেরে ভাসাইয়া শোক সিন্ধু নীরে॥
চারি দিকে শূন্যাকার হেরিতেছ সতী।
মূর্চ্ছাপন্ন অবসন্ন বিনা প্রাণপতি॥
পতি বিনা দেখিতেছ সব অন্ধকার;
সিংহকে শৃগালে বধে একি চমৎকার॥
হা ভগিনি! তব এই শোকের সময়।
কেবা না হইছে বল দুঃখিত হৃদয়॥
কি আর কহিব ভগ্নি সান্ত্বনা বচন।
আর কি সন্তাপ তব হবে নিবারণ?
চারুশীলা পতিরতা হয়ে বিষাদিনী।
শোক বস্ত্র পরে দেশে যাবে একাকিনী॥
হাহাকার করিবে গো আত্ম পরিজন।
স্বামী শোকে আরো কত ভাসিবে নয়ন॥
মনুষ্যের সাধ্য নাই করিতে সান্ত্বনা।
তব প্রতি জগদীশ করুন করুণা॥
পবিত্র রাখুন তিনি তোমার অন্তর।
শোক তাপ দুর্ব্বলতা হউক অন্তর॥

শ্রীলক্ষ্মীমণি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

" কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

১০৪ সংখ্যা { চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭৮ } ৮ম ভাগ

মির্জার স্বপ্ন। (১)

মুসলমান ধর্ম্মের মতে পঞ্চমী তিথি অতি পবিত্র দিন। সেই তিথিতে আমি একদা যথা নিয়মানুসারে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া প্রাতঃকালীন উপাসনা সমাপন করিলাম। অনন্তর ঈশ্বরের ধ্যান ও আরাধনায় সমস্ত দিন অতিবাহিত করিবার জন্য বোগ্দাদের এক উত্তুঙ্গ নিভৃত পর্ব্বতদেশে উত্থিত হইলাম। পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি বায়ু সেবন করিতে করিতে মানব জীবনের অসারতা চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অন্তরে বিষম বৈরাগ্য ও নিরাশার উদয় হইল। তখন ভাবিতে লাগিলাম 'বৃথায় স্বপনপ্রায় মানব জীবনরে।' ভাবিতে ভাবিতে একটী নিকটস্থ শৃঙ্গোপরি দৃষ্টিপাত হওয়াতে বীণাহস্ত একজন মেষপালকে দেখিতে পাইলাম। তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ হইবা মাত্র সেই মেষপালবেশধারী অমনি বীণা বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। সেরূপ সুমধুর বীণাধ্বনি আমি পূর্ব্বে কখন শ্রবণ করি নাই। তখন আমার বোধ

(১) সুবিখ্যাত ইংরাজী লেখক আডিসন মিসর দেশের কেরো নগরে ভ্রমণ করিতে গিয়া কতকগুলি পুরাতন হস্তলিখিত রচনা পান। তন্মধ্যে মির্জা নামে এক মুসলমানের রচিত "মির্জার স্বপ্ন" প্রস্তাবটী তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, ইহা তাহারই ভাষান্তর।

হইতে লাগিল আমি যেন দেবলোকে উপস্থিত হইয়াছি। আমার [illegible] বিগলিত হইল, আমি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম।

শুনিয়াছিলাম ঐ শৃঙ্গদেশ কোন উপদেবতার আবাস স্থান। আমার মত অনেকেই সেই স্থলে ঐরূপ বীণাধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিল, কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে কাহার সমক্ষে সেই উপদেবতা দৃশ্যমান হয়েন নাই। আমাকে মোহিতপ্রায় দেখিয়া তিনি সঙ্কেতপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। সসম্ভ্রম ও শঙ্কাকুল চিত্তে আমি তাঁহার সমীপস্থ হইলাম। সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে আমি এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, যে তাঁহার সমীপে উপ-স্থিত হইয়াই সহসা তাঁহার পাদদেশে সাষ্টাঙ্গে পতিত হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। সেই উপদেব সহাস্যমুখে আদরের সহিত আমার সঙ্গে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সহিত আমার সৌহার্দ্দ জন্মিল এবং তদীয় প্রফুল্লবদন অবলোকন করিয়া চিত্ত হইতে সমুদায় শঙ্কা দূরীভূত হইল। তখন তিনি আমার হস্তধারণ করিয়া আমাকে উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন "মির্জা, আমি তোমার নির্জ্জন[illegible] শ্রবণ করিয়াছি, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।"

তাঁহার আদেশানুসারে সেই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় উত্থিত হইলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন 'ঐ পূর্ব্বদিকে চাহিয়া বল দেখি, তুমি কি দেখিতেছ?' আমি কহিলাম তথায় একটী সুবিস্তৃত উপত্যকা প্রসারিত রহিয়াছে, এবং তাহার মধ্য দিয়া একটী স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। তিনি কহিলেন ঐ উপত্যকার নাম দুঃখভূমি, এবং ঐ নদী অনন্তকালের অংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম 'ঐ নদীর দুই প্রান্তদেশ কুজ্ঝটি-কায় আবৃত কেন? উহার উৎপত্তি ও পতন কিছুই স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না কেন?' মেষপালবেশধারী উত্তর করিলেন 'নদীর এই অংশকে কাল কহে, সূর্য্য উহার পরিমাণকর্ত্তা, পৃথিবীর উৎপত্তি উহার আদি, পৃথিবীর বিনাশ উহার শেষ।' অনন্তর, তিনি কহিলেন "ঐ জলরাশি ভাল[illegible] পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখ দেখি কি দেখিতেছ?' আমি বলিলাম 'একটী সেতু দেখিতেছি।' এই বাক্যের প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন 'ঐ সেতু মনুষ্য জীবন, অবধান সহকারে উহা পরিদর্শন কর।' স্থিরনেত্রে দর্শন করিয়া

প্রতীত হইল ঐ সেতুতে সত্তরটী অভগ্ন এবং কতক গুলি ভগ্ন খিলান রহিয়াছে। খিলান সমুদায়ে প্রায় একশত। যখন আমি এই খিলানগুলি গণনা করিতেছিলাম, উপদেব কহিলেন, 'পূর্ব্বে এই সেতু প্রায় সহস্র খিলানে নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু বন্যাস্রোতে অধিকাংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কয়েকটী তোমার সমক্ষেই রহিয়াছে। (২) এখন বল দেখি আর কি দেখিতেছ?' প্রত্যুত্তরে কহিলাম 'অবিশ্রান্ত লোকপ্রবাহ ঐ সেতু দিয়া কোথায় যাইতেছে। তাহারা ঐ অস্ফুট তমসাচ্ছন্ন নদীমুখ হইতে বহির্গত হইয়া উহার অপর প্রান্তাভিমুখে গমন করিতেছে।' অভিনিবিষ্টচিত্তে যত দেখিতে লাগিলাম, বোধ হইল, অনেক লোক সেতুর মধ্য দিয়া নিম্নস্থ নদীস্রোতে পতিত হইয়া অদৃশ্য হইতেছে। সেই সেতুর মধ্যে মধ্যে সর্ব্বস্থানেই অসংখ্য গুপ্তদ্বার লুক্কায়িত আছে। বহুসঙ্খ্যক লোকই কুজ্ঝটিকা হইতে বহির্গত হইয়াই এই প্রকার গুপ্তদ্বার দিয়া নদীস্রোতে নিপতিত হইতেছে। সেতুর মধ্যস্থলে লোক সংখ্যা কিছু অধিক। জনপ্রবাহ যতই সেতুর প্রান্তাভিমুখে যাইতেছে, ততই সংখ্যা ন্যূন হইয়া আসিতেছে। অতি অল্প সংখ্যক লোককে অভগ্ন সেতুগুলি অতিক্রম করিয়া ভগ্ন সেতু দিয়া যাইতে দেখিলাম। ইহাদিগের পদ প্রায়ই স্খলিত হইতেছিল। প্রতিক্ষণেই পতনের আশঙ্কা! দেখিলাম বহুদূরের পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া একে একে সকলেই পদস্খলিত হইয়া পড়িতেছে। (৩)

---

(২) পুরাতন বাইবেল ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমানেরা মানিয়া থাকেন। তাহার মতে মনুষ্যেরা আদি কালে একহাজার বৎসর বাঁচিত। পরে তাহারা অত্যন্ত পাপী হওয়াতে ঈশ্বর এক মহা জলপ্লাবনে সকলকে বিনষ্ট করেন। নোয়া নামে এক জন ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনিই সপরিবারে রক্ষা পান। জলপ্লাবনের পর মনুষ্যের পরমায়ু কমিয়া মোটে ৭০ বৎসর দাঁড়াইয়াছে। অল্পলোক ১০০ বৎসর বাঁচে অতএব বাকী ৩০ বৎসর ভাঙ্গা চুরার মধ্যে।

(৩) সেতুর মধ্যে গুপ্তদ্বার, অর্থাৎ অকাল মৃত্যুর কারণ অনেক আছে, শৈশব অবস্থায় অকাল মৃত্যু ঘটনা অধিক হয়। মধ্যম বয়সে মৃত্যু সংখ্যা কম এবং অধিক বয়সে আবার সংখ্যা অধিক হয়। ৭০ বৎসরের পর অল্প লোক বাঁচে এবং তাহারা জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকে।

এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমার মন অতি ক্ষুব্ধ হইল। ভাবিলাম হায়! কত লোক আমোদ প্রমোদের মধ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জলসাৎ হইয়া যাইতেছে, এবং জলসাৎ হইয়া আত্মরক্ষার্থ নিকটস্থ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও বিফল হইতেছে! কত লোক ঊর্দ্ধদৃষ্টে গগণের দিকে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে যেমন পদস্খলিত হইল, অমনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। অসংখ্য যাত্রিগণ নানাবিধ সুচিক্কণ দ্রব্য লাভার্থ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে যেমন সেই সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিতে যাইবে, অমনি তাহারা নিপতিত হইয়া জলসাৎ হইয়া গেল! কেহ তরবারি ধারণ করিয়া অপর লোককে বলপূর্ব্বক গুপ্ত দ্বার দিয়া পাতিত করিল। হায়! এরূপ না হইলে ইহারা হয়তো আরও কিয়ৎক্ষণ জীবিত থাকিত! (৪)

মেষপালবেশধারী আমার মলিন বদন দেখিয়া আমাকে আদেশ করিলেন 'মির্জা! তোমার নয়নদ্বয় ঐ সেতু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কর, এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বল দেখি কি দেখিতেছ?' আমি উপরে চাহিয়া দেখি নানাবিধ বিহঙ্গমগণ সেতুর উপর উড়িয়া বেড়াইতেছে। কোথাও গৃধিনী-দল, কোথায় বায়স শ্রেণী, স্থানান্তরে বকমালা, এবং কোন স্থানে কতিপয় পক্ষযুক্ত শিশু উড়িয়া আসিয়া একবার সেতুর মধ্যদেশে উপবেশন করিতেছে, পরক্ষণে আবার আকাশে উড্ডীন হইতেছে। (৫) ইহাদিগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে উপদেব কহিলেন, ঐ পক্ষিগণের নাম হিংসা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, ভ্রম ও নৈরাশ্য। ইহারা নিয়তই মানবজীবনকে পরিবৃত করিয়া রহিয়াছে।'

এই স্থলে আমি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম।

---

(৪) মৃত্যু আমোদের মধ্যে যুবাদিগকে আক্রমণ করে, তাহারা চিকিৎসকের সাহায্য লইয়াও নিস্তার পায় না! কত লোক জ্যোতির্বিদ্যা আলোচনা ও ধর্ম্ম চিন্তা করিতে করিতে মরিয়া যান। পৃথিবীর ধন মান সুখ ঐশ্বর্য্যই সুচিক্কণ বস্তু, কতলোক অনেক কষ্টে তাহা সম্ভোগ করিতে গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুদ্ধে মৃত্যুদ্বারা অনেক অকাল মৃত্যু সংঘটিত হয়।

(৫) যৌবন কালে কাম কুপ্রবৃত্তি মনুষ্যের হৃদয়কে অধিক আক্রমণ করে। গ্রীকদিগের পুরাণে কামদেব পক্ষযুক্ত বালক বলিয়া বর্ণিত আছে।

আমি বলিলাম "যথার্থই মানব জীবন নিতান্ত অসার। শোক তাপ, দুঃখরাশি ও মৃত্যু তাহার চারিদিক্ ঘেরিয়া আছে, জীবিত-কাল দুঃখে অতিবাহিত করিয়া অবশেষে তাহাকে কালের করালগ্রাসে নিপতিত হইতে হয়।" আমার এই সমস্ত বচন শ্রবণে উপদেব করুণার্দ্র হইয়া আমাকে সেই দুঃখভূমি হইতে লোচনদ্বয় ফিরাইয়া লইতে কহিলেন। তাহার আদেশানুসারে অপর দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া দেখি ঘন কুজ্ঝটিকাবলী সহসা তিরোহিত হইতে লাগিল। তখন দর্শন করিলাম পূর্ব্বকার সেই উপত্যকা ভূমি বিস্তৃত হইয়া এক মহা সমুদ্রের তীরভূমি হইয়াছে। একটী প্রস্তরময় প্রাচীর এই সমুদ্রকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। (৬)একার্দ্ধ ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত.তাহার মধ্যে কিছুই লক্ষিত হয় না, অপরার্দ্ধ একটী বৃহৎ সাগর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাহার মধ্যে মধ্যে নানাবিধ ফলফুলশোভিত দ্বীপাবলী স্থাপিত রহিয়াছে এবং দ্বীপাবলীর চারি পার্শ্বে বারিরাশির স্রোত বহিতেছে। দর্শন করিলাম, সুন্দর দ্বীপবাসিরা কখন নির্ঝরের শোভা দর্শন করিতেছে, কখন বৃক্ষতলে সুরম্য ছায়া সম্ভোগ, কখন বা পুষ্পবন মধ্যে বিচরণ, কখন কুঞ্জবনের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া বেড়াইতেছে। এই সমস্ত মনোহর প্রদেশ দর্শন করিয়া আমার নয়ন পরিতৃপ্ত হইল, মনে আনন্দের উদয় হইল। দেখিলাম এখানে লোকের রোগ নাই, শোক নাই, সদাই আনন্দ ও পরিতোষ। আমার ইচ্ছা হইল আমি উড্ডীন হইয়া তথায় উপনীত হই। কিন্তু উপদেব কহিলেন, তথায় গমন করিবার কোন পন্থা নাই। মৃত্যু নামে একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ সেই দ্বীপাবলীকে সংযুক্ত করিয়াছে। দেখিলাম এই পথের দ্বারদেশ অনবরত উন্মুক্ত ও আবদ্ধ হইতেছে। পূর্ব্বকার সেই সেতু শ্রেণীর সহিত এই দ্বার দেশের সংযোগ রহিয়াছে। তীরভূমির বালুকাপুঞ্জের যেমন সংখ্যা নাই, এই দ্বীপাবলীও তদ্রূপ

(৬) পরলোকে ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক এই দ্বিবিধ লোকের দ্বিবিধ বাসস্থান। ধার্ম্মিকেরা সর্ব্বসুখপূর্ণ আনন্দ রাজ্যে এবং পাপীরা অন্ধকার ময় দুঃখের রাজ্যে বাস করে।

গৃহিণী যদি সে সকল বিবেচনা করিয়া কার্য্যের নিয়ম করেন এবং যত্ন করিয়া তাহা পালন করেন তাহা হইলেই তাঁহার যথা কর্ত্তব্য সাধন হইবে। কার্য্যের নিয়ম করিবার পূর্ব্বে সেই কার্য্যটি কি, তাহা প্রথমতঃ নির্ণয় করা আবশ্যক। এইটি বড় সহজে বলা যায় না। যেমন রাজার কার্য্য প্রজাপালন, তেমনি গৃহিণীর কার্য্য সংসার প্রতিপালন। কি করিলে প্রজাপালন করা হয় তাহা নির্ণয় করাও যেমন, সংসার প্রতিপালন করাও তেমনি সহজ নহে। প্রজাপালনের নিমিত্ত এত অসংখ্যপ্রকার কার্য্য আবশ্যক যে রাজকর্ম্মচারিসমূহের সংখ্যা বিবেচনা করিলে এবং তজ্জন্য কত ভূরি ২ নিয়ম আবশ্যক তাহা বিচারালয়ের পুস্তকাগারে দেখিলে অনুভব করাযায়। সংসার প্রতিপালনের নিমিত্তও সেইরূপ অসংখ্যপ্রকার কার্য্য করিতে হয়। গৃহস্বামীর কর্ত্তব্য যে তিনি যথাসাধ্য অর্থ উপার্জ্জন করেন। গৃহিণীর কর্ত্তব্য যে তিনি সেই অর্থের আবশ্যক অংশ গ্রহণ করিয়া সংসারের সকলের যথাযোগ্য আহারাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক ভরণপোষণ করেন এবং সকলকে সুখী রাখেন। শরীর রক্ষার নিমিত্ত স্নানাহার শয়নাদির উপযোগী দ্রব্য সকল আহরণ করা, প্রস্তুত করা ও যত্নে রক্ষা করা সকলের জন্যেই আবশ্যক। শিশুদিগকে সুনীতি শিক্ষাদান ও বিদ্যাধ্যয়নের সহায়তা করা বিশেষ আবশ্যক, এই সকল ক্রিয়া সম্পাদনার্থ যে সকল বস্তুর আয়োজন করিতে হয়, সে সকল যত্ন করিয়া রাখাও তাঁহার একটি প্রধান কার্য্য।

এইস্থলেই দুই প্রকার কার্য্য লক্ষিত হইতেছে; এক প্রকার কার্য্যের অভিপ্রায় আহারাদি ক্রিয়ার দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করণ, অপর প্রকার কার্য্যের অভিপ্রায় প্রয়োজনীয় বস্তুসমুদয়ের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। কিন্তু সকল কার্য্যের পূর্ব্বে কাহার প্রতি কেমন ব্যবহার করিতে হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। একেবারে সমুদয় বিষয় শিক্ষাকরা যায় না, অতএব গৃহিণীরা মনে করিয়া রাখুন একে একে এই সকল বিষয় তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হইবে। যথা, প্রথমতঃ কাঁহার প্রতি [illegible] ব্যবহার কর্ত্তব্য; দ্বিতীয়তঃ শরীর রক্ষার্থে যে সকল [illegible] আবশ্যক; তৃতীয়তঃ উক্ত কার্য্যসকল নির্বিঘ্নে ও সহজে [illegible] করিবার নিয়ম; চতুর্থতঃ রোগাদি বিশেষ ঘটনা কালীন কর্ত্তব্য-

স্ত্রীগণের ধর্ম্মহীন শিক্ষা সমুচিত কি না ? *

আমাদিগের দেশে বালকগণের শিক্ষার জন্য যত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে কোন প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় না। এমন কি, ধর্ম্ম মানবীয় কুসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইরূপ অসার ঘোর অনিষ্টকর কথাও ছাত্রগণ প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া থাকে। সত্য, কেহ এ বিষয়ে তাহাদিগকে স্পষ্ট আদেশ উপদেশ প্রদান করে না, অনেক সময়ে তাহারা নিজে নিজে জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ এই সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হয়। কিন্তু তাহাদিগের মন যখন প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহের অসত্যতা বুঝিতে পারিল, তখন তাহাদিগকে যথার্থ, নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব সকল দেখাইয়া দেয়, তদুপযোগী শিক্ষা কোথায় ? এই কারণে বিদ্যালয় সমূহ বালকদিগকে যে ঘোরতর সংশয় সাগরে নিমগ্ন থাকিবার সহায়তা করিতেছে, ইহা অবশ্যই বলা যায়। যেখানে জীবনের সার ও মূল কর্ত্তব্য বিষয়ে এরূপ সংশয়ের অবস্থা, সেখানে শিক্ষিতগণের মধ্যে যে নানা প্রকার দুর্ব্যবহার দর্শন করা যাইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ কথা। গবর্ণমেণ্ট এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও যে নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, ইহাতে কি আমরা গবর্ণমেণ্টকে হৃদয় বিহীন বলিব ? গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে ঘোর সঙ্কটে পড়িয়াছেন, বলিতে হইবে। তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া এদেশের কোন প্রকার ধর্ম্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না এই তাঁহাদের অঙ্গীকার। এ জন্য তাঁহারা ধর্ম্মনীতি শিক্ষা পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে দেন নাই ; ধর্ম্মনীতির অখণ্ড্যতা অপরিবর্ত্তনীয়তা বুঝাইতে গেলে, তৎসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের বিষয় স্বভাবতঃ আসিয়া পড়ে, ঈশ্বরের নাম বিদ্যালয়ে প্রতিধ্বনিত হইলেই পাছে প্রজাগণের ধর্ম্মে হস্তার্পণ করা হইল, এই বৃথা আশঙ্কায় গবর্ণমেণ্ট তাহা হইতে বিরত রহিয়াছেন। সে যাহা হউক, এখন দেখা যাউক, বালকগণের শিক্ষার অনুরূপ আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীগণের শিক্ষা হওয়া সমুচিত কি না ?

---

* বামা-হিতৈষিণী সভায় পঠিত।

এই বিষয়টি নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা সমুচিত। এই প্রকৃতি নির্দ্ধারণে অনেকে অনেক প্রকার আপত্তি উত্থাপিত করিতে পারেন, কিন্তু যদি প্রকৃতির অখণ্ডনীয়তার উপরে আমাদিগের বিশ্বাস থাকে, সহস্র প্রকার পাপ অত্যাচারের মধ্যেও প্রকৃতি আপনার দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয় প্রদান করেন ; এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, ভুতকালে যেরূপ হইয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমানে আমরা স্ত্রীগণকে এ দেশে এবং পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সকলকে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, স্ত্রীগণ মানব সমাজের হৃদয় স্বরূপ। মনুষ্যমণ্ডলী যে অবস্থায় নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ছিল, সমর ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, ঘোরতর নিষ্ঠুরতা তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, সে সময়ে মনুষ্য মণ্ডলীকে কাহারা একত্র গ্রথিত রাখিয়াছিল ? মানবজাতিকে সমূলোচ্ছেদ হইতে কাহারা রক্ষা করিয়াছিল ? ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, ইতিহাস প্রত্যুত্তর দিবে স্ত্রীগণ। দুর্দ্দম হস্তিগণের ন্যায় মনুষ্যগণ যখন স্বজাতি হিংসন ভিন্ন আর কিছুই জানিত না, স্ত্রীগণ তাহাদিগের পদে দুর্ভেদ্য নিগড় হইয়া অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ঘোর অবিনয় নিষ্ঠুরতার মধ্যে কোমলতা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। যদি স্ত্রীগণ মানব সমাজের হৃদয় রাজ্যের অধিকারিণী না হইতেন, আমরা বর্ত্তমান সময়ে ইহাকে যেরূপ অবস্থায় অবস্থাপিত দেখিতেছি, সেরূপ কখন দেখিতে পাইতাম না। স্ত্রীলোকের সম্মান পৃথিবীতে এখনও এত অল্প কেন ? তাঁহারা সমাজের কি উপকার সাধন করিয়াছেন, এখনও তাঁহারদিগের দ্বারা কি সাধিত হইবে, সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই এই জন্য। যাঁহারা স্ত্রীগণের প্রকৃতি ও অধিকার বুঝেন না, তাঁহারা তাঁহাদিগকে প্রকৃত সম্মাননা দিতে জানেন না।

আমাদিগের সভাপতি মহাশয় ইংলণ্ডে একটি প্রসিদ্ধ স্ত্রীসভাতে যাহা বলিয়াছিলেন, কথন ভঙ্গীতে তাহা অনেকের চির বিষণ্ন মুখ হইতে হাস্য নিঃসৃত করিয়াছিল ; কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেই বাক্যের মধ্যে অতি গভীর সত্য অবস্থান করিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন 'পৃথিবীর সর্ব্বাংশে মানবমণ্ডলী স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অনুশাসিত হয়। যতই জ্ঞান সভ্যতা পৃথিবীতে

বিস্তীর্ণ হইতেছে, ততই তাঁহাদিগের শাসন মানবসমাজে বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহাদিগের শাসন প্রভাবে সকলে সঙ্কুচিত হইতেছে, আবো বা কত হয় বলিয়া সকলের ভয় উপস্থিত হইয়াছে।' এই শাসন কি নূতন, না আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে? সভ্য অসভ্য সকল দেশকে জিজ্ঞাসা কর, সকলেই স্বীকার করিবে, সর্ব্ববিধ অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, পাপের মধ্যে এই শাসনপ্রভাব অব্যাহত রূপে অবস্থান করিতেছে। অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে অনেকে ইহা লক্ষ্য করেন না, অসভ্য লোক সকলের মধ্যে স্ত্রীগণের কত প্রাধান্য। আমি সৌভাগ্য ক্রমে বঙ্গদেশের ভুটান সন্নিহিত উত্তরাঞ্চলে বহু দিন বাস করিয়াছিলাম। দেখিয়াছি সেখানে পুরুষগণ কর্ত্তৃক স্ত্রীগণ কেমন বিজিত রহিয়াছে। পুরুষগণ কথায় কথায় রাগান্বিত হইয়া এক জনের মাথা অনায়াসে লগুড়াঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলে, অথচ তাহাদিগের স্ত্রীগণ সর্ব্বকার্য্যে তাহাদিগের পরিচালক ও অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষে এখনও অনেক স্থানে অনেক অসভ্য লোক বসতি করে, কিন্তু সেখানে দেখিবে, অনেক কার্য্যে পুরুষগণ স্ত্রীগণের অধীন হইয়া রহিয়াছে।

যাহা বলা হইল তাহাতে কি নির্দ্ধারণ হইতেছে? স্ত্রীগণ স্বস্বপ্রকৃতি বলে পুরুষগণকে সর্ব্বদা অনুশাসিত রাখিতে সমর্থ। সমাজ মধ্যে কোন্ স্ত্রী দুর্ভাগ্য, কোন্ স্ত্রী স্ত্রীসমাজে নিন্দনীয়, কোন্ স্ত্রী সর্ব্বদা বিষণ্ণ কোন্ স্ত্রী আপনাকে আপনি সর্ব্বদা ধিক্কার করেন, কোন্ স্ত্রী লোকের নিকট মুখ দেখাইতে চান না? যিনি এই শাসন ভার আপনার হস্তগত করিতে পারেন নাই। এসময়ে এদেশে অধিকাংশ স্ত্রীগণকে কেন এরূপ অবস্থাপন্ন দেখিতে পাওয়া যায়? চিরদিন যাঁহারা মানব মণ্ডলীকে শাসন করিয়াছেন অদ্য তাঁহারা কেন সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছেন? পুরুষ প্রকৃতি কি এত দূর উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছে যে, আর স্ত্রী প্রকৃতি তাহাকে শাসনাধীনে রাখিতে সমর্থ নহে? ইহা কখনই হইতে পারে না। ফলতঃ যে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় অধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন, এখন আর সে অস্ত্র শস্ত্রে তাঁহারা শাসন কর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারেন না। এখন জ্ঞানের আলোকে বিদ্যার আলোকে দেশ সমুজ্জ্বলিত হইতেছে। বিদ্যার আকর্ষণ—জ্ঞানের আকর্ষণ এখন সর্ব্ব প্রধান। স্ত্রীগণ

যদি এখন পূর্ব্ব বেশ ভূষা প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর বিষয় সকলের লালসা কথঞ্চিৎ অল্প করিয়া জ্ঞান ও বিদ্যা ভূষণে ভূষিত না হন, প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিকার হইতে তাঁহারা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবেন।

এখন জিজ্ঞাসা, এ সময়ে কি তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বতন কোমল প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া কঠোর জ্ঞানালোচনায় আপনাদিগের হৃদয় কঠোর করিয়া ফেলিবেন? একথার উত্তর অতি সহজ। যখন মানব সমাজ নিতান্ত দুর্দ্দান্ত ছিল, কেবলই নরশোণিত-পাতে আহ্লাদিত হইত, তখন যদি কর্তৃত্বরক্ষার্থ স্ত্রীগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে না হইয়া থাকে, তবে অদ্যও পশুশরীর মনুষ্যশরীর ছেদন করিয়া হৃদয়ের কঠোরতা সাধক নানাবিধ বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনে নিয়ত অনুরক্ত থাকিয়া পরিবারের স্নেহময়ী কর্ত্রীর পদবী হইতে বিচ্যুত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। মাতা, বনিতা কন্যা এ সম্বন্ধত্রয়ে তাঁহাদিগকে চির দিন জনসমাজে বদ্ধ থাকিতে হইবে, এই সম্বন্ধত্রয়ে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাঁহাদিগকে অবশ্য শিক্ষা করিতে হইবে। সময় যত উন্নত ও উচ্চ হইয়াছে, এ সম্বন্ধত্রয়ের কর্তব্যও তৎসঙ্গে২ উন্নত ও উচ্চ হইলে আবহমান প্রচলিত শাসন কর্তৃত্ব কখনই তাঁহাদিগের হস্ত হইতে অপসৃত হইবে না। যাহারা মনে করেন, আমরা বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীগণের অধিকার সঙ্কোচ করিবার জন্য নানা প্রকার বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছি, তাঁহাদিগকে তত বুদ্ধিমতী বলিয়া প্রতীতি হয় না। এ কথা তাঁহারা নিশ্চয় জানিবেন, স্বয়ং প্রকৃতি যে শাসন ভার অর্পণ করিয়াছেন, কাহারও সাধ্য নাই যে তাহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করে। এতকাল নরনারী সমাজের বিভাগ হয় নাই, বিভাগ হইবার উপযুক্ত কালও পূর্ব্বে সমাগত হয় নাই। এখন বিভাগের কাল উপস্থিত। এই জন্য স্ত্রী পুরুষ উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। যাঁহারা উভয় পক্ষের হিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহারা মধ্যস্থ হইয়া বলিবেন, আর ভগিনীগণ ভ্রাতৃগণ বিবাদ বিসম্বাদ করিও না, এই দেখ আমি তোমাদের মীমাংসা করিয়া দিতেছি। দেখিতেছ, তোমাদের সম্মুখে দুইটি রাজ্য বিস্তৃত রহিয়াছে—জ্ঞান রাজ্য ও হৃদয় রাজ্য। পুরুষগণ কঠোর প্রকৃতি সম্পন্ন, প্রকৃতি তাঁহাদিগকে কঠোর চিন্তাদিতে সমর্থ করিয়াছেন।

ভগিনীগণ! জ্ঞানরাজ্যের ভার তোমরা তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তোমাদিগের জন্য হৃদয় রাজ্য রহিল। মনে করিও না তোমরা ক্ষুদ্র রাজ্যের ভার প্রাপ্ত হইলে, গম্ভীররূপে বিবেচনা কর দেখিবে, তোমাদের রাজ্য শাসনের অধীনে থাকিয়াই জ্ঞান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সাধ্য নাই, জ্ঞান রাজ্য স্বীয় প্রতাপ বিস্তৃত করে, যদি হৃদয় রাজ্য তাহার সহায় না হয়। তোমরা এই রাজ্য পাইয়া সমুদায় জ্ঞান রাজ্যের প্রজাকে অনুশাসিত করিবে, এমন কি তাহারা আহ্লাদপূর্ব্বক তোমাদের কর্তৃত্বাধীনে চির দিন বাস করিবে।

ভগিনীগণের মধ্যে অনেকে মনে করিতে পারেন স্বার্থপর বাবুছলে আমাদিগকে উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতেছেন, আমরা কি তবে জ্ঞানের অধিকারিণী হইব না? আমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? জ্ঞান না থাকাতেই কি নয়? জ্ঞানহীন হইলে অনায়াসে অন্যের দাস হইতে হয় ইহা পৃথিবীর ইতিহাস কি বলিয়া দিতেছে না?' কে বলিল তোমরা জ্ঞানে বিভূষিত হইবে না? যদি তোমরা জ্ঞান শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হও, তবে আর বিবাদের মীমাংসা হইল কোথায়? সেই বিবাদ পূর্ব্বেও ছিল আজও সেই বিবাদ রহিয়া গেল। যদি দুই রাজ্যের মধ্যে চিরসন্ধি সংস্থাপিত না হইল, উভয় রাজ্য উভয়ের অভাব সকল পরিপূরণ না করিল, জ্ঞান রাজ্যের পণ্য সকল যদি হৃদয় রাজ্যে গিয়া উপস্থিত না হইল এবং হৃদয় রাজ্যের পণ্য সকল যদি জ্ঞান রাজ্যের সুখ সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত না করিল, তবে যে সকলই ব্যর্থ হইল। পুরুষগণ কঠোর পরিশ্রমে যাহা উপার্জ্জন করিলেন, স্ত্রীগণ তাহার অধিকারিণী হইলেন, স্ত্রীগণের যাহা কিছু পুরুষগণ গ্রহণ করিলেন, উভয়ের চিরসন্ধি চির সম্মিলন সংস্থাপিত হইল, আর বিবাদ বিসম্বাদ কোথায়? দেখ জ্ঞানরাজ্য প্রেমের রাজ্য—সুখ শান্তি আনন্দের রাজ্য হইল।

যাহা বলিলাম, তাহাতে হৃদয় রাজ্যের প্রেমরাজ্যের বিস্তার স্ত্রীগণের উপরে নির্ভর করে বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অনেকে বলিবেন, যে ইতিহাস তো ইহার সত্যতার প্রমাণ দিতেছে না। মনুষ্য মণ্ডলীতে শান্তি রাজ্য—প্রেমরাজ্য সংস্থাপনের জন্য পুরুষেরাই প্রধানতঃ আপনাদিগের শোণিত অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু ভগিনীগণ! একবার সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ

এই ধর্ম্মবীরগণ কাহাদের নিকটে আপনাদিগকে চিরকৃতজ্ঞ মনে করেন? তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন "আমরা স্ত্রীগণের হৃদয় এবং পুরুষগণের দৃঢ়তা লইয়া এই কঠোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যেখানে যুদ্ধবিগ্রহ শোণিত পাত, যেখানে আমরা অগ্রসর বলিয়া পৃথিবীর লোকে আমাদিগকে প্রশংসা করে, সেখানে স্ত্রীগণ যদি আমাদিগকে তাঁহাদের হৃদয় না দিতেন, আমরা পৃথিবীর শোকতাপ দুঃখে সমদুঃখী হইতে পারিতাম না।" অধিক কথা নিষ্প্রয়োজন, তাঁহারা তাঁহাদের চির কৃতকার্য্যতা কাহাদের উপরে নিক্ষেপ করেন? তাঁহারা পুরুষপ্রকৃতিতে সংগ্রাম শোণিত পাত করিয়া যে পন্থা পরিষ্কৃত করিলেন, যে রাজ্য আবিষ্কার করিলেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন, যদি ভগিনীগণ উহার ভার লইয়া রক্ষা না করেন, চির দিন সে রাজ্য পৃথিবীতে তিষ্ঠিবে না। এই জন্য মহল্লোক সকল প্রেমরাজ্য পরিবার মধ্যে সংস্থাপন করেন, এবং পরিবারে যাঁহারা পার্থিব কর্ত্রী, তাঁহাদিগেরই হস্তে ঐ রাজ্য রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত হয়।

এখন দেখা যাউক, আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের সহিত উল্লিখিত বিষয় সকলের কি সম্বন্ধ? কঠোর দুর্ব্বিনীত, দুর্দ্ধর্ষ পুরুষগণকে, কোমল, বিনীত, সুশীল করা স্ত্রীগণের কার্য্য। প্রমত্ত হস্তীকে আলানবদ্ধ করিয়া অল্পে অল্পে তাহাকে শান্তপ্রকৃতি করা কিছু সাধরণ কথা নয়। স্ত্রীগণের এইটী দুরপনেয় প্রকৃতি। সকলদেশের সকল জাতিতে স্ত্রীগণ বীরপুরুষকে স্বামিত্বে বরণ করিতে চিরাকাঙ্ক্ষী। শুনিতে পাওয়া যায়, ইংলণ্ডীয়া স্ত্রীগণ এক জন সৈনিক পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিলে, আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করেন। ইহার মধ্যে আমরা কি দেখিতেছি? তাঁহারা যত দূর কঠোরতা দুর্দ্ধর্ষতা জয় করিতে পারেন, ততই তাঁহাদের প্রকৃতি চরিতার্থ হয় বলিয়া তাঁহাদের আনন্দ। স্ত্রীগণের অসন্তোষ, দুঃখ কষ্ট কিসে? দারিদ্র্যে? তাহা নহে, পুরুষকে বিনীত ও শান্ত করিতে সমর্থ না হইলে। যদি ইহাই হয়, তাহাহইলে পুরুষগণের সংশোধনের ভার সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীগণের হস্তে নিপতিত হইতেছে। যাহাতে এই সংশোধনের কার্য্য তাঁহারা সমাধা করিতে পারেন, তদ্রূপ শিক্ষা লাভ করা স্ত্রীগণের পক্ষে একান্ত উপযোগীশ।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ।

বুধ গ্রহ।

বুধ ও শুক্র গ্রহকে নিম্নগ গ্রহ বলে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এরূপ বলিবার কারণও সেই খানেই উল্লিখিত আছে। এই দুই গ্রহ সূর্য্যের অতি নিকটবর্ত্তী। প্রথমে বুধ গ্রহ তার পর শুক্রগ্রহ সূর্য্যের নিকটে। বুধ গ্রহ সকল গ্রহ অপেক্ষা ছোট, ইহার ব্যাস দেড় সহস্র ক্রোশাপেক্ষা কিছু বেশী। বুধ গ্রহ সূর্য্য হইতে এককোটী পঁচাশি লক্ষ ক্রোশ অন্তরে। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে ইহার প্রায় ৮৮ দিন অর্থাৎ পূর্ণ ৩ মাস লাগে। সুতরাং আমাদের ৩ মাসে ইহার এক বৎসর এবং যত গ্রহ আছে সর্ব্বাপেক্ষা বুধ গ্রহের বৎসর ছোট। কিন্তু ইহার দিন ২৪ ঘণ্টাতেই হইয়া থাকে। সূর্য্যের চারিদিকে যে পথে বুধ গ্রহ ঘোরে, উহার পরিমাণ এগার কোটী দশ লক্ষ ক্রোশ। বুধ গ্রহ ঘণ্টায় কত ক্রোশ চলে দেখিতে গেলে এগার কোটী দশলক্ষ ক্রোশকে প্রথমতঃ ৮৮ ভাগ করিতে হইবে। কেন না সমুদয় পথটি ভ্রমণ করিয়া আসিতে উহার ৮৮ দিন লাগে। তাহাতে প্রতি দিনের গতির পরিমাণ পাওয়া গেল। এই দিনের গতিকে ২৪ দিয়া ভাগ করিলেই ইহা প্রতি ঘণ্টায় কত দূর যায় অনায়াসে পাওয়া যায়। এই অনুসারে এগার কোটি দশ লক্ষকে ৮৮ ভাগকরিয়া বারো লক্ষ একষট্টি হাজার তিন শত ক্রোশ অপেক্ষা কিছু বেশী পাওয়া গেল। ইহা বুধ গ্রহের প্রতি দিনের গতি। এই প্রতি দিনের গতিকে ২৪ দ্বারা ভাগ করিলে, বায়ান্ন হাজার পাঁচ শত ক্রোশের অধিক প্রতি ঘণ্টায় গতি হইল। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে ও সূর্য্যাস্তের পরে দুই ঘটিকা মাত্র এই গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার বর্ণ অত্যুজ্জ্বল রৌপ্য সদৃশ। ইহার আলোক এবং উষ্ণতা পৃথিবীর আলোক ও উষ্ণতা হইতে শত গুণ। আমাদের ন্যায় কোন জীব এই গ্রহে কখন বাস করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া উহাতে যে কোন প্রকারের জীব নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না। আমরা জলের মধ্যে অতি অল্প ক্ষণের জন্যও বাস করিতে পারি না ইহা বলিয়া কি জল জীবশূন্য? আগ্নেয়গিরি হইতে গলিত বস্তু নিঃসৃত

হয়। তাহার মধ্যে কোন কোন সময়ে জীবিত মৎস্য দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ধাতু দ্রব হইয়া যায় এমন উষ্ণতার মধ্যে যখন জীব জীবিত থাকে, তখন বুধ গ্রহের উষ্ণতার মধ্যে তদুপযোগী জীব বাস করিবে আশ্চর্য্য কি? বুধ এবং ইহার পরস্থিত শুক্র গ্রহ সর্ব্বদা ঘোরতর মেঘে আবৃত থাকে। অনেকে অনুমান করেন, এই মেঘের আবরণে সূর্য্যের কিরণের তীক্ষ্ণতা ও সমধিক ঔজ্জ্বল্য নিবারিত হয়, সুতরাং তথায় আমাদের ন্যায় শরীরী জীব বাস করা সম্ভব। সমধিক চাকচিক্য বশতঃ এই দুই গ্রহ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করা অতি সুকঠিন। ইহাতে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা উহাদের উপরি ভাগ দর্শন করি না, উহাদের মেঘের আবরণ মাত্র দেখি। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ হর্শেল সাহেব বলেন, এই কারণে ইহাদের অক্ষোপরি ভ্রমণও নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। অনেকে এই দুই গ্রহের উপর পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায় বলেন এবং তাহার উচ্চতা পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করেন, তাহা আরও অনিশ্চয়।

মনুষ্যের কেশ।

মনুষ্যের মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কেশের আকৃতি ও বিচিত্র বর্ণ দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহা এত বিভিন্ন প্রকার, প্রত্যেক প্রকারের বর্ণের এরূপ তারতম্য এবং গুণের এরূপ ইতর বিশেষ যে সে সমস্ত যে এককারণ হইতে উৎপন্ন হয় ইহা আপাততঃ কোনমতেই বিশ্বাস হয় না। কাহার কাহার কেশ দীর্ঘ, রেশমের ন্যায়, সুন্দর, ঢেউখেলানে, সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত; কাহার কাহার খাট, শক্ত, অল্প সংখ্যক এবং দেখিলেই বোধ হয় চিরুণি কিম্বা ব্রুস্ কোন জন্মে তাহার ধারে ঘেসিতে চায় না। চুলে মানুষের যেমন বিভিন্নতা এমন আর কিছুতেই নহে। এই চুল কত জনের মাথায় আবার কত ভাবেই থাকে! কাহার কপালে ছাঁচ কাটার ন্যায় এবং নাকের সঙ্গে সমকোণ; কাহার পশ্চাৎদিকে নত হইয়া রগ ও তাহার শিরা প্রকাশ করে; কাহার কোঁকড়াইয়া কোঁকড়াইয়া মাথার উপর দিকে তোলা; বৃদ্ধের শুভ্রবর্ণ কেশ গুচ্ছ আম্র মুকুলের

ন্যায় দোদুল্যমান। পুরুষের মাথায় এত প্রকার। নারী জাতির ফিতা, জরী, চুলের দড়ী ও কেশ বিন্যাসের কত প্রকার ধরন, ইহাতে তাহাদিগের যে আরও বিচিত্র হইবে সন্দেহ কি? রমণীগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণের ন্যায় সম্মুখে চূড়া বাঁধেন, কেহ টোপরের ন্যায় খোঁপা মাথার উপর সংস্থাপন করেন, কেহ যুক্ত বেণী, কেহ মুক্তকেশী। ইংরাজদের খোঁপা আবার কত রকমেরই! ঈশ্বর যাহাকে যে প্রকার রূপ প্রদান করিয়াছেন, তদুপযোগী বর্ণের কেশ রচনা করিয়া আবার তাহার কিছু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। এইজন্য চুলে কলপ দিলে তাহা অস্বাভাবিক বর্ণ বলিয়া দেখিতে কদাকার হয়।

কেশের বিচিত্র বর্ণ জলবায়ু ও জাতীয় প্রকৃতির উপরে বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। যত উষ্ণ কটিবন্ধের দিকে যাওয়া যায়, কেশ ততই কৃষ্ণবর্ণ, যত শীতল দেশ, ততই কটা বা হরিদ্রা। নিগ্রো প্রভৃতি কোন কোন জাতির চুল একই প্রকার। ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের লোকের সকলেরই চুল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। চুল দেখিতে সামান্য হইলেও কোন কোন বিষয়ে ইহা বিজ্ঞান শাস্ত্রের পথ দেখাইয়া দেয়। প্রাকৃতিক ভূগোল বেত্তারা চুলদ্বারা মনুষ্য জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেন।

প্রত্যেক চুলের গোড়ায় এক একটি নল মাথায় পোতা আছে, তাহাতে রঙের মসলা আছে। একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া দেখিলে এক গাছি চুলে ৩।৪ গাছি চুল গাঁথা ও থাক থাক সাজান দেখা যায় এবং তাহার গা খাজুর খাবির মত কর্কশ। এক গাছি চুলের উপর হইতে গোড়ার দিকে আঙুল বুলাইলে এই চুলের দাঁত গুলি হাতে ঠেকে। যাহারা পরচুল তৈয়ার করে, ইহা না জানিলে চুল ঠিক্ বসাইতে পারে না। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে পরচুল পরিধানের প্রথা প্রচলিত হইলে অনেক দিন লোকে এ বিষয় অবগত ছিল না, পরে একজন ইংরেজ এই সঙ্কেত বাহির করিলে সকলে তাহা জানিল এবং সেই অবধি পরচুল চোস্ত ও পরিষ্কার হইতে লাগিল। অনুবীক্ষণ দিয়া চুলের মূল দেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহা স্বচ্ছ দেখায় এবং তন্মধ্যে ছোট২ চাপটা২ খোপে কতকগুলিতে অল্প ও কতকগুলিতে অধিক রঙ দৃষ্ট হয়। যে সকলের খোপে রঙিন পদার্থ না থাকে,

তাহা পাকিয়া শুভ্র বর্ণ হয়। যদি কতক গুলি চুলে কাল রঙ্ থাকে ও তাহার নিকটস্থ আর কতক গুলি চুলে না থাকে, তাহা হইলে চুল কটা হয়, যেমন পীত ও লোহিত মিশিয়া পাটল এবং পীত ও নীলে হরিৎ বর্ণ হয় ইহাও সেইরূপ।

চুল ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। মস্তক সুস্থ অবস্থায় থাকিলে অতিরিক্ত চুল আপনা আপনি পড়িয়া যায়। পাখীর পালক বা সাপের খোলস আপনা আপনি যেমন খুলিয়া যায় এবং নূতন হইয়া জন্মে, মনুষ্যের চুলও সেইরূপ। দাড়ীর চুল এক বৎসরে ৬।৷০ বুরুল বাড়ে। নাপিতের ক্ষুর যদি তাহাতে বসান না হয় এবং স্বভাবের নিয়মানুসারে চুল বাড়ে তাহা হইলে ৭০ বৎসর বয়সের লোকের দাড়ী প্রায় ১৭।১৮ হাত হইবে। অল্পে শুনা যায় কতকগুলি লোকের ১৮ হাত হউক না হউক অতি বৃহৎ দাড়ী ছিল। এক জন ওলন্দাজ ভূম্যধিকারীর এত বড় দাড়ী ছিল যে উপরের সিড়ীতে উঠিতে২ তিনি দাড়ী মাড়াইয়া পড়িয়া গেলেন এবং তাহার ঘাড়টী ভাঙ্গিয়া গেল। ইডামের এক জন বিখ্যাত সূত্রধরের ছয় হাত লম্বা দাড়ী ছিল, কিন্তু তিনি বুদ্ধি পূর্ব্বক ইহা একটী থলিযার মধ্যে রাখিতেন এবং কাজ কর্ম্ম করিবার সময় গুটাইয়া বাঁধিতেন। ফ্রান্সের রবার্টের শুভ্রবর্ণ বৃহৎ দাড়ী ছিল, তিনি যুদ্ধের সময় তাহা খেলাইয়া দিতেন এবং বাতাসে এক খানি রৌপ্য চাদরের মত উড়িত। জর্ম্মনির সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সময়ে একজন চিত্রকর ছিল, তাহার দাড়ী মাটী স্পর্শ করিয়া অনেকটা বেশী থাকিত, যে সে তাহা গুটাইয়া সোণার চেনের সহিত কোমর বন্ধ করিয়া রাখিত। সর্ব্বদেশে চুল স্ত্রীলোকদিগের একটী বিশেষ শোভার সামগ্রী। ইহাঁদের বৃহৎ চুলের আরও আশ্চর্য্য বিবরণ পাওয়া যায়। আমরা গল্পে শুনিতে পাই একটী রমণীর চুল সরোবরের এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইউরোপীয় গল্পের মতে ৭৷৮ হাত লম্বা চুল অনেক সুন্দরীর ছিল। একটী রমণীর বর্ণনা শুনা যায়, তাঁহার ৮ হাত চুল ছিল এবং তিনি আপনাকে চুলের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে ঢাকিয়া রাখিয়া প্রণয়িকে চমৎকৃত করিতেন। গল্প কথায় অতি বর্ণনা থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা এদেশে এমন সুন্দরী সকল ও দেখিয়াছি

I have much pleasure to state that the result of the examination reflects much credit on the pupils and the teachers. A practical subject like Natural Philosophy is not likely soon to find favor with our ladies, but the marks I have assigned to each paper conclusively shew that the subject has received a fair share of attention, in as much as, one of the pupils has obtained $\frac{3}{4}$ths and the other two each above $\frac{1}{2}$ the maximum number of marks.

RADHICA PROSANNO MUKERJEE.

Deputy Inspector of Schools.

আমি আনন্দ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে পরীক্ষা ফল ছাত্রী ও শিক্ষকগণ উভয় পক্ষেরই গৌরবসূচক হইয়াছে। পদার্থ বিদ্যার ন্যায় কঠিন বিষয় আমাদিগের মহিলাগণের সহজে প্রীতিকর হইবার নহে। কিন্তু প্রত্যেক কাগজে আমি যেরূপ সংখ্যা দিয়াছি, তাহাতে নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ হইতেছে যে এবিষয়ে ছাত্রীরা সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। একটী ছাত্রী পূর্ণ সংখ্যার ৩-৪ (বারো আনা) এবং আর দুইটী প্রত্যেকে অর্দ্ধেকের অধিক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

ডেপুটী ইনস্পেক্টর।

In compliance with your request I had the pleasure of examining the three students of your Normal School in Physical Geography. I am happy to state that I have been very well satisfied with their performances.

GOPAL CHANDRA BANARJEE.

Superintendent Govt. Normal School.

আপনার অনুরোধ ক্রমে আমি আপনার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের তিনটী ছাত্রীর প্রাকৃতিক ভূগোলের পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম। আমি আনন্দচিত্তে

[illegible] করিতেছি, আমি [illegible] কৃতকার্য্যতা দেখিয়া [illegible] [illegible] হইয়াছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।

In conclusion I beg to state for the information of the association that I am highly pleased with the performances of the candidates.

Prasanna Kumara Sarbadhikari.
Principal Sanskrit College.

উপসংহার কালে ভারত সংস্কার সভার গোচরার্থে লিখিতেছি যে পরীক্ষার্থিনীদিগের উত্তর সকল দেখিয়া আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

শ্রী প্রসন্ন কুমার সর্ব্বাধিকারী।
সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ।

The three students forming the first class are very intelligent and I was surprised at their attainment in English.

Mary Chamberlain.

প্রথম শ্রেণীস্থ তিনটী ছাত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং আমি তাহাদিগের ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি।

মেরী চেম্বারলেন।
আমেরিকার ধর্ম্মপ্রচারিকা।

গত ২৫ চৈত্র [illegible] নিকটবর্ত্তী কাঁকুড়গাছী নামক স্থানে [illegible] বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ [illegible] তুলা, এই উপলক্ষে [illegible]

আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্ক।

(ইংরাজ কবি কাউপার হইতে অনুবাদিত।)

যা দেখি মেলিয়া আঁখি আমারি সকল,
কেহ নাই বিরোধিতে মম অধিকার,
আসমুদ্র দ্বীপস্থলবাসী জীব দল,
পশু পক্ষী সবে হেথা অধীন আমার।
বিজনতা! কোথা তব সে মোহন বেশ,
মোহিত যাহাতে পুরাখ্যাত ঋষিচয়,
এ ভীষণস্থলে রাজ্যে নাহি সুখ লেশ,
ভাল সে বিপদ ভয় পূর্ণ লোকালয়।

নরের অগম্য স্থানে আমি উপনীত,
একাকী জীবন ব্রত করি উদ্‌যাপন,
আপনার স্বরে হই আপনি চকিত,
না শুনি অমিয়ময় মনুষ্য বচন।
ক্ষত্র পরে দলে দলে চরে পশুচয়,
চোয় মোর পানে শূন্য উদাস নয়নে,

মানুষের সহ কভু নাহি পরিচয়,
তাদের আদরে ঘৃণা উপজয় মনে।

সমাজ, বন্ধুতা, প্রেম দম্পতি ভূষণ,
মর্ত্তেতে স্বর্গের দান, অমূল্য অক্ষয়,
কপোতের পাখা যদি পেতাম এখন,
কত সুখে তুষিতাম আকুল হৃদয়।
মনের গভীর দুঃখ করিতাম নাশ,
জ্ঞানধর্ম্ম পথে সদা করি বিচরণ,
লভিতাম অভিজ্ঞতা বৃদ্ধজন পাশ,
আমোদ অশেষ বিধ সহ যুবগণ।

ধর্ম্ম! কি অব্যক্ত ধন আছে সংগোপিত,
সুধাময় এ মধুর নামের অন্তরে,
সুবর্ণ রজত হীরা হয় পরাজিত,
অমূল্য এ রত্নপ্রভা যেখানে বিহরে;
দেব মন্দিরের ঘোর ঘণ্টার নিনাদ,
এ প্রান্তরে কোন কালে না শুনি শ্রবণে,
মরণে এখানে কেহ না করে বিষাদ,
নাহি হাসে শুভ পর্ব্ব দিন আগমনে।

বায়ুদল! মম সাথ কর উপহাস,
সাধ মম এক হিত যাচি যোড়করে,
যে দেশ দর্শনে হায় হয়েছি নিরাশ,
তার শুভবার্ত্তা বল আমার গোচরে।
[illegible] বন্ধুগণ মম, এখন তখন,
চায় [illegible] কি তারা এই অভাগারে ?
[illegible] নাহি কেহ বলিতে আপন,
[illegible] বলি তবু আশ্বাস আমারে।

উচ্চ মনের গতি কিবা বেগবতী,
তুলনে ইহার সাথ আঁটে সাধ্য কার?
ঝটিকা পশ্চাতে রয়, হয়ে হীনগতি,
আলোকের তীর হারে নিকটে ইহার।
স্বদেশের কথা মনে ভাবি সেই ক্ষণে,
মুহূর্ত্তেতে তথা যেন হই অবস্থিত
কিন্তু দুঃখাকর স্মৃতি জাগে সদা মনে,
নিরাশ সাগরে চিত্ত করে নিমজ্জিত।

সাগরিক পক্ষী নিল কুলায়ে আশ্রয়
যে যাহার বিবরে পশিল পশুগণ,
এখানেও বিরামের আছে সুসময়,
আমিও কুটিরে যাই, করিতে শয়ন।
বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের করুণা অপার,
করুণা—আশার জ্যোতি—উৎসাহ জনন
বিপদ আঁধারে করে সুখের সঞ্চার,
রাখে তুষ্ট নিজ ভাগ্যে মানবের মন।

গণিত।

স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গণিত শিক্ষা যে নিতান্ত আবশ্যক ইহা আমরা পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি। তাঁহারা যাহাতে সহজে অঙ্ক কসিবার সহজ উপায় সকল শিখিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে আমরা নিতান্ত অভিলাষী। কিন্তু একথা তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব হইতে বলিয়া রাখা ভাল, যে বারম্বার চালনা ভিন্ন কোন বিষয় আয়ত্ত করা যায় না। ইহা অন্যান্য বিদ্যার পক্ষে যেমন, অঙ্কবিদ্যার পক্ষে তদপেক্ষা অধিক করিয়া বলিতে হয়। আমরা একটী নিয়ম বা সঙ্কেত দেখাইয়া দিব, সেইরূপ আর দশটী আপনা হইতে করিবে তবে পাকা শিক্ষা হইবে। এস্থানে আমরা অঙ্ক কসিবার মূল সঙ্কেত কয়ে-

কটী দেখাইয়া দিতেছি, পরে যে সঙ্কেতে কাজের গণনা পড়া করা যাইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিব।

অঙ্ক বিদ্যা শিখিবার প্রথমে এই ছয়টী বিষয় শিখিতে হইবে, অঙ্ক রাখা, অঙ্ক ডাকা, যোগ, বিয়োগ, গুণন ও ভাগ।

১। অঙ্ক রাখা।

১ এক হইতে ১০০ এক শত লিখিতে শেখ এবং নীচের কয়টী সঙ্কেত মুখস্থ কর।

১	এক	এক	অঙ্ক
১০	দশ	দুই	"
১০০	শত	তিন	"
১০০০	সহস্র বা হাজার	চারি	"
১০০০০	অযুত	পাঁচ	"
১০০০০০	লক্ষ	ছয়	"
১০০০০০০	নিযুত	সাত	"
১০০০০০০০	কোটী	আট	"

যদি আট কোটী ছয় লক্ষ পাঁচ হাজার তিন শত ছয় রাখিতে হয়, কোটী আট অঙ্কে অতএব প্রথমে আটটী শূন্য রাখ এবং অষ্টম, ষষ্ঠ, চতুর্থ ও তৃতীয় শূন্যের উপরে যথা ক্রমে কোটী, লক্ষ, সহস্র ও শত, ইহাদের সাঙ্কেতিক চিহ্ন কো, ল, স ও শ লেখ। কোটীর নীচে ৮, লক্ষের নীচে ৬, সহস্রের নীচে ৫, শতের নীচে ৩, এবং এক স্থানে ৬, রাখ। পরে যে কয়টী অঙ্ক বলা হয় [illegible] তাহার স্থানে এক একটী শূন্য দেও। দশ, অযুত ও নিযুত স্থানে শূন্য পড়িবে। এই সঙ্কেত মনে রাখিয়া অঙ্ক রাখিতে অভ্যাস করিলে, শীঘ্র শিখিতে পারিবে। প্রথম প্রথম একটু মৌখিক উপদেশ আবশ্যক।

কো ল স শ
০০০০০০০০
৮ ৬ ৫ ৩ ৬
৮,০৬, ০৫, ৩, ০৬

২। অঙ্ক রাখা।

প্রথম ১ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত মুখস্থ কর, পরে ক্রমে বড় বড় অঙ্ক ডাকিতে পারিবে।

যদি ১,২৩,৪৫,৬৭৮, এই অঙ্কটী ডাকিতে হয়; ডাইন দিক হইতে গণিতে আরম্ভ কর। অগ্রে এক দশ শত এই তিন অঙ্ক গণিলে ছয়শত আটাত্তর হইবে। পরে যেমন দাগ দেওয়া হইয়াছে ঐরূপ একটী দাগ দিয়া সহস্র বা হাজারের দুইটী অঙ্ক লও, পঁয়তাল্লিস হাজার পাইলে। আবার দাগ দিয়া লক্ষের দুই অঙ্ক লও, তেইশ লক্ষ পাইলে। পরে দাগ দিয়া যে অঙ্ক থাকিবে তাহা কোটী, এখানে এক কোটী। এই সকল অঙ্ক এখন একত্র করিলে এক কোটী,তেইশ লক্ষ, পঁয়তাল্লিস হাজার, ছয়শত আটাত্তর হইল।

৩। যোগ।

৪ ৫ ৬ ৮
৭ ৩ ২ ৫
৪ ৯ ১ ৬
২ ৪ ৭ ১
১৯, ২৮০

প্রথমে একের নীচে এক, দশের নীচে দশ, শতের নীচে শত, সহস্রের নীচে সহস্র এইরূপে সাজাইয়া রাখ। পরে কসি টানিয়া ডাইন দিক্ হইতে উপর হইতে নীচে এক এক অঙ্ক গণিয়া যাও। আট ও পাঁচ ১৩, তের ছয়ে ১৯, উনিস ও একে ২০, কুড়ীর শূন্য নামিল হাতে দুই। দুই আর ছয়ে ৮, আট ও দুয়ে ১০, দশ ও একে ১১, এগারো ও সাতে ১৮—আঠারর ৮ নামিল হাতে এক। একে পাঁচে ৬, ছয়ে তিনে ৯, নয়ে নয়ে ১৮, আঠারো ও চারি ২২-বাইশের দুই হাতে দুই। দুয়ে চারি ৬, ছয়ে সাতে ১৩, তেরো চারি ১৭, সতের ও দুয়ে ১৯-উনিশের নয় নামিল হাতে এক। শেষে একও নামিল, যোগ করিয়া উনিশ হাজার দুইশত আশী হইল। (১)

অঙ্কের মধ্যে মধ্যে শূন্য থাকিলে যোগের সময় তাহা ধরিতে হইবে না, কেন না শূন্য অর্থ কিছুই নয়।

(১) বৃদ্ধ অঙ্গুলিদ্বারা প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব্ব ও অগ্র ভাগ ধরিয়া চারি চারি অঙ্ক গণা যায়, ইহাতে এক হাতে ১৬ অঙ্ক পর্য্যন্ত যোগ করা যায়, হাতে

৪। বিয়োগ।

৯৮৭৬ হইতে ৭৬৩২ বিয়োগ কর অর্থাৎ বাদ দেও।

৯৮৭৬
৭৬৩২
———
২২৪৪

প্রথমে এক দশ শত সহস্র ঠিক্ নীচে নীচে রাখ। পরে ৬ হইতে ২ গেলে ৪ নামিল, ৭ হইতে ৩ গেলে ৪, ৮ হইতে ৬ গেলে ৩ এবং ৯ হইতে ৭ গেলে ২ নামিল। বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থাৎ বাকী ২২৪৪ রহিল।

৯৭০২৩
৮২৩১৪
———
১৪৭০৯
৯৭০২৩

দ্বিতীয় অঙ্কটী কিছু কঠিন। প্রথমে ৩ হইতে ৪ বাদ দেওয়া যায় না, অতএব ২ দশের নিকট একটী দশ ধার লইয়া ১৩ ধরা হইল। ১৩ হইতে ৪ গেলে ৯ রহিল। উপরে এক দশ ধরা হইয়াছে, অতএব হাতে এক দশ বলিয়া নীচের দশের সঙ্গে যোগ করা হইল। একদশ ও একদশে ২ দশ হইল। ২ দশ হইতে ২ দশ লইলে হাতে শূন্য, তাহাই নামিল। পরে শূন্য হইতে ৩ বাদ দেওয়া যায় না, অতএব ০ কে ১০ ধরিয়া ৩ বাদ দিলে ৭ নামিল। হাতে ১, ও ২ যোগে ৩ হইল, ৭ হইতে ৩ লইলে ৪ রহিল। অবশেষে ৯ হইতে ৮ গেলে ১ রহিল। খরচ ও বাকী ঠিক্ দিলে জমার সঙ্গে মিল হইবে।

৫। গুণন।

নামতা অন্ততঃ দশ দশকে ১০০ পর্য্যন্ত শিখিয়া গুণনের অঙ্ক কসা চাই।

৫৩২ কে ৩ দিয়া গুণ কর।

৫৩২ ৩
৩
———
১৫৯৬

৩ দিয়া ডাইন দিক হইতে সকল অঙ্ক গুণ করিয়া যাও। ৩ দুগুণে ৬ নামিল, পরে ৩ তিনকে ৯ পরে ৩ পাঁচ পনের নামিল। এক হাজার পাঁচ শত ছেয়ানই হইল।

৯ অবধি গণিতে শিখিলেই যথেষ্ট। ৭ ও ৯ যোগ করিতে হইলে [illegible] পাঁচ আর সাত [illegible] দশ, এগারো, বারো, তেরো, চৌদ্দ, [illegible] ষোল। [illegible] যোল হয়, কিন্তু [illegible] [illegible]

বেথন সোসাইটী।

যে মহাত্মা বেথুন সাহেব কলিকাতায় একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন, তাঁহারই স্মরণার্থে বেথুন সোসাইটী নামে কলিকাতায় একটী সভা আছে। তথায় এ দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্র লোকগণ একত্র সম্মিলিত হন এবং এদেশের হিতকর প্রস্তাব সকলের সমালোচনা করেন। এ দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধনার্থ তথায় মধ্যে মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া থাকে। গত ২৮ মার্চ্চ বাবু কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতবর্ষের সামাজিক ভাবী অবস্থা' বিষয়ে একটী অতি চমৎকার বক্তৃতা করিয়া অসংখ্য শ্রোতৃগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে নারীজাতি সম্বন্ধে যে কয়েকটী কথা বিনির্গত হইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

এ দেশে স্ত্রীলোকে পুরুষকে শাসন করে না, একথা সত্য নহে। তবে ইংলণ্ডের ও এ দেশের রমণীগণের মধ্যে প্রভেদ এই, যে তাঁহারা সমাজের পবিত্রতা ও উচ্চভাব বর্দ্ধনের সহায়, ইহারা কোমল ভাব বিস্তারে পটু। বাঙ্গালী পুরুষেরা স্ত্রীসুলভ কোমলতা যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন, স্ত্রীজাতির সংসর্গে তাঁহাদিগের প্রকৃতি আর অধিক কোমল করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চতর অভিপ্রায়ে নারীজাতির সহিত আমাদিগের সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। নারীগণ আমাদিগের প্রকৃতিকে উন্নত করেন, চিন্তা সকল পবিত্র করেন, সাধু প্রতিজ্ঞা সকল সবল করেন, সংক্ষেপে বলিতে গেলে আমাদিগকে পুরুষ করেন। আমরা তাঁহাদিগের প্রভাবে কোমলতার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তা, দৌর্বল্যের পরিবর্ত্তে পুরুষত্ব, ধর্ম্মভীরুতার পরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সাহস লাভ করিতে চাই। স্ত্রীজাতির সহিত মিলনে এইরূপ মহত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং এই অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহাদিগের স্বাধীনতার সপক্ষ। কেহ কেহ বলেন স্ত্রীলোকের দর্শনে সমাজ স্বভাবতঃ অপবিত্র ভাব ধারণ করে তিনি স্পষ্টাক্ষরে ইহার প্রতিবাদ করেন। স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগকে স্বভাবতঃ শাসন করিতে সক্ষম, অন্যান্য বিষয়ে একথা যেমন সত্য তাঁহারা আমাদিগের অন্তঃকরণে ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিয়া সকল প্রকার নিকৃষ্ট ভাব সমূলে বিনাশ করিতে পারেন ইহা ততোধিক সত্য। বস্তুতঃ স্ত্রীজাতির প্রভাবে মানব সমাজের পবিত্র ভাব যেমন অখণ্ডরূপে সংবর্দ্ধিত হয়, এমন আর কোন উপায়ে হইতে পারে না।

বিদ্যা, ধর্ম্ম, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয়ে পুরুষ জাতির সহিত স্ত্রীজাতির সাম্য ভাব রক্ষা করিতে না পারিলে জনসমাজের অসুখ ও গ্লানি যে ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইতে

থাকিবে, ইহা বক্তা প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন এবং স্বার্থ উদ্দেশেও মাতা, স্ত্রী, ভগিনী প্রভৃতির উন্নতি সাধনে শ্রোতৃবর্গকে যত্নশীল হইতে বলিলেন। তিনি এতদ্দেশবাসিনী ইউরোপীয় রমণীগণকে এদেশের ভগিনীগণের উন্নতি সাধনরূপ মহৎ ব্রতে মনোযোগী হইতেও অনুনয় করিলেন।

নূতন সংবাদ।

১। লেপ্টনন্ট গবর্ণর বাহাদুরের অনুমতি ক্রমে বিচার পতি ফিয়ার, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, বাবু মনোমোহন ঘোষ এবং ডবলিউ সি বানর্জ্জি বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষ কমিটী রূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাঁদের মতানুসারে এক্ষণ হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে।

২। ঢাকার নারান্দিয়া বালিকাবিদ্যালয়ে ১৪।১৫ বৎসর বয়স্কা লক্ষ্মী নাম্নী এক বৈষ্ণবীর কন্যা অধ্যয়ন করিত। তাহার মাতা তাহাকে বেশ্যা ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সে তাহাতে কোন মতে সম্মত হইল না। অবশেষে সেই পাপীয়সী মাতা কয়েক জন দুষ্টের পরামর্শে তামাসা দেখাইবার ছল করিয়া তাহাকে শাখারী বাজারস্থ এক বেশ্যার বাটীতে রুদ্ধ করিয়া রাখে। বালিকা তথায় দুই দিন পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিয়া কোন আত্মীয়ের সাহায্যে পলায়ন পূর্ব্বক তাহার শিক্ষয়িত্রীর বাটীতে যায় এবং অবশেষে পুলিসের লোক ও কয়েক জন ব্রাহ্ম দ্বারা সুরক্ষিত হয়। আমরা বঙ্গবন্ধু পাঠে অবগত হইলাম দুর্ব্বৃত্তা মাতা কন্যাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য আদালতে নালিস্ করিয়াছিল, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব নালিস্ ডিস্মিস্ করিয়া কন্যাটীর যেখানে ইচ্ছা সেইখানে থাকিতে হুকুম দিয়াছেন।

৩। ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে (music) সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষার আরম্ভ হইয়াছে।

৪। গত ২৮এ মার্চ্চ শুক্রবার বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বেলী সাহেবের পত্নী সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে কিছু বলিয়াছিলেন।

বামাগণের রচনা।

মাঘোৎসবের প্রার্থনা।

করিতেছি বাস বটে এ দূর গ্রামেতে।
কিন্তু মম আত্মা আছে, ব্রহ্ম মন্দিরেতে॥

অগ্রহায়ণ—১০০ সংখ্যা।

পৌষ—১০১ সংখ্যা।

মাঘ—১০২ সংখ্যা।

ফাল্গুণ—১০৩ সংখ্যা।

৮ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী।

২। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক।

৩। নারীচরিত।

আশ্বিন—১১০ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১১১সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১১২ সংখ্যা।

পৌষ—১১৩ সংখ্যা।

মাঘ—১১৪ সংখ্যা।

ফাল্গুন—১১৫ সংখ্যা।

চৈত্র—১১৬ সংখ্যা।

৮ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী।

২। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি বিষয়ক।